

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তিরামিয়া শব্দমালা

তৃতীয় খণ্ড

ইসলাম আনু ঈসা আত তিরামিয়া



তিরমিযী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইব্ন ইসা আত-তিরমিযী (র) সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬১২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৩২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৮০৬/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৪

ISBN : 984-06-0208-0

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর ২০০৬

আশ্বিন ১৪১৩

শাবান ১৪২৭

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২২০.০০ টাকা

TIRMIDHI SHARIF (3rd Volume) : Arabic compilation by Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi (Rh), translated by Moulana Farid Uddin Masud into Bangla, edited by the Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

September 2006

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 220.00 ; US Dollar : 7.00

সূচীপত্র

শিরোনাম

যাকাত অধ্যায় —১

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য কঠোর শাস্তি —১

যাকাত আদায় করে দিলে তোমার (সম্পদের) উপর যা কর্তব্য ছিল তা তুমি পূর্ণ করলে —৩

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত —৫

উট ও ছাগলের যাকাত —৬

গরুর যাকাত —৯

যাকাত হিসেবে উত্তম মাল সংগ্রহ করা নিষেধ —১০

ফল, ফসল ও শস্যের যাকাত —১১

ঘোড়া ও দাস দাসীর যাকাত নেই —১৩

মধুর যাকাত —১৪

পূর্ণ বছর আবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই —১৫

মুসলিমদের উপর জিয্যা নেই —১৭

শাক-সজির যাকাত —২০

নদী নালার পানি সিঞ্চনে যা উৎপাদিত হয় তার যাকাত —২১

ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত —২২

বোবা জন্তুর আঘাতের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এবং খনিজ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব —২৩

(যাকাতের জন্য) ফলাদির অনুমান করা —২৪

ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী —২৬

যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী —২৭

যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি —২৮

ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হবে —২৯

যাদের জন্য যাকাত হালাল —২৯

কার জন্য সাদাকা হালাল নয় —৩১

দায়গ্রস্ত ও অন্যান্য যাদের জন্য সাদাকা হালাল —৩৩

নবী (সা.), তাঁর আহলে বায়ত এবং তাঁর আযাদকৃতদের জন্য সাদাকা নিষিদ্ধ —৩৪

নিকট আত্মীয়দের সাদাকা দেওয়া —৩৫

[চার]

যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদের হক রয়েছে —৩৭

সাদাকার ফযীলত —৩৭

যাফ্ফাকারীর হক —৪১

সাদাকাদাতা যদি তার সাদাকাকৃত সম্পদের ওয়ারিস হয় —৪৩

সাদাকা ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ —৪৫

মৃত্তব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকা করা —৪৫

স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর ব্যয় করা —৪৬

সাদাকাতুল ফিতর —৪৮

সালাতের পূর্বেই ফিত্রা আদায় করা —৫১

যাকাত আদায়ে ত্বরান্বিত করা —৫২

ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ —৫৩

সাওম অধ্যায় —৫৫

রামাযান মাসের ফযীলত —৫৭

রামাযান মাস আগমনের পূর্বক্ষণে সিয়াম পালন করবেনা —৫৯

সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন মাকরুহ —৬০

রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদের গণনা —৬১

চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা এবং চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ করা —৬২

মাস উনত্রিশ দিনেও হয় —৬২

সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে সিয়াম পালন —৬৩

দুই ঈদের মাস কম হয় না —৬৫

প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর —৬৫

যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব —৬৭

সাওম হল যে দিন তোমরা সাওম পালন কর, ঈদুল ফিত্র হল যেদিন তোমরা ইফতার কর, আর

ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর —৬৯

যখন রাত আসে ও দিন চলে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে —৭০

অবিলম্বে ইফতার করা —৭০

বিলম্বে সেহরী খাওয়া —৭২

ফজরের বিবরণ —৭৩

সিয়াম পালনকারীর জন্য গীবত করার বিষয়ে কঠোরতা —৭৪

সাহরী খাওয়ার ফযীলত —৭৫

[পাঁচ]

- সফরে সিয়াম পালন পসন্দনীয় নয় —৭৬
সফরে সিয়াম পালনের অবকাশ —৭৭
যোদ্ধাদের সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি —৭৯
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্য সিয়াম পালন না করার অনুমতি —৮০
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় —৮১
(সিয়ামের) কাফ্যারা —৮২
সায়িমের অনিচ্ছাকৃত বমি —৮৩
(সায়িম অবস্থায়) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করে —৮৫
সায়িম যদি ভুলে কিছু খান বা পান করেন —৮৬
যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাওম ভঙ্গ করে —৮৭
রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার কাফ্যারা —৮৭
সিয়াম পালনকারীর মিসওয়াক করা —৯০
সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার —৯১
সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা —৯১
সিয়াম অবস্থায় আলিঙ্গন করা —৯২
রাত্রি থেকে সংকল্প না করলে সিয়াম হয়না —৯৩
নফল সাওম পালনকারীর ইফতার করে ফেলা —৯৪
ভোর থেকে নফল সাওম পালন করা —৯৬
নফল সিয়াম পালনকারী যদি তার সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর তা কাযা করা
ওয়াজিব —৯৭
শা'বানকে রামাযানের সঙ্গে মিলিত করা —৯৯
রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের শেষ অর্ধাংশে সিয়াম পালন অপসন্দনীয় —১০০
মধ্য শা'বান রাত্রির ফযীলত —১০১
মুহাঈরাম মাসের সাওম পালন —১০২
জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন —১০৩
কেবল জুমু'আ বারের সিয়াম পালন মাকরুহ —১০৪
শনিবারের সিয়াম পালন —১০৫
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন —১০৫
বুধ ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন —১০৭
আরাফা দিবসের সিয়াম পালনের ফযীলত —১০৮
আরাফা অবস্থানরত অবস্থায় সেদিনের সিয়াম পালন পছন্দনীয় নয় —১০৮

[ছয়]

- আশুরা দিবসের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা —১১০
আশুরা দিবসের সিয়াম পালন না করার অবকাশ —১১১
আশুরা কোন দিন ? —১১২
যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে সিয়াম পালন —১১৩
যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের ফযীলত —১১৪
শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন —১১৬
প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা —১১৭
সাওমের ফযীলত —১১৯
সারা বছর সাওম পালন করা —১২১
একাধারে সাওম পালন করা —১২২
ঈদুল ফিত্র ও কুরবানীর ঈদে সাওম পালন করা হারাম —১২৪
আয়্যামে তাশরীক-এ সিয়াম পালন হারাম —১২৫
সাওম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগান মাকরুহ —১২৬
এই বিষয়ে অবকাশ প্রসংগে —১২৯
সাওমে বিসাল না জায়িয় —১৩০
কারো জুনুবী (ফরয গোসল) অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় আর তার যদি সাওম পালনের ইচ্ছা থাকে —১৩১
সাওম অবস্থায় দাওয়াত কবুল করা —১৩১
স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের (নফল) সিয়াম পালন মাকরুহ —১৩২
রামাযানের সিয়ামের কাযা পালন ক্ষেত্রে বিলম্ব করা —১৩৩
সিয়াম পালনরত ব্যক্তির নিকট পানাহার হলে তার ফযীলত —১৩৩
ঋতুমতী মহিলার সিয়াম কাযা করতে হবে, সালাত কাযা করতে হবেনা —১৩৫
সায়িমের জন্য নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরুহ —১৩৬
কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয় তবে যেন সে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সাওম পালন না করে —১৩৬
ই'তিকাফ —১৩৭
লায়লাতুল কাদর —১৩৯
এ বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪২
শীতকালের সিয়াম —১৪২
“ওয়া আলাল্লাজীনা ইউতীকুনাহ” প্রসঙ্গে —১৪৩
কেউ যদি আহার করার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় —১৪৩

[সাত]

সিয়াম পালনকারীর তোহফা —১৪৫

ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা কখন হয় —১৪৫

ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়লে —১৪৬

ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে বের হতে পারে কিনা —১৪৭

রামাযান মাসের কিয়াম —১৪৯

সায়িমকে ইফতার করানোর ফযীলত —১৫১

রামাযানের সিয়াম-এর প্রতি উৎসাহিত করা এবং এর ফযীলত —১৫২

অধ্যায় : হজ্জ —১৫৩

মক্কার মর্যাদা ও সম্মান প্রসঙ্গে —১৫৫

হজ্জ ও উমরার ছওয়াব প্রসঙ্গে —১৫৭

হজ্জ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বানী —১৫৮

পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে হজ্জ ফরয হয় —১৫৯

কতবার হজ্জ করা ফরয —১৫৯

নবী (সা.) কয়বার হজ্জ পালন করেছেন —১৬০

নবী (সা.) কতবার উমরা করেছেন —১৬২

কোন্ জায়গা থেকে নবী (সা.) ইহরাম বেঁধেছেন —১৬৩

নবী (সা.) কখন ইহরাম বাঁধেন —১৬৪

ইফরাদ হজ্জ প্রসঙ্গে —১৬৪

হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় করা —১৬৫

তামাতু হজ্জ —১৬৬

তালবিয়া প্রসঙ্গে —১৬৯

তালবিয়া ও নাহরের ফযীলত —১৭১

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা —১৭৩

ইহরামের সময় গোসল করা —১৭৪

মক্কায় হারাম শরীফের বাইরের লোকদের জন্য ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান —১৭৪

যেসব পোশাক মুহ্রিম (ইহরাম রত) ব্যক্তির জন্য পরিধান করা জাযিয নয় —১৭৫

ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি যদি তহবন্দ ও চপ্পল যোগাড় করতে না পারে তবে তার

পায়জামা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা —১৭৬

কোন ইহরাম পালনকারী ব্যক্তির গায়ে জামা বা জুপা থাকলে —১৭৭

ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে —১৭৮

[আট]

- ইহরাম পালনকারীর সিদ্ধা ল'গানো —১৭৯
ইহরাম পালনকারীর বিবাহ করা মাকরুহ —১৮০
এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —১৮২
শিকারের গোশ্ত মুহরিমের পক্ষে খাওয়া —১৮৪
মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্ত আহার করা না জাযিয় —১৮৬
মুহরিমের জন্য জলজ শিকার —১৮৭
মুহরিমের জন্য দাবু' শিকার করা —১৮৮
মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য গোসল করা —১৮৯
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কার উচ্চ ভূমি (কাদা) দিয়ে প্রবেশ করা এবং নিম্নভূমি (কুদা) দিয়ে বের হওয়া —১৯০
নবী (সা.) দিনের বেলায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন —১৯০
বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হাত তোলা মাকরুহ —১৯০
তাওয়াফ করার পদ্ধতি —১৯১
হাজরে আসওয়াদ থেকে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা —১৯২
কেবল হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা —১৯৩
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইযতিবা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন —১৯৩
হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া —১৯৪
মারওয়ার আগে সাফা থেকে সাদ্বি শুরু করা —১৯৫
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাদ্বি করা —১৯৬
আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা —১৯৮
তাওয়াফের ফযীলত —১৯৮
তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পরে সালাতুত তাওয়াফ আদায় করা —১৯৯
তাওয়াফের দু'রাকআত সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে —২০১
উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ —২০২
মিনা গমন এবং সেখানে অবস্থান —২০৭
যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার অবস্থান স্থল —২০৮
মিনায় সালাত কসর করা —২০৮
আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা —২১০
গোটা আরাফাই উকূফ স্থল —২১১
আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন —২১৪

[নয়]

- মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা —২১৫
- যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ্জ পেল বলে গণ্য হবে —২১৭
- দুর্বল লোকদের মুযদালিফা থেকে রাতেই যাত্রা ত্বরান্বিত করা —২১৯
- (১০ই যিলহজ্জ) চাশ্তের সময় রমী করা —২২১
- মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওয়ানা হওয়া —২২১
- ছোট কঙ্কর দিয়ে রমী করা হবে —২২২
- যাওয়াল বা মধ্যাহ্নের পর রমী করা —২২৩
- আরোহী এবং হাটা অবস্থায় রমী করা —২২৩
- কিভাবে রমী জামরা করা হবে —২২৫
- উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া —২২৭
- মুকীমের জন্য হজ্জের কুরবানীর পশুর গলায় মালা লটকানো —২৩১
- কুরবানীর বকরীর গলায় মালা পরানো —২৩১
- হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় তবে কি করা হবে —২৩২
- কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা —২৩৩
- মাথার কোন্ পাশ দিয়ে মুন্ডন শুরু করবে —২৩৪
- মুন্ডন করা ও চুল ছোট করা —২৪৩
- মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ —২৩৫
- যবাহের পূর্বে মাথা মুন্ডন বা কঙ্কর মারার পূর্বে যবাহ করে ফেললে —২৩৬
- তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা —২৩৭
- হজ্জে কখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে —২৩৮
- উমরার ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে —২৩৯
- রাত্রিকালে তাওয়াফে যিয়ারত করা —২৪০
- আবতাহ-এ অবতরণ করা —২৪০
- শিশুদের হজ্জ —২৪২
- অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা —২৪৪
- এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৪৬
- উমরা ওয়াজিব কি-না —২৪৭
- এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —২৪৮
- উমরার ফযীলত —২৪৯
- তানঈম থেকে উমরা করা —২৪৯
- জি'ইরানা থেকে উমরা করা —২৫০

[দশ]

- রজব মাসে উমরা করা —২৫১
যুল কা'দায় উমরা করা —২৫২
রমযানে উমরা পালন করা —২৫২
হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায় —২৫৩
হজ্জে শর্ত আরোপ করা —২৫৬
তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে —২৫৬
ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কি কি আমল করতে পারবে —২৫৭
যে কেউ হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট হয় —২৫৮
কিরান হজ্জ পালনকারী এক তাওয়াফই করবে —২৫৯
মিনা থেকে ফিরার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন —২৬১
হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করে ফিরার সময়ের দু'আ —২৬১
ইহরামরত অবস্থায় যদি ইহরামকারী মৃত্যু বরণ করে —২৬২
ইহরামরত ব্যক্তির চক্ষু রোগ হলে তাতে ঔষধ হিসাবে সাবির বৃক্ষের রস ব্যবহার করা —২৬৩
ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মাথা মুডন করে ফেললে তার উপর কি বর্তাবে —২৬৪
রাখালদের জন্য একদিন রমী করে অপর দিনের রমী পরিত্যাগের অবকাশ প্রদান —২৬৫
“আল-হাজ্জুল-আকবার”-এর দিন সম্পর্কে —২৬৭
হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা —২৬৮
তাওয়াফে কথাবার্তা বলার বিষয়ে —২৬৯
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে —২৭০

- কাফন দাফন অধ্যায় —২৭৩
রোগ-ভোগের ছাওয়াব —২৭৫
রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া —২৭৬
মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা —২৭৯
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ঝাড়-ফুক করা —২৮০
ওয়াসিয়াত করতে উৎসাহিত করা —২৮১
এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদের ওয়াসিয়াত করা —২৮২
রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দু'আ করা —২৮৩
মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া —২৮৫
কপালের ঘামসহ মুমিনের মৃত্যু হয় —২৮৬
কোন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রচারণা মাকরুহ —২৮৮

[এগার]

- কষ্টের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা —২৯০
- মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন প্রদান —২৯০
- মুর্দাকে গোসল করান —২৯১
- মায়িতের জন্য মিশুক আঙ্গুর ব্যবহার করা —২৯৩
- মুর্দাকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা —২৯৪
- কোন্ ধরনের কাফন মুস্তাহাব —২৯৫
- অনুরূপ আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৯৬
- কয়টি কাপড়ে নবী (সা.)-কে কাফন দেওয়া হয়েছিল —২৯৭
- মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য আহায্য প্রস্তুত করা —২৯৮
- মুসীবতে পড়ে গেলে হাত চাপড়ানো ও কাপড় ছিড়ে ফেলা নিষেধ —২৯৯
- বিলাপ অনুষ্ঠান করা দোষণীয় —৩০০
- মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা দোষণীয় —৩০১
- মৃত ব্যক্তির জন্য নিরব কান্নার অনুমতি —৩০২
- জানাযা-এর সামনে চলা —৩০৫
- জানাযার পিছনে চলা —৩০৭
- জানাযার পিছনে সওয়ার হয়ে চলা মাকরুহ —৩০৯
- এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —৩১০
- জানাযা নিয়ে জলদি করা —৩১০
- উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ এবং হামযা (রা.)-এর আলোচনা —৩১১
- আরেকটি অনুচ্ছেদ —৩১২
- আরেকটি অনুচ্ছেদ —৩১৪
- জানাযা রাখার আগে বসা —৩১৪
- মুসিবতের ফযীলত, যদি তার উপর ছওয়াবের আশা করে —৩১৫
- সালাতুল জানাযা-এর তাকবীর —৩১৬
- সালাতুল জানাযার দু'আ —৩১৮
- সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা —৩২০
- সালাতুল জানাযা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শাফাআতের পদ্ধতি —৩২২
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাতুল জানাযা মাকরুহ —৩২৩
- শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা —৩২৪
- জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় পরিত্যাগ করা —৩২৫
- মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা —৩২৬

[বার]

- মহিলা বা পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন — ৩২৭
- শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা ত্যাগ করা — ৩২৯
- কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা — ৩৩০
- নবী (সা.) কর্তৃক নাজাশীর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা ৩৩২
- সালাতুল জানাযার ফযীলত — ৩৩৩
- এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ — ৩৩৪
- জানাযার জন্য উঠে দাঁড়ান — ৩৩৪
- জানাযার জন্য না দাঁড়ানোর অবকাশ — ৩৩৬
- নবী (সা.)-এর বানী 'লাহদ' জাতীয় কবর আমাদের আর 'শাক' জাতীয় কবর অন্যদের — ৩৩৭
- মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাখিল করার কালে দু'আ — ৩৩৮
- কবরে মৃত ব্যক্তির নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া — ৩৩৮
- কবর সমান করে দেওয়া — ৩৪০
- কবরকে পদদলিত করা বা এর উপর বসা মাকরুহ — ৩৪১
- কবরে চুনা ব্যবহার করা এবং তাতে লেখা মাকরুহ — ৩৪২
- কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ — ৩৪৩
- কবর যিয়ারতের অনুমতি — ৩৪৪
- মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরুহ — ৩৪৫
- রাত্রিতে দাফন করা — ৩৪৬
- মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা — ৩৪৭
- যে তার সন্তানকে অগ্নে পাঠিয়ে দেয় তার ছওয়াব ৩৪৯
- শহীদ কাদের বুঝায় — ৩৫১
- প্লেগ থেকে পলায়ন নিষিদ্ধ — ৩৫২
- যে জন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন — ৩৫৩
- যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবেনা — ৩৫৪
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা প্রসঙ্গে — ৩৫৫
- কবরের আযাব — ৩৫৭
- বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার ছওয়াব — ৩৫৯
- জানাযা তাড়াতাড়ি আদায় করা — ৩৬০
- তা'যিয়া বা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা দান সম্পর্কে আরেকটি অনুচ্ছেদ — ৩৬১
- সালাতুল জানাযায় দুই হাত উঠানো — ৩৬১
- ঋণের কারণে মু'মিনের রুহ লটকে থাকে, যে পর্যন্ত না তা আদায় করা হয় — ৩৬৩

[তের]

বিবাহ অধ্যায় —৩৬৪

বিবাহের ফযীলত এবং এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত করা —৩৬৫

বিবাহ থেকে বিরত থাকা নিষিদ্ধ —৩৬৭

যার দীন তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয় তাকে বিয়ে কর —৩৬৮

তিন গুণের ভিত্তিতে মেয়েদের বিবাহ করা —৩৭০

প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা —৩৭১

বিবাহের ঘোষণা —৩৭১

নব দম্পতির জন্য দু'আ —৩৭৩

স্ত্রীর সাথে মিলনের দু'আ —৩৭৪

বিবাহ করার সুন্নাত সময় —৩৭৪

ওয়ালীমা প্রসঙ্গে —৩৭৫

দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা —৩৭৭

বিনা দাওয়াতে ওয়ালীমা খেতে আসা —৩৭৮

কুমারী বিবাহ করা —৩৭৯

ওলী ছাড়া বিয়ে হয়না —৩৭৯

সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয়না —৩৮৫

বিবাহের খুতবা —৩৮৭

কুমারী ও অকুমারী মহিলাদের অনুমতি গ্রহণ —৩৯০

ইয়াতীম কুমারীকে জবরদস্তিমূলক বিয়ে দেওয়া —৩৯২

যদি দুই ওলী (অভিভাবক) বিবাহ দেয় —৩৯৩

মালিকের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিয়ে —৩৯৪

মহিলাদের দেনমহর —৩৯৫

অনুরূপ আরেকটি অধ্যায় —৩৯৭

দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করা —৩৯৯

স্বীয় দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত —৪০০

কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলনের পূর্বেও যদি তাকে তালাক দেওয়া হয় তবে

তার কন্যার সাথে বিবাহ করা জাযিয় কি-না —৪০১

কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় পরে সেই মহিলা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করে

এবং ঐ স্বামীও মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় —৪০২

‘হিলা’কারী এবং যার জন্য ‘হিলা’ করা হয় —৪০৩

মুতআ বিবাহ হারাম —৪০৫

[চৌদ্দ]

‘শিগার’ নিকাহ নিষিদ্ধ —৪০৭

কোন মহিলাকে তার ফুফু খলার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা যাবেনা —৪০৮

বিবাহের আকদের সময়কার শর্ত —৪১০

যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার দশজন স্ত্রী ছিল —৪১১

একজন ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার কাছে দুই বোন (স্ত্রী হিসেবে) আছে —৪১৩

কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে —৪১৩

কয়েদী বাঁদীর স্বামী থাকলে তার সঙ্গে মালিকের জন্য মিলন কি হালাল হবে —৪১৪

ব্যভিচারীণীর উপার্জন হারাম —৪১৫

কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবেনা —৪১৬

আযল —৪১৯

আযল নিষিদ্ধ হওয়া —৪২০

কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বন্টন নীতি —৪২১

সতীনদের মাঝে সম আচরণ করা —৪২২

মুশরিক দম্পতির একজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে —৪২৪

স্ত্রীর মরানা নির্ধারণের পূর্বেই যদি স্বামী মারা যায় —৪২৬

অধ্যায় : শিশুদের দুগ্ধ পান —৪২৮

নসব সূত্রে যারা হারাম রাযামাত (দুগ্ধপান) সূত্রেও তারা হারাম —৪২৯

যে পুরুষের মাধ্যমে স্ত্রী দুগ্ধবতী হয় তার বিধান —৪৩০

এক দুই চুমুক (টোক) দুগ্ধপানে হারাম হয়না —৪৩২

দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য —৪৩৪

দুই বছরের কম বয়সের শিশু অবস্থায় দুগ্ধপান ছাড়া তাতে কেউ হারাম হয়না —৪৩৬

যদ্বারা দুগ্ধপানের হক মিটানো যায় —৪৩৭

স্বামী থাকা অবস্থায় যদি কোন ক্রীতদাসী আযাদ হয় —৪৩৮

সন্তান হলো শয্যার অধিকারীর —৪৪০

এমন মহিলাকে দেখলে, যে তার কাছে আকর্ষণীয়বোধ হয় —৪৪১

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক —৪৪২

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক —৪৪৩

পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন হারাম —৪৪৫

সাজ-সজ্জা করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া হারাম —৪৪৭

গায়রত ও আত্ম-মর্যাদাবোধ —৪৪৮

[পনের]

স্ত্রীলোকের একা একা সফর করা অপছন্দনীয় — ৪৪৯

অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষেধ — ৪৫০

অধ্যায় : তালাক ও লি'আন — ৪৫৫

সুন্নাহ অনুযায়ী তালাক — ৪৫৬

কেউ যদি স্ত্রীকে “আল-বাত্তা” (অকাট্য) শব্দে তালাক দেয় — ৪৫৮

‘তোমার ব্যাপার তোমার হাতে’ বলা প্রসঙ্গে — ৪৫৯

ইখতিয়ার দান প্রসঙ্গে — ৪৬১

তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে) বাসস্থান পাবেনা খোরপোষও পাবেনা — ৪৬৩

বিবাহের পূর্বে তালাক নেই — ৪৬৫

দাসীদের তালাকের সীমা দুই তালাক — ৪৬৭

কেউ যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয় — ৪৬৮

যথার্থভাবে বা কৌতুকার্থে ‘তালাক’ উচ্চারণ করা — ৪৬৯

খুলা তালাক — ৪৭০

খুলা তালাক দাবীকারিণী — ৪৭১

স্ত্রীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা — ৪৭২

পিতা যদি কাউকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে — ৪৭৩

কোন মহিলা যেন তার (আরেক দীনী) ভগ্নীর তালাক প্রার্থনা না করে — ৪৭৪

বুদ্ধি ভ্রষ্ট ব্যক্তির তালাক — ৪৭৪

গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হলে — ৪৭৬

মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত — ৪৭৮

কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে জিহরকারীর সঙ্গত হওয়া প্রসঙ্গে — ৪৮১

জিহারের কাফ্ফারা — ৪৮২

ঈলা — ৪৮৩

লি'আন — ৪৮৫

যার স্বামী মারা গেছে সেই মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে — ৪৮৮

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় — ৪৯১

সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা — ৪৯৩

সূদ খাওয়া — ৪৯৪

মিথ্যা, অসত্য ইত্যাদি বিষয়ে কঠোরতা — ৪৯৪

[বোল]

- ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর নবী (সা.) কর্তৃক তাদের নামকরণ — ৪৯৫
- কারো পণ্য সম্পর্কে তার মিথ্যা কসম করা প্রসঙ্গে — ৪৯৭
- ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়া — ৪৯৮
- নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে (বাকীতে) ক্রয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে — ৪৯৯
- শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা — ৫০২
- পাল্লা ও পরিমাপ পাত্রের প্রসঙ্গে — ৫০২
- নিলামে বিক্রয় — ৫০৩
- মুদাম্বার বিক্রি প্রসঙ্গে — ৫০৪
- বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাত নিষিদ্ধ — ৫০৫
- গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবেনা — ৫০৬
- “মুহাকালার” এবং “মুযাবানার” নিষিদ্ধ — ৫০৮
- গাছের ফল ডাগর ডোগর হওয়ার পূর্বে বিক্রি জায়েয নয় — ৫০৯
- কোন জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করা — ৫১১
- প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি হারাম — ৫১১
- একই বিক্রিতে দুই বিক্রী নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে — ৫১২
- যা অধিকারে নেই তা বিক্রি করা নিষেধ — ৫১৪
- ওয়ালা বিক্রি করা ও হেবা করা নিষিদ্ধ — ৫১৭
- বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা — ৫১৮
- দুটি দাসের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় — ৫১৯
- গমের বিনিময়ে গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হতে হবে, এতে অতিরিক্ত প্রদান হারাম — ৫২০
- (বাড়ায়) মুদ্রা বিনিময় — ৫২২
- পরাগায়নের পর খেজুর গাছ বিক্রি করা এবং সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করা — ৫২৬
- ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (বিক্রি সম্পাদন না করার) এখতিয়ার থাকে — ৫২৭
- ক্রয়-বিক্রয়ে যে প্রতারণিত হয় — ৫৩২
- প্রতারনার উদ্দেশ্যে পশুর ওলানে দুধ জমান প্রসঙ্গে — ৫৩৩
- বিক্রয়ের সময় জন্তুর পৃষ্ঠারোহণের শর্ত করা প্রসঙ্গে — ৫৩৪
- বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা — ৫৩৫
- স্বর্ণ ও পুতি খচিত মালা ক্রয় করা প্রসঙ্গে — ৫৩৬
- ওয়ালা (অভিভাবকত্বের) শর্ত করা এবং এই বিষয়ে ভৎসনা প্রসঙ্গে — ৫৩৭
- মুকাতাবের নিকট যদি আদায় করার মত কোন কিছু থাকে — ৫৪০

[সতের]

- দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কোন পাওনাদার ঠিক তারই জিনিষটি পেলে —৫৪২
- মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রির জন্য মদ যিম্মির কাছে অর্পন করা নিষিদ্ধ —৫৪৩
- আরিয়া বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহীত বস্তু অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে —৫৪৫
- ইহতিকার বা মজুদদারী করা —৫৪৬
- মুহাফ্ফালাত বা স্তনে দুগ্ধ জন্মিয়ে রেখে পশু বিক্রি করা —৫৪৭
- কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ করা —৫৪৮
- ক্রেতা-বিক্রেতায় যখন মতবিরোধ ঘটে —৫৪৯
- অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা —৫৫০
- নর পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ হারাম —৫৫২
- কুকুরের মূল্য —৫৫৩
- শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক —৫৫৪
- শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন সম্পর্কে অনুমতি —৫৫৫
- কুকুর ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য মাকরুহ —৫৫৬
- গায়িকা দাসী বিক্রি নিষিদ্ধ —৫৫৮
- বিক্রি করতে গিয়ে আপন দুই ভাই বা মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জায়েয নয় —৫৫৯
- কোন গোলাম ক্রয় করে দৈনিক দেয় মজুরী বিনিময়ে তাকে কাজে নিয়োগ করার পর যদি তাতে দোষ ধরা পড়ে —৫৬০
- ফল-উদ্যানের পাশ দিয়ে গমনকারীর জন্য উক্ত বাগানের ফল আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে —৫৬২
- বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্ধারিত পরিমাণ অংশ বাদ দেওয়া —৫৬৪
- পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি নিষেধ —৫৬৪
- আপন (দ্বীনী) ভাইয়ের বিক্রির উপর বিক্রি প্রস্তাব প্রদান নিষেধ —৫৬৫
- মদ বিক্রি করা এবং তৎসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা —৫৬৬
- মদ সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ —৫৬৭
- মালিকের অনুমতি ব্যতীত পশু পালের দুধ দোহন —৫৬৮
- মৃত জন্তুর চামড়া এবং মূর্তি বিক্রি করা —৫৬৯
- হেবা প্রত্যাহার করা ঘৃণ্য —৫৭০
- আরায়া ও এতদসম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে —৫৭১
- ‘নাজশ’ বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দরদাম করা জায়েয নয় —৫৭৪
- ওজনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি দেওয়া —৫৭৫
- অভাবগ্রস্থকে অবকাশ প্রদান এবং তার সঙ্গে নম্র আচরণ করা —৫৭৬
- ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা যুলম —৫৭৮

[আঠার]

- খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি আগাম বিক্রী করা — ৫৮০
শরীকানা ভূমির কোন শরীক যদি তার হিস্যা বিক্রী করতে চায় — ৫৮১
মুখাবারা ও মুআওয়ামা — ৫৮৩
তাসয়ীর — ৫৮৩
ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ানত ও প্রতারণা করা — ৫৮৪
উট বা অন্য কোন প্রাণী করাজ হিসাবে গ্রহণ করা — ৫৮৫
মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ — ৫৮৮

মহাপরিচালকের কথা

পবিত্র হাদীস মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদে পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদে নির্ভুল ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, “এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।” তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ ‘সহীহ’, ‘হাসান’, ‘যঈফ’, ‘গরীব’, ‘মু'আল্লাল’ প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সন্তানের মধ্যে ঊনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব বসতিপূর্ণ অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'য়াত তথা জীবনবিধানের মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদেব পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'য়াতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি'আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন শাদাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ সকল হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তিরমিযী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে এবং তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাহের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Web: <http://www.hadithbd.com>

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	"
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	"
৫. মাওলানা রুহুল আমীন খান	"
৬. মাওলানা এ,কে, এম আবদুস সালাম	"
৭. মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

كِتَابُ الزَّكَاةِ

যাকাত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

অনুবাদ : যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য কঠোর শাস্তি

৬১৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ فَرَأَيْتُ مُقْبِلًا فَقَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي ! لَعَلَّهُ أَنْزَلَ فِي شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ ؟ فِذَاكَ أَبِي وَ أُمِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ الْأَكْثَرُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا يَمُوتُ رَجُلٌ ، فَيَدْعُ ابِلًا أَوْ بَقْرًا ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ اسْمَنَّهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنَطَّحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ . وَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعْنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ . وَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ اسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبُ ابْنِ السَّكَنِ وَيُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدِّيَلَمِ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مَزَاهِمٍ ، قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشْرَةِ آلَافٍ . قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ مَرَّوَزِيُّ رَجُلٌ صَالِحٌ .

৬১৫. হান্নাদ ইবনুস সারী আত-তামীমী আল-কুফী (র.)....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, এই সময় তিনি কা'বা শরীফের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে সামনে দেখে বলতে লাগলেন : কা'বার রবের কসম ! কিয়ামতের দিন এরাই হবে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যার (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কী হল আমার, আমার ব্যাপারে হয়ত কিছু নাযিল হয়েছে। যা হোক, আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউক, এরা কারা ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরা হল অধিক সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিগণ, কিন্তু যারা এরূপ করে তারা ছাড়া। এরপর তিনি সামনে ডানে বামে দুই হাতে অঞ্জলী ভরে ইশারা করে দেখালেন। তিনি আরো বললেন : কসম সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি যদি উট বা গরু রেখে মারা যায়। আর এগুলোর যাকাত আদায় না করে যায়, তবে সেগুলো কিয়ামতের দিন আরো বেশী মোটা-তাজা হয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তিকে পায়ের খুরে দলিত করবে এবং সিং দিয়ে গুতোতে থাকবে। যখনই শেষেরটির কাজ শেষ হবে, তখনই প্রথমটি আবার শুরু করবে। সব মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরূপই চলতে থাকবে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আলী ইবন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যাকাত অস্বীকারকারীকে লানত করা হয়েছে। কাবীসা ইবন হুব্ব তদীয় পিতা হুব্বের বরাতে এবং জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আবু যার (রা.)-এর নাম হল, জুনদাব ইবনু'স সাকান। কেউ কেউ বলেন, ইবন জুনাদা। আব্দুল্লাহ ইবন মুনীর (র.)....যাহ্‌হাক ইবন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অধিক সম্পদশালী হল তারা যাদের কাছে দশ হাজার (বা ততোধিক দিরহাম) আছে। আব্দুল্লাহ ইবন মুনীর মারওয়াযী একজন সৎ ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُدِّيَتِ الزَّكَاةُ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায় করে দিলে তোমার (সম্পদের) উপর যা কর্তব্য ছিল তা তুমি পূর্ণ করলে .

৬১৬. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ (هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْبَصْرِيُّ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أُدِّيَتِ زَكَاةُ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ عَلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ .

৬১৬. উমার ইবন হাফ্ফ আশ-শায়বানী আল-বাসরী (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : তুমি যখন তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করে দিলে তখন তোমার উপর যা কর্তব্য ছিল তা পূরণ করে দিলে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গরীব। একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাকাতের আলোচনা করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছাড়া আমার উপর আরো কিছু কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন: না। তবে তুমি যদি নফল কিছু করতে চাও (তা হল ভিন্ন ব্যাপার)।

৬১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيَّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ . فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا فزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ، قَالَ فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ! اللَّهُ

أَرْسَلَكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ! اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ ، قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ! اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ ، قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ! اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ ، ~~مِنَ الشَّطَطِ~~ إِلَيْهِ سَبِيلًا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ! اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! لَا أَدْعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا . وَلَا أَجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَثَبَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَبِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَهُ هَذَا الْحَدِيثُ ، أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَرَضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ ، مِثْلُ السَّمَاعِ وَاحْتِجَّ بِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَقْرَبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

৬১৭ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কামনা করতাম যদি কোন বুদ্ধিমান গ্রামবাসী আসত এবং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপবিষ্ট অবস্থায় যদি সে তাঁকে কোন বিষয় প্রশ্ন করত। যাহোক, আমরা একদিন এই অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ এক

যাকাত অধ্যায়

৫

গ্রামবাসী আরব সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার দূত আমাদের কাছে এসেছে ; এবং আমাদের বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আকাশকে করেছেন সুঠাম, যমীনকে করেছেন বিস্তৃত, পাহাড়সমূহকে করেছেন দভায়মান, সত্যই কি আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, আমাদের উপর রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করেছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, বছরে এক মাস (রামাযান) আমাদের জন্য সিয়াম পালন করা কর্তব্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সত্য বলেছে। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন যে, আমাদের সম্পদে নির্ধারিত যাকাত রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সত্য বলেছে। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহই কি আপনাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যেতে সক্ষম তার জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা কর্তব্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি এগুলোর একটিকেও পরিত্যাগ করব না। আর এগুলোর সীমাও অতিক্রম করব না। এরপর লোকটি দূত উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই গ্রামবাসী লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও এই সূত্রে গারীব। অন্য সূত্রেও আনাস (রা.) থেকে এটি বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উস্তাদের নিকট পাঠ করা ও উপস্থাপন তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করার ন্যায় গ্রহণযোগ্য। কেননা, উক্ত গ্রামবাসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থাপন করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্বীকৃতি দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ

অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

١١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . فَهَانُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا . وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةَ شَيْءٍ . فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خُمْسَةُ الدَّرَاهِمِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ . وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا .

৬১৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ঘোড়া ও ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে যাকাত মাফ করে দিলাম। তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রায়) এক দিরহাম হিসাবে রৌপ্যের যাকাত দিবে। একশ' নব্বই দিরহামেও আমার (বায়তুল মালের) কিছু পাওনা নাই। কিন্তু দুশ' দিরহাম পরিমাণ হলে এতে পাঁচ দিরহাম (২.৫০%) যাকাত ধার্য হবে।

এই বিষয়ে আবু বাকর সিদ্দীক ও আমর ইবন হাযম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমাশ ও আবু আওয়ানা প্রমুখ এই হাদীছটি আবু ইসহাক-আসিম ইবন যামরা, আলী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সুফিয়ান সাওরী, ইবন উয়ায়না প্রমুখ আবু ইসহাক, হারিস, আলী (রা.) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র.)কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আমার মতে আবু ইসহাক থেকে উভয় সনদই সহীহ। কারণ, সম্ভাবনা আছে যে, তিনি (আসিম ও হারিস) উভয়ের নিকট থেকেই এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ : উট ও ছাগলের যাকাত।

٦١٩ حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ (الْمَعْنَى وَاحِدٌ) قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ

سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ . فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسٍ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرَيْنِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ عِشْرَيْنِ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا ابْنَةٌ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرَيْنِ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرَيْنِ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةٌ لَبُونٍ . وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عِشْرَيْنِ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ . ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ . وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بِالسُّوْيَةِ . وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسِمَ الشَّاءَ أَثَلَاثًا : ثُلُثُ خِيَارٍ ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٍ ، وَثُلُثُ شِرَارٍ . وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسْطِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْ جَدِّهِ . وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنْسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْقُقَهَاءِ . وَقَدْ رَوَى يُونُسُ
بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ .
وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سَفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ .

৬১৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়্ব আল-বাগদাদী, ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হিরাবী ও মুহাম্মাদ ইব্ন কামিল আল-মারওয়াযী (র.)....সালিম তদীয় পিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাদাকা-যাকাত সম্পর্কিত একটি পত্র তৈরী করেন এবং সেটি তলোয়ারের সাথে মিলিয়ে সংরক্ষিত করে রাখেন। ইত্তিকাল পর্যন্ত আর তিনি তা বের করে আনেননি। যাকাত সংগ্রহকারী কর্মকর্তাদের জন্য সেটি প্রেরণ করতে পারেননি। তাঁর ইত্তিকালের পর আবু বাক্র (রা.) ও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং উমার (রা.) ও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এতদ্ অনুসারে আমল করেছেন। এতে ছিল, উটের ক্ষেত্রে পাঁচটিতে একটি, দশটিতে দু'টি, পনেরটিতে তিনটি, বিশটিতে চারটি ছাগল (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)। পাঁচটি থেকে পয়ত্রিশটি পর্যন্ত উটে একটি বিন্ত মাখায় অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত একটি বিন্ত লাবুন অর্থাৎ পূর্ণ দু'বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে ষাটটি পর্যন্ত একটি হিক্কা অর্থাৎ পূর্ণ তিন বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জায়আ অর্থাৎ পূর্ণ চার বছর বয়সের একটি মাদি উট (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)। উটের সংখ্যা আরো বেশী হলে নব্বইটি পর্যন্ত দু'টো বিন্ত লাবুন, আরো বেশী হলে একশ' বিশ পর্যন্ত দু'টো হিক্কা; আর একশ' বিশের উর্ধ্বে প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি করে বিন্ত লাবুন ধার্য হবে। ছাগলের ক্ষেত্রে একশ' বিশটি পর্যন্ত প্রতি চল্লিশটিতে একাট করে ছাগল প্রদান করতে হবে। এর বেশী হলে দুশ' পর্যন্ত দু'টো ছাগল। এর বেশী হলে তিনশ'টি পর্যন্ত তিনটি ছাগল। এর বেশী হলে প্রতি একশ'টিতে একটি করে ছাগল ধার্য হবে এবং চারশ' না হওয়া পর্যন্ত এতে (নতুন) ধার্য হবে না। যাকাতের আশংকায় (বিভিন্ন মালিকানায) বিচ্ছিন্ন পশুগুলিকে (এক মালিকানাভুক্ত করে) একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের পশুগুলো (যদি একত্রে) থাকে (আর একজন তা দিয়ে দেয় তবে) অতিরিক্ত অংশ পরস্পর পরস্পর থেকে সমানভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আনবে। যাকাতে অতিবৃদ্ধ বা ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন, যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী যখন যাকাত সংগ্রহ করতে আসবে, তিনি পশুগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করবেন। সর্বোত্তমগুলোর একভাগ, মধ্যম ধরনের পশুগুলোর একভাগ, আর নিকৃষ্টগুলোর জন্য একভাগ। পরে তিনি মধ্যম ধরনের পশুগুলো থেকে যাকাতের অংশ গ্রহণ করবেন। রাবী বলেন, ইমাম যুহরী (র.) এই রিওয়াযাতে গরুর কথা উল্লেখ করেননি। এই বিষয়ে আবু

বাকর সিদ্দীক, বাহয ইব্ন হাকীম-পিতা-পিতামহ (রা.) থেকে এবং আবু যার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। সাধারণভাবে ফকীহগণ এই হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ প্রমুখ যুহরী হতে সালিম (র.) সূত্রে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফু' হিসাবে তা করেননি। কেবল সুফিয়ান ইব্ন হুসায়নই এটিকে মারফু' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত

১৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ . وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَرَوَى شَرِيكَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ (أَبِيهِ) .

১৬২০. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ আল-মুহারিবী ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ত্রিশটি গরুতে একটি পূর্ণ এক বছর বয়স্ক গরু বা গাভী, প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছর বয়স্ক গাভী (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)।

এই বিষয়ে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, খুসায়ফ (রা.) থেকেও আবদুস সালাম ইব্ন হারব (র.) এইরূপই বর্ণনা করেছেন। আবদুস সালাম (র.) নির্ভরযোগ্য ও (হাদীছের) হাফিয। শারীক এই হাদীছটিকে খুসায়ফ-আবু উবায়দা সূত্রে তাঁর পিতা থেকে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই আবু উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন।

১৬২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي

النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا
أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسْنَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ
مَعَافِرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ
الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ . وَهَذَا أَصَحُّ .

৬২১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি ষাঁড় বা গাভী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছরের একটি গাভী (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করি এবং প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক দীনার বা সমপরিমাণ মা'আফিরী কাপড় (জিয়্যা হিসাবে) সংগ্রহ করি।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে সুফিয়ান, আ'মাশ, আবু ওয়াইল, মাসরুক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রা.)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি গ্রহণ করেন। এই রিওয়াযাতিটি অধিকতর সহীহ।

৬২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لَا .

৬২২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আমর ইব্ন মুররা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আবদুল্লাহ থেকে কোন বিষয় স্মরণ রাখেন? তিনি বললেন, না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اخْتِيارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : যাকাত হিসেবে উত্তম মাল সংগ্রহ করা নিষেধ

৬২৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ ،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيْفٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، إِسْمُهُ نَافِذٌ.

৬২৩. আবু কুরায়ব (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি তাকে বলেন : তুমি কিতাবী এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি প্রথমে তাদের এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। তারা যদি এই বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের অবহতি করবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এই বিষয়ে তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদেব থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। তারা যদি এতে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি মাজলুমের দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে ; কেননা, আল্লাহ্ ও তার মাঝে কোন আড়াল নেই।

এই বিষয়ে সুনাবীহ (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী আবু মা'বাদ (রা.) হলেন ইবন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাস। তার নাম নাফিয।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبُّوبِ

অনুচ্ছেদ : ফল, ফসল ও শস্যের যাকাত

৬২৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

৬২৪. কুতায়বা (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : পাঁচটি উটের কমে যাকাত নাই, পাঁচ উক্ইয়া (এক উক্ইয়া=৪০ দিরহাম)-এর কম রৌপ্য মুদ্রার যাকাত নাই, পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক=৬০সা)-এর কম শস্যের যাকাত নাই।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইবন উমার, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৬২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْأَوْسُقُ سِتُّونَ صَاعًا . وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ . وَصَاعُ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْأَوْاقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَخَمْسُ أَوْاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، يَعْنِي لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ . وَفِيمَا دُونَ خَمْسِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ .

৬২৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে আবদুল আযীয (র.) আমর ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। তাঁর থেকে একাধিক সূত্রে হাদীছ বর্ণিত আছে। আলিমগণের আমলও এ হাদীছ অনুযায়ী যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম (কৃষিজ ফসলের) ক্ষেত্রে যাকাত নেই।^১ এক ওয়াসাক হল ষাট সা'। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হল তিনশ' সা'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সা' -এর পরিমাণ ছিল, পাঁচ রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। কৃষাবাসীদের সা' -এর পরিমাণ হল আট রতল। পাঁচ উক্ইয়ার কমে রৌপ্যের যাকাত নেই। এক উক্ইয়া হল চল্লিশ দিরহাম। পাঁচ উক্ইয়ায় হয় দুইশ' দিরহাম। পাঁচ উট থেকে কম হলে যাকাত নেই। পাঁচশটি উট হলে এতে একটি বিন্ত মাখায় (এক বছর বয়স্ক মাদী উট) ওয়াজিব হয়। আর পাঁচশটির কমে ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটি উটের উপর একটি বকরী যাকাত আসে।

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ

অনুচ্ছেদ : ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত নেই

৬২৬ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ . إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ ، إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .

৬২৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলিমের ঘোড়া ও দাসের উপর কোন যাকাত নেই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.)

১. কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য সহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন হিসাব (পরিমাণ) নেই, কম বেশী যাই হোক না কেন তাতে ক্ষেত্র বিশেষে উশ্বর (এক দশমাংশ) বা নিস্ফ উশ্বর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে।

বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। আলিমগণের আমল এই হাদীছের অনুযায়ী যে, সাইমা^১ ঘোড়ার উপর যাকাত নেই। আর খিদমতের জন্যে নিয়োজিত দাস-দাসীর উপর যাকাত নেই। কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হলে, এক বছর পূর্ণ হলে মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ : মধুর যাকাত

৬২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَسَلِ ، فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍ زُقٌّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعَيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ . وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ . وَقَدْ خُوِّلِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ .

৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া নীসাপুরী (র.) ইব্ন উমার (রা.).....থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি দশ মোশক মধুর মধ্যে এক মোশক (যাকাত)।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু সায্যারা আল-মুতাস্ঈ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে বিতর্ক রয়েছে। এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বর্ণনা নেই। অধিকাংশ আলিমের আমল এ অনুযায়ী। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন উলামার মতে মধুর উপর কোন কিছু (যাকাত) নেই।

১. যে ঘোড়া বছরের অধিকাংশ সময় চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় তাকে 'সাইমা' বলে।

بَابُ مَا جَاءَ لَزَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুচ্ছেদ : পূর্ণ বছর আবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই
 ৬২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ .
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
 الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ .

৬২৮. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
 ইরশাদ করেন : যদি বছরের মাঝে কারো সম্পদ লাভ হয়, তবে উক্ত মালিকের নিকট বছর পূর্ণ না
 হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই।

এ বিষয়ে সারা বিন্ত নাবহান আল-গানাবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৬২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
 عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ
 عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى أَيُّوبُ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي
 الْحَدِيثِ . ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ
 الْحَدِيثِ . وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ . وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ لَزَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
 وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ ابْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
وَأِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ
عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا
قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالِ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي
وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .

৬২৯, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো যদি বছরের মাঝে সম্পদ লাভ হয় তবে এই মালিকের নিকট বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ধার্য হবে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা.) বর্ণিত রিওয়াযাতটির তুলনায় এই রিওয়াযাতটি অধিকতর সহীহ। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আইয়ূব, উবায়দুল্লাহ প্রমুখ এ হাদীছকে নাফি' (র.) ইব্ন উমার (রা.)-এর সনদে মাওকূফরূপে রিওয়াযাত করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম হাদীছের ক্ষেত্রে যাদ্গফ। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আলী ইব্ন আল-মাদীনী (র.) প্রমুখ হাদীছ বিশারদ তাকে যাদ্গফ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বহু ভুল করে থাকেন। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই। এ হল ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, যদি কারো কাছে পূর্ব থেকেই যাকাত ধার্য হওয়ার মত পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদেও যাকাত ধার্য হবে। আর যদি বছরের মাঝে প্রাপ্ত এই সম্পদ ছাড়া এমন কোন সম্পদ তার না থাকে যতটুকুতে যাকাত ধার্য হতে পারে তবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত এই সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে না। পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি কারো সম্পদ প্রাপ্তি ঘটে তবে তার যে সমস্ত সম্পদে (পূর্ব থেকেই) যাকাত ছিল সেই সম্পদের সাথে যোগ করে প্রাপ্ত এই সম্পদেরও যাকাত তাকে দিতে হবে। এ হল সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী (ইমাম আবু হানীফা (র.) প্রমুখ) আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

অনুচ্ছেদ : মুসলিমদের উপর জিয্যা নেই

১৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّصَلَحُ قِبَلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ . وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَةٌ .

৬৩০. ইয়াহুইয়া ইব্ন আকসাম (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একই দেশে (আরবে) দুই কিবলার^১ সুযোগ পাবেনা আর মুসলমানদের উপর জিয্যা নেই।

٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدَّ حَرْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيِّ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رَوَى عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وَضِعَتْ عَنْهُ جَزِيَةٌ رَقَبَتِهِ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جَزِيَةُ الرَّقَبَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ .

৬৩১: আবু কুরায়ব (র.)....কাবুস (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এই বিষয়ে সাঈদ ইব্ন য়াসিদ এবং হার্ব ইব্ন উবায়দুল্লাহ সাকাফীর পিতামহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি কাবুস ইব্ন আবু যাবিয়ান তাঁর পিতা আবু যাবিয়ান সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। সাধারণভাবে আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন খৃষ্টান ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার থেকে জিয্যা রহিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর বাণীঃ মুসলিমদের উপর “জিয্যা উশর” ধার্য হয় না। এখানে “জিয্যা উশর” অর্থ বক্তির উপর ধার্য জিয্যা। হাদীছে এই ব্যাখ্যার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন : ‘উশর’ ধার্য হয় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর, মুসলিমদের উপর উশর নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ : অলংকারের যাকাত

১. মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী আরবের ভূমিতে থাকতে পারেনা।

৬৩২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৬৩২. হেনাদ (র.).....আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা দিলেন এবং বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা সাদাকা দাও, তোমাদের অলংকার থেকে হলেও। কারণ কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে অধিক।

৬৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِ ، فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ . وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ . وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً . وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

৬৩৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু মুআবিয়া (র.)-এর রিওয়ায়াত থেকে এটি অধিকতর সহীহ। আবু মুআবিয়া তাঁর রিওয়ায়েতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ইব্ন হারিস যায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ বিশুদ্ধ হল আমরা ইব্ন হারিস যায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র আমরা ইব্ন শুআয়ব তার পিতা পিতামহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অলংকারের যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর এই সনদে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবিঈ বলেন, সোনা ও রূপার অলংকার হলে তার উপর যাকাত রয়েছে। এ হল সুফিয়ান সাওরী (ইমাম আবু হানীফা) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত। ইব্ন উমার, আয়েশা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-সহ কতক সাহাবীর অভিমত হল যে, অলংকারে যাকাত নেই। তাবিঈদের মধ্যে কোন কোন ফকীহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

৬৩৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُورَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا أَتُودِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُحِبَّانِ أَنْ يَسُورَكُمَا اللَّهُ بِسُورَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا قَالَ فَأَذِيَا زَكَاتَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا . وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهْيَعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ .

৬৩৪. কুতায়বা (র.)... আমরা ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা-পিতামহ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার দুজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসে। তাদের হাতে ছিল সোনার দু'টি কঙ্কন। তিনি তাদের বললেন : তোমরা কি এর যাকাত আদায় করে থাক ? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমাদের হাতে আল্লাহ তা'আলা আগুনের দু'টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন ? তারা বলল, না। তিনি বললেন : তা হলে তোমরা এর যাকাত দিবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ (র.)ও এই হাদীছটি আমর ইবন শুআয়ব (র.)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসান্না ইবন সাব্বাহ এবং ইবনু লাহীআ উভয়ই হাদীছের ক্ষেত্রে যাদ্বিফ। মোটকথা, এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে কোন সহীহ রিওয়ায়াত নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضِرَوَاتِ

অনুচ্ছেদ : শাক-সজির যাকাত।

৬৩৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضِرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ. فَكَانَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ. وَإِنَّمَا يُرَوَّى هَذَا عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَيْسَ فِي الْخَضِرَوَاتِ صَدَقَةٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. ضَعْفُهُ شُعْبَةٌ وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

৬৩৫. আলী ইবন খাশ্রাম (র.)....মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ এর নিকট শাক-সজি অর্থাৎ তরিতরকারী (এর যাকাত) সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেছিলেন : এতে কিছু নেই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ সহীহ নয়। এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই। এই রিওয়ায়াতটি মুসা ইবন তালহা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে। এই হাদীছ অনুসারে তালিমগণের আমল রয়েছে যে, শাক-সজির কোন যাকাত নেই। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, রাবী হাসান হলেন, ইবন উমারা। হাদীসবেত্তাগণের দৃষ্টিতে তিনি যাদ্বিফ। শু'বা (র.) প্রমুখ তাঁকে যাদ্বিফ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) তাকে বর্জন করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ : নদী-নালার পানি সিঞ্চনে যা উৎপাদিত হয় তার যাকাত

৬৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ. وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ.

৬৩৬. আবু মূসা আল-আনসারী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দিয়ে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল উশ্র (দশ ভাগের এক ভাগ) এবং আর সেচের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল নিস্ফ উশ্র (বিশ ভাগের এক ভাগ)।

এই বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক, ইব্ন উমর ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি বুকাযর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আশাজ্জ এবং সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও বুসর ইব্ন সাঈদ (র.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ। এই বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। অধিকাংশ ফকীহগণের আমল এই হাদীছের অনুসারে রয়েছে।

৬৩৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ. وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৩৭. আহমাদ ইবন হাসান (র.)...ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির, ঝর্ণার বা নালার পানি দ্বারা যা উৎপাদিত হয় তার উপর 'উশ্র' ধার্য করেছেন। আর সেচের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তার উপর 'নিগফ উশ্র'।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত

৬৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ الْآمَنَ وَلِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ . فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ . مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ .

وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مَنْ قَبْلَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو . وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
فَيُثَبِّتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَغَيْرُهُمَا .

৬৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইনমাইল (র.)....আম্র ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী ﷺ খুত্বা দিলেন। তাতে বললেন : শুনে রাখ ! কেউ যদি কোন ইয়াতীমের সম্পদের মুতাওয়ালী হয়, সে যেন তা ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে যাবে এই অবস্থায় যেন ছেড়ে না রাখে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই সনদে হাদীছটি বর্ণিত আছে, কিন্তু এর সনদ সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। কেননা মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ হাদীছে যাঈফ। কেউ কেউ হাদীছটি আম্র ইব্ন শুআয়ব থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। উমার, আলী, আয়েশা, ইব্ন উমার (রা.) সহ কতক সাহাবী ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ধার্য হয় বলে মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য এ-ই। আলিমদের একদল বলেন, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত নেই। এ হল সুফিয়ান সাওরী (ইমাম আবু হানীফা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত। আম্র ইব্ন শুআয়বের বংশ তালিকা হলো ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আস (রা.)। শুআয়ব তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। আম্র ইব্ন শুআয়ব (রা.)-এর রিওয়াযাতগুলো সম্পর্কে ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের মতে এগুলো হলো ভিত্তিহীন। যা হোক তাঁকে যাঈফ বলার কারণ হলো, তিনি তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.)-এর সহীফা (পাণ্ডুলিপি) থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন (সরাসরি শুনে নয়)। তবে ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ সহ অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ আম্র ইব্ন শুআয়ব (র.)-এর হাদীছ প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তারা সেগুলো নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجَمَاءَ جُرْجُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

অনুবাদ : বোবা জন্তুর আঘাতের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এবং খনিজ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব

৬৩৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ

جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعُبَادَةَ ابْنِ
 الصَّامِتِ وَعَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৩৯. কুতায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বোবা জন্তুর
 আঘাতের কোন দায়-দায়িত্ব নেই, খনির উপরও কোন দায়-দায়িত্ব নেই, কূপেরও কোন দায়-দায়িত্ব
 নেই। আর কোন গুপ্ত সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ।

এই বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, উবায়দা ইব্ন সামিত, আমর ইব্ন আওফ
 আল মুযানী ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি
 হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ : (যাকাতের জন্য) ফসলাদির অনুমান করা

٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،
 أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ
 بَنَ نِيَارٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا التُّلْثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا التُّلْثَ
 فَدَعُوا الرَّبْعَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو
 عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
 فِي الْخَرْصِ . وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَالْخَرْصُ
 إِذَا أُدْرِكَتِ الثَّمَارُ مِنَ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ ، بَعَثَ السُّلْطَانُ

خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ . وَالْخَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يَبْصُرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ
يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا وَكَذَا ، وَمِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا ، فَيُحْصَى عَلَيْهِمْ
وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيُثَبِّتُ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
التَّمَارِ . فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا . فَإِذَا أَذْرَكَ التَّمَارُ أَخَذَا مِنْهُمْ الْعُشْرَ .
هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ
وَإِسْحَاقُ .

৬৪০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)....আবদুর রাহমান ইব্ন মাসউদ ইব্ন নিয়ার (র.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা.) একবার আমাদের বৈঠকে আসেন এবং হাদীছ বর্ণনা করলেন
যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলতেন : তোমরা (যাকাত আদায়কারী) যদি ফসলাদির অনুমান কর তবে সে মতে
(যাকাত) গ্রহণ করবে এবং (যাকাত পরিমাণ থেকেও) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ (যাকাত দাতার জন্য) ছেড়ে
দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড় তবে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।

এই বিষয়ে আয়েশা, আত্‌তাব ইব্ন আসীদ এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত
আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ফসলাদির অনুমানের ব্যাপারে সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা.)-এর
হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ ইমাম আমল করার অভিমত দিয়েছেন। ইমাম ইসহাক ও আহমাদ (র.)-এর
বক্তব্যও এ-ই। খারস বা অনুমান হয়, কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদি যে সমস্ত ফলে যাকাত ধার্য হয়, তা
যখন পরিপক্ব হয়ে উঠে, তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন অনুমানকারী প্রেরণ করা হবে এবং তিনি
কৃষকের ফসলাদির অনুমান করবেন। একজন বিশেষজ্ঞ বাগানের প্রতি বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন
এবং বলবেন, এ থেকে এত পরিমাণ কিসমিস বা এত পরিমাণ খেজুর উৎপাদিত হতে পারে। তখন
একটা পরিমাণ ধার্য করা হবে তারপর এর মধ্যে উশ্র এর পরিমাণ কি হতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য করে
মালিকদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তারপর ফল ও বাগানের মালিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে
এবং তারা এতে যা ইচ্ছা করবে তা করতে পারবে। পরে ফল যখন পেকে যাবে তখন তা থেকে ঐ
হিসাবে উশ্র সংগ্রহ করা হবে। এ ভাবেই কোন কোন আলিম ‘খারস’-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য এ-ই।

٦٤١. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نَافِعِ الصَّائِغِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كَرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ إِنَّهَا تَخْرُصُ كَمَا يُخْرُصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ ثَمَرًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ، أَثْبَتٌ وَأَصَحُّ .

৬৪১. আবু আমর মুসলিম ইবন আমর হায্যা মাদানী (র.).....আত্‌তাব ইবন আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী(সাঃ)লোকদের কাছে এমন সব ব্যক্তি প্রেরণ করতেন যারা তাদের আঙ্গুর ও উৎপাদিত ফলের পরিমাণ নির্ণয় করতেন।

এই সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ আঙ্গুরের যাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন : খেজুর ফল যেমন নির্ণয় করা হয় তেমনি আঙ্গুর নির্ণয় করা হবে। এরপর খেজুর থেকে যেমন শুকনো খেজুর যাকাত হিসাবে প্রদান করা হয়, তেমনি এ থেকেও যাকাত হিসাবে কিসমিস আদায় করা হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গরীব। ইবন জুরায়জ এই রিওয়াযাতটি ইবন শিহাব, উরওয়া ও আয়েশা (রা.)এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম মুহাম্মাদ (বুখারী) (র.)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইবন জুরায়জ-এর রিওয়াযাতটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র.) আত্‌তাব ইবন আসীদ (রা.) সনদে বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ : ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী

٦٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ عِيَّازٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيَزِيدُ بْنُ عِيَّاصٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَصَحُّ .

৬৪২ঃ আহমাদ ইব্ন মানী' এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির যে মর্যাদা, ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তিরও সেই মর্যাদা রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াদ হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে যাসঈফ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর রিওয়াযাতটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী

٦٤٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ . وَهَكَذَا يَقُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ . وَقَوْلُهُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيَهَا يَقُولُ عَلَى الْمُعْتَدِي مِنَ الْأَثْمِ كَمَا عَلَى الْمَانِعِ إِذَا مَنَعَ .

৬৪৩. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সংগ্রহে} বলেছেন : যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী হল যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর মত।

এই বিষয়ে উমার, উম্মু সালাম ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গরীব। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) সা'দ ইব্ন সিনানের সমালোচনা করেছেন। লায়স ইব্ন সা'দ (র.) এইরূপ বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবু হাবীব, সা'দ ইব্ন সিনান সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, (সা'দ ইব্ন সিনান নয়) সঠিক হল সিনান ইব্ন সা'দ। আর এই হাদীছ “যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী হল যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর মত” এর অর্থ হল বাধাদান করার কারণে বাধাদানকারীর যে গুনাহ হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারীও তদুপ গুনাহগার হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি

٦٤٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَا.

৬৪৪. আলী ইব্ন হুজর (র.)....জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সংগ্রহে} বলেছেন : যাকাত আদায়কারী কর্মচারী তোমাদের নিকট যদি আসে তবে তারা তোমাদের নিকট থেকে যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

٦٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ . وَقَدْ ضَعُفَ مُجَالِدٌ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ .

৬৪৫. আবু আম্মার হুসাইন ইব্ন হুরাইস (র.)....জারীর (রা.) সূত্রে নবী ^{সংগ্রহে} থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, দাউদ শা'বী সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুজালিদ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে অধিকতর সহীহ। কোন কোন আলিম মুজালিদকে যাদ্গফ (দুর্বল) বলেছেন। তিনি বেশীরভাগ ভুল করে থাকেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদঃ ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হবে।

৬৪৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا. وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৬৪৬. আলী ইব্ন সাঈদ আল-কিন্দী কূফী (র.)....আবু জুহায়ফা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে নবী ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী এলেন। তিনি আমাদের ধনীদের নিকট থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের দরিদ্রদের মাঝেই তা বন্টন করে দিলেন। আমি ছিলাম এক ইয়াতীম বালক। আমাকেও তিনি একটি তাজা উটনী দিলেন।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু জুহায়ফা (র.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান গরীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزُّكَاةُ

অনুচ্ছেদঃ যাদের জন্য যাকাত হালাল

৬৪৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَقَالَ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ (وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ) عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ

فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

৬৪৭. কুতায়বা ও আলী ইব্ন হজর (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো কাছে যদি প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু থাকে এতদসঙ্গেও যে লোকের কাছে ভিক্ষা চায় তবে কিয়ামতের দিন সে এভাবে উপস্থিত হবে যে যাঞ্জার কারণে তার চেহারা খামচানোর বা মারের বা আঘাতের ক্ষত চিহ্ন থাকবে। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ সম্পদের কারণে একজন অমুখাপেক্ষী হবে? তিনি বললেন : পঞ্চাশ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা সে পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এ রিওয়াযাতটির কারণে শু'বা (র.) রাবী হাকীম ইব্ন জুবায়র-এর সমালোচনা করছেন।

৬৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ وَمَا الْحَكِيمُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ. قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَوَسَّعُوا فِي هَذَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ.

৬৪৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)...এই হাদীছটি ইয়াহুইয়া ইব্ন আদাম (র.) সুফিয়ান (র.) সূত্রে হাকীম ইব্ন জুবায়র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা (র.)-এর অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (র.) সুফিয়ান (র.)-কে বললেন, হাকীম ছাড়া অন্য কেউ যদি হাদীছটি রিওয়ায়াত করত ? তখন সুফিয়ান (র.) বললেন, হাকীমের কী হয়েছে, শু'বা কি তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেন না ? আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (র.) বললেন, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বললেন, আমি যুবায়দ (র.)-কে এ হাদীছটি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি।

আমাদের কোন কোন আলিমদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (র.) ও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, যদি কারো কাছে পঞ্চাশ দিরহাম পরিমাণ অর্থ থাকে তবে তার জন্য সাদকা গ্রহণ হালাল নয়। আর কোন কোন আলিম হাকীম ইব্ন জুবায়র (র.)-এর এ হাদীছ অনুসারে আমল করেননি। এ বিষয় তাঁরা আরো সুযোগ রেখেছেন। তাঁরা বলেন, কারো নিকট পঞ্চাশ বা ততোধিক পরিমাণ দিরহাম থাকা সত্ত্বেও সে যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তার জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল। এ হল ইমাম শাফিঈ প্রমুখ ফিক্‌হবিদ আলিমের অভিমত।^১

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ : কার জন্য সাদাকা হালাল নয় ?

৬৪৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوَى . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحُبْشِيِّ ابْنِ جُنَادَةَ ، وَقَبِيصَةَ ابْنِ مُحَارِقٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرٍو ، حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَقَدْ رَوَى فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوَى . وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ

১. হানাফী মত অনুসারে যার নিসাব পরিমাণ অর্থ নেই তার জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল।

عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتُصَدَّقَ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَوَجْهٌ
هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ .

৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার এবং মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ধনী ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল নয়।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, হুবশী ইব্ন জুনাদা এবং কাসীদা ইব্ন মুখারিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। শু'বা (র.) এ হাদীছটি উক্ত সনদে সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে 'মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেননি। এ হাদীছটি ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, ধনী এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাওয়াল করা হালাল নয়। সুস্থ-সবল কোন ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার কাছে কিছুই না থাকে, তবে যাকাত-সাদাকা প্রদান করা হলে আলিমগণের মতে আদায়কারীর পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কোন কোন আলিমগণের অভিমত হল, হাদীছটি কেবল ভিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
مَجَالِدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حُبْشَى بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ
فَأَخَذَا بِطَرْفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ . فَعِنْدَ ذَلِكَ حُرِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى إِلَّا
لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غَرَمٍ مُفْطِعٍ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِمْ مَالَهُ كَانَ
خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ جَهَنَّمُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ .

৬৫০. আলী ইব্ন সাঈদ আল-কিন্দী (র)....হুবশী ইব্ন জুনাদা সালুলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি। তিনি তখন আরাফায় উকূফ অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁর কাছে এল এবং তাঁর চাদরের এক কোণ ধরে তাঁর নিকট কিছু যাগ্গা করল। তিনি তাকে কিছু দিলেন, লোকটি চলে গেল। আর তখনই ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করে দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কোন ধনী এবং সুস্থবান ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল নয়। তবে চরম

দরিদ্র কিংবা দায়ভারে অতিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে। অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভিক্ষা করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার চেহারা খামচানো অবস্থায় ও সে খাবে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর। এখন যার ইচ্ছা তা কম করুক কিংবা যার ইচ্ছা বেশী করুক।

৬৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ابْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৬৫১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)....আবদুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ সূত্রের এ হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ : দায়গ্রস্ত ও অন্যান্য যাদের জন্য সাদাকা হালাল

৬৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتِاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُغْمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ . وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَأَنْبَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৫২. কুতায়বা (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাও আনসারিও তাঁরা সাক্ষর -এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু ফল (খেজুর) কিনে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার অনেক ঋণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাহাবাও আনসারিও তাঁরা সাক্ষর (সাহাবীদের) বললেন : তোমরা তাকে সাদাকা দাও। লোকেরা তাকে সাদাকা দিল। কিন্তু তা তার ঋণ আদায়ের পরিমাণ হল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাহাবাও আনসারিও তাঁরা সাক্ষর তার পাওনাদারদের বললেন : যা পেয়েছ নিয়ে নাও। এ ছাড়া তোমাদের (বর্তমানে) আর কিছু নেই।

এ বিষয়ে আয়েশা, জুওয়ায়রিয়া ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদের এ হাদীছটি হাসান সহীহ।

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

অনুচ্ছেদ : নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তাঁর আহলে বায়ত এবং তাঁর আযাদকৃতদের জন্য সাদাকা নিষিদ্ধ
 ৬৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ
 الضَّبَّعِيُّ السَّدُوسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ أَصْدَقَةَ هِيَ أُمُّ هَدِيَّةٍ فَإِنْ قَالُوا
 صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ أَكَلَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي
 عَمِيرَةَ (جَدُّ مَعْرَفُ بْنُ وَاصِلٍ وَأَسْمُهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ) وَمَيْمُونُ بْنُ
 مِهْرَانَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
 ابْنُ عَلْقَمَةَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدُّ بِهِزُ ابْنُ حَكِيمٍ
 إِسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَحَدِيثُ بِهِزُ بْنُ
 حَكِيمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....বাহ্য ইব্ন হাকীম তাঁর পিতা-পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত।
 তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর নিকট কোন কিছু আনা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এ কি সাদাকা
 না হাদীয়া? যদি লোকেরা বলত সাদাকা তবে তিনি তা নিজে খেতেন না। আর যদি বলত হাদীয়া, তবে
 তিনি খেতেন।

এই বিষয়ে সালমান, আবু হুরায়রা, আনাস, হাসান ইব্ন আলী, আবু উমায়র (ইনি হলেন মুআব্বরাফ
 ইব্ন ওয়াসিল, তাঁর নাম হল রুশায়দ ইব্ন মালিক), মায়মুন ইব্ন মিহরান, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ
 ইব্ন আমর, আবু রাফি ও আবদুর রহমান ইব্ন আলকামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই
 হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আলকামা, আবদুর রহমান ইব্ন আবু আকীল সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে
 বর্ণিত আছে। বাহ্য ইব্ন হাকীম (র.)-এর পিতামহের নাম হল মুআবিয়া ইব্ন হায়দা আল-কুশায়রী
 (র.)। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, বাহ্য ইব্ন হাকীম বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গরীব।

৬৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَابِنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا . حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْأَلَهُ . فَاَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْأَلَهُ . فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاحِلٌ لَنَا وَإِنْ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ أَشْلَمٌ ، وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

৬৫৪. মুহাম্মাদ ইবন মুসন্না (র.)....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি আবু রাফি'কে বললেন, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। এ থেকে আপনিও কিছু অংশ পেতে পারেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি না। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এই সাদাকা আমাদের জন্য হালাল নয়। কোন সম্প্রদায়ের মাওলাগণ (আযাদকৃতগণ) সেই সম্প্রদায়ের লোক বলেই গন্য।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, 'এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আবু রাফি' (রা.) হলেন, নবী ﷺ-এর মাওলা (আযাদকৃত), তাঁর নাম আসলাম। তাঁর পুত্র হলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি'। ইনি ছিলেন আলী (রা.)-এর কাতিব (লেখক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ : নিকট আত্মীয়দের সাদাকা দেওয়া :

৬৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ . فَإِنْ لَمْ

يَجِدُ تَمْرًا فَالْمَاءُ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ .
وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرِ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالرَّبَّابُ
هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صَلَّيْعٍ . وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَّابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ،
عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنِ الرَّبَّابِ) . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ
الْثَّمَمِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ . وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ الرَّبَّابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .

৬৫৫. কুতায়বা (র.)....সালমান ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সালমান ইব্ন আমির (রা.)} বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কারণ এতে রয়েছে বরকত। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে যেন ইফতার করো। কারণ তা পবিত্র। তিনি আরো বলেন : মিসকীনকে সাদাকা দিলে তা কেবল সাদাকাই, আর আত্মীয়কে দিলে তাতে রয়েছে দু'টি সাওয়াব। একটি সাদাকা এবং আরেকটি আত্মীয়তা রক্ষা।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যায়নাব, জাবির এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সালমান ইব্ন আমির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। রাবী রাবাব (র.) হলেন, সুলাইর কন্যা উম্মুর রায়েহ্। এমনিভাবে সুফিয়ান সাওরী (র.) ও সালমান ইব্ন আমির (রা.) সূত্রে নবী ^{সালমান ইব্ন আমির (রা.)} থেকে উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (র.) সালমান ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সনদে তিনি রাবী রাবাব-এর নাম উল্লেখ করেননি। সুফিয়ান সাওরী এবং ইব্ন উআয়না (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। ইব্ন আওন এবং হিসাম ইব্ন হাস্‌সান (র.)ও অনুরূপভাবে হাফসা বিন্ত সীরীন, রাবাব (র.) সালমান ইব্ন আমির (রা.) সূত্রে এটির বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ : যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদের হক রয়েছে

৬৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُوءِيهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ .

৬৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মাদুবিয়া (র.)....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেই অথবা অন্য কেউ নবী ﷺ -কে যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বললেন : যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদে অবশ্যই আরো হক রয়েছে। তারপর তিনি সূরা বাকারার এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (অর্থ): কোন পূণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে....শেষ পর্যন্ত (২:১৭৭)

৬৫৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ . وَأَبُو حَمْزَةَ مَيِّمُونَ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ . وَرَوَى بَيَّانٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلَهُ وَهَذَا أَصَحُّ .

৬৫৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (র.)....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ তেমন (শক্তিশালী) নয়। রাবী আবু হাম্বা মায়মুন আওআরকে যাদ্দিফ বলা হয়। বায়ান ও ইসমাইল ইব্ন সালিম (র.) এ হাদীছ শা'বী (র.) থেকে তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। আর এটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : সাদাকার ফযীলত

৬৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَحَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৬৫৮. কুতায়বা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হালাল ও পবিত্র মাল থেকে সাদাকা দেয় আর আল্লাহ তা পবিত্র ও হালাল ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। তখন দয়াময় তাঁর ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। একটি খজুর দানা হলেও তা দয়াময়ের হাতের তালুতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি তা পাহাড় থেকে বিরাট হয়, যেমন তোমাদের তত্ত্বাবধানে তোমাদের ঘোড়া বা গাভীর বাচ্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই বিষয়ে আয়েশা, আদী ইব্ন হাতিম, আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা, হারিসা ইব্ন ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৬৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيَهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ. حَتَّى إِنْ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ. وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرَبِّي الصَّدَقَاتِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا . وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . فِي هَذَا
الْحَدِيثِ وَمَا يُشَبِّهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ . وَنَزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا . قَالُوا قَدْ تَثَبَّتْ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا
وَيُؤْمِنُ بِهَا وَلَا يَتَوَهَّمُ ، وَلَا يُقَالُ ، كَيْفَ ؟ هَكَذَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ
بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَمْرُوهَا
بِلَا كَيْفٍ . وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ
فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهُ . وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي
غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ . فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ
هَذِهِ الْآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَافَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ
لَمْ يَخْلُقْ أَدَمَ بِيَدِهِ . وَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هُنَا الْقُوَّةُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ يَدُكَ أَوْ مِثْلُ يَدٍ ، أَوْ سَمِعَ
كَسَمِعَ أَوْ مِثْلُ سَمِعَ فَهَذَا التَّشْبِيهُ . وَأَمَّا إِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ ، وَلَا يَقُولُ كَيْفَ وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمِعَ وَلَا كَسَمِعَ ،
فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيْهًا . وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

৬৫৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আ'লা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ
বলেছেন : আল্লাহ অবশ্যই সাদাকা কবুল করেন। আর তিনি তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন
এবং তোমাদের জন্য লালন করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ বাচ্চা লালন করে ; এমনকি একটি
লুক্কা (পরিমাণ দান) উহুদ গাহাড়ের সমান হয়ে যায়। এ বিষয়ে কিতাবুল্লাহর সমর্থন রয়েছে। ইরশাদ
হলোঃ (অর্থ) “তিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন।” (৯ঃ ১০৪)। (অর্থ)ঃ
“আল্লাহ সূদ নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকা বর্ধিত করেন”। (২ঃ ২৭৬)।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি সহীহ। আয়েশা (রা.)^{এর} সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছ এবং আরো এই ধরনের যে সমস্ত হাদীছে আল্লাহর সিফাত বা প্রত্যেক রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে সকল হাদীছ সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিমের বক্তব্য হল যে, এই ধরনের রিওয়ায়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে। এই সব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তা কি ধরনের সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না। ইমাম মালিক ইবন আনাস, সুফিয়ান ইবন উআয়না, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) প্রমুখ ইমামদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। এই ধরনের হাদীছগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলেন, কি ধরনের? সে প্রশ্ন না তুলে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে সেভাবেই তা মেনে নাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু জাহমীয়া^১ সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে; তারা বলে, এগুলো তো হল উপমাবোধক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে 'الْيَدُ' (হাত) 'السَّمْعُ' (কর্ণ) 'الْبَصَرُ' (চক্ষু) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জাহমিয়া সম্প্রদায় এই আয়াতসমূহের রূপক অর্থ করে থাকে এবং আলিমদের ব্যাখ্যার বিপরীত এগুলোর ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর হাত দিয়ে বানাননি। তারা বলে এখানে 'হাত' অর্থ হল 'শক্তি'। ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র.) বলেন, যদি (মানুষের) হাতের মত (আল্লাহর) হাত বা হাতের অনুরূপ হাত কিংবা (মানুষের) কানের মত (আল্লাহর) কান বা কানের অনুরূপ বলা হত তবে তা আল্লাহর সঙ্গে (সৃষ্টি বিষয়ের) উপমা প্রদান বলে গণ্য হত। কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন 'يَدُ' (হাত) 'سَمْعُ' (কর্ণ), 'بَصَرُ' (চক্ষু), তখন তা সাদৃশ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ এখানে এর রকম বা অনুরূপ বা মত এই কথা বলা হয়নি। এটি এমন, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন : "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"। "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ : ১১)।

৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ .

১. জাহম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী মু তাযিলা সম্প্রদায়, এরা আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে এবং কুরআন সৃষ্ট বলে ধারণা করে।

৬৬০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সংস্কৃত: ৩৩৩ সত্য -কে জিজ্ঞাসা করা হল, রামাযানের পর সবচে ফযীলতের রোযা কোনটি? তিনি বললেন, রামাযানের সন্মানার্থে শা'বান (সিয়াম পালন করা)। প্রশ্নকারী বললেন, কোন সাদ্কা সবচে ফযীলতের? তিনি বললেন : রামাযান মাসের সাদ্কা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব। রাবী সাদ্কা ইবন মূসা হাদীছবেত্তাগণের নিকট তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

৬৬১. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ الْبَصْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِثَّةِ السُّوءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৬৬১.. উক্বা ইবন মুকরাম আশ্মী আল-বাসরী (রা.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সংস্কৃত: ৩৩৩ সত্য বলেছেন : সাদ্কা অবশ্যই রবের (আল্লাহ তা'আলার) ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ : যাগ্গাকারীর হক

৬৬২. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ الْمَسْكِينِ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظُلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৬২. কুতায়বা (র.)....আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ তাঁর দাদী (রা.) হতে যিনি রাসূলুল্লাহ ^{সংস্কৃত} ^{আল্লাহর} ^{রাসূল} -এর কাছে বায়' আত করেছেন তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! মিস্কীন আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি তাঁকে দেয়ার মত কিছু পাইনা। রাসূলুল্লাহ ^{সংস্কৃত} ^{আল্লাহর} ^{রাসূল} তাকে বললেন : তাকে দেওয়ার মত যদি আওনে পোড়া ক্ষুর ব্যতীত অন্য কিছু না পাও তাহলে তাই তার হাতে তুলে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ বিষয়ে আলী, হুসাইন ইব্ন আলী, আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উম্মে বুজায়দা বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

অনুচ্ছেদ : মুআল্লাফাতুল কুলুবদের প্রদান করা

٦٦٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شَبِهُهُ فِي الْمَذَاكِرَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَكَأَنَّا هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُهُ إِنَّمَا هُوَ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ) .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَا يُعْطَوْنَ وَقَالُوا إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا . وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ يُعْطَوْنَ الْيَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى

مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ ،
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ
هَؤُلَاءِ وَرَأَى الْإِمَامَ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ . وَهُوَ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৬৬৩. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হনায়ন যুদ্ধের সময় আমাকে দান করেন। তিনি (মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি। কিন্তু তিনি আমাকে দান করতে থাকলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে হয়ে গেলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাসান ইব্ন আলী (রা.) আমাকে এইরূপ বা এর মতই রিওয়াযাত করেছেন। এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সাফওয়ান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মা'মার (র.) প্রমুখ রাবী যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুস্যাইয়াব (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দিলেন.....। এই সূত্রটি যেন অধিকতর সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সাঈদ ইব্ন মুস্যাইয়াব (র.) (এরপরে) 'عَنْ' এর স্থলে 'أَبَى أُمَيَّةَ' অধিক বিশুদ্ধ।

‘মুআল্লাফাতুল কুলূব’^১-কে যাকাত প্রদান করা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের অভিমত হল (বর্তমানে) আর তাদের যাকাত দেওয়া হবে না। তাঁরা বলেন, এরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর যুগের একদল লোক। ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের হৃদয় আকর্ষণ কল্পে তিনি তাদের দান করতেন। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। বর্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা হবেনা বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসী ফকীহ প্রমুখ উলামার অভিমত এই। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) ও এই মত পোষণ করেন। কোন কোন আলিম বলেন, এই ক্ষেত্রে বর্তমানেও যদি কারো অবস্থা ওদের মত হয় আর মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদের যাকাত প্রদান করেন তবে তা জায়েয হবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এই অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ : সাদকাদাতা যদি তার সাদাকাকৃত সম্পদের ওয়ারিস হয়

٦٦٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَطَاءٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا

১. যাদেরকে হৃদয় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করা হয়।

أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ
وَأَنَّهَا مَاتَتْ . قَالَ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ . قَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ! إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ صُومِي عَنْهَا .
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ .
حُجِّي عَنْهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ
بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَالْعَمَلِ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ
وَرَّثَهَا حَلَّتْ لَهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ فَإِذَا
وَرَّثَهَا فَيُجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ . وَرَوَى سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُهَيْرُ هَذَا
الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَطَاءٍ .

৬৬৪. আলী ইবন হজর (র.).... বুয়ায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর
নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আমার মাকে
একটি দাসী সাদাকা করেছিলাম। তিনি এখন ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার
সাওয়াব তো সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর মীরাস একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি বলল, ইয়া
রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মায়ের উপর এক মাসের সিয়াম ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে সে সিয়াম আদায়
করতে পারি ? তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি সিয়াম পালন করতে পার। মহিলাটি বলল, মা তো
কোন হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে
হজ্জ আদায় করে নাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। বুয়ায়দা (রা.)-এর হাদীছটি এ সূত্র ছাড়া
জানা যায় না। রাবী আবদুল্লাহ ইবন আতা হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য। অধিকাংশ আলিমের
এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি কিছু সাদাকা করে, পরে আবার সে জিনিসটির
যদি সে ওয়ারিস হয় তবে তা তার জন্য হালাল। কোন কোন আলিম বলেন, সাদাকা তো হল এমন বিষয়
যা আল্লাহর জন্য দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কেউ যদি মালের ওয়ারিস হয় তবে অনুরূপ কোন খাতে ব্যয় করে

দেওয়া ওয়াজিব। সুফিয়ান সাওরী ও যুহায়র (র.) ও এই হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন আতা (র.)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : সাদাকা ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ

৬৬৫. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَاهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৬৬৫. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র.)...উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া একজনকে দান করেছিলেন। পরে সেটি বিক্রি হতে দেখে তিনি কিনে নিতে ইচ্ছা করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার সাদাকা তুমি ফিরিয়ে নিও না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ। অধিকাংশ আলিম এর আমল এই হাদীছের উপর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকা করা

৬৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالِدُعَاءُ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا . قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي بُسْتَانًا .

৬৬৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাকা করি তবে তা কি তার কোন উপকারে আসবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে সাক্ষী করে এটিকে আমি তার পক্ষ থেকে সাদাকা করে দিলাম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এ অনুসারেই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, সাদাকা এবং দু'আ ছাড়া মৃত ব্যক্তির নিকট কিছুই পৌঁছায় না। কেউ কেউ এই হাদীছটি আমর ইব্ন দীনার থেকে ইকরামা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসাবে রিওয়াযাত করেছেন। 'مَخْرَفًا' অর্থ ফল বাগান।

بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ : স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর ব্যয় করা

٦٦٧. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَا تَنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ لَا الطَّعَامُ ، قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৬৬৭. হানাদ (র.)....আবু উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মহিলা তার ঘরের

কোন জিনিষ ব্যয় করবে না। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! খাদ্য দ্রব্যও না ? তিনি বললেন : এ তো আমাদের উৎকৃষ্ট মাল।

এই বিষয়ে সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস, আসমা বিন্ত আবু বাকর, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর এবং আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

৬৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَصَدَّقْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَ الزَّوْجُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৬৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে সাদাকা করলে এতে তার সাওয়াব হয় আর স্বামীরও অনুরূপ সাওয়াব। আর খাজাঞ্চীরও হয় অনুরূপ সাওয়াব। এদের কেউ কারো সাওয়াব কমাতে পারবে না। স্বামী সাওয়াব পাবে কামাই করার আর স্ত্রী সাওয়াব পাবে তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

৬৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُعْطِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرِ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ لَا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ .

৬৬৯. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে মন্দ অভিপ্রায় না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দান করে,

তখন তার জন্য রয়েছে তার স্বামীর সমান সাওয়াব। স্ত্রী এই সাওয়াব পাবে তার ভাল নিয়্যতের জন্য।
এমনিভাবে খাজাঞ্চীও সে পরিমাণ সাওয়াব পাবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আমর ইবন মুররা থেকে বর্ণিত রিওয়াযাত থেকে এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ। আমর ইবন মুররা তাঁর সনদের মাসরুক-এর নাম উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ : সাদাকাতুল ফিতর

৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَتَكَلَّمَ . فَكَانَ فِيهِمَا كَلِمَ بِهِ النَّاسُ إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزَى نِصْفُ صَاعٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ . وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

৬৭০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাদাকাতুল ফিতর

যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা সাদাকা ফিতর হিসাবে (মাথা পিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ কিসমিস বা এক সা'

পরিমাণ পনির আদায় করতাম। এ ভাবেই আমরা সাদাকা আদায় করছিলাম। অবশেষে একবার মুআবিয়া (রা.) (তাঁর খিলাফত কালে) মদীনায়ে এলেন এবং (বিভিন্ন বিষয়) লোকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর আলোচনার মধ্যে এ-ও ছিল যে, তিনি বললেন, শামের (সিরিয়ার) দুই মুদ পরিমাণ গম এক সা' পরিমাণ খেজুরের সমান বলে আমার মনে হয়। লোকেরা তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, কিন্তু আমি এর পূর্বে থেকে এই বিষয়ে যা আদায় করতাম পরেও সেই ভাবেই আদায় করতে থাকব।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এ হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে এক সা' পরিমাণ (ফিতরা) দিতে হবে বলে মনে করেন। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। সাহাবী এবং অপরাপর কতক আলিম বলেন, গম ছাড়া অন্যান্য জিনিস থেকে এক সা' আর গম থেকে অর্ধ সা' ই যথেষ্ট। এ হল সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং কূফাবাসী আলিমগণের বক্তব্য। তাঁরা গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' বলে মনে করেন।

৬৭১. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ، صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَرُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مِثْنَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا جَارُودٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَرُونَ هَذَا الْحَدِيثَ .

৬৭১. উক্বা ইবন মুকরাম বাসরী (র.)...আমর ইবন শুআয়ব তাঁর পিতা-পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কার পথে পথে ঘোষণা দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন যে, জেনে রাখ মুসলিম নর-নারী, আবাদ-গোলাম, বড়-ছোট প্রত্যেকের উপর দুই মুদ^১ গম বা অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে এক সা' পরিমাণ সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব হাসান।

৬৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ،

১. মুদ - এক সা'র এক চতুর্থাংশ। হানাফী মতে দুই রতল।

وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ فَعَدَلَ
النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، وَثَعْلَبَةَ
بْنِ أَبِي صَعِيرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

৬৭২. কুতায়বা (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>পালাজাউ
আল্লাহুইদ্বি
ওজা সাজাদ</sup> নর-নারী,
আযাদ-গোলাম, বড়-ছোট প্রত্যেকের উপর সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক
সা' পরিমাণ যব প্রদান অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, পরে লোকেরা গম
আধা সা' পরিমাণ এর সমান বলে মেনে নিয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ। এই বিষয়ে আবু সাঈদ, ইবন আব্বাস,
হারিস ইবন আবদুর রহমান ইবন যুবাব-এর পিতামহ, সালাবা ইবন আবু শুআয়র এবং আবদুল্লাহ ইবন
আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৬৭৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ
رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى مَالِكٌ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ . وَزَادَ فِيهِ
(مِنَ الْمُسْلِمِينَ) . وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (مِنَ
الْمُسْلِمِينَ) . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ
عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاسْحَقَ .

৬৭৩. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আযাদ-গোলাম, নর-নারী প্রত্যেক মুসলিমের উপর রামাযানের সাদকাতুল ফিত্র হিসাবে এক সা' খেজুর বা এক সা' যব ফরয বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ। মালিক (র.) নাফি, ইব্ন উমার (রা.) সূত্র নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে আইয়ুব-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'مِنَ الْمُسْلِمِينَ' শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। আরো অনেকে নাফি (র.) থেকে এটির রিওয়াযাত করেছেন। কিন্তু তাঁরা 'مِنَ الْمُسْلِمِينَ' শব্দের উল্লেখ করেননি। এই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যদি কারো অমুসলিম দাস-দাসী থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে তাকে সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা অমুসলিম হলেও তাদের পক্ষ থেকে (মালিককে) ফিত্রা আদায় করতে হবে। এ হল ইমাম সাওরী, ইব্ন মুবারক ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের পূর্বেই ফিত্রা আদায় করা

৬৭৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ مُسْلِمٍ، أَبُو عَمْرٍو الْحَذَاءُ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغَدْوِ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغَدْوِ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৭৪. মুসলিম ইব্ন আমর ইব্ন মুসলিম, আবু আমর হায্যা আল-মাদানী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ঈদুল ফিত্রের দিন সালাতের উদ্দেশ্যে অতি ভোরে রওনা হওয়ার আগেই (যাকাত-ফিত্রা) আদায় করে দিতে নির্দেশ দিতেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ গরীব। আলিমগণের অভিমত যে, ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্র আদায় করা মুস্তাহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়ে ত্বরান্বিত করা

৬৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَكَمِ ابْنِ عَتِيبَةَ عَنْ حُجَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعْجِيلَ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ .

৬৭৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস (রা.) সময় আসার আগে যাকাত আদায় ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাঁকে এতে অনুমতি দিলেন।

৬৭৬. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا . فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعَجَّلَهَا . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجَّلَهَا . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ عَجَلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا أَجْزَأُ عَنْهُ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

৬৭৬. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা.)-

কে বলেছিলেন : আমরা বছরের প্রথমেই আব্বাস-এর এই বছরের যাকাতও নিয়ে নিয়েছি।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, অগ্রিম যাকাত প্রদান সম্পর্কে ইসরাঈল -হাজ্জাজ ইব্ন দীনার সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি, এ ছাড়া আর কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানিনা। ইসরাঈল-হাজ্জাজ ইব্ন দীনার সূত্রের তুলনায় ইসমাঈল ইব্ন যাকারিয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি আমার নিকট অধিকতর সহীহ। এটি হাকাম ইব্ন উতায়বা-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। যাকাত আদায়ের সময় হওয়ার আগেই অগ্রিম যাকাত প্রদান করা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম অগ্রিম যাকাত প্রদান না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ হল সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, যাকাত অগ্রিম প্রদান না করাই আমার নিকট মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলিম বলেন, যাকাত ধার্য হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগেই যদি যাকাত অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ : ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ

৬৭৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ وَأَنْسٍ وَحُبْشَى بْنَ جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنَ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. يُسْتَفْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ.

৬৭৭. হান্নাদ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ ভোরে বের হয়ে যাবে এবং লাকড়ী কুড়িয়ে পিঠে বয়ে আনবে আর তা থেকে সাদাকা করবে এবং লোকদের (সামনে হাত পাতা) থেকে অভাবমুক্ত থাকবে, এ তার জন্য এর চাইতে উত্তম যে, সে কারো কাছে সাওয়াল করবে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। অবশ্যই উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত থেকে উত্তম। আর পরিবারের যাদের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত (খরচের বেলায়) তাদের থেকে তুমি শুরু করবে।

এই বিষয়ে হাকীম ইব্ন হিয়াম, আবু সাঈদ খুদরী, যুবায়ের ইব্ন আওওয়াম, আতিয়া আত্-সা'দী, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, মাসউদ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস, সাওবান, যিয়াদ ইব্ন হারিস সুদাঈ, আনাস, হবশী ইব্ন জুনাদা, কাবীসা ইব্ন মুখারিক, সামুরা এবং ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ গরীব। বায়ান-এর কায়স (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গরীব বলে মনে করা হয়েছে।

৬৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذَّيْكُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৭৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যাঞ্জ হল একটি হীন শান্তিকর কাজ ; এর দ্বারা মানুষ তার চেহারাকেই শান্ত করে ফেলে। তবে শাসকের নিকট কিছু দাবী করা বা এমন অবস্থায় চাওয়া যা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তা হল ভিন্ন কথা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

كِتَابُ الصُّوْمِ

সাওম অধ্যায়

كِتَابُ الصَّوْمِ

সাওম অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামাযান মাসের ফযীলত

৬৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مَنَادٌ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عِتَقَاءُ مِنَ النَّارِ . وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَلْمَانَ .

৬৭৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা ইব্ন কুরায়ব (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিন্দের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না ; জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও আর বন্ধ করা হয় না। আর

একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন : হে কল্যাণকামী ! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত ! বিরত হও। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দান। প্রত্যেক রাতেই একরূপ হতে থাকে।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, ইব্ন মাসউদ ও সালমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৬৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَإِحْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِحْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنعَرِفَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ .

৬৮০. হান্নাদ (রা.)....অবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং (তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির জন্য) রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লায়লাতুল কাদরের (সালাত ইত্যাদির জন্য) রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবু ইসা (রা.) বলেন, আবু বাকর ইব্ন আইয়াস (রা.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গরীব। আ' মাশ আবু সালিহ (রা.) সনদে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আবু বাকর-এর সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানিনা। আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (বুখারী র.)-কে এ হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হাসান ইব্ন রাবী' আবুল আহওয়াস, আমাশ, মুজাহিদ (রা.) থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত, রামাযান মাসের প্রথম রাতে..... হাদীছের শেষ

পর্যন্ত। মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, আবু বাকর ইবন আইয়াশের তুলনায় আমার নিকট এ সনদটি অধিক সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ : রামাযান মাস আগমনের পূর্বক্ষণে সিয়াম পালন করবে না
 ৬৮১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ
 بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا
 لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ
 أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا
 أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ.
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافِقَ صِيَامَهُ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ.

৬৮১. আবু কুরায়ব (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ রামাযান মাস আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) সিয়াম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি বা তোমাদের কারো পূর্ব (অভ্যাস অনুসারে) সিয়াম পালনের দিনে পড়ে যায়, তবে সে দিনের সিয়াম পালন করতে পার। তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ইফতার করবে (সিয়াম ছাড়বে)। যদি (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (ফলে তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও) তবে সংখ্যা ত্রিশ পূরা করবে এরপর ইফতার করবে। (সিয়াম ছাড়বে)।

এ বিষয়ে কতক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। রামাযানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রামাযান মাস শুরু অব্যবহতি পূর্বে সিয়াম পালন করা মাকরুহ বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কারো যদি নির্ধারিত কোন দিনে সিয়াম পালনের পূর্ব অভ্যাস থাকে এবং রামাযানের পূর্বের দিন সে দিনে পড়ে তবে এদিনে তার সিয়াম পালনে তাদের মতে কোন দোষ নাই।

৬৮২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৮২. হান্নাদ (র)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রামাযান মাস শুরুর একদিন বা দুই দিন পূর্বে তোমরা সিয়াম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কেউ এমন হয় যে, সে পূর্ব থেকেই এই দিনের সিয়াম পালন করত, তবে সে তা পালন করতে পারে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشُّكِّ

অনুচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন মাকরুহ

٦٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلَائِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأَتَانِي بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُّوْا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَمَّارٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ . وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ ، فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَنْ يَقْضَى يَوْمًا مَكَانَهُ .

৬৮৩. আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)...সিলা ইব্ন যুফার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আন্নার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন একটি ভূনা বকরী (আহারের জন্য) হাযির করা হয়। তিনি বললেন, সবাই খাও। কিন্তু একজন দূরে সরে বলল, আমি সাযিম-রোযাদার। আন্নার (রা.) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন করল, সে আবুল কাসিম-এর নাফরমানী করল।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আন্নার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। এই হাদীছ অনুসারে নবী ﷺ-এর সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী যুগের তাবিঈদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিম-এর আমল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই। তাঁরা সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করা মাকরুহ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ যদি উক্ত দিনের সিয়াম পালন করে আর তা যদি রামাযান মাসের হয়, অধিকাংশ আলিমের মতে, তবুও তাকে এই দিনের স্থলে একদিনের সিয়াম কাযা করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إحصاءِ هلالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদের গণনা

৬৮৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، وَهَكَذَا رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ .

৬৮৪. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদেরও হিসাব রাখবে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু মুআবিয়ার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছটি এরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। সহীহ্ রিওয়ায়াত হল, মুহাম্মদ ইবন আমর আবু সালামা, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} ইরশাদ করেন : তোমরা রামাযান মাসকে একদিন বা দুইদিন এগিয়ে নিয়ে আসবে না। ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর, আবু সালামা, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে মুহাম্মদ ইবন আমর লায়সী-এর রিওয়ায়াতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَا الْهَلَالِ وَالْإِفْطَارَ لَهُ

অনুচ্ছেদ : চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা এবং চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ করা

৬৮৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَايِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَايِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

৬৮৫. কুতায়বা (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : রামাযানের পূর্বে তোমরা সিয়াম পালন করবে না। রামাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে। যদি মেঘের কারণে আড়াল হয় তবে ত্রিশ দিন পূরণ করবে।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু বাক্রা ও ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। এটি তাঁর থেকে একাধিক স্থলে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

অনুচ্ছেদ : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

৬৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

৬৮৬. আহমাদ ইবন মানী (র.)...ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সালাতু আলাইহি ওয়া সালমু সঙ্গে যতবার ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করেছি, তদপেক্ষা বেশীবার উনত্রিশ দিন সিয়াম পালন করেছি।

এ বিষয়ে উমার, আবু হুরায়রা, অয়েশা, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস, ইবন আব্বাস, ইবন উমার, আনাস, জাবির, উম্মু সালাম, আবু বাক্রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে যে, নবী সালাতু আলাইহি ওয়া সালমু বলেছেনঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

٦٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৮৭. আলী ইবন হুজর (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সালাতু আলাইহি ওয়া সালমু তাঁর সহধর্মিণীগণের সঙ্গে একমাসের ইলা^১ করেন। তখন তিনি উনত্রিশ দিন গৃহের উপরে নিবৃত্ত কক্ষে অবস্থান করেন। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি তো একমাসের জন্য ইলা করেছিলেন ? তিনি বললেন : এ মাস উনত্রিশ দিনের।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّومِ بِالشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ : সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে সিয়াম পালন

٦٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى

১. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম করা। বিস্তারিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে দেখুন।

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ . قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟
 أَتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ يَا بِلَالُ ! أَذِنَ فِي النَّاسِ
 أَنْ يَصُومُوا غَدًا .

৬৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ^{সাহাবা ও আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম} কাছে এসে বলল, আমি (রামাযানের) চাঁদ দেখেছি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই? তুমি কি আরো সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ ^{সাহাবা ও আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম} আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও তারা যেন আগামী কাল সিয়াম পালন করে।

৬৮৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ ،
 نَحْوَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ إِخْتِلَافٌ
 وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 مُرْسَلًا . وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكِ رَوَوْا عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
 ﷺ مُرْسَلًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا
 تَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ . وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ
 وَأَحْمَدُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . قَالَ إِسْحَقُ لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَمْ
 يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِفْطَارِ ، أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ .

৬৮৯. আবু কুরায়ব (র.)....সিমাক ইব্ন হার্ব (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীছটির সনদে মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এটিকে সিমাক ইব্ন হার্ব, ইকরিমা সূত্রে নবী ^{সাহাবা ও আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম} থেকে মুরসালরূপে রিওয়াযাত করেছেন। সিমাক (র.)-এর অধিকাংশ ছাত্র সিমাক-ইকরিমা সূত্রে নবী ^{সাহাবা ও আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম} থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, সিয়ামের ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। ইব্ন মুবারক, শাফিঈ ও আহমাদ (র.) ও কূফাবাসীর (ইমাম আবু হানীফা (র.) বক্তব্য এ-ই। ইসহাক (র.) বলেন, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া সিয়াম পালন করা যাবেনা। তবে সিয়াম ভঙ্গের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ নেই যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ

অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের মাস কম হয় না

৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. قَالَ أَحْمَدُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ . إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الْآخَرُ وَقَالَ إِسْحَقُ مَعْنَاهُ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نَقْصَانٍ . وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَقَ يَكُونُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .

৬৯০. ইয়াহইয়া ইব্ন খাল্ফ বাসরী (র)...আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন : দুই ঈদের মাস রামাযান ও যুলহিজ্জা (একসঙ্গে) হ্রাস পায় না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাক্রা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, “দুই ঈদের মাস একসাথে কম হয় না। একটি মাস যদি কম হয় তবে অপরটি পূর্ণ হবে”। ইসহাক (র.) বলেন, কম হবেনা অর্থ হল, মাসটি উনত্রিশ দিনে হলেও এটি পূর্ণ মাস হিসেবে গণ্য। তাতে কোন অপূর্ণতা নেই। ইসহাক (র.)-এর মতানুসারে বুঝা যায়, একই বছরে এই দুই মাস কম হতে পারে।

بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيُهُمْ

অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর

৬৯১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جُرْجَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৯

مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ . قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهْلُ عَلَى
هَلَالٍ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ . فَرَأَيْنَا الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَتَى
رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ ؟ فَقُلْتُ رَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ
لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ
أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلٍ بَلَدٍ رُؤْيَاهُمْ .

৬৯১. আলী ইব্ন হজর (র.)....কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফাযল বিন্ত হারিস (রা.)
তাকে মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট শামে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেছিলেন। কুরায়ব (র.) বলেন, আমি
সিরিয়ায় পৌছে উম্মুল ফাযলের কাজ সমাধা করলাম। সিরিয়ায় থাকতে থাকতেই রামাযানের চাঁদ
দেখা গেল। জুমুআর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম। এরপর রামাযানের শেষের দিকে আমি মদীনায
এলাম। ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ দেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে
গিয়ে বললেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, জুমুআর রাতে আমরা চাঁদ দেখেছি। তিনি
বললেন, তুমি নিজে জুমুআর রাতে দেখেছ? আমি বললাম, লোকেরা দেখেছে এবং তারা নিজেরাও
সিয়াম পালন (শুরু) করেছে, মুআবিয়া (রা.)ও সিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু আমরা তো
তা শনিবার রাতে দেখেছি। সুতরাং আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব এবং ত্রিশ দিন পূরা হওয়া পর্যন্ত
অথবা (এর পূর্বে) আমরা চাঁদ দেখতে পাই। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়া (রা.)-এর চাঁদ দেখা ও
তাঁর সিয়াম পালনকে যথেষ্ট বলে গণ্য করছেন না? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এভাবে
নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ গরীব। আলিমগণের এ
হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ : যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

৬৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ لَانَعَلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ هَذَا ، غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ . وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَالِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَّابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ . وَهَكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ . وَلَمْ يُذَكَّرْ فِيهِ (شُعْبَةُ عَنْ الرَّبَّابِ) وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَالِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَّابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . وَابْنُ عَوْنٍ يَقُولُ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ . وَالرَّبَّابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ .

৬৯২. মুহাম্মদ ইব্ন উম্মার ইব্ন আলী মুকাদ্দামী (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি খেজুর পায় তবে সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে। আর তা যদি না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি অতি পবিত্র।

এই বিষয়ে সালমান ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন,

আনাস (রা.)-এর এই হাদীছটিকে শু'বা-এর সূত্রে সাঈদ ইব্ন আমির ছাড়া আর কেউ এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। এই হাদীছটি মাহফূয (নির্ভরযোগ্য) নয়। আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হাদীছ হিসাবে এটির কোন মূল আছে বলে আমরা জানি না। শু'বা-এর শাগরিদগণ এই হাদীছটিকে আসিম আহওয়াল, হাফসা বিন্ত শীরীন, রাবাব, সালমান ইব্ন আমির নবী সালমান ইব্ন আমির থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্ন আমীরের রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। এমনিভাবে তারা শু'বা, আসিম, হাফসা বিন্ত শীরীন, সালমান ইব্ন আমির সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন। এতে শু'বা রাবাব-এর উল্লেখ করেননি। আর সহীহ হল যা বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন উআয়য়না প্রমুখ রাবী আসিম আহওয়াল, হাফসা বিন্ত শীরীন, রাবাব, সালমান ইব্ন আমির থেকে। রাবী ইব্ন আওন (রা.) তাঁর সনদে উম্মুর রাইয়েহ বিন্ত সালমান ইব্ন আমির (রা.) উল্লেখ করেছেন। রাবাব-ই হলেন উম্মু রাইয়েহ।

৬৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، زَادَيْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৯৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...সালমান ইব্ন আমির যাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সালমান ইব্ন আমির ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যদি ইফতার করে তবে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। ইব্ন উয়ায়না একটি বর্ণিত করেছেন এতে বরকত রয়েছে। কেউ যদি তা না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা পানি অতি পবিত্র।

ইমাম আবু দীস (রা.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ।

৬৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ

تُمِيرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ .

৬৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 (মাগরিব-এর) সালাত আদায়ের আগেই কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর
 না পেলে কিছু শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করে নিতেন। আর যদি শুকনা খেজুর না পেতেন তবে
 কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান গরীব। ইমাম আবু ইসা (র.) আরও বলেন, বর্ণিত
 আছে যে, রাসূলুল্লাহ সালাত আদায়ের
 ও মাগরিব শীতকালে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন এবং গ্রীষ্মকালে পানি দিয়ে।

بَابُ مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ
 تُضَحُّونَ

অনুচ্ছেদ : সাওম হল যেদিন তোমরা সাওম পালন কর, ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফ-
 তার কর, আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর

৬৯৫ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا
 إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ
 مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ
 تُضَحُّونَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ
 فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظَمَ النَّاسُ .

৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সালাত আদায়ের
 ও মাগরিব বলেছেন :
 সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল
 আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গরীব। কোন কোন আলিম এই হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেন, এর মর্ম হল সিয়াম ভঙ্গ ও তা পালনে মুসলিম জামাআত ও অধিকাংশ লোকের সঙ্গে शामिल থাকা উচিত।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

অনুচ্ছেদ : যখন রাত আসে ও দিন চলে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে
 ৬৭৬. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتُ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬৯৬. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র.)....উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত আসে, দিন চলে যায় আর সূর্য অস্তমিত হয় তখন তোমার ইফতারের সময় হল।

এই বিষয়ে ইবন আবু তাওফা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ : অবিলম্বে ইফতার করা

৬৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً، عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أَخْتَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرُهُمْ إِسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الْفِطْرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু মুসআব (র.)....সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। নবী সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ তা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা (সূর্যাস্তের পর) অবিলম্বে ইফতার করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।^১

٦٩٨. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَنِي مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

৬৯৮. ইসহাক ইব্ন ইসা আনসারী (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমার কাছে প্রিয়তম বান্দা সে যে অবিলম্বে ইফতার করে।

٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৬৯৯. আব্দুল্লাহ ইব্ন আরদুর রহমান (র.) আওয়াযী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান গরীব।

٧٠٠. حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমতও তাই।

رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ .
وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ . قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ
الصَّلَاةَ ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . قَالَتْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو عَطِيَّةٍ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ
أَبِي عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ . وَيُقَالُ ابْنُ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ عَامِرٍ أَصَحُّ .

৭০০. হান্নাদ (র.)....আবু আতিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরুক (রা.) আয়েশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই সাহাবীর একজন তো অবিলম্বে ইফতার করেন এবং অবিলম্বে সালাত আদায় করেন আর অপরজন বিলম্বে ইফতার করেন এবং বিলম্বে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে কে অবিলম্বে ইফতার করেন এবং অবিলম্বে সালাত আদায় করেন? আমরা বললাম, ইনি হলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। অপর সাহাবী ছিলেন আবু মূসা (রা.)।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ। আবু আতিয়া (র.)-এর নাম হল মালিক ইব্ন আবু আমির হামদানী। বতান্তরে মালিক ইব্ন আমির হামদানী। এটিই অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

অনুচ্ছেদ : বিলম্বে সেহরী খাওয়া

٧. ١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ
الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ
قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .

৭০১. ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা (র.)....যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাহরী খেলাম, এরপরই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দু'য়ের মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ

(তिलाওয়াতের সময়)।

৭.২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدَرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ اسْتَحَبُّوا تَأْخِيرَ السُّحُورِ .

৭০২. হান্নাদ (র.)....হিশাম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় আছে, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ। এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, যাইদ ইবন সাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। এ হল ইমাম (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁদের মতে বিলম্বে সাহুরী খাওয়া মুস্তাহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের বিবরণ

৭.৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّوْا وَاشْرَبُّوْا وَلَا يَهْدِنَكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُّوْا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ الْأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ . وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৭০৩. হান্নাদ (র.)....আবু তাল্ক ইবন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (সাহুরীর সময়) পানাহার করতে থাকবে। উর্ধ্বগামী আলোর রশ্মি যেন তোমাদের ঘাবড়িয়ে না দেয়। লালচে আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক।

এই বিষয়ে আদী ইব্ন হাতিম, আবু যার এবং সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীসাহ (রা.) বলেন, এই সূত্রে তাল্ক ইব্ন আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান গরীব। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, যতক্ষণ ফজরের লালচে আলো প্রস্থে বিস্তৃতি না হয়, ততক্ষণ সাযিমের জন্য পানাহার হারাম নয়। অধিকাংশ আলিমও এ মত পোষণ করেন।

৭০৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ (هُوَ الْقُشَيْرِيُّ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ. وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৭০৪. হান্নাদ ও ইউসুফ ইব্ন দীসাহ (রা.).....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের সাহরী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয় বিলালের আযান^১ এবং ভোরের দৈর্ঘ্যে প্রকাশিত আলো যতক্ষণ তা দিগন্তে বিস্তৃত না হয়। ইমাম আবু দীসাহ (রা.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغَيْبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম পালনকারীর জন্য গীবত করার বিষয়ে কঠোরতা

৭০৫. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৭০৫. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (রা.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায় কথন (গীবাত, মিথ্যা, গালীগালাজ, তুহমত, লা'নত ইত্যাদি) ও তৎবিষয়ে আমল পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীসাহ (রা.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

১. তৎকালে হযরত বিলাল (রা.) তাহাজ্জুদর আযান দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السُّحُورِ

অনুচ্ছেদ : সাহরী খাওয়ার ফযীলত

৭.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وَ عَثْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ .

৭০৬. কুতায়বা (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী <sup>সাহায্য
আল্লাহু
ও তা সাক্ষ্য</sup> বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, ইব্ন আব্বাস, আমর ইব্ন আস, ইরবায় ইব্ন সরিয়া, উত্বা ইব্ন আব্দুল্লাহ ও আবু দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। নবী <sup>সাহায্য
আল্লাহু
ও তা সাক্ষ্য</sup> থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবীদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।

৭.৭. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ قَالَ وَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ أَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ . وَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ . وَ هُوَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، اللَّخْمِيُّ .

৭০৭. কুতায়বা (র.)...আমর ইব্ন আস (রা.) সূত্রে নবী <sup>সাহায্য
আল্লাহু
ও তা সাক্ষ্য</sup> থেকে হাদীছটি বর্ণিত আছে। এই

হাদীছটি হাসান সহীহ। এই হাদীছটির রাবী মূসা সম্পর্কে মিশরবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্ন আলী। আর ইরাকবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্ন উলাই। তিনি হলেন, মূসা ইব্ন উলাই ইব্ন রাবাহ্ লাখ্মী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরে সিয়াম পালন পসন্দনীয় নয়

৭.৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ . فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كَرَاءَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، وَ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيَمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . فَأَنْظَرَ بَعْضُهُمْ وَ صَامَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا . فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ . وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ وَ اخْتَارَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ . وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ إِنَّ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَهُوَ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَقَوْلُهُ

حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ فَوَجَّهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ . فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَصَامَ ، وَ قَوَّى عَلَى ذَلِكَ ، فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ .

৭০৮. কুতায়বা (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু} (রামায়ান মাসে) মক্কা বিজয় বছরে যখন মক্কার দিকে বের হন, তখন কুরা' উল-গামীম নামক স্থানে পৌছা পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সিয়াম পালন করেন। তখন তাকে বলা হল; লোকদের জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তারা আপনি কী করেন তার প্রতি তাকিয়ে আছে। তিনি আসরের পর এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন। লোকেরা তখন তাঁর দিকে দেখছিল। তখন কেউ কেউ সাওম ভেঙ্গে ফেলল আর কেউ কেউ সাইম রলো। লোকেরা সিয়াম পালন করছে- এই কথা তাঁর কাছে পৌঁছেলে তিনি বললেন : এরা হল নাফরমান।

এই বিষয়ে কা'ব ইব্ন আসিম, ইব্ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ। নবী ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু} থেকে বর্ণিত আছে যে, “তিনি বলেন : সফরে সিয়াম পালনে নেকী নেই”। সফর অবস্থায় সিয়াম পালন সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। নবী ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু}-এর সাহাবী ও অন্যান্যদের মধ্যে কোন কোন আলিমের মত হল, সফরে সিয়াম পালন না করা উত্তম। এমন কি কারো কারো মতে সফরে সিয়াম পালন করলে তাকে তা পুনরায় সিয়াম পালন করতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) সফরে সিয়াম পালন না করার মত গ্রহণ করেছেন। আর কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, সফরে যদি শক্তি থাকে এবং সিয়াম পালন করে তবে তা ভাল এবং তাই উত্তম। আর যদি সিয়াম পালন না করে তবে তা-ও ভাল। এ হলো, সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্ন আনাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত, (ইমাম আবু হানীফার এ মত)। ইমাম শাফিই (র.) বলেন, নবী ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু}-এর উক্তি “সফরে সিয়াম পালন করার কোন নেকী নেই।” “এবং যখন নবী ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু}-এর এই খবর পৌঁছল যে কিছু সংখ্যক লোক সফরে সিয়াম পালন করছে। তখন তিনি বললেন : “এরা নাফরমান।” এই হাদীছ দুটি সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যার অন্তর আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ করেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা মুবাহ্ বলে বিশ্বাস করে এবং সিয়াম পালনে শক্তি থাকায় সে তা পালন করে, তা আমার কাছে পসন্দনীয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরে সিয়াম পালনের অবকাশ

৭. ৭. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ ابْنُ إِسْحَاقَ الهمدانيُّ ، عَنْ عَبْدِةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر؟ وكان يسرد الصوم فقال رسول الله ﷺ إن شئت فصم، وإن شئت فافطر.

قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي ﷺ حديث حسن صحيح.

৭০৯. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবন আমর আসলামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সফরে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর তিনি লাগাতার সিয়াম পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : তুমি চাইলে সিয়াম পালন কর আর ইচ্ছা ইফতার কর।

এই বিষয়ে আনাস ইবন মালিক, আবু সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আবু দারদা এবং হামযা ইবন আমর আসলামী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হামযা ইবন আমর আসলামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

৭১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ افْطَارَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭১০. নাসর ইবন আলী জাহযামী (রা.)....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে রামাযান মাসেও সফর করেছি। কিন্তু সফরে সিয়াম পালন করার কারণে কোন সায়িমকে কিংবা সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে এবং কোন ইফতারকারীকে কোনরূপ দোষারোপ করা হতো না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ।

৭১১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. فَلَا يَجِدُ عَلَى الْمُفْطِرِ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَحَسَنَ. وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ، فَحَسَنَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৭১১. নাসর ইব্ন আলী (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতেন সাযিম আর কেউ কেউ সাওম ভঙ্গকারী। ইফতারকারী সাযিমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি এবং সাযিম ইফতার-কারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। তাঁরা মনে করতেন যে, যখন সে সিয়াম পালন করছে, সুতরাং তা ভাল আর যে সিয়াম পালন করছেন না তাও ভাল। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ الرُّخْصَةَ لِلْمَحَارِبِ فِي الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ : যোদ্ধাদের সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি।

৭১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَيَّيَّةٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزَوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ. فَافْطَرْنَا فِيهِمَا.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْفِطْرِ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا. وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ. وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৭১২. কুতায়রা (র.)...মামার আবু হুয়াইয়া (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.)-কে সফরে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, উমার ইবন খাতাব (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে রামাযান মাসে বদর ও মক্কা বিজয় যুদ্ধে शामिल ছিলাম। উভয়টিতে আমরা ইফতার করেছি।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উমারের এ হাদীছটি সম্পর্কে এই সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানতে পারিনি। আর আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত আছে যে, “তিনি কোন এক গায়ওয়ায় ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।” উমার ইবন খাতাব (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কালে সিয়াম পালন না করার অনুমতি দিয়েছেন। কোন কোন আলিম এই অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ

অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্য সিয়াম পালন না করার অনুমতি

৭১৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ) قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ أَذْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ أَذْنُ أُحَدِّثُكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ . إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ . وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمَرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ . وَاللَّهُ ! لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدَاهُمَا فَيَاطِفُ نَفْسِي ! أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَ لَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ

الْعِلْمِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعُ تَفْطَانٍ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ وَبِهِ يَقُولُ سَفِيَانُ
وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا . وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ :

৭১৩. আবু কুরায়ব ও ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.)...বানু আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব গোত্রের আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাহিনী আমাদের কবীলায় অকস্মাৎ আক্রমণ করে। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলাম। তখন আমি তাঁকে সকালের আহারে রত পেলাম। তিনি বললেন : কাছে আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি তো সায়িম। তিনি বললেন : কাছে আস। তোমাকে আমি সিয়াম সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত মাফ করে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য সিয়াম পালন মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উভয়টির অথবা এর একটির কথা বলেছেন। আমার আক্ষেপ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আহর করিনি।

এই বিষয়ে আবু উমায়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক আল-কাবী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। এই একটি হাদীছ ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আনাস ইব্ন মালিকের (রা.) কোন হাদীছ আছে বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছে। আর কোন কোন আলিম বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ সিয়াম ভঙ্গ করবে, পরে কাযা আদায় করবে ও মিসকীনদের খাওয়াবে। এ হল সুফিয়ান, মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, এরা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং মিসকীনদের খাওয়াবে। তাদের উপর কাযা নেই। চাইলে কাযা করবে, মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এ হল ইমাম ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে সিয়াম আদায়

٧١٤. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ
وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)—১১

أَكُنْتُ تَقْضِيْنَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَحَقُّ اللّٰهِ أَحَقُّ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
 ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭১৪. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমার বোন মারা গেছে, তার একের পর এক দু'মাসের সাওম রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বললেন : দেখ তোমার বোনের উপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে তুমি তা আদায় করতে কি? মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সুতরাং আল্লাহর হক সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

এই বিষয়ে বুয়ায়দা, ইবন উমার ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ।

৭১৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 نَحْوَهُ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
 الْأَعْمَشِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، مِثْلَ رِوَايَةِ
 أَبِي خَالِدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ
 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، وَلَا عَنْ عَطَاءٍ وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ
 وَأَسْمُ أَبِي خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانٍ .

৭১৫. আবু কুরায়ব (র.)...আনাস (র.) সূত্রেও এ সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ (বুখারী) (র.) বলেন, আবু খালিদ ছাড়া আরো অনেকে আনাস (রা.) থেকে আবু খালিদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু মুআবিয়া প্রমুখ রাবী এই হাদীছটিকে আমাশ, মুসলিম বাতীন, সাঈদ ইবন জুবাইর, ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এতে রাবী সালামা ইবন কুহায়ল, আতা ও মুজাহিদ (র.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْكُفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ : (সিয়ামের) কাফ্ফারা।

৭১৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّبِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَأَنْعَرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا
الْبَابِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْمَيِّتِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ . قَالَا إِذَا كَانَ
عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ . وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ رَمَضَانَ ،
أَطْعَمَ عَنْهُ . وَ قَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . قَالَ
وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدٌ هُوَ عِنْدِي ، ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ لَيْلَى .

৭১৬. কুতায়বা (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি তার রামাযানের সিয়াম রেখে মারা যায় তবে তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের সাওমের জন্য একজন করে মিস্কীনকে যেন আহার করানো হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই সনদ ছাড়া ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মারফু'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। ইবন উমার (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবে মাওকুফরূপে বর্ণনাটি সহীহ। এই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাওম আদায় করা যায়। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, মৃত ব্যক্তির উপর যদি মানত হিসাবে কোন সাওম থাকে তবে তার পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় করা যাবে। আর যদি তার দায়িত্বে রামাযান মাসের কাযা থেকে থাকে তবে তার পক্ষ থেকে মিসকীনদের আহার করা হবে। ইমাম (আবু হানীফা) মালিক, সুফিয়ান ও শাফিঈ (র.) বলেন, একজন আরেকজনের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করতে পারবেনা। রাবী আশআস হলেন, ইবন সাওয়ার আর মুহাম্মদ হলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيُّ

অনুচ্ছেদ : সাযিমের অনিচ্ছাকৃত বমি।

৭১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ

أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيُّ وَالْإِحْتِلَامُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَضَعُفُ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السَّجَزِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَ لَا أَرَوِي عَنْهُ شَيْئًا .

৭১৭. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ মুহারিবি (র.)....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তিনটি বিষয় সাইমের সাওম ভঙ্গ হয় না। (১) সিঙ্গা লাগান (২) বমি এবং (৩) স্বপ্নদোষ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত এই রিওয়াযাতটি নির্ভরযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ প্রমুখ এই হাদীছটিকে য়াসিদ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর উল্লেখ করেননি। আবদুর রহমান ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম হাদীছ বর্ণনায় যাদ্ঈফ। আবু দাউদ সিজায়ী (র.)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)-কে আবদুর রহমান ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, তার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন য়াসিদ সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে আলী ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম হলেন নির্ভরযোগ্য। আর আবদুর রহমান ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম হলেন যাদ্ঈফ। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমি তাঁর থেকে কিছুই রিওয়াযাত করব না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا

অনুচ্ছেদ : (সায়িম অবস্থায়) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করে

৭১৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَ مَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ ثَوْبَانَ وَ فَضَالََةَ بْنِ عُبَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَرَاهُ مُحْفُوظًا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ . وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ ثَوْبَانَ وَ فَضَالََةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَافْطَرَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ، فَقَاءَ فَضَعُفًا ، فَافْطَرَ لِذَلِكَ . هَكَذَا رَوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسِّرًا . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ . وَ إِذَا اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ . وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ .

৭১৮. আলী ইবন হুজর (রা.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কারো (সিয়ামকালে) অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে সে কাযা করবে।

এই বিষয়ে আবু দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইবন উবায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীস (রা.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান গারীব। দীস ইবন ইউনুসের বরাত

ছাড়া, হিশাম ইব্ন সীরীন, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন, ঈসা ইব্ন ইউনুসকে আমি বারী হিসাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদগুলো সহীহ নয়। আবুদ দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার (সিয়াম কালে) বমি করলেন এবং সাওম ছেড়ে দিলেন। এ হাদীছটির মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সিয়াম পালন করছিলেন। বমি হওয়ার পর দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন। কোন কোন হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, সাযিমের অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তার কোন কাযা নেই। কিন্তু ইচ্ছা করে বমি করলে সে কাযা করবে। এ হলো (ইমাম আবু হানীফা) শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِبُ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ : সাযিম যদি ভুলে কিছু খান বা ~~পান~~ করেন।

৭১৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ .

৭১৯. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি (সিয়াম কালে) ভুলবশতঃ কিছু খায় বা পান করে তবে সে সাওম ভঙ্গ করবেন না। কেননা, এ হলো রিয়ক যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন।

৭২. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَخَلَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

৭২০. আবু সাঈদ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ^{সালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। এই বিষয়ে আবু সাঈদ ও উম্মু ইসহাক আলগানবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও এ অভিমত। মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, রামাযানে যদি কেউ ভুলে খেয়ে ফেলে তবে তাকে তা কাযা করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا

অনুচ্ছেদ : যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাওম ভঙ্গ করে

৭২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُّهُ وَإِنْ صَامَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ . وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .

৭২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : কোনরূপ অনুমোদিত কারণ বা রোগ ব্যতিরেকে কেউ যদি রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করে তবে একজন সারা জীবন সিয়াম পালন করলেও তার কাযা আদায় হবে না।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্র ব্যতীত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাবী আবুল মুতাওবিস (র.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন মুতাওবিস। এই হাদীছ ছাড়া তার আর কোন রিওয়াযাত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার কাফ্ফারা।

৭২২. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ وَأَبُو عَمَّارٍ (وَالْمَهْنِيُّ وَوَاحِدٌ) وَاللَّفْظُ

أَبِي عَمَّارٍ) قَالَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لَا قَالَ إِجْلِسْ. فَجَلَسَ. فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ فَخُذْهُ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جَمَاعٍ. وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَشَبَّهُوا الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْجَمَاعِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَفَّارَةُ فِي الْجَمَاعِ، وَلَمْ تُذَكَّرْ عَنْهُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. وَقَالُوا لَا يَشْبَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ الْجَمَاعَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ خُذْهُ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا.

তার দিতে হয়। এই ব্যক্তি তখন কাফ্ফারা দিতে সক্ষম ছিল না। পরে নবী পা জাহাড আল্লাহি ওয়া সালতু তখন তাকে কিছু দিলেন আর সে তার মালিক হয়ে গেল তখন সে বলল, এ এলাকায় আমাদের চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত আর কেউ নাই। নবী পা জাহাড আল্লাহি ওয়া সালতু বললেন, “নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে আহ্বার করাও।” কেননা, জীবন ধারণের মত পরিমাণ খাদ্যের অতিরিক্ত যা হয় তা কাফ্ফারা হয়। যার অবস্থা এই ব্যক্তির ন্যায় তার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর মত হল, সে (কাফ্ফারা যা দিয়ে) ঐ মাল ভোগ করতে পারে। আর কাফ্ফারা তার সিয়াম থেকে যাবে। যেদিন সে (ঐ পরিমাণ সম্পদের) মালিক হবে সেদিন সে কাফ্ফারা দিবে।”

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম পালনকারীর মিস্ওয়াক করা।

৭২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَا يَرَوْنَ بِالسَّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السَّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُودِ الرُّطْبِ وَكَرِهُوا لَهُ السَّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسَّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلَا آخِرَهُ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ السَّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ .

৭২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী পা জাহাড আল্লাহি ওয়া সালতু কে সিয়াম অবস্থায় এতবার মিস্ওয়াক করতে দেখেছি, যার সংখ্যা আমি গননা করতে পারি না।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা সিয়াম পালনকারীর জন্য মিস্ওয়াক করার কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। তবে কতক আলিম কাঁচা ডাল দিয়ে মিস্ওয়াক করা এবং দিনের শেষভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরুহ বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) দিনের শুরু বা শেষ কোন ভাগেই মিস্ওয়াক করার কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। (ইমাম আবু হানীফারও এই অভিমত)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) দিনের শেষ ভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরুহ মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার

৭২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْتَكْتُ عَيْنِي ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ . وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَبُو عَاتِكَةَ يُضَعَّفُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ . فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৭২৪. আবদুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল আল-কূফী (রা.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার চোখ দু'টিতে কষ্ট পাচ্ছি। আমি সিয়াম অবস্থায় তাতে সুরমা ব্যবহার করতে পারি কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

এই বিষয়ে আবু রাফি (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (রা.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদ শক্তিশালী নয়। এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নাই। রাবী আবু আতিকাকে যাদ্দিফ বলা হয়। সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মাকরুহ মনে করেন। এহল সুফিয়ান, ইব্ন মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (রা.)-এর অভিমত। কতক আলিম সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ হল ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানফী (রা.)ও এমত পোষণ করেন)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

৬২৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ
فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ . فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ
لِلشَّيْخِ . وَلَمْ يَرْخِصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ . وَالْمُبَاشَرَةُ
عِنْدَهُمْ أَشَدُّ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقُبْلَةُ تَنْقُصُ الْأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ
الصَّائِمَ . وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يَقْبَلَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى
نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ .

৭২৫. হান্নাদ ও কুতায়রা (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সিয়ামের মাসে তাঁকে (সিয়াম অবস্থায়) চুম্বন করতেন।

এই বিষয়ে উমার ইব্ন খাত্তাব, হাফসা, আবু সাঈদ, উম্মে সালামা, ইব্ন আব্বাস, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। সিয়ামের চুম্বন করা বিষয়ে নবী ﷺ-এর আহলে ইল্ম সাহাবী ও আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যুবকদের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দেননি; এই আশংকায় যে, এতে হয়ত বা এরা তাদের সাওম হিফায়ত করতে পারবে না। আর স্ত্রী আলিঙ্গন করার বিষয়টি তাদের মতে আরো মারাত্মক। কোন কোন আলিম বলেন, চুম্বনে (সাওমের) সাওয়াব কমে যায়, কিন্তু তাতে সাওম ভঙ্গ হবে না। তারা মনে করেন; সিয়াম ব্যক্তি নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলে চুম্বন করতে পারে। আর যদি তার নফসের ব্যাপারে আস্থা না থাকে তবে সে তা পরিত্যাগ করবে; যাতে সাওমের হিফায়ত হয়। এ হল সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফারও এই মত।)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম অবস্থায় আলিঙ্গন করা।

৭২৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِزُبَيْهِ .

৭২৬. ইব্ন আবু উমার (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} সিয়াম অবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। তবে তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী সমর্থ ছিলেন।

٧٢٧. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِزُبَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو مَيْسَرَةَ اسْمُهُ عَمْرَو بْنُ شَرْحَبِيلَ . وَمَعْنَى لِزُبَيْهِ لِنَفْسِهِ .

৭২৭. হান্নাদ (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} সিয়াম অবস্থায় চুম্বন করতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে বেশী সমর্থ ছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ। রাবী আবু মায়সারা (র.)-এর নাম হল আমর ইব্ন গুরাহবীল। হাদীছোক্ত 'لِزُبَيْهِ' শব্দ অর্থ হল 'তার নিজের উপর'।

بَابُ مَا جَاءَ لِاصِّيَامٍ لِمَنْ لَمْ يَعْزَمْ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রি থেকে সংকল্প না করলে সিয়াম হয়না

٧٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَانْعَرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ . وَهَكَذَا أَيْضًا رَوَى هَذَا

الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،
وَأِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَصِيَامٍ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامٍ نَذَرَ إِذَا
لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ
بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

৭২৮. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র.)...হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ফজরের পূর্বেই যে ব্যক্তি সিয়ামের সিদ্ধান্ত না নেয় তার সিয়ামই নেই।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই সূত্র ছাড়া হাফসা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির মারফু হওয়া সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। নাফি' থেকে ইব্ন উমার (রা.)-এর উক্তি হিসাবে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। আর এটিই অধিকতর সহীহ। কোন কোন আলিমের মতে এই হাদীছটির অর্থ হল, রামাযানের সিয়াম বা কাযা বা মানতের সিয়াম হলে রাত থেকে অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ নিয়াত না করে তবে তার সিয়াম হবে না। কিন্তু নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে ভোর হওয়ার পর নিয়াত করা তার জন্য মুবাহ ও জায়েয। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

অনুচ্ছেদ : নফল সাওম পালনকারীর ইফতার করে ফেলা।

৭২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ
أُمِّ هَانِيٍّ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى بِشَرَابٍ
فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي
فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتُ
تَقْضِيَنَّهُ؟ قَالَتْ لَا. قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ.
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ.

৭২৯. কুতাবায় (রা.)...উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁর নিকট কিছু শরবত এল। তিনি এ থেকে পান করলেন। এরপর আমাকে তা দিলেন।

৭৩০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)...উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তাঁর ঘরে আসেন এবং পানি নিয়ে আনতে ডাকলেন। তিনি তা থেকে পান করলেন, তারপর উম্মে হানীকে দিলেন; তিনিও পান করলেন। পরে উম্মু হানী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো সাওম পালনকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন : নফল সিয়াম পালনকারী নিজের আমানতদার ; ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন করতে পারে আর ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গও করতে পারে।

(রাবী) শু'বা বলেন যে, আমি জা'দাকে বললাম, আপনি নিজে উম্মু হানী (রা.) থেকে এই হাদীছটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, না। আবু সালীহ ও আমাদের পরিবারের লোকজন উম্মু হানী (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা এই হাদীছটিকে সিমাক- উম্মু হানী দৌহিত্র হারুন- উম্মুহানী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শু'বা-এর রিওয়াতটি অধিক হাসান। মাহমুদ ইব্ন গায়লান এটিকে আবু দাউদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, 'امین نفسه' "সিয়াম পালনকারী নিজেই নিজের আমানতদার" মাহমুদ ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ আবু দাউদ সূত্রে সন্দেহ পোষণ করেন রিওয়ায়াত করেছেন 'امیر نفسه', 'او امین نفسه' "সিয়াম পালনকারী নিজেই নিজের উপর ক্ষমতাবান অথবা নিজেই নিজেদের আমানতদার"। শু'বা (র.) থেকে ও তদ্রূপ দ্বিধার সঙ্গে একাধিক সূত্রে 'امیر او امین نفسه' রূপে বর্ণিত আছে। উম্মু হানী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বিরূপ বক্তব্য রয়েছে। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর আহলে ইল্ম কোন কোন সাহাবী ও অন্যান্য আলামদের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, নফল সিয়াম পালনকারী যদি তা ভঙ্গ করে ফেলে তবে তার উপর কাযা নেই। তবে ইচ্ছা করলে (মুস্তাহাব হিসাবে) কাযা আদায় করতে পারে। এ হলো সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, ইসহাক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ صِيَامِ الْمُتَطَوُّعِ بِغَيْرِ تَبَيُّتٍ

অনুচ্ছেদ : ভোর থেকে নফল সাওম পালনকরা

৭৩১. হান্নাদ (র.)...উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আমার কাছে এলেন এবং বললেন : তোমার কাছে (খাওয়ার মত) কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তা হলে আমি সিয়াম পালন করছি।

৭৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فَيَقُولُ أَعِنْدَكَ غَدَاءٌ فَأَقُولُ لَا. فَيَقُولُ، إِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً قَالَ وَمَا هِيَ؟ قَالَتْ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكَلْتُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৭৩২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তো আমার কাছে আসতেন এবং বলতেন : তোমার কাছে (সকালের) খাবার কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। তখন তিনি বলতেন : তাহলে আমি সাওম পালন করছি। আয়েশা (রা.) বলেন, এমনভাবে একদিন তিনি এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের কাছে কিছু হাদীয়া এসেছে। তিনি বললেন, তা কী? আমি বললাম, হায়স।^১ তিনি বললেন : সকাল থেকে তো সিয়াম পালন করছিলাম। আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর তিনি তা আহ্বার করলেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : নফল সিয়াম পালনকারী যদি তার সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর তা কাযা করা ওয়াজিব।

৭৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَدَرْتَنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ. وَكَانَتْ ابْنَةُ أَبِيهَا. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ أَقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ

১. ঘি, পনির ও খেজুর মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য।

هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا. وَرَوَاهُ
 مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
 مِنَ الْحُفَاطِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ
 وَهَذَا أَصَحُّ. لِأَنَّهُ رَوَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قُلْتُ لَهُ
 أَحَدَّثَكَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا. وَلَكِنِّي
 سَمِعْتُ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ
 عَائِشَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنُ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ
 حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ
 أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ. فَرَأَوْا عَلَيْهِ
 الْقَضَاءُ إِذَا أَفْطَرَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

৭৩৩. আহমাদ ইবন মানী (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আর হাফসা (রা.) উভয়েই একবার সিয়াম (নফল) পালন করছিলাম। আমাদের সামনে খুবই লোভনীয় খাবার এলো, আমরা তা থেকে খেয়ে নিলাম। তারপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলে হাফসা (রা.) আমার আগেই তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁর বাপের বেটি (পিতা, উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর মত সাহসী) কাজেই বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দু'জন সায়িম ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে লোভনীয় খাবার এলে; আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তিনি বললেন : তোমরা উভয়ে এর স্থলে আরেক দিন সিয়াম পালন করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সালিহ ইবন আবুল আখদার ও মুহাম্মদ ইবন আবু হাফসা (র.) এই হাদীছটিকে যুহরী (র.), উরওয়া, আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবন আনাস, মা'মার, উবায়দুল্লাহ ইবন উমার, যিয়াদ ইবন সা'দ (র.) প্রমুখ হাফিযুল হাদীছ যুহরী (র.) সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে মুরসাল হিসাবে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তাঁরা উরওয়ার নাম উল্লেখ করেননি। আর এটিই অধিকতর সহীহ। কেননা, ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার নিকট আয়েশা (রা.)-এর বরাতে উরওয়া কিছু রিওয়ায়াত করেছেন কি? তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি উরওয়া থেকে কিছু শোনিনি। তবে সুলায়মান ইবন

আবদুল মালিকের খিলাফতকালে এ হাদীছ সম্পর্কে আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের কারোর কাছ থেকে কিছু লোকের মাধ্যমে আয়েশা (রা.) সূত্রে এটি আমি শোনেছি। এই হাদীছটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ বাগদাদী- রাওহ্ ইব্ন উবায়দা ইব্ন জুরায়জ (র.) শেষ পর্যন্ত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের মত গ্রহণ করেছেন। নফল সিয়াম ভঙ্গ করলে কাযা করতে হবে বলে তাঁরা মনে করেন। এ হল ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এ অভিমত। (ইমাম আবু হানীফার অভিমতও তাই)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : শাবানকে রামায়ানের সঙ্গে মিলিত করা।

৭৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

৭৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উস্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী

সহাবা ও তাবীগী -কে শা'বান ও রামায়ান ব্যতীত দুই মাস লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, উস্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এই হাদীছটি আবু সালামা, আয়েশা (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) বলেন, শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতে আমি নবী সহাবা ও তাবীগী -কে দেখিনি। এমাসের কিছু অংশ ব্যতীত পুরো মাসটাই বলতে কি সারা মাসটাই তিনি (নফল) সিয়াম পালন করতেন।

৭৩৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا

الْحَدِيثُ قَالَ هُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ . وَيُقَالُ قَامَ فَلَانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ . كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ . يَقُولُ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

৭৩৫. হান্নাদ (র.).....আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এই হাদীছ প্রসঙ্গে বলেন, কেউ যদি মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করে তবে আরবী বাগধারা অনুসারে সারা মাসই সিয়াম পালন করেছে বলা বৈধ। বলা হয় অমুক ব্যক্তি সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। অথচ হতে পারে সে রাতের আহারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেও তার কিছু সময় ব্যয় করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইব্ন মুবারক (র.) মনে করেন, হাদীছ দু'টি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, এ হাদীছের অর্থ হল এই যে, তিনি (শাবান) মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন। সালিম আবুন নাযর (র.) প্রমুখ এই হাদীছটিকে আবু সালামা-আয়েশা (রা.) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামায়ানের সম্মানার্থে শাবানের শেষ অর্ধাংশে সিয়াম পালন অপসন্দনীয়।

৭৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ

أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا . فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَا فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَرَاهِيَّةَ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

৭৩৬. কুতায়বা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শা'বানের অর্ধাংশ যখন বাকী থাকে তখন আর তোমরা সিয়াম পালন করবেনা।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। এই সূত্র ছাড়া এই শব্দে অন্য রিওয়াযাত আছে কিনা আমাদের জানা নাই। কোন কোন আলিম বলেন, এই হাদীছ সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সে সাধারণত সাওম পালন করছে না; কিন্তু শা'বানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকতেই মাহে রামাযানের সম্মানার্থে সাওম পালন করা শুরু করে দেয়। আবু হুরায়রা (রা.) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্ত অভিমতের সঙ্গে সাদৃশপূর্ণ একটি হাদীছও বর্ণিত আছে। সেটি হল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ (রামাযান মাসের পূর্বের লাগোয়া দিনগুলোর) সিয়াম পালন করে তোমরা রামাযানকে এগিয়ে নিবেনা। তবে তোমাদের কারো নির্ধারিত সিয়াম পালনের দিনগুলোর কোন সাওমের সঙ্গে এই দিনের সিয়ামের মিল পড়ে গেলে ভিন্ন কথা। এই হাদীছটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ রামাযানের সম্মানার্থে ইচ্ছা করে সিয়াম পালন করা মাকরুহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ : মধ্য শা'বান রাত্রির ফযীলত।

৭৩৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ . فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحْثِفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى

السَّمَاءِ الدُّنْيَا . فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ .
 وَفِي الْبَابِ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَانَعَرِفُهُ
 إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَضَعِفُ هَذَا
 الْحَدِيثَ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ . وَالْحَجَّاجُ بْنُ
 إِزْطَاةٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

৭৩৭. আহমাদ ইবন মনী' (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম কে না পেয়ে ঘর থেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ তাঁকে বাকী' গোরস্তানে যেয়ে পেলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি আশংকা কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অন্যায় করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে চলে গিয়েছেন বলে আমার ধারণা হয়েছিল। তিনি বলেনঃ শোন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। অনন্তর বানু কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা করে দেন। এই বিষয়ে আবু বাকর সিদ্দীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাজ্জাজের বরাতে এই সূত্রটি ছাড়া আয়েশা (রা.)-এর হাদীছটি সম্পর্কে কোন কিছু আমাদের জানা নাই। এই হাদীছটিকে দুর্বল বলতে আমি মুহাম্মদ আল-বুখারীকে শোনেছি। তিনি বলেছেন, রাবী ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর উরওয়া (র.) থেকে কোন রিওয়াযাত শোনেনি। মুহাম্মদ আল-বুখারী বলেন, এমনিভাবে হাজ্জাজও ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীরের নিকট থেকে কিছুই শোনেনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمَ

অনুচ্ছেদ : মুহাররাম মাসের সাওম পালন।

٧٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ
 بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৭৩৮. কুতায়বা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
রামাযান মাসের সিয়ামের পর সবচে ফযীলতের সিয়াম হল আল্লাহর মাস মুহাররামের সিয়াম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

৭৩৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصُمِّ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৭৩৯. আলী ইব্ন হুজর (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রামাযান মাসের পর কোন মাসের সিয়াম পালন করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? তখন তিনি তাকে বললেন, এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে এক ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আমি শোনিনি। একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করে বলল হে আল্লাহর রাসূল ! রামাযান মাসের পর আর কোন মাসের সিয়াম পালন করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : রামাযান মাসের পর যদি তুমি আরো কোন রোযা রাখতে চাও তবে মুহাররামের সিয়াম পালন করো। কেননা, এই মাসটি হল আল্লাহর মাস। এতে এমন একটি দিন আছে যে দিন আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করেছিলেন এবং আগামীতেও তিনি আরেক সম্প্রদায়ের তাওবা এই দিনে কবুল করবেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন।

৭৪০. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ

غَنَامٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَقَلَّمَا كَانَ يَفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . قَالَ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৭৪০. কাসিম ইবন দীনার (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন। আর জুম'আর দিন খুব কমই তিনি সিয়াম ছাড়া অতিবাহিত করতেন। এই বিষয়ে ইবন উমার ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলিমগণের এক দল জুম'আ বারের সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে অভিमत দিয়েছেন। তবে জুম'আর আগের বা পর দিনের সিয়াম পালন না করে কেবল জুম'আর দিনের সিয়াম মাকরুহ। শু' বা (র.)ও এই হাদীছটি আসিম (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحَدَهُ

অনুচ্ছেদ : কেবল জুম'আ বারের সিয়াম পালন মাকরুহ।

٧٤١. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَجُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ وَجُوَيْرِيَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ . لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

৭৪১. হান্নাদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতু ওয়া সালাম} বলেছেন : আগের দিন বা পরের দিনের রোযা না রেখে তোমাদের কেউ যেন কেবল জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন না করে। এই বিষয়ে আলী, জাবির, জুনাদা আল-আয্দি, জুওয়ায়রা, আনাস এবং আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা আগের দিনে বা পরের দিনের সিয়াম শামিল না করে কেবল জুমু'আ বারের সিয়াম পালন মাকরুহ বলে মনে করেন। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

অনুচ্ছেদ : শনিবারের সিয়াম পালন।

৭৪২. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُرْعٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخْصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ وَيَوْمَ السَّبْتِ .

৭৪২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র.)... আব্দুল্লাহ ইবন বুরের বোন (বাহিয়া আস্-সাম্মারা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সালাতু ওয়া সালাম} বলেছেন : ফরয সিয়াম ব্যতীত শনিবারে তোমরা কোন সিয়াম পালন করবেনা। যদি তোমাদের কেউ আঙ্গুরের খোশা বা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু (সেদিন আহারের জন্য) না পায় তবে তা-ই যেন সে চিবিয়ে নেয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু কেবল শনিবারের দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। কেননা ইয়াহুদীদের নিকট শনিবারের দিন বিশেষ মর্যাদার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ : সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন।

৭৪৩. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৭৪৩. আবু হাফসা আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। এই বিষয়ে হাফসা আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা ও উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

৭৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ . وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৭৪৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসের শনি, রবি, ও সোমবার সাওম পালন করতেন। আর অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দি এই হাদীছটি সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফু' করেননি।

৭৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَجِبَ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি ভালবাসি সাইম অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ : বুধ ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন।

٧٤٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
 عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ مُسْلِمٍ
 الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ (أَوْ سُلِّ) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ
 فَقَالَ إِنَّ لَأَهْلِكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَإِذَا
 أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ
 هُرُونِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ .

৭৪৬. হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আল-জারীরী ও মুহাম্মদ ইব্ন মাদ্দুওয়া (র.)... ওবায়দুল্লাহ আল-মুসলিম আল-কুরাশী তৎ পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম}-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বা তাঁকে কেউ “সিয়ামুদ-দাহর” অর্থাৎ সারা বছর সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন : তোমার উপর অবশ্যই তোমার পরিবারের হক রয়েছে। এরপর তিনি বললেনঃ রামাযান এবং এর পরবর্তী মাস (শাওয়ালের ছয়টি নফল সিয়াম) ও প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতে থাক। এতে তোমার সিয়ামুদ দাহরও হবে (সাওয়াবের দিক থেকে) এবং ইফতার বা বিনা সিয়ামে দিন কাটানোরও অবকাশ হবে। এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মুসলিম আল-কুরাশী বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব। কেউ কেউ এটিকে হারুন ইব্ন সালমান- মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ তৎপিতা উবায়দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফা দিবসের সিয়াম পালনের ফযীলত ।

৭৪৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ اسْتَجَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ .

৭৪৭. কুতয়াবা ও আহমাদ ইবন আবদা আদ-দাব্বী (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেনঃ আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্যারা (মাফ) করে দিবেন। এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আলিমগণ আরাফায় অবস্থান রত ব্যক্তিদের ছাড়া বাকীদের জন্য আরাফা দিবসের সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফা অস্থানরত অবস্থায় সে দিনের সিয়াম পালন পছন্দনীয় নয় ।

৭৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَمْرٍ وَأُمِّ الْفَضْلِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ حَجَّجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمَّهُ (يَعْنِي

يَوْمَ عَرَفَةَ) وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُومَهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُومَهُ وَمَعَ عُثْمَانَ
فَلَمْ يَصُومَهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّونَ الْإِفْطَارَ
بِعَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَاءِ . وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمَ
عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

৭৪৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সালাতু ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আরাফার দিন সিয়াম অবস্থায় ছিলেন। উম্মুল ফাযল (রা.) সেদিন তাঁকে কিছু দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেন। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইব্ন উমার ও উম্মুল ফাযল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী ^{সালাতু ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম}-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি কিন্তু তিনি আরাফার দিন সিয়াম পালন করেননি; আবু বাক্র (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও সে দিনের সিয়াম পালন করেননি। উমার (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও সে দিনের সিয়াম পালন করেননি। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দু'আর ক্ষেত্রে শজিলাভের উদ্দেশ্যে আরাফার দিন (হাজীর জন্য) সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন। কোন কোন আলিম আরাফায় অবস্থানকালে সে দিনের সিয়াম পালন করেছেন।

٧٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
وَأِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ
عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُومَهُ . وَمَعَ
أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُومَهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُومَهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُومَهُ . وَأَنَا
لَا أَصُومُهُ وَلَا أَمُرُّ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَأَبُو نَجِيحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ .

৭৪৯. আহমাদ ইব্ন মানী' ও আলী ইব্ন হজ্র (র.)....আবু নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা.)-কে আরাফার দিনে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি

বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি সে দিন সিয়াম পালন করেননি; আবু বাকর (রা.) -এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি; উমার (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি; উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি। আমি নিজেও এই সিয়াম পালন করিনা এবং তা পালন করতে কাউকে বলিওনা আবার নিষেধও করি না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আবু নাজীহ-এর নাম হল ইয়াসার। তিনি ইবন উমার (রা.) থেকে হাদীছ শোনেছেন। এই হাদীছটি ইবন আবু নাজীহ তৎপিতা আবু নাজীহ জনৈক ব্যক্তি ইবন উমার (রা.) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

অনুচ্ছেদ : আশুরা দিবসের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।

৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصُّبَّيِّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ هِنْدِ ابْنِ أَسْمَاءَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الرَّبِيعِ بَنَتْ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَلَمَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ حَثُّ عَلَى صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى لَأَنْفَعَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرُّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ سَنَةٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ . وَ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ .

৭৫০. কুতায়বা ও আহমাদ ইবন আব্দ আয-যাব্বী (র.)..... আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আশুরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহর) কাফ্যারা করে দিবেন। এই বিষয়ে আলী, মুহাম্মদ ইবন

সায়ফী, সালামা ইব্ন আকওয়া, হিন্দ ইব্ন আসমা, ইব্ন আব্বাস, রুবাই বিন্ত মুআওবিয় ইব্ন আফরা, আবদুর রহমান ইব্ন সালমা আল-খুযাঈ তৎ চাচার বরাতে এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা.) প্রমুখ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু কাতাদা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়াত “আশূরা দিবসের সিয়াম পালন এক বছরের (গুনাহ-এর) কাফ্ফারা স্বরূপ”-এই কথা উল্লেখ হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ অনুসারেই ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ

অনুচ্ছেদ : আশূরা দিবসের সিয়াম পালন না করার অবকাশ।

৭৫১. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . لَا يَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ . لِمَا ذَكَرَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ .

৭৫১. হারুন ইব্ন ইসহাক আল-হামদানী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একটি দিন যে দিন কুরাইশরা জাহেলী যুগেও সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরতের পূর্বে) সে দিন সিয়াম পালন করতেন। মদীনাতে আসার পরও তিনি এই দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং লোকদেরকেও সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রামাযানের সিয়াম পালন ফরয

হওয়ার পর রামাযানই ফরয হিসাবে রয়ে গেল আর আশুরার সিয়াম (ফরয হিসাবে) রইল না। ফলে যার ইচ্ছা এই দিনের সিয়াম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা তা ছাড়তেও পারে। এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, কায়স ইব্ন সা'দ, জাবির ইব্ন সামুরা, ইব্ন উমার ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলিমগণ আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ আমল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই হাদীছ সহীহ। তাঁরা আশুরা দিবসের সিয়াম পালন ওয়াজিব বলে মনে করেন না। কিন্তু কারো যদি এই দিনের সিয়াম পালনের আশ্রয় হয় তবে ভিন্ন কথা। কারণ এই দিনের সিয়াম পালনের বিষয়ে বহু ফযীলতের উল্লেখ রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

অনুচ্ছেদ : আশুরা কোন দিন ?

৭৫২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُجْبِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رَدَاءَهُ فِي زَمْرَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُومُهُ ؟ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَأَعِدِّ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قَالَ فَقُلْتُ أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ .

৭৫২. হানাদ ও আবু কুরায়ব (র.).....হকাম ইব্ন আ'রাজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন যমযমের কাছে তাঁর চাদরকে বালিশের মত করে টেক লাগানো অবস্থায় ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আশুরা সম্পর্কে আমাকে বলুন তো, কোন দিন আমি এর সিয়াম পালন করব ? তিনি বললেন, মুহাররামের চাঁদ যখন দেখবে তখন থেকেই দিন গুনতে থাকবে। পরে নবম তারিখ ভোর থেকে সাওম পালন করবে। আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ এভাবেই তা পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৭৫৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَإِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمُ التَّاسِعِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمُ الْعَاشِرِ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ صُومُوا وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

৭৫৩. কুতায়বা (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম তারিখ আশুরার সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আশুরা দিবস সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ হলো (মুহররামের) নবম তারিখ। আর অপর একদল বলেন, এ হলো দশম তারিখ। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবম ও দশম (এই দুই দিন) তোমরা সিয়াম পালন করবে এবং (এই ক্ষেত্রে) ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। (ইয়াহুদীরা মাত্র দশম তারিখ সিয়াম পালন করত)। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই হাদীছ অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবু হানীফা (র.) এই মত পোষণ করেন)

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ : যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে সিয়াম পালন।

٧٥٤. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرِ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ .

وَرَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنِ الْأَسْوَدِ) وَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوِيهِ الْأَعْمَشُ أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ .

৭৫৪. হান্নাদ (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে কখনও (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে আ'মাশ-ইব্রাহীম-আসওয়াদ-আয়েশা (রা.) সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন। সাওরী প্রমুখ রাবী এই হাদীছটিকে মানসূর-ইব্রাহীম..... সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই দশ দিন কখনও সিয়াম পালন অবস্থায় দেখা যায়নি।^১

আবুল আহওয়াস (র.) এই হাদীছটিকে মানসূর-ইব্রাহীম-আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে রাবী আসওয়াদ (র.)-এর উল্লেখ করেননি। মানসূর পরবর্তী রাবীগণ এই হাদীছের সনদের ক্ষেত্রে উক্ত মতবিরোধ করেছেন। এই সনদসমূহের মধ্যে আ'মাশ (র.)-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ এবং সনদ হিসাবে মুত্তাসিল। আবু বাকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র.) বলেন, আমি ওয়াকী' (র.)-কে বলতে শোনেছি যে, ইব্রাহীম-মানসূর সনদের ক্ষেত্রে আ'মাশ হলেন অধিক সংরক্ষক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ : যিল হাজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের ফযীলত।

৭৫৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ (هُوَ الْبَطِينُ) وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৭৫৫. হান্নাদ (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের নেক আমল আল্লাহর নিকট যিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর পথে জিহাদও কি তদপেক্ষা প্রিয় নয় ?

১. অন্যান্য হাদীছে যিল হাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালনের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম বললেন : না। আল্লাহর পথে জিহাদও তদপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে যায় এবং এ দু'টির কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা স্বতন্ত্র। এই বিষয়ে ইবন উমার, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব-সহীহ।

৭৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ ابْنُ وَاصِلٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ . وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ النَّهَّاسِ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هَذَا . وَقَالَ قَدْ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا شَيْءٌ مِنْ هَذَا . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৭৫৬. আবু বাকর ইবন নাফি' আল-বাসরী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম বলেনঃ এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের (নফল) ইবাদত আল্লাহর নিকট যিল হাজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এর প্রতিটি দিনের সিয়াম এক বছরের সিয়ামের সমতুল্য। এর প্রতিটি রাতের ইবাদত লায়লাতুল কাদরের ইবাদতের সমতুল্য।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী মাসউদ ইবন ওয়াসিল-নাহ্‌হাস সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে সালাতু ওয়া সালাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনিও এই সূত্র ছাড়া অনুরূপ কিছু পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি বলেন, কাতাদা-সাদ্দ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) সূত্রে নবী সালাতু ওয়া সালাম থেকে উক্ত হাদীছের কিছু অংশ মুরসাল রিওয়াযাতে বর্ণিত আছে। ইয়াহইয়া ইবন সাদ্দ (র.) নাহ্‌হাস ইবন কাহ্ম-এর শৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ : শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন।

৭০৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ أُسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ . وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ . قَالَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهِ .

৭৫৭. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)....আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি রামাযানের সিয়াম পালন করে এবং পরে এর অনুবর্তীতে শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন করে তবে সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল। এই বিষয়ে জাবির, আবু হুরায়রা এবং সাওবান (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু আইউব (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ। এই হাদীছটির উপর ভিত্তি করে একদল আলাম শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে মনে করেন। ইব্ন মুবারক (র.) বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালনের মত এটি ভাল আমল। তিনি আরও বলেন,

কতক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এই সিয়ামকে রামাযানের সিয়াম সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ইব্ন মুবারক (র.) (শাওয়াল) মাসের শুরু দিকে এই ছয় দিনের সিয়াম পালন অধিক পছন্দীয় বলে গ্রহণ করেছেন। ইব্ন মুবারক থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, শাওয়ালের মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনে রাখা ও জাযিয় আছে।

ইমাম আবু ইসা (র) বলেন, রাবী আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ এই হাদীছটিকে সাফওয়ান ইব্ন সুলায়ম ও সা'দ ইব্ন সাঈদ সূত্রে উমার ইব্ন সাবিত-আবু আইউব (রা.) সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। শুবা (র.) এই রিওয়াতটি ওয়ারকা ইব্ন উমার সা'দ ইব্ন সাঈদ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সা'দ ইব্ন সাঈদ হলেন ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী (রা.)-এর ভাই। তাঁর স্বরণশক্তি সম্পর্কে কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ : প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা।

৭৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَهْدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنْ لَا أُنَامَ إِلَّا عَلَى وَثْرٍ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى .

৭৫৮. কুতায়বা (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি ওসীয়াত করেছেন।, বিত্র (সালাত) আদায় না করে যেন নিদ্রাগমন না করি। প্রতি মাসে যেন তিনদিন সিয়াম পালন করি আর যেন চাশ্তের সালাত আদায় করি।

৭৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَّامٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَارْبَعَ عَشْرَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَّاسِ الْمَرْزَبِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَقَتَادَةَ ابْنَ مِلْحَانَ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِي، وَجَرِيرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ .

৭৫৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাজা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, হে আবু যার ! প্রতি মাসে যদি তিন দিন সিয়াম পালন করতে চাও তবে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালন করো। এই বিষয়ে আবু কাতাদা, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, কুররা ইব্ন ইয়াস আল-মুযানী, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবু আকরাব, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা, কাতাদা ইব্ন মিলহান, উসমান ইব্ন আবুল আসী ও জারীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। কতক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।

৭৬. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ - مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . الْيَوْمُ بِعِشْرَةِ أَيَّامٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৭৬০. হান্নাদ (র.)...আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাজা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে তবে তা যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করা হল। এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে আয়াত নাযিল করলেন : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (অর্থ) কেউ যদি একটি নেক কাজ করে তবে তার প্রতিদান হলো এর দশগুণ। (সূরা আনআম : ১৬০) সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, শূ'বা (র.) এই হাদীছটি আবুত তায়্যাহ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী পালাজা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشَكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ
كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَيَزِيدُ الرَّشْكُ هُوَ يَزِيدُ
الضُّبَعِيُّ . وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ . وَهُوَ الْقَسَّامُ وَالرَّشْكُ هُوَ الْقَسَّامُ
بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

৭৬১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)....মুআযাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আয়েশা (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, কোন তারিখ তিনি এই সিয়াম পালন করতেন ? তিনি বললেন, কোন তিন দিন এই সিয়াম পালন করবেন এই বিষয়ে তিনি কোন পরওয়া করতেন না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান-সহীহ। রাবী ইয়াযীদ আর-রিশ্ক হলেন, ইয়াযীদ আয-যুবাই আর ইনিই ইয়াযীদ আল-কাসিম। ইনি ছিলেন বন্টনকারী। বসরাবাসীদের ভাষায় ‘রিশ্ক’ অর্থ হলো বন্টনকারী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : সাওমের ফযীলত ।

٧٦٢. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بَعِشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ
ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ وَأَنَا أَجْزَى بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَإِبْنُ جَهْلٍ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ
فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَعْبِ
بْنِ عَجْرَةَ وَسَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ وَبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ . وَإِسْمُ بَشِيرٍ زَحْمُ
بْنِ مَعْبِدٍ . وَالْخَصَاصِيَّةُ هِيَ أُمُّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৭৬২. ইমরান ইব্ন মূসা আল-কাযযায (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের রব বলেছেন, প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান হলো দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত। সাওম হলো আমার জন্যই। সুতরাং আমি নিজে এর প্রতিদান দিব। সাওম হলো জাহান্নাম থেকে (বাঁচার) ঢাল স্বরূপ। সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশক আশ্বরের গন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। সাওম পালন অবস্থায় কোন জাহিল (মুর্থ) যদি তোমাদের কারো সাথে মুর্থতা প্রদর্শন করে তবে সে যেন বলে আমি তো সাওম পালন করছি।

এই বিষয়ে মুআয ইব্ন জাবাল, সাহল ইব্ন সা'দ, কা'ব ইব্ন উজরা, সালামা ইব্ন কায়সার বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। বাশীর (রা.)-এর নাম হয় যাহ্ম ইব্ন মা'বাদ। খাসাসিয়া হলেন তাঁর মাতা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرِّيَّانَ يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ ، لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে; একে “রায়্যান” নামে অভিহিত করা হয়। এই দরজা দিয়ে সাওম পালনকারীদের ডাকা হবে। যারা সাওম পালনকারী তারা এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ-গারীব।

٧٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّائِمِ فَرَحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرَحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৬৪. কুতায়বা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সায়েমের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে; আরেকটি হলো যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাত করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ : সারা বছর সাওম পালন করা।

৭৬৫. حَدَّثَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطَرْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ. وَأَجَاذَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يَفْطَرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ. فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الْأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ، وَلَا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. هَكَذَا رَوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا. وَقَالَا لَا يَجِبُ أَنْ يَفْطَرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

৭৬৫. কুতায়বা ও আহমাদ ইবন আব্দা (র.)....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি সারা বছর সাওম পালন করবে তার কেমন হবে? তিনি বললেনঃ তার সাওম হল না, ইফতারও হল না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর, আবদুল্লাহ ইবন-শিখখীর, ইমরান ইবন হুসাইন ও আবু মুসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আলিমগণের একদল সাওমুদাহর অর্থাৎ সারা বছর সাওম পালন করা মকরুহ বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে যদি কেউ সাওম পালন করে তবে তা হবে (পূর্ব বর্ণিত দোষণীয়) সাওমুদাহর। এই দিনগুলোতে যে সাওম পালন করেবনা সে উপরোক্ত নিষিদ্ধ সীমা থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে সাওমুদাহর পালনকারী রূপে গণ্য হবেনা। ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) থেকে এই ধরনের অভিমত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) এরও বড়ব্য অনুরূপ। তাঁরা বলেন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আয়্যামে তাশরীক (ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন) এই যে পাঁচটি দিন সাওম পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সেই পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য কোন দিনের সাওম পরিত্যাগ করা ওয়াজিব নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : একাধারে সাওম পালন করা।

৭৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৭৬৬. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) -কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে সাওম পালন করতেন যে এমনকি আমরা বলতাম, তিনি তো সাওম পালন করে যাচ্ছেন। আবার সাওম পালন থেকে যখন বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতে থাকতাম তিনি বুঝি আর সাওম পালন করবেনই না। রামাযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন (পূর্ণ) মাসেই সাওম পালন করেননি। এই বিষয়ে আনাস ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৭৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى

نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا . وَكُنْتُ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৬৭. আলী ইব্ন হজর (রা.).....আনাস ইব্ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে একবার নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, প্রতি মাসে তিনি যখন সাওম পালন করতে থাকতেন তখন মনে হত যে তাঁর বুঝি আর সাওম ছাড়ার কোন ইচ্ছা নাই। এভাবে যখন তিনি সাওম ছাড়তেন তখন মনে হত তাঁর বুঝি আর এই মাসের সাওম পালনের ইচ্ছা নাই। তাঁকে যদি তুমি রাত্রে সালাতরত অবস্থায় ছাড়া দেখতে না চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে আর যদি নিদ্রারত অবস্থায় ছাড়া দেখতে না চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

٧٦٨. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يُصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْمَكِّيُّ الْأَعْمَى ، وَإِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَتُفْطِرَ يَوْمًا وَيُقَالُ هَذَا هُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ .

৭৬৮. হান্নাদ (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেনঃ সর্বোত্তম সাওম হল আমার ভাই দাউদ (আ.) -এর সাওম। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন এবং একদিন তা ছাড়তেন। আর (যুদ্ধে শত্রুর) সম্মুখীন হলে তিনি যেখান থেকে পলায়ন করতেন না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। রাবী আবুল আশ্বাস ছিলেন মক্কার কবি ও অন্ধ ব্যক্তি। তাঁর নাম হল সাঈদ ইব্ন ফাররুখ। কতক আলিম বলেন, সর্বোত্তম (নফল) সাওম হল একদিন সাওম পালন করা এবং একদিন তা ছেড়ে দেওয়া। বলা হয় এই ধরনের সিয়াম হল কঠিন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর ঈদে সাওম পালন করা হারাম।

৭৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفَطَرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُّوا مِنْ لَحُومِ نَسَكِكُمْ .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ اسْمُهُ سَعِيدٌ . وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَيْضًا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

৭৬৯. মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব (র.).... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আবু উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে দেখেছি যে, তিনি খুত্বা প্রদানের আগে প্রথমে সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই দুই ঈদের দিন সাওম পালন নিষেধ করতে শোনেছি। ঈদুল ফিতরের দিন হল তো তোমাদের (সারা মাসের) সিয়াম ভঙ্গের দিন এবং মুসলিমদের ঈদের দিন। ইহা আযহার দিন সেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত আহার করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবু উবায়দের নাম হল সা'দ। তাঁকে আবদুর রহমান ইব্ন আযহার-এর মাওলাও বলা হয়। আবদুর রহমান ইব্ন আযহার হলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর চাচাত ভাই।

৭৭০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ

الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنْسٍ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عَيْسَى وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ ابْنُ أَنْسٍ .

৭৭০. কুতায়বা (র.)....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই দিনের সাওম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন। এই বিষয়ে উমার, আলী, আয়েশা, আবু হুরায়রা, উক্বা ইবন আমির ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আবু ঈসা (রা.) বলেন, বারী আমর ইবন ইয়াহইয়া হলেন ইবন উমারা ইবন আবুল হাসান আল-মযীনী। তিনি ছিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য)। তাঁর থেকে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র.) ও মালিক ইবন আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

অনুচ্ছেদ : আয়্যামে তাশরীক ১-এ সিয়াম পালন হারাম।

٧٧١. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عَيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ وَنُبَيْشَةَ وَبِشْرِ بْنِ سَحِيمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ ، وَأَنْسٍ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ . وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَائِشَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِي وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عَيْسَى وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ

১. যিল হাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আয়্যামু তাশরীক বলা হয়।

عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنْ قَوْمًا
 مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدًيًا ،
 وَلَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ
 أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ
 مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنُ رَبَاحٍ وَ أَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ وَ قَالَ
 سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ لَا
 أَجْعَلُ أَحَدًا فِي حِلٍّ ، صَغَرَ اسْمُ أَبِي .

৭৭১. হান্নাদ (র.)....উক্বা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহু ওয়া সালামু} বলেছেন : আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আয়্যামু তাশরীক হল আমরা মুসলিম জনগণের ঈদের দিন। এ দিনগুলো হল পানাহারের দিন। এই বিষয়ে আলী, সা'দ, আবু হুরায়রা, জাবির, নুবায়শা বিশ্ব ইব্ন সুহায়ম, আবদুল্লাহ ইব্ন হযায়ফা, আনাস, হামযা ইব্ন আমর আল-আসলামী, কা'বা ইব্ন মালিক আয়েশা, আমর ইব্ন আস ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উক্বা ইব্ন আমির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা আয়্যামে তাশরীকের সিয়াম পালন হারাম বলে মনে করেন। কিন্তু সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণের একদল তামাতু হজ্জ পালনকারীর জন্য এই দিনগুলোর সিয়াম পালনের অবকাশ দিয়েছেন। শর্ত হয় যদি সে হাদী (কুরবানীর জানোয়ার) না পায় এবং প্রথম দশ দিনের মধ্যে সে যদি সাওম পালন করতে না পেরে থাকে তবে তাদের মতে সে আয়্যামে তাশরীকে ঐ সাওম পালন করতে পারবে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইরাকবাসী মুহাদ্দিগণ বলেন, (রাবীর নাম) মূসা ইব্ন আলী ইব্ন রাবাহ। মিসরবাসীগণ বলেন, মূসা ইব্ন আলী এবং আবু ইসা (র.) আরও বলেন, আমি কুতায়বাকে বলতে শোনেছি তিনি বলতে শোনেছেন যে, মূসা ইব্ন আলী বলেছেন, আমার পিতার নাম তাসগীর (উলাই) রূপে উচ্চারণ কারো জন্য হালাল মনে করি না।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সাওম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগান মাকরুহ।

৭৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَثُوبَانَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ (وَيُقَالُ ابْنُ يَسَارٍ) وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ وَسَعْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَذَكَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . وَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثُوبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ ثُوبَانَ وَحَدِيثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمُ الْحَجَامَةُ لِلصَّائِمِ . حَتَّى أَنْ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَجَمَ بِاللَّيْلِ مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأَبْنُ عُمَرَ وَبِهَذَا يَعْوَلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ مَنْ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدَرُوى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَلَا أَعْلَمُ

وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا وَلَوْ تَوَفَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرِ ذَلِكَ بَنُ يَفْطِرْهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى
هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ وَلَمْ يَرِ
بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
وَهُوَ مُحْرَمٌ .

৭৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি আন-নায়সাবুরী, মাহমূদ ইব্ন গায়লান ও ইয়াহুইয়া ইব্ন মূসা (র.)....
রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সিংগা লাগায় এবং যাকে
সিংগা লাগান হয় উভয়ের সাওমই বিনষ্ট হয়ে গেল। এই বিষয়ে সা'দ, আলী, শাদ্দাদ ইব্ন আওস,
সাওবান, উসামা ইব্ন যারিদ, আয়েশা, মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (বলা হয় ইনি মা'কিল ইব্ন সিনান)
আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, আবু মূসা ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আহমাদ ইব্ন
হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হাদীছ হল রাফি ইব্ন খাদীজ
(রা.) বর্ণিত হাদীছ। এবং আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, সাওবান ও
শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) কর্তৃক এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর সহীহ। ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর
(র.) আবু কিলাবা (রা.) থেকে দু'টো হাদীছই রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই উভয়টিই হল সাওবান ও
শাদ্দাদ ইব্ন আওসের দু'টো হাদীছ। সাহাবী ও পরবর্তী আলিমদের একদল সিয়াম পালনকারীর জন্য
সিংগা লাগান মাকরুহ বলে মনে করেন। এমন কি কতক সাহাবী যেমন আবু মূসা আল-আশআরী ও
ইব্ন উমার (রা.) (রামাযানে) রাত্রিতে সিংগা লাগাতেন। ইব্ন মুবারক (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত
করেছেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন : আমি ইসহাক ইব্ন মানসূরকে বলতে শোনেছি যে, আব্দুর
রহমান ইব্ন মাহদী বলেছেন, সিয়াম পালনরত অবস্থায় যদি কেউ সিংগা লাগায় তবে তাকে তা কায়া
করতে হবে। ইসহাক ইব্ন মানসূর বলেন, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (রা.) ও এই
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন যে, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ জাফরান আমার কাছে
বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিয়াম
অবস্থায়ও সিংগা লাগিয়েছেন, আর তাঁর থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সিংগা
লাগায় এবং যাকে সিংগা লাগান হয় তাদের উভয়ের সাওমই বিনষ্ট হয়ে গেল। এই রিওয়াতদ্বয়ের
একটিও সঠিক বলে আমার জানা নাই। সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি সিংগা পালন থেকে বেঁচে থাকে তবে
তা আমার মতে অধিক পছন্দনীয়। আর কেউ যদি সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগায় তবে এতে তার সিয়াম
ভেঙ্গে গেল বলে আমি মনে করি না। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এ ছিল বাগদাদ থাকা অবস্থায় ইমাম

শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্য। কিন্তু মিসরে গমনের পর তিনি এই বিষয়ে অনুমতি প্রদানের অভিমতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগানোতে কোনরূপ দোষ আছে বলে আর তিনি মনে করেননি। এ বিষয়ে তিনি দলীল হিসাবে বলেন যে, বিদায় হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম এবং ইহরাম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে।

৭৭৩. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .

৭৭৩. বিশ্ব ইবন হিলাল আল-বাসরী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম এবং সিয়াম অবস্থায়ও সিংগা লাগিয়েছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ।

৭৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৭৭৪. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই সনদে হাদীছটি হাসান-গারীব।

৭৭৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَأَنْسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا

الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرَوْا بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ .

৭৭৫. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মক্কা ও মদীনার মাঝে ইহ্রাম এবং সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন। এই বিষয়ে আবু সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতক সাহাবী ও আলিম এই হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাওম পালনকারীর জন্য সিংগা লাগানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেননা। এ হল ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সাওমে বিসাল^১ না জাযিয়।

৭৭৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ وَخَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَوَاصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنْ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَبَشِيرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا الْوِصَالَ فِي الصِّيَامِ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الْأَيَّامَ وَلَا يُفْطِرُ .

৭৭৬. নাসর ইব্ন আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমরা সাওমে বিসাল করবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো সাওমে বিসাল পালন করেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমার রব্ব আমাকে আহর দেন এবং আপনাকে পান করান। এই বিষয়ে আলী, আবু হুরায়রা, আয়েশা, ইব্ন উমার, জাবির, আবু সাঈদ এবং বাশীর ইব্ন খাসাসিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ১. ইফতার না করে একনাগারে দিন-রাত একাধিক সিয়াম পালন করা। কেবল রাসূল করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর জন্যই বিশেষভাবে জাযিয় ছিল। উম্মাতের কারো জন্য জাযিয় নয়।

আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাওমে বিসাল অপছন্দনীয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিক দিন সাওমে বিসাল করতেন; মাঝে ইফতার করতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصُّومَ

অনুচ্ছেদ : কারো জুনুবী (ফরয গোসল) অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় আর তার যদি সাওম পালনের ইচ্ছা থাকে।

৭৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَاتُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ . ثُمَّ يَفْتَسِلُ فَيَصُومُ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . غَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا ، يَقْضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

৭৭৭. কুতায়বা (র.)....আবু বাকর ইবন আবদুল রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সংগ্রহ ও আলোচনা সহধর্মীনি আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা.) আমাকে অবহিত করেছেন। (কোন কোন সময়) জুনুবী অবস্থায় নবী সংগ্রহ ও আলোচনা এর ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং সিয়াম পালন করতেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। এ হল সুফিয়ান, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

তাবিঈগণের একদল বলেন, জুনুবী অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় তবে তাকে এই দিনের কাযা করতে হবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

অনুচ্ছেদ : সাওম অবস্থায় দাওয়াত কবুল করা।

৭৭৮. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ . فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَغْنَى الدُّعَاءُ .

৭৭৮. আযহার ইব্ন মারওয়ান আল-বাসরী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কাউকে আহ্বানের দাওয়াত দেওয়া হয় তবে সে যেন তা কবুল করে। যদি সাওম পালনকারী হয় তবে সে (দাওয়াতকারীর জন্য) দু'আ করবে।

৭৭৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَلَّا الْحَدِيثَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৭৯. নাসর ইব্ন আলী (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কাউকে সাওম অবস্থায় দাওয়াত করা হয় তবে সে যেন বলে আমি তো সাইম। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীছই হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرَأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের (নফল) সিয়াম পালন মাকরুহ।

৭৮০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرَأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ

أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ

৭৮০. কুতায়বা ও নাস্র ইব্ন আলী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামায়ান মাসের বাইরে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন সিয়াম পালন না করে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। হাদীছটি আবু যিনাদ (র.) থেকেও মুসা ইব্ন আবু উসমান তৎপিতা আবু উসমান (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামায়ানের সিয়ামের কাযা পালন ক্ষেত্রে বিলম্ব করা।

৭৮১. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَى مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، نَحْوَ هَذَا .

৭৮১. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কি রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর ইত্তিকাল পর্যন্ত রামায়ানের যে সব সিয়াম আমার কাযা^১ হত সেগুলো শা'বান ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান-সহীহ। ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র.) হাদীছটিকে আবু সালামা-আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম পালনরত ব্যক্তির নিকট পানাহার হলে তার ফযীলত।

৭৮২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْلَى ، عَنْ مَوْلَاتِهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ

১. হায়যের কারণে।

عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ ، أُمِّ عَمَارَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৭৮২. আলী ইব্ন হুজর (র.).....লায়লা সূত্রে তার আযাদকারিনী মহিলা (উম্মু উমারা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিয়াম পালন করছেন-এমন ব্যক্তির যদি সিয়াম পালনরত কোন ব্যক্তির কাছে আহ্বার করে তবে ফিরিশ্তাগণ তার (সিয়াম পালনরত ব্যক্তির) জন্য দু'আ করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, শু' বা এই হাদীছটিকে হাবীব ইব্ন যায়িদ.....তৎ পিতামহী উম্মু উমারা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا ، يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَمَارَةَ بِنْتِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّائِمَ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৮৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....হাবীব ইব্ন যায়িদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জনৈক আযাকৃত দাসী লায়লাকে উম্মু উমারা বিন্ত কা'ব আল-আনসারীয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শোনেছি যে, নবী ﷺ একবার তাঁর বাড়ি এলেন। তখন তিনি নবী ﷺ -এর সামনে খাবার পেশ করলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তুমি খাও। তিনি বললেন, আমি তো সাযিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাযিমের নিকট যদি কেউ খায় তবে খাবার শেষ না করা পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ সাযিমের জন্য দু'আ করতে থাকেন। নবী ﷺ কোন কোন সময় -এর স্থলে -এর স্থলে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান-সহীহ।

৭৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَمَارَةَ بِنْتِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (حَتَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا) .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَأُمُّ عَمَارَةَ هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ .

৭৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উম্মু উমারা বিন্ত কা'ব (রা.) সূত্রে নবী ^{সালাতুহু ওয়া সালাতুহু} থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই রিওয়াযাতে ^{শব্দসমূহের উল্লেখ নাই।} حَتَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উম্মু উমারা (রা.) হলেন হাবীব ইব্ন যায়িদ আল-আনসারী (র.)-এর পিতামহী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامِ دُونَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার সিয়াম কাযা করতে হবে, সালাত কাযা করতে হবে না।

৭৮৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَظْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيُّضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَأَنَّهُمْ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا ، أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعْتَبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ .

৭৮৫. আলী ইব্ন হুজ্র (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহু ওয়া সালাতুহু} -এর যুগে আমরা হায়য-এর পর যখন পবিত্র হতাম তখন তিনি আমাদের সিয়াম কাযা পালন করতে নির্দেশ দিতেন। সালাত কাযা করতে বলতেন না। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান। এটি মুআযা-আয়েশা (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁদের মাঝে এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমরা জানিনা যে, হায়েয বিশিষ্টা মহিলা সিয়াম কাযা পালন করবে; সালাত কাযা করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, রাবী উবায়দা হলেন, ইব্ন মুআত্তিব আয-যাব্বী আল-কুফী। তাঁর উপনাম হল আবু আব্দুল করীম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْإِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সাযিমের জন্য নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরুহ।

৭৮৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ وَ أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطٍ بْنَ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ . قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ . وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِي الْبَابِ مَا يُقْوِي قَوْلَهُمْ .

৭৮৬. আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন আবদুল হাকাম বাগদাদী আল-ওয়ার্রাক ও আবু আম্মার হুসাইন ইব্ন হুরায়স (র.).....লাকীত ইব্ন সাবরা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সীরাতে আল-ইব্রাহীম ওয়া সওয়াব আমাকে অযু সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। তিনি বললেন, অযু পরিপূর্ণভাবে করবে। আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল করবে। খুব উত্তমরূপে নাকে পানি ব্যবহার করবে, তবে সিয়ামরত থাকলে ভিন্ন কথা।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ সিয়াম পালনকারীর জন্য নাক দিয়ে ঔষধ টানা নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে এতে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাদীছের বিষয়বস্তুও তাঁদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يُصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয় তবে যেন সে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সাওম পালন না করে।

৭৮৭. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي قَدِ الْكُوفِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يُصُومُ مِنْ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيْسَى

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . لَانْعَرِفُ أَحَدًا مِنَ الثَّقَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمَدَنِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْ هَذَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا . وَأَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَأَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، إِسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ مَبْشَرٍ . وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ .

৭৮৭. বিশ্ব ইবন মুআয আক্দ্দী বাসরী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয়, তবে সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সিয়াম পালন না করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মুনকার। হিশাম ইবন উরওয়া (র.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত কোন নির্ভরযোগ্য রাবী করেছেন বলে আমরা জানিনা। মুসা ইবন দাউদ আবু বাকর মাদানী-হিশাম ইবন উরওয়া-তৎপিতা উরওয়া-আয়েশা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ এক রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটিও যাদ্বিফ।

আবু বাকরের হাদীছটি বিশেষজ্ঞদের কাছে দুর্বল। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে আবু বাকর আল-মাদানী উপনামের যে রাবী হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর নাম হল আল-ফাযল ইবন মুবাশশির। তিনি এই আবু বাকর আল-মাদানী থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য ও অগ্রগণ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ : ইতিকাফ।

٧٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَعْبٍ وَأَبِي لَيْلَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسٍ ، وَأَبْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৮৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত রামায়ানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এই বিষয়ে উবাই ইব্ন কা'বা, আবু লায়লা, আবু সাঈদ, আনাস ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৭৮৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَائِشَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَقُولُونَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الْغَدِ ، وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكِفِهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ .

৭৮৯. হনাদ (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন ই'তিকার ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের সালাত আদায় করে পরে ই'তিকাফ-স্থলে প্রবেশ করতেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ-আমরা সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। মালিক (র.) এবং আরো একাধিক রাবী ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ থেকে এ হাদীছটি মুরসালরূপে রেওয়ায়েত করেছেন। আর এই হাদীছটি আওয়াযী ও সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ-আমরা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যখন কেউ ই'তিকার ইচ্ছা করে, তখন সে ফজরের সালাত আদায়ের পর যেন ই'তিকার স্থানে প্রবেশ করে।

ই'তিকাফ করতে চাইলে, যে দিন থেকে ই'তিকাফ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক তার আগের রাত্রির সন্ধ্যার সূর্য ডোবার আগে যেন সে অবস্থান গ্রহণ করে নেয়।^১ এ হল সুফিয়ান সাওরী [ইমাম আবু হানীফা] ও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর বক্তব্য।

১. উল্লেখ্য যে, ইসলামী হিসেবমতে দিনের পূর্বের রাত থেকে ঐ তারিখ গণনা করা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ : লায়লাতুল ক্বাদর ।

৭৯. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَالْفَلْتَانَ بْنِ عَاصِمٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَبِلَالٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَوْلُهُمَا (يُجَاوِرُ) يَعْنِي يَعْتَكِفُ . وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي كُلِّ وَتَرٍ . وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةٌ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْلَةٌ ثَلَاثٌ وَعِشْرِينَ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرِينَ ، وَسَبْعٌ وَعِشْرِينَ ، وَتِسْعٌ وَعِشْرِينَ ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ هَذَا عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . كَانَ يُجِيبُ عَلَى نَحْوِ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ . يُقَالُ لَهُ نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةٍ كَذَا فَيَقُولُ أَلْتَمِسُوهَا فِي لَيْلَةٍ كَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِيهَا ، لَيْلَةٌ إِحْدَى وَعِشْرِينَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ . وَيَقُولُ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بِعَلَامَتِهَا ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا .

وَرَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ حَدَّثَنَا
بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ بِهَذَا .

৭৯০. হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করতেন। বলতেন, তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিন
লায়লাতুল ক্বাদর অনুসন্ধান কর। এই বিষয়ে উমার, উবাই ইব্ন কা'ব, জাবির ইব্ন সামুরা, জাবির
ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন উমার, ফালাতান ইব্ন আসিম, আনাস, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স,
আবু বাকরা, ইব্ন আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম
আবু ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। তাঁর এই রিওয়াযাতে উল্লেখিত শব্দ
'يُجَاوِرُ' অর্থ তিনি ই'তিকাফ করতেন। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ রিওয়াযাতের শব্দ হল, তোমরা শেষ
দশ দিনের প্রত্যেক বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বাদর তালাশ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লায়লাতুল ক্বাদর
সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ এবং রামাযানের শেষ রাত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আমার মতে এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ভাবেই উত্তর দিয়াছেন যে
ভাবে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। যেমন হয়ত কেউ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছে, আমরা কি অমুক
তারিখে তা অন্ত্রেষণ করব? তিনি উত্তরে বলেছেন, তা অমুক তারিখে তোমরা তালাশ কর। (ফলে
উত্তরের ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা রয়েছে)। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে আমার কাছে সব চাইতে
শক্তিশালী রিওয়াযাত হল একুশ তারিখ সম্পর্কিত রিওয়াযাতটি। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, উবাই
ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কসম করে বলতেন যে, এ হল সাতাশ তারিখের রাত;
এবং তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এর আলামত জানিয়েছেন। তা আমরা গণনা করে রেখেছি
এবং স্মরণ রেখেছি।

আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, শেষ দশকের মাঝে লায়লাতুল ক্বাদর আবর্তিত
হতে থাকে। এই বক্তব্যটি আবদুর রায্যাক-মা'মার-আইউব-আবু কিলাবা (রা.) থেকে আব্দ ইব্ন
ইমায়দ বর্ণনা করেছেন।

٧٩١. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
زُرِّ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَنْ كَعْبٍ، أَنِّي عَلِمْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ! أَيُّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ
وَعِشْرِينَ؟ قَالَ بَلَى. أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةُ صَبِيحَتِهَا

تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا . وَاللَّهِ ! لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ
مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ
يُخْبِرَكُمْ فَتَتَكَلَّمُوا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৯১. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা কূফী (র.).....যির্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি
উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-কে বললাম, হে আবু মুনযির! এ যে সাতাশের রাত এ কথা আপনি কোথেকে
জানলেন? তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই (তা ঐ তারিখেরই রাত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি হল
এমন রাত যার পরবর্তী সকালে সূর্য উদিত হয় এমনভাবে যে তার কোন আলোকরশ্মি থাকে না। তা
আমরা গণনা করে রেখেছি এবং স্মরণও রেখেছি। আল্লাহর কসম! ইব্ন মাসউদ (রা.) একথা জানেন যে,
রাতটি হল রামাযানের এবং তা সাতাশেরই রাত। কিন্তু তিনি তোমাদের তা জানাতে পছন্দ করেননি,
পাছে তোমরা এর উপর ভরসা করে বসে থাক। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৭৯২. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ
مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ
فَأِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ اَلْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ . أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ .
أَوْ فِي ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ
رَمَضَانَ ، كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ . فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ . قَالَ أَبُو
عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৯২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্রা
(রা.)-এর কাছে একবার লায়লাতুল ক্বাদর সম্পর্কে আলোচনা হল। তিনি বললেন, আমি লায়লাতুল ক্বাদর
রামাযানের শেষ দশ দিন ছাড়া অন্য কোন রাতে অনুসন্ধান করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়া সাল্লাম -এর কাছ থেকে
একটি বাণী শোনার কারণে-(তা হলো): তাকে বলতে শোনেছি যে, তোমরা এ রাতটিকে রামাযানের নয়
দিন বাকী থাকতে বা সাতদিন বাকী থাকতে বা পাঁচ দিন বাকী থাকতে, তিন দিন বাকী থাকতে বা এর
শেষ রাতে অগ্নেষণ কর। রাবী বলেন, আবু বাক্রা (রা.) রামাযানের বিশ দিন পর্যন্ত অন্যান্য (দিনের)
সুন্নাতের মতই সালাত আদায় করতেন। কিন্তু শেষ দশ দিনে (ইবাদতের ক্ষেত্রে) খুবই প্রয়াস চালাতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

৭৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৯৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তাঁর পরিবারের লোকদেরকে রামাযানের শেষ দশ দিন জাগাতেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৭৯৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৯৪. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশ দিন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} সেরূপ প্রচেষ্টা চালাতেন অন্যান্য সময়ে সেরূপ প্রচেষ্টা চালাতেন না। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

অনুচ্ছেদ : শীতকালের সিয়াম।

৭৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ غَرْيَبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ . عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ الْقُرَشِيِّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ .

৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আমির ইব্ন মাসউদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতাই আলহাদিহ উর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শীতকালের সিয়াম হল অনায়াশলব্ধ গনীমত সম্পদের মত। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মুরসাল। কারণ, আমির ইব্ন মাসউদের রাসূলুল্লাহ পালাতাই আলহাদিহ উর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ ঘটেনি। তিনি হলেন ইব্রাহীম ইব্ন আমির আল-কুরাশীর পিতা। যার থেকে শূ'বা ও সাওরী (র.) রিওয়াযাত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ)

অনুচ্ছেদ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الْآيَةَ থসঙ্গে।

৭৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ .

৭৯৬. কুতায়বা (র.)....সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الْآيَةَ যারা সিয়াম পালনে অক্ষম তারা একজন মিস্কীনের আহার দিবে ফিদ্যা হিসাবে” যখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হল তখন আমাদের যার ইচ্ছা সিয়াম পালন না করে ফিদ্যা দিয়ে দিত। শেষে এর পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - “তোমাদের যে জন রামাযানের এই মাস পায় সে যেন সিয়াম পালন করে” নাযিল হলে উপরোক্ত আয়াতের (সূরা বাকারা ১৮৪) বিধান রহিত হয়ে যায়। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ-গারীব। রাবী ইয়াযীদ হলেন, ইব্ন আবু উবায়দ সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.)-এর আযাদকৃত দাস।

بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি আহার করার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়।

৭৯৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا ، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ . فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سُنَّةٌ . ثُمَّ رَكِبَ .

৭৯৭. কুতায়বা (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) বলেন, আমি এক রামাযানে আনাস (রা.)-এর কাছে এলাম। তিনি তখন সফরের ইচ্ছা করছিলেন। আমি তাঁর সফরের উটটিতে হাওদা বেঁধে দিলাম। তিনি সফরের পোষাক পরে নিলেন এবং খাবার নিয়ে আসতে বললেন। অনন্তর তিনি তা আহাৰ করলেন। আমি বললাম, এ কি সুনাত? তিনি বললেন, সুনাত। এরপর সাওয়ার হয়ে গেলেন।

৭৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ هُوَ مَدِينِي ثِقَةٌ . وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيحٍ ، وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ يَضَعِفُهُ .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ . وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ .

৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-এর কাছে রামাযানে এলাম। এরপর উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। রাবী মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর হলেন, ইব্ন আবু কাসীর মাদীনী নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি ইসমাইল ইব্ন জা'ফর (র.)-এর ভাই। আর আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর হলেন ইব্ন নাজীহ্ ; আলী ইব্ন মাদীনী (র.)-এর পিতা। (হাদীছবিদ) ইয়াহইয়া ইব্ন মাস্নিন (র.) তাঁকে

যাঈফ বলেছেন। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসাফির ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে।^১ তবে যতক্ষণ সে তার গ্রাম বা নগর প্রাচীর অতিক্রম না করেছে ততক্ষণ সালাত কসর করতে পারবে না। এ হল ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালীর বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْفَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : সিয়াম পালনকারীর তোহফা।

৭৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمَجْمَرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ . لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ . وَسَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ عُمَيْرُ بْنُ مَأْمُونٍ أَيْضًا .

৭৯৯. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)...হাসান ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলছেন, সিয়াম পালনকারীর জন্য তুহফা হল তৈল ও মিজমার।^২

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব; এর সনদটি তেমন (গ্রহণযোগ্য) নয়। রাবী সা'দ ইব্ন তারীফ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। সা'দকে যাঈফ গণ্য করা হয় এবং রাবী উমায়র ইব্ন মামুনকে উমায়র ইব্ন মামুনও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَتَى يَكُونُ

অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কখন হয়।

৮০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرُ يَوْمَ

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ অধিকাংশ আলিম সফরে বের না হওয়া পর্যন্ত তা জাযিয় রাখেন না।

২. ধূনা বা লোবান জাতীয় সুগন্ধি।

يُفْطِرُ النَّاسُ . وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحَى النَّاسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ
حَمْدًا قُلْتُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ فِي
عَدِيثِهِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৮০০. ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদুল ফিতর হল যে দিন লোকেরা সিয়াম ভঙ্গ করে আর ঈদুল আযহা হল লোকেরা যেদিন কুরবানী দেয়। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির কি আয়েশা (রা.)-এর কাছে হাদীছ শোনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর হাদীছে তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে শোনেছি উল্লেখ করে থাকেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়লে।

৮. ১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ . فَلَمْ يَغْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ
عَلَى مَا نَوَى . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ إِعْتِكَافِهِ فَأَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ
شَوَّالٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٍ
أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا فَخَرَجَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضَى إِلَّا أَنْ

يُحِبُّ ذَلِكَ ، اخْتِيَارًا مِنْهُ . وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
 قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَخَرَجْتَ مِنْهُ
 فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ، إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৮০১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} রামাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ই'তিকাফ করতে পারেননি। ফলে পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গরীব-সহীহ। নিয়্যাত অনুসারে ই'তিকাফ পূর্ণ করার পূর্বেই ই'তিকাফ ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। যদি সে নিয়্যাত অনুসারে পূর্ণ করার আগেই ই'তিকাফ ছেড়ে দেয়, আলিম বলেন, সে যদি তার ই'তিকাফ ভঙ্গ করে তবে তার কাযা ওয়াজিব। তাঁরা এই হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন, পরে শাওয়ালে দশ দিন ই'তিকাফ করে। এ হল মালিক (র.)-এর বক্তব্য। [ইমাম আবু হানীফা (র.)ও এমত পোষণ করেন]।

কোন কোন আলিম বলেন, যদি মানত বা নিজেরে জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণকৃত ই'তিকাফ না হয়ে থাকে এবং সে নফল ই'তিকাফ আদায়কারী হয়ে থাকে তবে এমতাবস্থায় ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে গেলে তার উপর ওয়াজিব নয় যে সে কাযা করবে। তবে যদি সে স্বেচ্ছায় কাযা করতে পসন্দ করে, তা ভিন্ন কথা। কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে আমল তোমার জন্য ওয়াজিব নয় এমন কোন আমল যদি তুমি করতে শুরু কর আর পূর্ণ না করে তা ছেড়ে দাও তা হলে হজ্জ ও উমরা ছাড়া আর কোন আমলের কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে বের হতে পারে কি না ?

৪.২. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ
 أَذْنَى إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجَلُهُ . وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكٍ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَالصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةَ
وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

৮০২. আবু মুসআব মাদানী (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই'তিকাফে বসতেন, তিনি তাঁর মাথা আমার দিকে ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই হাদীছটিকে একাধিক রাবী মালিক ইব্ন আনাস-ইব্ন শিহাব-উরওয়া-আমরা-আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমরা-আয়েশা (রা.)-এর সনদটি সহীহ। তদুপ লায়স ইব্ন সা'দ (রা.) ও হাদীছটিকে ইব্ন শিহাব-উরওয়া ও আমরা-আয়েশা (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪.২. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ
أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ إِعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ
يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلغَائِطِ وَالْبَوْلِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ
الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَيَتَّبِعَ الْجَنَازَةَ
وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا . وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ ، إِذَا
كَانَ فِي مَضَرٍّ يَجْمَعُ فِيهِ ، أَنْ لَا يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ . لِأَنَّهُمْ
كَرَهُوا الْخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ . وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرَكَ الْجُمُعَةَ
فَقَالُوا لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ . حَتَّى لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ
مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ . لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ،
قَطَعَ عَنْدهُمْ لِلإِعْتِكَافِ ، هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَعُودُ الْمَرِيضُ وَلَا يَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ ، عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَالَ إِسْحَقُ إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُودَ الْمَرِيضَ .

৮০৩. কুতায়বা (র.) আমাকে উক্ত রিওয়াযাতটি লায়স (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফস্থল থেকে বের হতে পারবেনা। এই বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে সে অবশ্যই বের হতে পারবে। তবে রোগী দেখা, জুমু'আ ও জানাযার সালাতে ই'তিকাফরত ব্যক্তি হাযির হতে পারবে কিনা এ-ই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মত হল, যদি ই'তিকাফের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে রোগী দেখতে, জানাযা অনুসরণ করতে এবং জুমু'আর সালাতে হাযির হতে পারবে। এ হল ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, উল্লিখিত কোন কাজ সে করতে পারবে না। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি যদি এমন শহরে বাস করে যেখানে জুমু'আর সালাত হয় সেখানে সে জামি' মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করবে না। তাঁরা ই'তিকাফস্থল ছেড়ে জুমু'আর জন্য বের হওয়াও পসন্দ করেন না। আবার জুমু'আ পরিত্যাগ করাও জাযিয় বলে মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, জামি' মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ করবেনা যাতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফস্থল থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। কেননা মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া তাঁদের মতে ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ হিসাবে গন্য।^১ এ হল ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদীছের আলোকে সে রোগী দেখতে ও জানাযায় শরীক হতে বের হতে পারবে না। ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, যদি সে পূর্বেই এই বিষয়ে নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে সে জানাযার শরীক হতে ও রোগীকে দেখতে যেতে পারবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রামাযান মাসের কিয়াম।

৪. ৮. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لَا صُومَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জামি' মসজিদ ছাড়াও মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফ করা জাযিয় এবং সে জুমু'আর জন্য জামি' মসজিদে যেতে পারবে। তবে জামি' মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।

بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَافِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَافِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ نَقَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ . ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ . وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ . قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السُّحُورُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ . فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِثْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَذْرَكْتُ بِبِلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَقَالَ أَحْمَدُ رَوَى فِي هَذَا الْوَأْنُ ، وَلَمْ يَقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ . وَقَالَ إِسْحَقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رَوَى عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ . وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ، الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِنًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৮০৪. হান্নাদ (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা সিয়াম পালন করেছি। তিনি রামাযান মাসে আমাদের নিয়ে (নফল) সালাতে আদায় করেননি। অবশেষে সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত দাঁড়ালেন। এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ এতে অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর আর ষষ্ঠ রাত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন না। কিন্তু প্রথম রাত থাকতে আবার আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। এমনকি এতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল।

আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের অবশিষ্ট রাতটিও যদি নফল আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন। তিনি বললেন : কেউ যদি ইমামের সঙ্গে (ফরয) সালাতে দাঁড়ায় এবং ইমামের শেষ করা পর্যন্ত তাঁর সাথে দাঁড়ায় তবে তার জন্য সারা রাত (নফল) সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হয়। এরপর তিন মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন না। তৃতীয় (২৭শে) রাত থাকতে আবার তিনি আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। এই রাত তিনি তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকেও ডেকে তোললেন। অন্তর তিনি এত (দীর্ঘ) ক্ষণ সালাত আদায় করলেন যে আমাদের “ফালাহ্”-এর ব্যাপারে-এর আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। রাবী জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র.) বলেন যে, আমি আবু বাকর (রা.)-কে বললামঃ “ফালাহ্” কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়া। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীটি হাসান-সহীহ।

রামাযানের কিয়াম সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, বিতর সহ-এর রাকআত সংখ্যা একচল্লিশ। এ হল মদীনাবাসীদের অভিমত এবং মদিনা-বাসীদেরও এইরূপ আমল রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের অভিমত আলী ও উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবায় কিরাম থেকে বর্ণিত রিওয়াযাত অনুযায়ী (তারাবীহ্) রাকআত সংখ্যা হল বিশ। সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন মুবারক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানিফা (র.)ও এইমত পোষণ করেন।] ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও এই ধরনের আমল দেখেছি। তাঁরা বিশ রাকআত (তারাবীহ্) সালাত আদায় করেন। আহমাদ (র.) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়াযাত বর্ণিত আছে। তিনি এই ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেন, উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-এর রিওয়াযাতের আদেশে আমরা এক চল্লিশ রাকআতের অভিমতটি গ্রহণ করি।

ইব্ন মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (র.) রামাযান মাসে ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পছন্দীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। হাফিযুল কুরআন হলে তার জন্য একা (তাসবীহ্) সালাত আদায় করা উত্তম বলে ইমাম শাফিঈ (র.) অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

অনুচ্ছেদ : সাযিমকে ইফতার করানোর ফযীলত।

৪.৫. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮০৫. হান্নাদ (র.)....যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি কোন সায়িমকে ইফতার করায় তবে তার জন্যও অনুরূপ (সিয়ামের) সাওয়াব হবে। কিন্তু এতে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَمَآجَاءِ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : রামাযানের সিয়াম-এর প্রতি উৎসাহিত করা এবং এর ফযীলত।

৮.৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِغَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮০৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের কিয়াম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতেন। তবে তা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সাওয়াবের আশা নিয়ে রামাযান মাসের কিয়াম করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। বিষয়টি এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তিকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। পরে আবু বাক্র (রা.)-এর খিলাফত এবং উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও বিষয়টি তদুপই ছিল। এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি সহীহ। এই হাদীছটি যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

كتاب الحج

অধ্যায় : হজ্জ

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জ

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : মক্কার মর্যাদা ও সম্মান প্রসঙ্গে ।

৮.৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَتُذَنُ لِي ، أَيُّهَا الْأَمِيرُ ! أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ . سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ . وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً . فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ . وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ . وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٍو ؟ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ ، يَا أَبَا شَرِيحٍ ! إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَيُرْوَى (وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ) . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ أَبُو شُرَيْحٍ
الْخُزَاعِيُّ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو . وَهُوَ الْعَدَوِيُّ ، وَهُوَ الْكَفْبِيُّ . وَمَعْنَى
قَوْلِهِ وَلَا فَارًا بِخُرْبَةٍ يَعْنِي الْجِنَايَةَ . يَقُولُ مَنْ يَجْنَى جِنَايَةً ، أَوْ أَصَابَ
دَمًا ، ثُمَّ لَجَا إِلَى الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

৮০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আবু শুরায়হু আল-আদাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার গভর্ণর আমর ইব্ন সাঈদ যখন (আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়রের বিরুদ্ধে) মক্কায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করছিল তখন তিনি তাকে বললেন, হে আমীর ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটি হাদীছ আপনার কাছে বর্ণনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীছটি মক্কা বিজয়ের পরদিন ইরশাদ করেছিলেন। যখন তিনি এ কথা বলছিলেন, তখন আমার কর্ণদ্বয় তা শোনছিল, আমার হৃদয় তা স্তম্ভিত করছিল এবং আমার চক্ষুদ্বয় তা প্রত্যক্ষ করছিল, তিনি আল্লাহর হাম্দ করলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন; পরে বললেনঃ মক্কাতে আল্লাহ তা'আলা নিজে "হরাম" করে দিয়েছেন। কোন মানুষ তাকে "হরাম" করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার জন্য হালাল নয় এখানে রক্ত প্রবাহিত করা, এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক এখানে (মক্কা বিজয় কালীন) যুদ্ধ করার ওসীলাধরে (পরবর্তীতে) কেউ যদি এখানে কোনরূপ যুদ্ধভিযান চালানোর অবকাশ খোঁজে তাকে তোমরা বলে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁর রাসূল ﷺ -কেই বিশেষ করে এর অনুমতি দিয়েছেন। তোমাকে এর অনুমতি দেননি। (শোনে রাখ) আমাকেও কেবল দিনের কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দিয়ে-ছিলেন। গতকাল যেমন তা হারাম ছিল আজ তেমনিভাবে তা হারাম হওয়ার বিধান প্রত্যাৰ্পিত হয়েছে। তোমাদের উপস্থিত জন (একথা) অনুপস্থিত জনকে পৌছে দিও। (বর্ণনাকারী বলেন), আবু শুরায়হু (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এই কথা শোনে আমর ইব্ন সাঈদ তখন কি বলেছিল? তিনি বললেন, সে বলেছিল, হে আবু শুরায়হু ! এই হাদীছ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক অবহিত। "হরাম" শরীফ কোন অবাধ্যচারী, পলাতক খুনী এবং পলাতক অপরাধীকে আশ্রয় দেয়না।^১

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, بخزبة-এর স্থলে بخزبة ও বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু শুরায়হু বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আবু শুরায়হু আল-খুযাঈ (রা.)-এ নাম হল খুওয়ালিদ ইব্ন আমর আল-আদাবী আল-কা'ব। بخزبة-এর অর্থ অপরাধী। বাক্যটির মর্ম হল, কোন অপরাধ করে বা খুন করে যদি কেউ হারাম শরীফে আশ্রয় নেয় তবে ঐ স্থানে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না।

১. আমর ইব্ন সাঈদের এই কথাটি সত্য। কিন্তু তার মতলব ভুল ছিলনা। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা.) তো এই ধরনের অপরাধী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক মুজাহিদ সাহাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার সাওয়াব প্রসঙ্গে ।

৪.৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُبْشَى وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

৮০৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত ।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাক। এ দু'টো আমল দারিদ্র্য ও গুনাহ বিদূরিত করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা-জং দূরীভূত হয়ে থাকে। একটি মকবুল হজ্জের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে উমার, আমির ইবন রাবীআ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবন হবশী, উম্মু সালামা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান-সহীহ-গারীব।

৪.৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَابْنُ حَازِمٍ

كُوفِيٌّ ، وَهُوَ الْأَشْجَعِيُّ وَإِسْمُهُ سَلْمَانُ ، مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

৮০৯. ইব্ন আবু উমার (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবু দীনা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী আবু হাযিম আল-কুফীই হলেন আল-আশজাঈ। তাঁর নাম হল সালমান। ইনি আয্যা আল-আশজাঈয়া-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী।

৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبَلَّغَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْغَرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهَلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .

৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আল-কুতাই আল-বাসরী (র.)...আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি এতটুকু পাথেয় ও সফর সংক্রান্তের অধিকারী হয়, যা তাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, এরপরও যদি সে হজ্জ পালন না করে তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মরল বা নাসারা হয়ে মরল এই বিষয়ে (আল্লাহর) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

“মানুষের মাঝে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।”

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এটির সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। হিলাল ইবন আবদুল্লাহ রাবী হচ্ছেন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আর হারিসকে হাদীছ বর্ণনায় যাসীফ বলা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْبَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ : পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে হজ্জ ফরয হয়।

৪১১. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ .
وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْخَوْزِيُّ الْمَكِّيُّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৮১১. ইউসুফ ইবন ঈসা (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! কিসে হজ্জ ফরয হয় ? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যখন পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হয় তখন তার উপর হজ্জ ফরয হয়।

রাবী ইব্রাহীম ইবন ইয়াযীদ হলেন আল-খাওযী আল-মাক্কী। কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিম তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فُرِضَ الْحَجُّ ؟

অনুচ্ছেদ : কতবার হজ্জ করা ফরয।

৪১২. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ عَبْدِ

الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ! أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لَا ،
وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ ، لَوَجِبَتْ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ
أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَإِسْمُ أَبِي
الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ .

৮১২. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।
(৩ : ৯৭) এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ! এ কি প্রতি বছরই করতে
হবে ? তিনি চুপ করে রইলেন। তারা আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! একি প্রতি বছরই করতে
হবে ? তিনি বললেন, না ; আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে তো তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর করাই)
ফরয হয়ে যেত।

অনন্তর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ .

হে মু'মিনগণ ! তোমরা সে-সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।
(৫ : ১০১)

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.)
বলেন, এই সনদে আলী (রা.)-এর হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী আবুল বাখতারীর নাম হল সাঈদ ইব্ন
আবু ইমরান। ইনি হলেন, সাঈদ ইব্ন ফীরোয।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ حِجُّ النَّبِيِّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কয়বার হজ্জ পালন করেছেন ?

৪১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ

سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حَجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ ، وَ مَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً . وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّهَا . فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ ، فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَنَحَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ .

قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ مُحْفُوظًا . وَ قَالَ إِنَّمَا يَرَوِي عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا .

৮১৩. আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ কূফী (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনবার হজ্জ করেছেন। হিজরতের পূর্বে দুই হজ্জ আর হিজরতের পরে এক হজ্জ। এই হজ্জের সঙ্গে উমরাও করেছেন। তিনি তেষটিটি কুরবানীর উট নিয়ে এসেছিলেন। আলী (রা.) বাকী (একশটির) উটগুলি নিয়ে ইয়ামান থেকে এসেছিলেন। এই উটগুলির মধ্যে আবু জাহলের একটি উট ছিল। এর নাকে একটি রৌপ্যের রিং ছিল। এটিকেও তিনি কুরবানী করেছিলেন। যা হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি কুরবানীর উট থেকে এক টুকরা গোশত নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন, এগুলো পাকানো হলে তিনি এর শোরবা পান করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সুফিয়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীছটি গারীব। তাঁর থেকে যায়িদ ইব্ন হুবাব ছাড়া আর কারো রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)-কে দেখেছি যে, তিনি এটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ-এর বরাতে তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে আমি এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তিনি এটিকে সাওরী-জা'ফর-তৎপিতা -জাবির-নবী ﷺ সনদে বর্ণিত আছে বলে জানতে পারেননি।

আমি দেখেছি তিনি এই হাদীছটিকে মাহফূয বা সংরক্ষিত বলে গণ্য করতেননা। তিনি বলেন, সাওরী-আবু ইসহাক-মুজাহিদ সনদে এটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে।

৪১৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاءَ ، عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً الْحُدَيْبِيَّةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، وَعُمْرَةً الْجَعْرَانَةِ ، إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، هُوَ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ جَلِيلٌ ثِقَةٌ ، وَثِقَةٌ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ .

৮১৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে বললাম, নবী ﷺ কয়বার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকা'দ মাসে একটি উমরা, হুদায়বিয়ার উমরা, হজ্জের সঙ্গে একটি এবং জি'ইরানার থেকে একটি, সে সময় তিনি হুনায়ন যুদ্ধে লব্ধ গণীমত বন্টন করেছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ। রাবী হাশ্বান ইব্ন হিলাল হলেন আবু হাবীব আল-বাসরী একজন মহান ও নির্ভরযোগ্য রাবী। প্রখ্যাত হাদীছবিদ ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কতবার উমরা করেছেন ?

৪১৫. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاءَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْجَعْرَانَةِ ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ وَ بَنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) .

৮১৫. কুতায়বা (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সি জাহাজে আসল হাদিস ৩৮৭ সার্বা চারবার উমরা করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা, এর পরবর্তী বছর দ্বিতীয় উমরা, এটি ছিল যিল কা'দ মাসে কাযা উমরা হিসাবে, তৃতীয় উমরা হল জিইরানা নামক স্থান থেকে, চতুর্থ উমরা হল তাঁর হজ্জের সঙ্গে।

এই বিষয়ে আনাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। ইবন উআয়না (র.) এই হাদীসটিকে আমর ইবন দীনার-ইকরিমা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সি জাহাজে আসল হাদিস ৩৮৭ সার্বা চারবার উমরা করেছেন.....। এই সনদে তিনি ইবন আব্বাস (রা.) -এর উল্লেখ করেননি।

৮১৬. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَوِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮১৬. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান আল-মাখযুমী (র.)....ইকরিমা (র.) সূত্রে নবী সি জাহাজে আসল হাদিস ৩৮৭ সার্বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيِّ مَوَاضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : কোন জায়গা থেকে নবী সি জাহাজে আসল হাদিস ৩৮৭ সার্বা ইহরাম বেঁধেছেন ?

৮১৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَجَّ ، أَذَنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا . فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ وَ الْمِسْوَورِ بْنِ مَخْرَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮১৭. ইবন আবু উমার (র.)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সি জাহাজে আসল হাদিস ৩৮৭ সার্বা যখন হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, এতে তারা একত্রিত হল। পরে যুল হলায়ফার নিকটবর্তী বায়দা নামক স্থানে পৌছে ইহরাম বাঁধেন।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার, আনাস, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৪১৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يُكَذِّبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ! مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮১৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়দা হল এমন একটি জায়গা, যে ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জড়িয়ে (ইহ্রাম সম্পর্কে) ভুল আরোপ করে থাক। আল্লাহর কসম ! রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল হলায়ফার) মসজিদের কাছে একটি বৃক্ষের পাশে ইহ্রামের তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কখন ইহ্রাম বাঁধেন ?

৪১৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنَّ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ .

৮১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (ইহ্রামের) সালাতের পর ইহ্রামের তাকবীর উচ্চারণ করেন।

ইমাম আবু ইসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আবদুস সালাম ইব্ন হার্ব ছাড়া আর কেউ এটি রিওয়াযাত করেছেন বলে আমরা জানি না। (ইহ্রামের) সালাতের পর ইহ্রাম বাঁধা আশির্বাদ মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : ইফরাদ হজ্জ প্রসঙ্গে।

৪২. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ . قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ . وَ أَفْرَدَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ .

৮২০. আবু মুসআব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{পালাজা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম} ইফরাদ^১ হজ্জ করেছেন। এই বিষয়ে জাবির ও ইবন উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলাম হাদীছটিকে আমলের জন্য গ্রহণ করেছেন। ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী

ইফরাদ হজ্জ করেছেন এবং আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা.)ও ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

৪২১. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِذَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ . وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ . وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ . وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ .

৮২১. কুতায়বা (র.)..... ইবন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইমাম সাওরী (র.) বলেছেন, যদি ইফরাদ হজ্জ কর তবে তা-ও উত্তম, কিরান^২ যদি কর তাও উত্তম আর তামাতু^৩ যদি কর তবে তা-ও উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.) ও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের নিকট সবচে পছন্দনীয় হল ইফরাদ এরপর তামাতু এরপর কিরান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় করা।

৪২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ

১. ইহ্রাম বাঁধার সময় কেবল হজ্জের নিয়্যাত করা।

২. ইহ্রাম বাঁধার সময় হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়্যাত করা।

৩. ইহ্রাম বাধার সময় প্রথমে উমরার নিয়্যাত করা এবং তা আদায় করার পর একই সফরে হজ্জ আদায় করা। বিস্তারিত ফিক্হ-এর কিতাবসমূহে দৃষ্টব্য।

النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا . وَاخْتَارُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ .

৮২২. কুতায়বা (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে (ইহ্রামের সময়) **لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ** উমরা ও হজ্জ উভয়ের (নিয়াতে) লাম্বায়েক বলতে শোনেছি। এই বিষয়ে উমার ও ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম আমলের ক্ষেত্রে এই হাদীছটিকে গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসী ফকীহগণ (ইমাম আবু হানীফা) ও অপরাপর আলিম একে অধিক পছন্দনীয় বলে গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

অনুচ্ছেদ : তামাত্তু হজ্জ

৪২৩. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ .

৮২৩. আবু মূসা মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা.) তামাত্তু হজ্জ করেছেন। মুআবিয়া (রা.)-ই প্রথম তা নিষেধ করেন।

৪২৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكَ بْنُ قَيْسٍ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهَلَ أَمْرَ اللَّهِ . فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَا قُلْتَ ، يَا ابْنَ أَخِي ! فَقَالَ الضَّحَّاكَ بْنُ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ سَعْدُ

قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৮২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফাল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে উমরা একত্রিত করে তামাদু হজ্জ করা সম্পর্কে সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ও যাহ্‌হাক ইব্ন কায়স (রা.)-কে আলোচনা করতে শোনেছেন। যাহ্‌হাক ইব্ন কায়স (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এ কাজ করতে পারেনা। সা'দ (রা.) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি কত মন্দ কথা বললে। যাহ্‌হাক বললেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)তো এটা নিষেধ করেছেন। তখন সা'দ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তা করেছেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে থেকে তা করেছি। এই হাদীছটি সহীহ।

৪২৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَسَعْدٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرُهُمُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . ثُمَّ يُقِيمُ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ دَمٌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ . وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ ، إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ . فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ

أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

৮২৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে একত্র করে তামাতু করা সম্পর্কে তিনি জনৈক সিরিয়াবাসী ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.)-এর কাছে প্রশ্ন করতে শোনেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বললেন, তা করা বৈধ। সিরিয়াবাসী ব্যক্তিটি বলল, আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বললেন, তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাজেরই তো (অনুসরণ করা হবে)। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (তামাতু) করেছেন। এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে আলী, উসমান, জাবির, সা'দ, আসমা বিন্ত আবু বাকর ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের একদল (হজ্জ ও) উমরা একসঙ্গে করে তামাতু করার বিষয়টিকে পছন্দনীয় বলে গ্রহণ করেছেন। তামাতু হল একজন (মীকাত থেকে) হজ্জের মাসসমূহে উমরার (-এর ইহ্রাম বেঁধে মক্কায়) দাখিল হবে এবং তা সমাধা করে হজ্জ করা পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তিটি হবে মুতামাতি'-তামাতু পালনকারী। তার জন্য যে প্রকারের হাদী (কুরবানীর পশু) সহজ হয় তা কুরবানী করবে। যদি কেউ তাতে সক্ষম না হয় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ি প্রত্যাবর্তনকালে সাত দিন সিয়াম পালন করবে। তামাতু পালনকারী যখন হজ্জের সময় তিন দিন সিয়াম পালন করবে তখন মুস্তাহাব হল যিল হজ্জ মাসের দশ দিনের মধ্যে এমনভাবে তা করবে যে আরাফার দিন যেন তার সিয়ামের শেষ দিন হয়। যদি সে এই দশের ভিতর সিয়াম পালন না করে। তবে কতক সাহাবীর মতে সে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝে (যিল হজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) তা পালন করবে। এ হল ইব্ন উমার ও আয়েশা (রা.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। কতক আলিম বলেন, আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করবে না। এ হল কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আবু হানীফা (র.) (প্রমুখ)-এর অভিমত।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ হজ্জের সঙ্গে উমরা করে তামাত্ত্ব করা পছন্দনীয় আমল বলে গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : তালবীয়া প্রসঙ্গে।

৪২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ زَادَ فِي التَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَآحِبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْتَصَرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِ اللَّهِ فِيهَا لِمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي تَلْبِيَّتِهِ مِنْ قَبْلِهِ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

৮২৬. আহমাদ ইবন মানী (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর তালবীয়া ছিল :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ .

আমি হাযির, হে আল্লাহ্ ! আমি হাযির ; শরীক নাই কেউ তোমার, আমি হাযির ; সব হাম্দ ও সব নিয়ামত তো তোমারই আর সব সাম্রাজ্যও ; কোন শরীক নাই তোমার।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, জাবির, আয়েশা, ইবন আব্বাস ও আবু

হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এই হাদীছটির উপর আমল করেছেন, এ হল সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ যদি কেউ তালবিয়াতে বৃদ্ধি করে তবে ইনশাআল্লাহ এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঠিত তালবিয়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম শাফিঈ বলেন, “আল্লাহর মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ তালবিয়াতে বৃদ্ধি ঘটালে কোন দোষ নাই” দলীল হল ইব্ন উমার (রা.)-এর এই রিওয়ায়াতটি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তালবিয়ার শব্দ সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তিনি নিজের তরফ থেকে এতে বৃদ্ধি করেছেন :

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

৪২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْلٌ فَانْطَلَقَ يَهْلُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِي أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৮২৭. কুতায়বা (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন ইহ্রাম বাঁধতেন তখন উচ্চস্বরে বলতেন :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ.

রাবী বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) বলতেন, এ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়ার শেষে নিজে থেকে এই দু'আ পড়তেন :

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

বান্দা হাযির, বান্দা হাযির, আমি ভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, বান্দা হাযির, সব কুরবানী তোমার প্রতিই, আমলও তোমার জন্যই। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنُّحْرِ

অনুচ্ছেদ : তালবিয়া ও নাহরের ফযীলত !

৪২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالشَّجُّ .

৮২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)...আবু বাক্র সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ধরনের হজ্জ সবচে উত্তম। ? তিনি বললেনঃ "আল-আজ্জু-ওয়াচ্ছাজ্জু" - উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ আর উট কুরবানী দেওয়া।

৪২৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقُطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا .

৮২৯. হানাদ (র.)...সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেনঃ কোন মুসলিম যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডানে ও বামের যত পাথর, গাছ, মাটি সবকিছুই তার সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করে। এমনভাবে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যেয়ে তা শেষ হয়।

৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو وَابْنُ بَصْرِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

১. নাহর হল উটের বুকে যখন করে তা কুরবানী দেওয়া।

عُثْمَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ . وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ الطَّحَّانُ ضِرَارُ بْنُ صُرْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي فَدْيِكَ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْطَأَ فِيهِ ضِرَارٌ . قَالَ أَبُو عِيْسَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَنْ قَالَ (فِي هَذَا الْحَدِيثِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ (وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ ضِرَارِ بْنِ صُرْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي فَدْيِكَ) فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ . فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ أَبِي فَدْيِكَ أَيْضًا مِثْلَ رِوَايَتِهِ . فَقَالَ لِأَشْيَاءَ . إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي فَدْيِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ ضِرَارَ بْنَ صُرْدٍ . وَالْعَجُّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّجُّ هُوَ نَحْرُ الْبَدَنِ .

৮৩০. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যা'ফরানী ও আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ আবু আমর বাসরী (র.) সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) সূত্রে ইসমাইল ইব্ন আয়্যাসের রিওয়াযাতের অনুরূপ (৮২৯ নং) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইব্ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু বাকর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (৮২৮ নং) গারীব। ইব্ন আবু ফুদায়ক যাহ্‌হাক ইব্ন উসমান-এর সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আর আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবু' থেকে রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির কোন রিওয়াযাত শোনে ননি। মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির অন্য হাদীছ সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবু' তার পিতা সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন। আবু নুআয়ম তাহ্‌হাস যিরার ইব্ন সুরাদ এই হাদীছটিকে ইব্ন আবু ফুদায়ক যাহ্‌হাক ইব্ন উসমান মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবু' তার পিতার সূত্রে আবু বাকর (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে যিরার ভুল করেছেন।^১

১. কারণ এতে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ও আবদুর রহমানের মধ্যে সূত্র হিসাবে সাঈদ-এর উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আহমাদ ইবন হাসানকে আমি বলতে শোনেছি যে, আহমাদ ইবন হাসান (র.) বলেছেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির ইবন আবদুর রহমান ইবন ইয়ারবু তার পিতা আবদুর রহমান এইভাবে যিনি হাদীছটির সূত্র উল্লেখ করেছেন তিনি ভুল করেছেন। আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি যিরার ইবন সুরাদ ইবন আবু ফুদায়ক সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এটি ভুল। আমি বললাম, যিরার ছাড়াও অন্যান্য রাবী ইবন আবু ফুদায়ক থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। তিনি বললেন, এগুলো কিছু নয়। এরা ইবন আবু ফুদায়ক থেকে রিওয়াযাত করেছেন অথচ এতে সাঈদ ইবন আবদুর রহমান-এর উল্লেখ করেননি। আমি দেখেছি যে, মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.) যিরার ইবন সুরাদকে যাঈফ সাব্যস্ত করেছেন।

হাদীছে উল্লেখিত 'الْعَجْ' অর্থ হল উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা 'الْتَجْ' অর্থ পশু কুরবানী করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

৪৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمِرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ هُوَ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ . وَهُوَ خَلَادُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ خَلَادِ بْنِ سُؤَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ .

৮৩১. আহমাদ ইবন মানী' (র.)....খাল্লাদ ইবন সাঈব ইবন খাল্লাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে জিব্রাইল (আ.) এসে বললেন যে, আমি যেন আমার

সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দান করি। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, খাল্লাদ তাঁর পিতার (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে খাল্লাদ ইব্ন সাইব যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি সাহীহ নয়। খাল্লাদ ইব্ন সাইব তাঁর পিতা সোয়াইদ ইব্ন খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ আনসারী। এই বিষয়ে যায়িদ ইব্ন খালিদ, আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রামের সময় গোসল করা।

৪৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِأَهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاِغْتِسَالَ عِنْدَ الْاِحْرَامِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ .

৪৩২. আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (র.).....যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রামের উদ্দেশ্যে (সিলাই করা) পোশাক খুলে ফেলেছেন ও গোসল করেছেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন আলাম ইহ্রামের সময় গোসল করা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন। এ হল (ইমাম আবু হানীফা (রা.) ও (ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الْاِحْرَامِ الْاَهْلِ الْاَفَاقِ

অনুচ্ছেদ : মক্কায় হারাম শরীফের বাইরের লোকদের জন্য ইহ্রাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান।

৪৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ مِنْ أَيِّنَ نَهْلٍ يَأْرَسُؤَلُ اللَّهُ ؟ قَالَ يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ . وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ

قَرْنٍ . قَالَ وَيَقُولُونَ (وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ) . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৩৩. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি
জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কোথা থেকে ইহরাম বাঁধব ? তিনি বললেনঃ মদীনাবাসীরা যুল
হলায়ফা থেকে, শামবাসীরা জুহফা থেকে, নাজদবাসীরা কারন্ থেকে। তিনি আরো বললেন, ইয়ামান-
বাসীরা ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্
ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলিমগণ এতদ-
নুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন।

۸۳۴. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

৮৩৪. আবু কুরায়ব (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পূর্বাঞ্চলের লোকদের
জন্য (যাতু ইরাকের নিকটবর্তী) আকীক নামক স্থানকে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

অনুচ্ছেদ : যে সব পোশাক মুহরিম (ইহরাম রত) ব্যক্তির জন্য পরিধান করা জাযিয় নয়।

۸۳۵. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا

الْعَمَائِمَ وَلَا الْخِفَافَ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ
الزُّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرِسُ . وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَازَيْنِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৩৫. কুতায়বা (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি ইহ্রাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ পীঙ্গালাহ আল্লাহু ইয়া রাসূল বললেন, জামা, পায়জামা, টুপী, পাগড়ী এবং মোজা পরিধান করবে না, তবে কারো যদি চপ্পল না থাকে তবে সে পায়ের এমন দু'টি চামড়ার মোজা পরিধান করবে যা পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড়ের নিচে থাকে। যাফরান এবং ওয়ারাস (যরদ রঙ্গের গুল্ম) রং-এ রঞ্জিত কোন পোশাক পরতে পারবে না। মুহরিম মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে মোজা পরিধান করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলিমগণ এতদ-নুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُلْفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
وَالنُّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তির যদি তহবন্দ ও চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে তার পায়জামা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা।

৮৩৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّيِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ النُّحْرُمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا
لَمْ يَجِدِ النُّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
عَمْرٍو نَحْوَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا إِذَا

لَمْ يَجِدِ الْمَحْزَرُ الْإِزَارَ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدِ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ .

৮৩৬. আহমাদ ইবন আবদা আয্ যাব্বী আল-বাসরী (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শোনেছি যে, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি তহবন্দ যোগাড় করতে না পারে তবে সে পায়জামাই পরিধান করবে, আর যদি সে চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে চামড়ার মোজা পরিধান করবে। কুতায়বা (র.).....আমর (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইবন উমার ও জাবির (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (রা.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি (সেলাইবিহীন) তহবন্দ জোগাড় করতে না পারে তবে পায়জামাই পরিধান করবে আর যদি সে চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে চামড়ার মোজা পরিধান করবে। এ হলো ইমাম আহমাদ (র.)-এর বক্তব্য। আর কতক আলিম ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছ অনুসারে বলেন, চপ্পল না পেলে সে চামড়ার মোজা পরতে পারবে তবে সে ফেন মোজা দু'টি পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড়ের নীচ পর্যন্ত রাখে। এ হলো ইমাম সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফার মতও অনুরূপ।)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرَمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ

অনুচ্ছেদ : কোন ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তির গায়ে জামা বা জুব্বা থাকলে ।

৪২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا .

৮৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)....ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক বেদুঈদুনকে ইহ্রাম অবস্থায় জুব্বা পরিহিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে এটি খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড) — ২৩

৪৩৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . وَهَذَا أَصَحُّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮৩৮. ইবন আবু উমার (র.)....ইয়ালা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ -এর থেকে অনুরূপ মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ। এই হাদীছটি সম্পর্কে একটি কাহিনীও রয়েছে।^১ কাতাদা হাজ্জাজ ইবন আরতাত প্রমুখ -আতা-ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা.) সূত্রে এইরূপই রিওয়াযাত করেছেন। কিন্তু আমরা ইবন দীনার-ইবন জুরায়জ-আতা-সাফওয়ান ইবন ইয়ালা-তৎপিতা ইয়ালা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি হল সহীহ।

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدُّوَابِّ

অনুচ্ছেদ : ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে ?

৪৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةَ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ

১. ইয়ালা (রা.) উমার (রা.)-কে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল অবস্থায় তাঁকে আপনি আমাকে দেখাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে জিইরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় জৈনক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সুগন্ধি লাগিয়ে যদি কেউ ইহরাম করে তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন। এমন অবস্থায় ওহী নাযিল হচ্ছিল। তখন উমার (রা.) ইয়ালা (রা.)-কে ইশারায় ডাকলেন, তিনি আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাপড়ের দ্বারা ছায়াবৃত অবস্থায় ছিলেন। ইয়ালা (রা.)-এর ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দেখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর গলা দিয়ে গড় গড় আওয়াজ হচ্ছে। যাহোক, এই অবস্থা অপসৃত হওয়ার পর তিনি উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটিকে ডেকে বললেনঃ উক্ত সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে নাও এবং জুব্বাটি খুলে ফেল আর হজ্জের সময় যা করতে উমরাতেও তা করবে। (বুখারী)

وَأَبَى هُرَيْرَةَ وَأَبَى سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হারামের ভিতরেও হত্যা করা যায়- ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল, হিংস্র কুকুর। এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন উমার, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৪৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبْعَ
الْعَدَى وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَاةَ وَالْغُرَابَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ قَالُوا الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ سَبْعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ ،
فَلِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ .

৮৪০. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী, কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল ও কাক হত্যা করতে পারে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী ও কুকুর হত্যা করতে পারে। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফার এর অভিমত এই)। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে কোন হিংস্র প্রাণী যদি তা মানুষ বা তার পশুর উপর হামলা করে তবে সেটিকে ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হত্যা করতে পারবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম পালনকারীর সিঙ্গা লাগানো।

৪১. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ . قَالُوا لَا يَحْلِقُ شَعْرًا . وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ لِأَبَاسٍ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْزِعُ شَعْرًا .

৮৪১. কুতায়বা (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন। এই বিষয়ে আনাস, আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমদের এক দল ইহ্রাম পালনকারীর জন্য সিঙ্গা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় কোন চুল কামাবে না। ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রয়োজন ছাড়া ইহ্রাম পালনকারী সিঙ্গা লাগাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.) বলেন, মুহরিম বা ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তির জন্য সিঙ্গা লাগানোতে কোন দোষ নাই। তবে সে (এর কারণে) চুল কামাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম পালনকারীর বিবাহ করা মাকরুহ।

৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكَحَ ابْنَتَهُ . فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكَحَ ابْنَتَهُ ، فَأَحَبُّ أَنْ يُشْهَدَكَ ذَلِكَ . قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا إِعْرَابِيًّا جَافِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكَحُ وَلَا يُنْكَحُ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَيْمُونَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ. قَالُوا فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

৮৪২. আহমাদ ইব্ন মনী' (র.).....নুবায়হ ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মা'মার তাঁর (মুহরিম) পুত্রকে বিবাহ করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি আমীরুল হজ্জ আবান ইব্ন উসমানের নিকট (এই বিষয়ে আলোচনার জন্য) আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, আপনার ভ্রাতা (ইব্ন মা'মার) তার পুত্রকে বিবাহ করাতে ইচ্ছা করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি আপনাকে সাক্ষী রাখতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, একে তো আমি মুখ বেদুঈনের মত দেখতে পাচ্ছি। ইহ্রাম পালনকারী তো বিবাহ করতেও পারেনা করাতেও পারে না অথবা অনুরূপ বলেছেন। নুবায়হ বলেন, এরপর তিনি উসমান (রা.)-এর বরাতে হাদীছকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে আবু রাফি' ও মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উসমান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই হাদীছ অনুসারে নবী ﷺ-এর কতক সাহাবী আমলের অভিমত দিয়েছেন। যেমন উমার ইব্ন খাত্তাব, আলী ইব্ন আবু তালিব, ইব্ন উমার (রা.)। কতক তাবিঈ ফিক্‌হাবিদ-এর বক্তব্যও এ-ই। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই। কেউ মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করতে পারে বলে তারা মনে করেননা। তাঁরা বলেন, কোন মুহরিম যদি বিবাহ করে তবে বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَقِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ. وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ فِيمَا بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسَنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَقِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ

مُرْسَلًا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَلَالٌ . وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ .

৮৪৩. কুতায়বা (র.)....আবু রাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মায়মূনা (রা.)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর হয়েছিল। আমিই তাঁদের মাঝে মাধ্যম হিসাবে ছিলাম। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ মাতার আল-ওয়ারাক বারীআ (র.) ছাড়া আর কেউ এটিকে মুরসাল হিসাবে রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। মালিক ইব্ন আনাস (র.) রাবীয়া সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মায়মূনা (রা.)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। এই রিওয়াযাত মালিক 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে সুলায়মান ইব্ন বিলাল ও রাবীআ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম-মায়মূনা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} হালাল অবস্থায় আমাকে যখন বিবাহ করেন। কতক রাবী' ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম (রা.) হলেন মায়মূনা (রা.)-এর ভগ্নী-পুত্র।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٨٤٤. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .

৮৪৪. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মায়মূনা (রা.)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন। এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

কতক আলাম এতদনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম [আবু হানীফা (র.)] সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলামদের অভিমত এ-ই।

৪৪৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৪৪৫. কুতায়বা (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সংগ্রহ} ^{আলাইহি} ^{৩ রা সাকাত} মায়মূনা (রা.)-কে ইহরামরত (মুহরিম) অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

৪৪৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْمُونَةَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، بِسَرَفٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ . وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرَفٍ ، حَيْثُ بَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَتْ بِسَرَفٍ .

৪৪৬. কুতায়বা (র.)....আবুশা'ছা ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সংগ্রহ} ^{আলাইহি} ^{৩ রা সাকাত} মায়মূনা (রা.)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ। রাবী আবুশা'ছা-এর নাম হল জাবির ইবন যায়দ। মায়মূনা (রা.)-কে নবী ^{সংগ্রহ} ^{আলাইহি} ^{৩ রা সাকাত} কর্তৃক বিবাহের বিষয়ে রাবীদের এই মতবিরোধের কারণ নবী ^{সংগ্রহ} ^{আলাইহি} ^{৩ রা সাকাত} তাঁকে মক্কার পথে বিবাহ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মায়মূনা (রা.)-কে হালাল অবস্থায়ই বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই বিবাহের বিষয়টি যখন জানাজানি হয় তখন তিনি ছিলেন মুহরিম। এরপর মক্কার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে হালাল অবস্থায় তাঁর বাসর হয়। রাসূলুল্লাহ ^{সংগ্রহ} ^{আলাইহি} ^{৩ রা সাকাত} -এর সঙ্গে মায়মূনা (রা.) -এর যেখানে বাসর শয্যা হয়েছিল পরবর্তীতে সেই 'সারিফ' নামক স্থানেই তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৪৪৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا فَزَّارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالٌ وَمَتَّتْ بِسَرَفٍ وَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ مُرْسَلًا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ .

৮৪৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)...মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (উম্মাতুল মোমিনীন মায়মূনা (রা.)-কে) যখন বিবাহ করেন তখন তিনি (নবীজী) হালাল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যখন বাসর হয় তখনও তিনি হালাল অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীকালে মায়মূনা (রা.) সারিফেই মারায়ান এবং যে রূপড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর বাসর হয় সেখানেই তাঁকে দাপন করা হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। একাধিক রাবী ইয়াযীদ ইব্ন আসম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرَمِ

অনুচ্ছেদ : শিকারের গোশত মুহুরিমের পক্ষে খাওয়া।

٨٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ الْمُطَّالِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ . وَالْمُطَّالِبُ لَانَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالصَّيْدِ لِمُحْرَمٍ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطِدَّهُ أَوْ لَمْ يَصْطِدَّ مِنْ أَجَلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رَوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَقْيَسُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

৮৪৮. কুতায়বা (র.)....জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম অবস্থায়ও শিকারকৃত স্থলজ প্রাণীর গোশ্ত তোমাদের জন্য হালাল যতক্ষণ না তা তোমরা নিজেরা শিকার করবে বা তোমাদের উদ্দেশ্যে তা শিকার করা হবে। এই বিষয়ে আবু কাতাদা ও তালহা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুত্তালিব জাবির (রা.) থেকে হাদীছ শোনেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই। এই হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে, যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার না করে বা তার উদ্দেশ্যে শিকার করা না হয় তবে তার জন্য এর গোশ্ত আহারে তাঁরা কোন অসুবিধা মনে করেন না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে যতগুলি হাদীছ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে উত্তম এবং অধিকতর যুক্তিসম্মত। এতদনুসারে আমল করা যায়। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত।

৮৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا . فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَازِلُوهُ سَوَطَهُ فَأَبَوْا . فَسَأَلَهُمْ رُمَحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ . فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ . فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ . فَأَذْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ .

৮৪৯. কুতায়বা (র.)....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে (এক সফরে) ছিলেন। এক পর্যায়ে মক্কার কোন এক পথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। ইঠাৎ এক স্থানে তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বসলেন এবং সাথীদেরকে তাঁর বেতটি দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি তাঁর বর্শাটি দিতে বললে তারা তা-ও এগিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। শেষে তিনি নিজেই তা সংগ্রহ করলেন এবং গাধাটির উপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে হত্যা করলেন। পরে সাহাবীদের কেউ কেউ তো এটির গোশ্ত আহার করলেন। আর কেউ কেউ তা আহার করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা নবী ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন। তখন এই সম্পর্কে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এটি হ'ল এমন খাবার যা আল্লাহ নিজে তোমাদের আহার করালেন।

৪৫০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৫০. কুতায়বা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে আবুন নাযরের (৮৪৯ নং-এর) অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। তবে যায়িদ ইবন আসলামের সনদে বর্ণিত এই রিওয়াযাতে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ পা জাহাঃ
আব্বাসইদ্বি
উমা সারাদ বললেনঃ সেটির গোশ্বতের কিছু তোমাদের কাছে আছে কি ? ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্বত আহার করা না জাযিয় ৥২

৪৫১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَتَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّبَهُ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحَشِيًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَكَرَهُوا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صَيْدٌ مِنْ أَجْلِهِ ، وَتَرَكَهُ عَلَى التَّنْزُّهِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَالَ أَهْدَى لَهُ لَحْمٌ

১. যদি মুহরিম নিজে তা শিকার করে বা তাতে কোনরূপ সহযোগিতা করে বা তার জন্য যদি শিকার করা হয় তবে তা মুহরিমের জন্য আহার করা জাযিয় নয়।

حِمَارٍ وَحَشٍ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .

৮৫১. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইবন জাছ্ছামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} একবার আবওয়া বা ওয়াদদান নামক স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -কে একটা বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্তর রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তাঁর চেহারা অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বললেন, তোমার এই হাদিয়া আমি প্রত্যাখ্যান করতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমি যে ইহ্রামরত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন-মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত আহার করা পছন্দনীয় নয় বলে তাঁরা মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} কর্তৃক এই হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করার কারণ হল, তিনি ধারণা করেছিলেন যে এটিকে তাঁর উদ্দেশ্যেই হযত শিকার করা হয়েছে। ফলে এটি থেকে বেঁচে থাকতে গিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম যুহরী (র.)-এর কতক শাগরিদ যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -কে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া প্রদান করা হয়েছিল।.....কিন্তু এই রিওয়াযটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়।

এই বিষয়ে আলী ও যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিমের জন্য জলজ শিকার।

৪৫২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَعَصِينَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَبُو الْمُهَزِّمِ إِسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سَفْيَانَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ .

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ الْجَرَادَ وَيَأْكُلَهُ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، إِذَا اضْطَادَهُ وَأَكَلَهُ .

৮৫২. আবু কুরায়ব (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে হজ্জ কিংবা উমরা-এর সফরে বেরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একবার আমাদের সামনে এক ঝাঁক পঙ্গপাল এসে গেল। আমরা তখন আমাদের বেত, লাঠি দিয়ে এগুলো মারতে লাগলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, এ তোমরা খেতে পার। কারণ, এগুলো জলজ শিকারের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব। আবুল মুহাযযিম ছাড়া এটিকে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আর কেউ রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আবুল মুহাযযিমের নাম হল ইয়াযীদ ইবন সুফিয়ান। ইমাম শু' বা (র.) তাঁর সমালোচনা করেছেন।

কতক আলিম মুহুরিমের জন্য পঙ্গপাল শিকার করা এবং তা আহার করার অবকাশ রেখেছেন। কতক আলিম তা শিকার করলে বা আহার করলে মুহুরিমের উপর সাদাকা ধার্য হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصَيِّبُهَا الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ : মুহুরিমের জন্য দাবু' শিকার করা।^১

৮৫৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَجَابِرِ الضَّبُعُ أَصِيدُ هِيَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ أَكُلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِ قَالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَصَحُّ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبْعًا ، أَنْ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .

৮৫৩. আহমাদ ইবন মানী' (র.)....ইবন আবু আশ্মার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)-কে বললাম, আমি দাবু' শিকার করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা খেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ কথা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন? তিনি বললেন,

১. সজারুর মত বড় এক প্রকার প্রাণী।

হ্যাঁ। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন, জারির ইবন হাযিম (র.) এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি জাবির উমার (রা.) সনদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবন জুরায়জ (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ।

এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। মুহরিরের ক্ষেত্রে কতক আলিম বলেন, যদি সে দাবু' শিকার করে তবে তাকে এর বিনিময়ে কাফফারা প্রদান করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য গোসল করা।

৪৫৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ صَالِحٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ الْأَغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِ وَغَيْرُهُمَا. وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

৮৫৪. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পা জালাল আল্লাহ তায়ালা মক্কা শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফাখ' নামক স্থানে গোসল করেছিলেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের জন্য রাসূলুল্লাহ পা জালাল আল্লাহ তায়ালা গোসল করেছিলেন মর্মে বর্ণিত ইবন উমার (রা.) থেকে নাসি' -এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। ইমাম [আবু হানীফা], শাফিঈ (র.)-এর অভিমত এ-ই। তিনি মক্কা প্রবেশের জন্য গোসল করা মুত্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

রাবী আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। আহমাদ ইবন হাম্বল, আলী-ইবন মাদীনী (র.) প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তার বরাত ছাড়া অন্য কোন বরাতে এই হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই।

১. পবিত্র মক্কা ও মীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخُرُوجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মক্কার উচ্চভূমি (কাদা) দিয়ে প্রবেশ করা এবং নিম্নভূমি (কুদা) দিয়ে বের হওয়া।

৪৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

هَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৫৫. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বাহির হলেন। এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ نَهَارًا

অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন।

৪৫৬. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৮৫৬. ইউসুফ ইবন ইসা (র.)....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হাত তোলা মাকরুহ।

৪৫৭. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَيْرَفُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَا الْبَيْتِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ . وَأَبُو قَزَعَةَ اسْمُهُ سُؤَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ .

৮৫৭. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.)....মুহাজির আল-মাক্কী (র.) থেকে বর্ণিত যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যখন কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শন করবে তখন কি সে তার উভয় হাত উঠাবে ? তখন তিনি বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ করেছি। তখন আমরা তা করেছি।

ইমাম আবু ইসা (র.).....বলেন, বায়তুল্লাহ দর্শনে হাত তোলা সম্পর্কিত এই হাদীছটি শূ'বা আবু কাযাআ (র.) সূত্রেই আমরা জানতে পারি। আবু কাযাআ (র.)-এর নাম হল সুওয়ায়দ ইব্ন হুজায়র।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফ করার পদ্ধতি।

٨٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصُّفَا ، أَظْنُهُ قَالَ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৫৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা এসে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। অনন্তর হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম করলেন (চুমু খেলেন)। পরে ডান দিকে অগ্রসর হলেন। এতে তিনি তিন চক্রে (শাওতে) রমল (হাত দুলিয়ে জোরে চলা) করলেন, আর চার চক্রে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গেলেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে আসলেন, এবং পাঠ করলেন :

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (সূরা বাকারা : ১২৫) সেখানে তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তার ও বায়তুল্লাহর মঝে রেখে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর হাজরে আসওয়াদে আসলেন এবং তা ইস্তিলাম করলেন। এরপর সাফার দিকে (সান্নির উদ্দেশ্যে) বের হয়ে গেলেন, (রাবী বলেন, আমার মনে হয় তখন তিনি পাঠ করেছিলেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারা : ১৫৮)

এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারেই আমল গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ থেকে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা।

৪০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا تَرَكَ الرَّمْلَ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِذَا لَمْ يَرْمِلْ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَرْمِلْ فِيمَا بَقِيَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمْلٌ ، وَلَا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا .

৮৫৯. আলী ইবন খাশরাম (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তাওয়াফে তিন শাওত রমল করেছেন এবং চার শাওত হেঁটেছেন। এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রমল পরিত্যাগ করে তবে তার এই কাজটি মন্দ বলে বিবেচ্য হবে। কিন্তু এই জন্য তার উপর কিছু ধার্য হবে না। প্রথম তিন শাওতে (চক্রে) রমল না করলে বাকী শাওতসমূহে আর তা করবে না। কতক আলিম বলেন, মক্কাবাসী এবং যারা মক্কা থেকে ইহ্রাম করেন তাদের জন্য রমল নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ دُونَ مَا سِوَاهُمَا

অনুচ্ছেদ : কেবল হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা ।

৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ لَيَمُرُّ بَرُكْنَ إِلَّا اسْتَلَمَهُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ .

৮৬০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবুত তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুআবিয়া (রা.) তাওয়াফের সময় যে কোন রুকনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেটিকেই ইস্তিলাম করছিলেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, নবী ﷺ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন রুকনের ইস্তিলাম করতেননা। মুআবিয়া (রা.) বললেন, বায়তুল্লাহর কিছুই পরিত্যক্ত নয়।^১ এই বিষয়ে উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন যে, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কিছুই ইস্তিলাম করা হবেনা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইযতিবা^২ অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন।

৪৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ

১. মুসনাদ আহমাদে আছে এর জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।" তখন মুআবিয়া (রা.) বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য কথা বলেছ।

২. ডান কাঁধ খোলা রেখে বগল দিয়ে বাম কাঁধে চাদরের দুই কোন্ একত্র করে পরিধান করা।

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড) — ২৫

مُضْطَبِعًا ، وَعَلَيْهِ بَرْدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ .
وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ جُبَيْرَةَ ابْنِ شَيْبَةَ عَنْ
ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ .

৮৬১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....ইয়া'লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{পা জালাল} ^{আজাউল} ^{উল্লাহ} ইযতিবা অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাঁর গায়ে তখন একটি চাদর ছিলো।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এটি হল ইব্ন জুরায়জ থেকে বর্ণিত সাওরী (র.)-এর রিওয়ায়াত। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ হাদীছ আমাদের জানা নেই। এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী আবদুল হামীদ হলেন, ইব্ন জুরায়রা ইব্ন শায়বা ইয়া'লা (রা.) হচ্ছেন, ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া।

٨٦٢. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ
بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي أَقْبِلُكَ
وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ . وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُكَ لَمْ أَقْبِلُكَ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّونَ تَقْبِيلَ الْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ
اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ . وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حَازَى بِهِ وَكَبَّرَ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৮৬২. হান্নাদ (র.).....আবিস ইব্ন রাবীআ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি। তিনি তখন বলছিলেন, আমি জানি তুমি একটি

পাথর, তবুও তোমাকে আমি চুম্বন করছি। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চুম্বন দিতে না দেখতাম তবে তোমাকে আমি চুমা দিতাম না। এই বিষয়ে আবু বাকর ও ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত এই রিওয়াযাতটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদ-নুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব বলে অভিমত পেশ করছেন। তবে এর কাছে পৌছা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইস্তিলাম করে তাতে চুম্বন করবে। এতটুকু কাছে পৌছাও সম্ভব না হলে এর বরাবর পৌছে সামনা-সামনি দাঁড়াবে এবং আল্লাহ আকবার বলবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصِّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ : মারওয়ার আগে সাফা থেকে সাঈ শুরু করা।

৪৬৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا . فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصِّفَا وَقَرَأَ إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصِّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصِّفَا لَمْ يُجْزِهِ ، وَبَدَأَ بِالصِّفَا . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا ، رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الطَّوَّافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ . لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ .

৮৬৩. ইব্ন আবু উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ শরীফ সাত (শাওতে) তাওয়াফ করলেন। পরে মাকামে ইব্রাহীমে এসে পাঠ করলেন :
وَآتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়বার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। - (সূরা বাকারা : ১২৫) এরপর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। অতপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে ইস্তিলাম করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু করি। অনন্তর সাফা থেকে সাঈ শুরু করলেন এবং পাঠ করলেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন-সমূহের অন্যতম। - (সূরা বাকারা : ১৫৮)

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এতদনুসারে আলিমগণ আমলের-অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, মারওয়ার আগে সাফা থেকেই সাঈ শুরু করা হবে। যদি সাফা-এর আগে মারওয়া থেকে কেউ সাঈ শুরু করে তবে তা হবে না বরং সাফা থেকেই শুরু করতে হবে। সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেবল বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে কেউ যদি চলে আসে তবে এ সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেউ যদি মক্কা থেকে বের হয়ে যায় এবং মক্কার কাছাকাছি থাকা অবস্থায় যদি সেকথা তার মনে পড়ে যায় তবে সে ফিরে আসবে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করবে। আর যদি দেশে ফিরা পর্যন্ত তা মনে না পড়ে তবে হজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তাকে একটি দম (কুরবানী) দিতে হবে। এ হল ইমাম [আবু হানীফা] ও সাওরী (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে যদি দেশে ফিরে আসে তবে হজ্জ হবে না। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ হজ্জের অবশ্য করণীয় একটি আমল। সুতরাং তা ছাড়া হজ্জ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

৮৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ

الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ ، لِيُرَى الْمَشْرِكِينَ قُوَّتَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ
وَأَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي
يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ فَإِنْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى
بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ رَأَوْهُ جَائِزًا .

৮৬৪. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের শক্তি প্রদর্শনের
লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
ও আলাইহি
ও আশাল্লাম বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ (দ্রুত চলা) করেছিলেন। এই বিষয়ে
আয়েশা ইবন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ যদি সাঈ না করে সাফা
ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে যায় তবে তা ও জাযিয়।

৮৬৫. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ
عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمَّهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي السَّعْيِ فَقُلْتُ لَهُ
أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ ؟ قَالَ لَنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَلَنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي
وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .

৮৬৫. ইউসুফ ইবন ইসা (র.).....কাছীর ইবন জুমহান র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন
উমার (রা.)-কে সাফা ও মারওয়ার সাঈ-স্থলে আস্তে চলতে দেখেছি। আমি তাকে বললাম, আপনি সাফা
ও মারওয়ার সাঈ-স্থলে আস্তে চলছেন? তিনি বললেন, আমি যদি দ্রুত চলি তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
ও আলাইহি
ও আশাল্লাম -
কেও দ্রুত চলতে দেখেছি আর যদি আস্তে চলি তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
ও আলাইহি
ও আশাল্লাম -কে আস্তে চলতেও দেখেছি। আর
এখন তো আমি অতি বৃদ্ধ।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাঈদ ইবন জুবায়র (র.)-ও ইবন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ : আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা।

৪৬৬. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ . فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا إِلَّا مِنْ عَذْرِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৪৬৬. বিশ্র ইবন হিলাল আস-সাওয়াফ (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর বাহনে আরোহী হয়ে তাওয়াফ করেছেন, হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তিনি এর দিকে ইশারা (করে ইস্তিলাম) করতেন। এ বিষয়ে জাবির, আবুত তুফায়ল ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণের একদল ওয়র ছাড়া আরোহী অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈদ করা মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের ফযীলত।

৪৬৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ .

৮৬৭. সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কেউ যদি পঞ্চাশবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে সে তার মার পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে আনাস ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, এটি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

৪৬৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتْيَانِيِّ قَالَ كَانُوا يَعْدُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ . وَلِعَبْدِ اللَّهِ أَخُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا .

৮৬৮. ইব্ন আবু উমার (র.).....আইউব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীছ বিশারদগণ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে তার পিতা সাঈদ ইব্ন জুবায়র থেকেও উত্তম মনে করতেন। তাঁর এক ভাই ছিল। তাঁর নাম ছিল আব্দুল মালিক ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়র। তাঁর থেকেও রিওয়াযাত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পরে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করা।

৪৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ .

قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ أَيْضًا .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَبَّاسٍ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَّافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ . وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي طَوًى فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

৮৬৯. আবু আম্মার ও আলী ইবন খাশরাম (র.).....জুবায়র ইবন মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হে বানু আব্দ মানাফ! রাত ও দিনের যে সময় ইচ্ছা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিওনা। এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও আবু যার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন মুতঈম (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আবদুল্লাহ ইবন আবু নাজীহ এই রিওয়ায়াত আবদুল্লাহ ইবন বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন।

মক্কা শরীফে বাদ আসর ও বাদ ফজর সালাত আদায় সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু-সংখ্যক আলিম বলেন, আসর ও ফজরের পরে সালাত ও তাওয়াফে কোন দোষ নাই। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা নবী ﷺ-এর এই হাদীছটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

অপর কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি কেউ আসরের পরে তাওয়াফ করে তবে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করবে না। এমনিভাবে যদি কেউ ফজরের পর তাওয়াফ করে তবে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করবে না। তাঁরা উমার (রা.)-এর একটি ঘটনা

হজ্জ অধ্যায়

দ্বারা এর দলীল পেশ করেন। একদিন তিনি ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করলেন। কিন্তু সালাত আদায় করলেন না। মক্কা থেকে যী তওয়া নামক স্থানে গিয়ে সেখানে নেমে সূর্যোদয়ের পর সালাতুত-তাওয়াফ আদায় করেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] সুফিয়ান ছাওরী ও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَّافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের দু'রাকআত সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে ?

৪৭০. أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَّافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

৮৭০. আবু মুসআব (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুত তাওয়াফের দু'রাকআতে দু'টি সূরাতুল ইখলাস তিলাওয়াত করেন- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

৪৭১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَّافِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ . وَحَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ .

৮৭১. হান্নাদ (র.).....জাফার ইব্ন মুহাম্মদ তৎপিতা মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাওয়াফের দু'রাকআত সালাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই রিওয়ায়াতটি আবদুল আযীয ইব্ন ইমরান-এর

রিওয়াযাত (৮৬৯ নং) থেকে অধিকতর সহীহ। জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মদের বরাতে বর্ণিত রিওয়াযাতটি এই বিষয়ে জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ তৎপিতা মুহাম্মদ-জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত রিওয়াযাতটি থেকে অধিকতর সহীহ। রাবী আবদুল অযীয ইব্ন ইমরান হাদীছের বর্ণনায় যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

অনুচ্ছেদ : উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ।

৪৭২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَثِيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُ ؟ قَالَ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৮৭২. আলী ইব্ন খাশরাম (র.)....যায়দ ইব্ন উছায়' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাকে কি বিষয়ে (নবম হিজরী সনে মক্কায়) প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, চারটি বিষয়ে (ঘোষণা প্রদানের জন্য) মুসলিম ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না; উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না; এই বছরের (নবম হিজরী সনের) পর আর মুসলিম ও মুশরিকগণ এইখানে (কা'বা শরীফে) একত্রিত হবে না, যাদের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কোন মেয়াদী চুক্তি আছে তাদের চুক্তি নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে আর যাদের চুক্তিতে কোন মিয়াদের উল্লেখ নাই তাদের জন্য চার মাস সময় নির্ধারণ করে দেওয়া গেল। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৪৭৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، نَحْوَهُ وَقَالَا زَيْدُ بْنُ أَثِيْعٍ وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَشُعْبَةُ وَهُمْ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَثِيْلٍ .

৮৭৩. ইব্ন আবু উমার ও নাসর ইব্ন আলী (র.).....সুফিয়ান-আবু ইসহাক (র.)-এর বরাতে উক্ত রিওয়াযাত করেছেন। তবে তারা উভয়ে যায়দ ইব্ন উছায়' (اثيع) -এর স্থলে বুছায়' (بثيع) উল্লেখ করেছেন; এটি অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই ক্ষেত্রে শু' বা (র.)-এর বিভ্রান্তি হয়েছে তিনি যায়দ ইব্ন উছায়ল রূপে এই নামটি উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

৮৭৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي ، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ إِلَى وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتَعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৭৪. ইব্ন আবু উমার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন আমার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন তখন খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দিত চিত্তে ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আমি তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছে আমি যদি একরূপ না করতাম (তবে ভাল ছিল)। আমার আশংকা হচ্ছে আমার পরবর্তীতে আমার উম্মাতদেরকে হয়ত কষ্টে ফেলে দিলাম।^১

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা।

৮৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ

১. কেননা সকলেই আমার অনুকরণে এতে প্রবেশ করতে চাইবে অথচ তা প্রত্যেকের জন্য সম্ভব হবে না। ফলে তা তাদের জন্য কষ্টকর হবে।

وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ بِلَالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لِبَأْسٍ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَأْسٍ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ وَالتَّطَوُّعُ فِي الْكَعْبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ .

৮৭৫. কুতায়বা (র.).....বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি সালাত আদায় করেননি, তবে সেখানে তাকবীর বলেছিলেন। এই বিষয়ে উসামা ইবন যায়দ, ফাযল ইবন আব্বাস, উছমান ইবন তালহা ও শায়বা ইবন উছমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, বিলাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে সালাত আদায়ে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) বলেন, কা'বা শরীফের ভিতরে নফল সালাত আদায়ে কোন দোষ নাই; তবে ফরয সালাত আদায় করা মাকরুহ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ফরয হোক বা নফল যে কোন সালাতই কা'বা শরীফের ভিতরে আদায় করায় দোষ নাই। কেননা কিবলামুখী হওয়া, তাহায়াত (পবিত্রতা) অর্জন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরয ও নফলের হুকুম-আহকাম একই রকমের।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : (নির্মাণকল্পে) কা'বা শরীফ ভাঙ্গা।

৪৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِيِّ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ حَدَّثَنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضَى إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ . فَقَالَ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ .
 قَالَ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ .
 قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৭৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন যুবায়র (রা.) তাকে বললেন, উম্মুল মু'মিনীন-আয়েশা (রা.) তোমাকে গোপনে কি বলেছিলেন, আমার কাছে তুমি তা বর্ণনা কর। আসওয়াদ বললেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তোমার কাওম যদি জাহিলী যুগের এত কাছাকাছি এবং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এত নয়া না হত তবে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করতাম) এর দু'টো দরজা বানাতাম। পরে ইবন যুবায়র যখন ক্ষমতাবিকারী হন তখন এটিকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করেছিলেন এবং) এর দু'টো দরজা রেখেছিলেন।^১

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ : হিজর বা হাতীমে^২ সালাত আদায় করা।

۸۷۷. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ . فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ . فَقَالَ صَلَّى فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنْ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ .

১. ইবন যুবায়র (রা.)-এর শাহাদতের পর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ পুনরায় কা'বা শরীফ ভেঙ্গে পূর্বের মত করে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ হারুনুর রশীদ তা ভেঙ্গে এই হাদীছ অনুসারে নির্মাণ করতে চাইলে হযরত ইমাম মালিক (র.) তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, এতে কা'বা শরীফ ক্ষমতাসীলদের হাতের খেলনা হয়ে যাবে এবং যেই আসবে সেই তা নিজের মত করে বানাতে চাইবে। ফলে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।
২. কা'বা সংলগ্ন উত্তর দিকের দেয়াল ঘেরা জায়গা। এটি ইব্রাহীম (আ.)-এর আমলে কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কুরায়শগণ পুনঃনির্মাণের সময় হালাল অর্থাভাবের জন্য এতটুকু স্থান ছেড়ে দেয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ هُوَ
عَلْقَمَةُ بْنُ بِلَالٍ .

৮৭৭. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর ভিতর প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করতে আমার খুব আকাংখা হত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজর-এ (হাতিমে) প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেন, তুমি যদি বায়তুল্লাহ প্রবেশের ইচ্ছা রেখে থাক তবে এই হিজরেই সালাত আদায় করে নাও। কেননা ওটিও বায়তুল্লাহর অংশ। কিন্তু তোমার কাওম যখন বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করছিল তখন অর্থাভাবে এই স্থানটিকে বায়তুল্লাহর বাইরে রেখে দেয়।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী আলকামা ইবন আবু আলকামা হলেন আলকামা ইবন বিলাল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের ফযীলত।

٨٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৭৮. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও শুভ্র। মানুষের গুনাহ-খাতা এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

٨٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءِ أَبِي يَحْيَى قَالَ
سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَتَانِ مِنْ يَأْقُوتِ الْجَنَّةِ ،
 طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا . وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، مَوْقُوفًا
 قَوْلُهُ . وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا . وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৮৭৯. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
 ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম হচ্ছে জান্নাতের ইয়াকূত পাথর
 থেকে দুটো ইয়াকূত পাথর। এ দু'টির নূর আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদি এ দু'টির নূর
 নির্ধারিত করে দেওয়া না হত তবে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.)-এর এই বক্তব্য মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত
 আছে। এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত আছে। তবে এটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى مَنَى وَالْمَقَامِ بِهَا

অনুচ্ছেদ : মিনা গমন এবং সেখানে অবস্থান।

৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى
 الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৮৮০. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেছেন এবং এর
 পরে ভোরে আরাফাতের দিকে যাত্রা করেন।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, রাবী ইসমাইল ইব্ন মুসলিম সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

৪৪১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ الْأَعْمَشِ
 عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنَى الظُّهْرِ

وَالْفَجْرِ . ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ . قَالَ وَفِي الثَّابِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلَى بَنِي
الْمَدِينَةِ قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَةَ
أَشْيَاءَ وَعَدَّهَا . وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبَةُ .

৮৮১. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
মিনায় যুহর ও ফজর সালাত আদায় করেছেন এবং এরপরে ভোরে আরাফাতের দিকে যাত্রা
করেছেন। এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন যুবার ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, মিকসাম-ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটির বিষয়ে কথা হল যে,
আলী ইবনুল মাদীনী (র.) ইয়াহুইয়া-এর সনদে প্রখ্যাত হাদীছ বিশেষজ্ঞ শু'বা (র.) থেকে বর্ণনা করেন
যে, তিনি বলেন, মিকসাম থেকে হাকাম মাত্র পাঁচটি রিওয়াযাতই শুনছেন। এরপর তিনি এই পাঁচটির
বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলোর মাঝে বক্ষমান হাদীছটি ছিল না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِنْ مَنَاخٍ مِنْ سَبَقَ

অনুচ্ছেদ : যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল।

৮৮২. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيِّكَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظْلِكُ بِيَمْنِي ؟
قَالَ لَا . مِنْ مَنَاخٍ مِنْ سَبَقَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৮২. ইউসুফ ইবন ঈসা ও মুহাম্মদ ইবন আবান (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটা ঘর বানিয়ে দিব যাতে আপনি
ছায়া গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, না। যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার
অবস্থানস্থল। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِيَمْنِي

অনুচ্ছেদ : মিনায় সালাত কসর করা।

৪৪৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى أَمِنْ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكَعَتَيْنِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ . وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكَعَتَيْنِ ، صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى لِأَهْلِ مَكَّةَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِمِنَى إِلَّا مَنْ كَانَ بِمِنَى مُسَافِرًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِمِنَى . وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .

৮৮৩. কুতায়বা (র.)..... হারিসা ইব্ন ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে একজন লোক যতটুকু নিরাপত্তায় থাকতে পারে ততটুকু নিরাপত্তাকালে এবং সর্বাধিক সংখ্যক লোকসহ মিনায় দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন উমার ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হারিসা ইব্ন ওয়াহব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে মিনায় দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। আবু বাক্র, উমার ও উছমানের খিলাফতের প্রথম দিকেও এখানে দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় সালাত কসর করা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন, যদি কেউ মিনায় মুসাফির অবস্থায় থাকে তবে সে ছাড়া আর কোন মক্কাবাসী সেখানে কসর করবে না। এ হলো ইব্ন জুরায়জ, [ইমাম আবু হানীফা], সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতিপয় আলিম বলেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় কসর করতে কোন অসুবিধা নাই। এ হলো আওয়াঈ, মালিক, সুফিয়ান ইব্ন উআয়না ও আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالِدُعَاءِ بِهَا

অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা ।

৪৪৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ وَقُوفٌ بِالْمَوْقِفِ (مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرُو) فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ . فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَالشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ التَّقْفِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، ~~لَا يَرْفَعُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .~~ وَابْنُ مَرْبَعٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ . وَإِنَّمَا يَعْرِفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ .

৮৮৪. কুতায়বা (র....ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইব্ন মিরবা' আনসারী (রা.) এলেন। তখন আমরা আরাফাতের এমন এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম যে জায়গাটিকে আমরা বহু দূর বলে মনে করছিলাম। ইব্ন মিরবা' আনসারী (রা.) বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা হজ্জের নির্ধারিত স্থান-সমূহে থাকবে। কারণ তোমরা হলে ইব্রাহীম (আ.) -এর ওয়ারাসাতের ওয়ারিস। এই বিষয়ে আলী, আয়েশা, জুবায়র ইব্ন মুত'ইম, শারীদ ইব্ন সুওয়ায়দ সাকাফী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন মিরবা' বর্ণিত হাদীছটি হাসান। ইব্ন উআয়না- আমার ইব্ন দীনার (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইব্ন মিরবা'-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন মিরবা' আনসারী। তাঁর এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে বলে জানা যায়।

৪৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَهُمْ الْحُمُسُ يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ . وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ . وَعَرَفَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ وَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ يَعْنِي سُكَّانُ اللَّهِ . وَمَنْ سِوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . وَالْحُمُسُ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ .

৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা সানআনী বাসরী (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ এবং যারা তাদের অনুসারী ছিল তাদের বলা হত হুমুস। এরা মুযদালিফায় উকূফ করত এবং বলত যে, আমরা কাতীনুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী। এরা ছাড়া বাকী মানুষ আরাফায় উকূফ করত। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : **ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ** (এরপর লোকেরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।) (সূরা বাকারা : ১৯৯)

ইমাম আবু ইসা (র) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। হাদীছটির মর্ম হল, মক্কাবাসীরা হারাম শরীফ থেকে বের হতনা। আরাফা হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত। তাই মক্কাবাসীরা মুযদালিফায় উকূফ করত। আর নিজদেরকে কাতীনুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী বলে (গর্ব করে) পরিচয় দিত। মক্কাবাসীরা ছাড়া অন্যান্য লোক আরাফায় উকূফ করত। এতদ্বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : **ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ** ' **الْحُمُسُ** ' হল হারামবাসী।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

অনুবাদ : গোটা আরাফাই উকূফ স্থল।

৪৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَةُ وَهَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ . وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ ، وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ ، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ . فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي فَوَقَفَ . وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا . ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنْهُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ . وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ . فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، أَفِيْجُزِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكَ . قَالَ وَلَوْ عُنُقَ الْفَضْلِ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَةً ، فَلَمْ أَمْنِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَفْضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ أَحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ . قَالَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ زَمَزَمَ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَنْهُ ، لَنَزَعْتُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَأَنْعَرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ

عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عِيَّاشٍ .
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مِثْلَ هَذَا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ . رَأَوْا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، فِي وَقْتِ الظُّهْرِ . وَقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَحْلِهِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ
إِنْ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِثْلَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ . قَالَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ
هُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আরাফাতে উকূফ করলেন। পরে বললেনঃ এ হলো আরাফা, এ হলো উকূফ স্থল। আর গোটা আরাফাতই উকূফ স্থল। এরপর তিনি সূর্য অস্ত গলে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উসামা ইব্ন যায়দ-কে তাঁর বাহনের পিছনে বসালেন। তিনি স্থায়ী অবস্থান থেকে হাত ইশারা করছিলেন। লোকজন ডানে বামে তাদের উটগুলো হাঁকাচ্ছিল। তিনি তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা শান্তভাবে চল। এরপর তিনি মুযদালিফায় এলেন, এখানে তিনি তাদেরকে নিয়ে উভয় ওয়াক্ত (মাগরিব ও এশা) সালাত এক সঙ্গে আদায় করলেন, ভোরে তিনি 'কাযাহ্' নামক স্থানে এসে অবস্থান করলেন এবং বললেন, এ হলো কাযাহ্ ; এ-ও উকূফ স্থল, আর মুযদালিফা সারাটাই উকূফের জায়গা। এরপর তিনি ওয়াদী মুহাস্সারে এসে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর উটটিকে বেত দিয়ে মারলেন ফলে সেটি খুব দ্রুত দৌড়ে এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে গেলে, পরে তিনি থামলেন এবং তাঁর পিছনে (ইব্ন আব্বাস) ফাযল কে বসালেন। এরপর তিনি জামরায় আসলেন এবং এখানে কংকর মারলেন। পরে কুরবানীর জায়গায় আসলেন এবং বললেন, এ হলো, কুরবানী করার স্থান। আর গোটা মিনাই হলো কুরবানী করার স্থান, এই সময় খাছআম গোত্রের এক যুবতী মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা কি আদায় হয়ে যাবে ? তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে একটি হজ্জ আদায় করে নাও। আলী (রা.) বলেন, এই সময় তিনি ফাযলের ঘাড় অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার এই পিতৃব্য পুত্রের ঘাড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন ? তিনি বললেন, আমি দেখলাম এরা দু'জন হল যুবক-যুবতী। সুতরাং আমি তাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করিনি। এরপর একজন লোক এসে তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি যে মাথা মুন্ডনের পূর্বেই তাওয়াফে ইফাযা করে ফেলেছি। তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন করে নাও, কোন অসুবিধা নেই। (অথবা বললেন চুল ছেটে নাও কোন অসুবিধা নেই) রাবী বলেন, আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কংকর মারার আগে আমি যবেহ্ করে ফেলেছি। তিনি বললেন কংকর মেরে নাও, কোন অসুবিধা নেই। আলী (রা.)

বলেন, এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্ এসে তাওয়াফ করলেন। পরে যমযম কূপের কাছে এসে বললেন, হে বানু আবদুল মুত্তালিব ! এই বিষয়ে মানুষ তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে এই আশংকা যদি না হত তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে পানি টেনে তুলতাম। এই বিষয় জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন আয়াশ-এর সূত্র ছাড়া আলী (রা.)-এর এই হাদীছটি অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। একাধিক রাবী ছাওরী (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, আরাফায় যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতে হবে। কতক আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্থলেই সালাত আদায় করে, ইমামের সঙ্গে সালাতে হাযির না হয় তবে সে ইচ্ছা করলে ইমামের মত দুই সালাত এক সঙ্গে আদায় করতে পারে। (এরূপ অবস্থায় হানাফী মযহাবের মতে যুহর ও আসর নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করতে হবে।) রাবী যায়দ ইব্ন আলী হলেন যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَافَاتٍ

অনুচ্ছেদ : আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন।

৪৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نَعِيمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ . وَزَادَ فِيهِ أَبُو نَعِيمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . وَقَالَ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৮৮৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ওয়াদীয়ে মুহাস্সার-এ তাঁর সাওয়ারী দ্রুত চালিয়ে যান। বিশ্র এই হাদীছে আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি মুয়দালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। খুবই শান্ত ও ধীর ছিলেন তিনি এবং অন্যদেরকেও এই ধীরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। আবু নুআয়ম আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি ছোট পাথরকণা দিয়ে ‘রমযী’ করতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, হয়ত এই বছরের পর আর আমি তোমাদের দেখা পাব না। উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা।

৪৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ . فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .

৮৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমার (রা.) মুযদালিফায় সালাত আদায় করলেন। তিনি সেখানে এক ইকামতে দুই সালাত (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই জায়গায় এই আমল করতে দেখেছি।

৪৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ يَحْيَى . وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُفْيَانَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لِأَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْمَغْرِبِ دُونَ جَمْعٍ فَإِذَا أَتَى جَمْعًا ، وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سُفْيَانُ وَإِنْ شَاءَ صَلَّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَى

وَوَضَعَ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ . يُؤَذِّنُ لِحَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَخَالِدٍ ، ابْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَيْضًا . رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَمَّا أَبُو إِسْحَقَ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَخَالِدٍ ، ابْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত আছে। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার বলেন যে, ইয়াহুইয়া বলেন, সুফিয়ান (র.)-এর বর্ণনাটি হল সঠিক। এই বিষয়ে আলী, আবু আযুব, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, জাবির ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.)-এর হাদীছ ইসমাঈল ইব্ন আবু খালিদ (র.)-এর রিওয়ায়াত আপেক্ষা সুফিয়ান (র.)-সূত্রে রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। সুফিয়ান (র.)-এর রিওয়ায়াতটি হাসান-সহীহ। ইসরাঈল এই হাদীছটিকে আবু ইসহাক-মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও খালিদ সূত্রে-ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উমার (রা.) থেকে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। সালামা ইব্ন কুহায়লও এটিকে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক (র.) এটিকে মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও খালিদ ইব্ন উমার (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন।

এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেন, মুযদালিফা ছাড়া মাগরিবের সালাত আদায় করা যাবে না। মুযদালিফায় যখন আসবে তখন এক ইকামতে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। এর মাঝে নফল আদায় করবে না। কোন কোন আলিম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম আযম আবু হানীফা। সুফিয়ান ছাওরী (র.) এর অভিমত। সুফিয়ান (র.) বলেন, ইচ্ছা করলে মাগরিব আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে পরে ইকামত দিয়ে ইশার সালাত আদায় করতে পারে। আবার কতিপয় আলিম বলেন, মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করবে। মাগরিবের আযান দিয়ে ইকামত দিবে এবং মাগরিবের সালাত আদায় করবে। পরে পুনরায় ইকামত দিবে এবং ইশার সালাত আদায় করবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ أَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ্জ পেল বলে গণ্য হবে ।

৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ . فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجَّ عَرَفَةَ . مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ . أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةٌ . فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .

قَالَ وَزَادَ يَحْيَى وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى .

৮৯০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নজদবাসী কপিতপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল তখন তিনি আরাফায় ছিলেন। তারা হজ্জ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তখন এক ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জ হল আরাফাতে অবস্থানের নাম। কেউ যদি মুযদালিফার রাতে ফজর উদয়ের পূর্বেই এখানে আসে তবে সে হজ্জ পেল। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ দুই দিন অবস্থান করে শীঘ্র ফিরে যেতে চাইলে তাতে কোন দোষ নাই। আর তিন দিন অবস্থান বিলম্বিত করতে চাইলেও তাতে কোন দোষ নাই।

মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.) বলেন যে, ইয়াহুইয়া আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন অন্তর এই ব্যক্তি এ ব্যাপারে ঘোষণা প্রদান করলেন।

৪৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . وَهَذَا أَجُودُ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عِنْدَ

أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعِرْفَاتِ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَلَا يُجْزَى عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ . وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ . قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ أُمُّ الْكُتَابِ .

৮৯১. ইব্ন আবী উমার (র.).....আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর (রা.) সূত্রে নবী থেকে এই মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইব্ন আবী উমার (র.) বলেছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআয়না বলেন, এটি একটি উত্তম রিওয়াযাত যা সুফিয়ান ছাওরী (র.) রিওয়াযাত করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সাহাবী ও অন্যান্য আলিম আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর (রা.)-এর হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন ফজর উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যদি কেউ উকুফে আরাফা করতে না পারে তার হজ্জ ফওত হয়ে যাবে। ফজরের উদয়ের পর যদি আসে তবে তা ধর্তব্য হবে না। বরং তা উমরা হয়ে যাবে এবং আগামী বছর তাকে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

শু'বা (র.)ও বুকাযর ইব্ন আতা (র.) থেকে ছাওরী (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জারুদ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, ওয়াকী' এই হাদীছটি রিওয়াযাত করে বলেছেন, এই হাদীছটি হলো হজ্জ সম্পর্কিত হাদীছসমূহের মূল।

৪৯২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ بْنِ أَوْسٍ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِي قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلِي طِيٍّ . أَكَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتَعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ ! مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ

فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ
مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعِرْفَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ
وَقَضَى تَفَثَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৮৯২. ইবন আবী উমার (র)-উরওয়া ইবন মুদাররিস ইবন আওস ইবন হারিসা ইবন লামতাই (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মুযদালিফায় আসলাম, তিনি তখন সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তায়-এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) থেকে এসেছি। আমার বাহনকেও ক্লান্ত করে ফেলেছি আর নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। এখানে এমন কোন পাহাড় কে ছাড়িনি যেখানে আমি উকূফ করিনি। আমার হজ্জ হবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের এই সালাতে যে হাযির হয়েছে এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে উকূফ করেছে আর এর পূর্বে রাতে থেকে বা দিনে উকূফে আরাফা করেছে তার হজ্জ সমাধা হয়েছে এবং সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ

অনুচ্ছেদ : দুর্বল লোকদের মুযদালিফা থেকে রাত্রেই যাত্রা ত্বরান্বিত করা।

৮৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَقَلٍ مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ. قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ.

৮৯৩. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাল-সামানবাহী দলের সাথে রাত্রেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আসমা ও ফযল (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

৮৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعْفَةُ
 مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَلِيلٍ، يَصِيرُونَ إِلَى مَنَى . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِ
 النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ لَا يَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
 فِي أَنْ يَرْمُوا بَلِيلٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ لَا يَرْمُونَ وَهُوَ
 قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعَثَنِي
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَقَلِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .
 وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَأً . أَخْطَأَ
 فِيهِ مُشَاشٌ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ هَذَا
 الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
 وَمُشَاشٌ بَصْرِيُّ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ .

৮৯৪ . আবু কুরায়ব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বলদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা রমী (কংকর নিক্ষেপ) করবে না।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে মিনায় রাতে রওয়ানা করাতে কোন দোষ আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছটির উপর ভিত্তি করে বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত রমী করবে না। তবে কতিপয় আলিম রাতেও রমী করার অবকাশ দিয়েছেন। এ হলো ইমাম ছাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রাতেই মাল-সামানবাহীদের সাথে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন”-মর্মের ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সহীহ। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। শু’ বা (র.) এই হাদীছটিকে মুশাশ-আতা- ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এটির সনদ ভুল। এতে রাবী মুশাশ ভুল করেছেন। তিনি সনদে ফযল ইবন আব্বাস

(রা.)-এর নাম অতিরিক্ত করেছেন। ইব্ন জুরায়য প্রমুখ এই হাদীছটিকে আতা- ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمَى يَوْمِ النَّحْرِ ضَحَى

অনুচ্ছেদ : (১০ই যিল হজ্জ) চাশতের সময় রমী করা।

৪৯৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى .
وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزُّوَالِ .

৮৯৫. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সংস্কৃত} ^{আলাহুতি} ^{৩রা সারার} 'ইয়াওমুন নাহরে' (১০ই যিল হজ্জ) চাশতের সময় রমী করেছেন। এর পরবর্তী দিনগুলোতে মধ্যাহ্নের পর রমী করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা ইয়াওমুন নাহরের পরবর্তী দিনসমূহে মধ্যাহ্নের পর ছাড়া রমী করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওয়ানা হওয়া।

৪৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .
قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْتَظِرُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَفِيضُونَ .

৮৯৬. কুতাবুল মুজিব ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমরা সিল্লী সাহাবাদের পূর্বেই মুয়াদলিফা (উকযফাত) শিখলাম। তখন ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাদের মুখের উপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত একদম নীরব থাকতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আমি তাই করেছিলাম।

ইমাম আবু হান্না (রাঃ) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে, তিনি হাসান-মুহাম্মদ, জাহিলী-যুগের লোকের পুত্রের মতো মজল্লা করত থাকত। এজন্যই তিনি মুখের উপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত একদম নীরব থাকতেন।

৮৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَكُونُ لِيَوْمٍ أَشَقُّ مِنْ يَوْمِ النَّارِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ

إِسْحَاقُ ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَكُونُ لِيَوْمٍ أَشَقُّ مِنْ يَوْمِ النَّارِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ الْفُجَاءَ يُنْفَخُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ الْفُجَاءُ الَّذِي تَطْلُعُ

الشَّمْسُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَا يَكُونُ لِيَوْمٍ أَشَقُّ مِنْ يَوْمِ النَّارِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ

فَأَفَاضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ طُلُوعَ الشَّمْسِ

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮৯৭. মুহাম্মদ ইবন সায়িদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমরা সিল্লী সাহাবাদের পূর্বেই মুয়াদলিফা (উকযফাত) শিখলাম। তখন ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাদের মুখের উপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত একদম নীরব থাকতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আমি তাই করেছিলাম।

ইমাম আবু হান্না (রাঃ) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে, তিনি হাসান-মুহাম্মদ, জাহিলী-যুগের লোকের পুত্রের মতো মজল্লা করত থাকত। এজন্যই তিনি মুখের উপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত একদম নীরব থাকতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِمِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ

অনুবাদ: এ তালিকা চক্কর পড়ে বসে করা হবে।

৮৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَكُونُ لِيَوْمٍ أَشَقُّ مِنْ يَوْمِ النَّارِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ

جُرَيْجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْحِمَارَ

بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، قَالَ وَفِي السَّابِقِ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ الْأَحْوَصِ

عَنْ أُمِّهِ (وَهِيَ أُمُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ) وَبِهِ عِبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مَسَّاسٍ وَعَبْدُ

الرَّحْمَنِ ابْنُ عَدَمَانَ السَّمُوسِيُّ وَبِهِ الرَّحْمَنُ بْنُ مَعْقِلٍ

وَبِهِ الرَّحْمَنُ بْنُ مَعْقِلٍ وَبِهِ الرَّحْمَنُ بْنُ مَعْقِلٍ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ نَكُونَ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ .

৮৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ছোট কঙ্কর দিয়ে রমী করতে দেখেছি। এই বিষয়ে সুলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস আর মাতা উম্মু জুন্দুব আল-আযদিয়া থেকে এবং ইব্ন আব্বাস, ফযল ইব্ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্ন উছমান তায়মী ও আবদুর রহমান ইব্ন মুআয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, রমী করার পাথর হবে ক্ষুদ্র আকৃতির।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ : যাওয়াল বা মধ্যাহ্নের পর রমী করা।

٨٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৮৯৯. আহমাদ ইব্ন আব্বাস আয-যাব্বী আল-বাসরী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যাহ্নের পর রমী জিমার (কঙ্কর নিক্ষেপ) করতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

অনুচ্ছেদ : আরোহী এবং হাঁটা অবস্থায় রমী করা।

٩٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ . أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقُدَّامَةَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
 بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
 ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجِمَارِ . وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ
 عِنْدَنَا أَنَّهُ رَكِبَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيُقْتَدَى بِهِ فِي فِعْلِهِ . وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ
 مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৯০০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইয়াওমুন নাহরে আরোহী অবস্থায় রমী জামরা করেছেন। এই বিষয়ে জাবির, কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ, উম্মু সুলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আল-আহওয়াস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। কতক আলিম হেঁটে রমী করা পছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রমী জামরা করতে হেঁটে গিয়েছেন। আমাদের কাছে এই হাদীছটির তাৎপর্য হলো। নবী ﷺ এর আমলসমূহ অনুসরণের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত তিনি কোন কোন সময় আরোহী অবস্থায় আমল করেছেন। উভয় ধরনের হাদীছই আলিমগণের নিকট গ্রহণীয়।

৯.১. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا
 وَرَاجِعًا . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
 عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرْكَبُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَمْشِي فِي الْأَيَّامِ
 الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي فِعْلِهِ
 لِأَنَّهُ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمِي
 الْجِمَارَ . وَلَا يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ إِلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

৯০১. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রমী জামরা-এর সময় হেঁটে যেতেন এবং হেঁটে ফিরতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে মারফু না করে উবায়দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইয়াওমুন নাহরে সওয়ার হয়ে এবং তৎপরবর্তী বাকী দিনগুলোতে হেঁটে রমী করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, যারা এই কথা বলেছেন তারা মূলতঃ নবী ﷺ-এর আমলের অনুসরণার্থে তা বলেছেন। কেননা, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াওমুন নাহরে রমী জামরা করতে যাওয়ার সময় সওয়ারী অবস্থায় গিয়েছেন। আর ইয়াওমুন নাহরে জামরা আকাবাতেই রমি করা হয়ে থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تَرْمِي الْجِمَارَ

অনুচ্ছেদ : কিভাবে রমী জামরা করা হবে।

৯.২. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ . قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ . يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ! مِنْ هُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

৯০২. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.).....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) যখন জামরা আকাবায় এলেন তখন উপত্যকার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, কিব্লা রুখ হলেন এবং ডান হ্রর বরাবর উঁচু করে রমী জামরা শুরু করলেন। সাতটি কঙ্কর মারলেন এবং প্রতি কঙ্কর মারার সময় আল্লাহু আকবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যে সত্ত্বার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে (নবী ﷺ) সেই সত্ত্বা এখান থেকেই রমী করেছিলেন।

৯.৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَخْتَارُونَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، رَمَى مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِ الْوَادِي .

৯০৩. হুনাদ (র.).....আল-মাসউদী (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে ফযল ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। উপত্যকার মাঝ থেকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা পছন্দনীয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। কতক আলিম এই অবকাশ রেখেছেন যে, উপত্যকার মাঝ থেকে যদি রমী করা সম্ভব না হয় তবে যেখান থেকে সম্ভব হয় সেখান থেকেই রমী করা যাবে।

৯.৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمَى الْجِمَارِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯০৪. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রমী জামরা ও সাফা-মারওয়ার নাদি-এর বিধান রাখা হয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمَى الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ : রমী জামরার সময় লোকদের হাকিয়ে সরিয়ে দেয়া মাকরুহ।

৯.৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَّامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ . لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ . وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ قُدَّامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَهُوَ حَدِيثُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ . وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৯০৫. আহমাদ ইব্ন মনী' (র.).....কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে আমি তার উটনীটিতে সওয়ার হয়ে রমী জামরা করতে দেখেছি। সেখানে কোন মারপিট, কোনরূপ ধাক্কা-ধাক্কি এবং 'সরে যাও' 'সরে যাও' ইত্যাদি কিছু ছিল না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই সূত্রেই হাদীছটি পরিচিত এবং এটি হাসান-সহীহ। রাবী আয়মান ইব্ন নাবিল হাদীছ বিশেষজ্ঞাণের মতে ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ : উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া।

৯.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ

وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَرَوَى
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورَ عَنْ عَشْرَةٍ
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَقَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ
وَجْهِ وَاحِدٍ .

৯০৬. কুতায়বা (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে থেকে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উটও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি। এই বিষয়ে ইব্ন উমার, আবু হুরায়রা, আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী প্রদান জায়েজ মনে করেন। এ হলো [ইমাম আবু হানীফা], সুফিয়ান ছাওরী, শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, গরু সাতজনের পক্ষে এবং উট দশ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। এ হলো ইসহাক (র.)-এর অভিমত ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি কেবল এক সূত্রেই আমরা জানি।

৯.৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَلِيَّاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ . فَحَضَرَ الْأَضْحَى . فَاشْتَرَكْنَا
فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً ، وَفِي الْجَزُورِ عَشْرَةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَهُوَ حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ .

৯০৭. হুসাইন ইব্ন হুরায়ছ প্রমুখ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কুরবানীর ঈদ সমুপস্থিত হলে আমরা গরুতে সাত জন এবং উটে দশ জন করে শরীক হয়েছিলাম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এটি হলো হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ (র.) বর্ণিত হাদীছ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبَدَنِ

অনুচ্ছেদ : হাদী হিসাবে প্রেরিত উটকে ইশআর করা ।

৯.৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ . وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ اسْمُهُ مُسْلِمٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ الْإِشْعَارَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ (حِينَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ) لَا تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي هَذَا فَإِنَّ الْإِشْعَارَ سُنَّةٌ وَقَوْلُهُمْ بِدْعَةٌ . قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مِثْلُهُ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ قَدَرُوْنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مِثْلُهُ .

قَالَ فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ! مَا أَحَقُّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا .

৯০৮. আবু কুরায়ব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যুল হযায়ফা নামক স্থানে হাদীর গলায় পাদুকা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এর ডানপাশে ইশআর করলেন ও রক্ত ছড়িয়ে দিলেন। এই বিষয়ে মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. কুরবানীর উটের কুজোর একপাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা, যেন সকলেই বুঝতে পারে যে, এটি হজ্জের হাদী ও কুরবানীর উট।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাবী আবু হাসান আল-আরাজ-এর নাম হলো মুসলিম। সাহাবী ও অপরাপর অলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন এবং তারা ইশআর-এর বিধান দিয়েছেন। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

ইউসুফ ইব্ন ইসা বলেন যে, ওয়াকী যখন এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন তখন তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, এই বিষয়ে রায় ও কিয়াস পন্থীদের কথার দিকে লক্ষ্য করবে না। কারণ ইশআর হলো সুনাত। তাদের (ইশআর বিরোধী) মতামত হলো বিদআত। আবু সাইবকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকী (র.)-এর কাছে বসা ছিলাম। একজন রায়পন্থী লোককে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশআর করেছেন আর আবু হানীফা বলেন যে তা হলো মুছলা বা অঙ্গ বিকৃতকরণ। ঐ ব্যক্তি বলল, ইব্রাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইশআর হলো মুছলা। আবু সাইব বলেন, আমি দেখলাম ওয়াকী (র.) মারাত্মক ভাবে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর তুমি বলছ ইব্রাহীম বলছেন! তোমাকে কারারুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য। যতক্ষণ না এই বক্তব্য প্রত্যাহার করছ ততক্ষণ যেন তোমাকে সেখান থেকে বের না করা হয়।^১

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

৯. ৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ . وَرَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ قُدَيْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ .

৯০৯. কুতায়বা ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদায়দ নামক স্থান থেকে তাঁর হাদী (হজ্জের কুরবানীর পশু) খরীদ করেছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের বরাত ছাড়া ছাওরীর

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) মূলতঃ ইশআর বিদআত মনে করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জামানায় যে পদ্ধতিতে যে সামান্য আঘাতের দ্বারা ইশআর করা হত তা ছিল সুনাত। কিন্তু পরবর্তীকালে ইশআর করতে গিয়ে যেভাবে মারাত্মক ক্ষয় করা হয় তাকে তিনি বিদআত মনে করতেন। ইমাম সাহেবের মতামতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যর্থতার দরুণই অন্যেরা তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন।

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ
هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرَمُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ تَقْلِيدَ الْغَنَمِ .

৯১১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
এর কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাকিয়ে দিতাম। এই সবগুলোই ছিল বকরি এরপর তিনি
ইহ্রাম বাঁধেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতিপয় সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই
হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা হজ্জের কুরবানীর বকরীর গলায় মালা পরানো বৈধ মনে
করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় তবে কি করা হবে।

৯১২. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخَزَاعِيِّ، صَاحِبِ بَدْنِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبَدَنِ ؟ قَالَ
انْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا . ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَاكُلُوهَا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ذُوَيْبِ أَبِي قَبِيصَةَ الْخَزَاعِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
نَاجِيَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا (فِي
هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ) لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ . وَيُخْلَى بَيْنَهُ
وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
وَقَالُوا إِنَّ أَكْلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بِقَدَرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
إِذَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ شَيْئًا ، فَقَدْ ضَمِنَ الَّذِي أَكَلَ .

৯১২. হারুণ ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.).....নাজিয়া খুযাই (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় এবং এর মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয় তবে আমি কী করব ? তিনি বললেন, এটিকে যবেহ করে পাগুলো তার রক্তে রাঙ্গিয়ে দিবে। এরপর তা মানুষের জন্য রেখে দিবে ফেন তা তারা খেতে পারে। এই বিষয়ে যুওয়াযব আবী কাবীসা আল-খুযাই (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, নাজিয়া বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, পশুটি যদি নফল কুরবানীর হয় তবে সেটি চলতে অক্ষম হয়ে গেলে (যবেহের পর) সেটির গোশত সে নিজে বা তার সঙ্গীরা কেউই খেতে পারবে না। লোকদের জন্য তা ছেড়ে দিবে। যাতে তারা খেতে পারে। আর কুরবানী হিসাবে এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যদি এ থেকে সে কিছু আহার করে থাকে তবে যতটুকু পরিমাণ আহার করেছে ততটুকুর ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

অপর কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি সে নফল কুরবানীর পশু থেকে কিছু আহার করে তবে এটির বিনিময়ে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর উটের উপরে আরোহণ করা।

৯১৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ .
رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ .
فَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيَحْكُ أَوْ وَيَلْكُ . قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .
وغيرهم في رُكُوبِ الْبَدَنَةِ إِذَا احتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرْكَبُ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا .

৯১৩. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার

কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখতে পেয়ে বললেন, এতে তুমি আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এতো কুরবানীর উট, শেষে তিনি তৃতীয় বার বা চতুর্থ বারে তাকে বললেন, আরে আহমক! এতে আরোহণ কর। এই বিষয়ে আলী, আবু হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম প্রয়োজনে কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, একান্ত অনন্যোপায় না হলে কুরবানীর উটে আরোহণ করা যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ : মাথার কোন্ পাশ দিয়ে মুন্ডন শুরু করবে।

৯১৪. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ ابْنِ سَيَرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسْكُهُ ثُمَّ نَاولَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاولَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ أَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৯১৪. আবু আম্মার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ^{সাহাবা ও অনাসি} কঙ্কর মারার পর, পশু কুরবানী করলেন। এরপর তাঁর মাথা মুন্ডনকারীকে ডান পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলেন সে তা মুন্ডন করলো। রাসূলুল্লাহ্ ^{সাহাবা ও অনাসি} এ চুলগুলো আবু তালহা-কে দিয়ে দিলেন। এরপর বাম পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলে তা মুন্ডন করা হলো। তিনি বললেন, এগুলো লোকজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। ইবন আবী উমার (র.).....হিশাম (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

অনুচ্ছেদ : মুন্ডন করা ও চুল ছোট করা।

৯১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أُمِّ الْحُسَيْنِ وَمَارِبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَخْتَارُونَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . وَإِنْ قَصَّرَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزَى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

৯১৫. কুতায়বা (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবীদের একদল মাথা মুন্ডন করেছেন আর কিছু সাহাবী চুল ছোট করে ছোটছেন। ইবন উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রহম করুন মাথা মুন্ডনকারীদের উপর! এ কথাটি তিনি একবার কি দুইবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও। এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, ইবন উম্মিল হুসায়ন, মারিব, আবু সাঈদ, আবু মারযাম, হুবশী ইবন জুনাদা এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করা উত্তম বলে তারা মত ব্যক্ত করেছেন। তবে চুল ছোট করে ছোটলেও তা যথেষ্ট হবে বলে তারা মনে করেন। এ হলো ইমাম ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ।

৯১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجَرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

৯১৬. মুহাম্মদ ইব্ন মূসা জুরাশী বাসরী (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালামাত আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম} মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষেধ করেছেন।

৯১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ خِلَاسٍ نَحْوَهُ .
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ .)

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا . وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِيرَ .

৯১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....খাল্লাস (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে আলী (রা.)-এর উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটিতে ইয্তিরাব রয়েছে। হাম্মাদ ইব্ন সালামা-কাতাদা-আয়েশা (রা.) থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে যে, নবী ^{সালামাত আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম} মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষেধ করেছেন। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা মহিলাদের মাথা মুন্ডনের অনুমতি দেন না। তবে তাদের ক্ষেত্রে (ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য) কিছু চুল ছাটার অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

অনুচ্ছেদ : যবাহের পূর্বে মাথা মুন্ডন বা কঙ্কর মারার পূর্বে যবাহ করে ফেললে।

৯১৮. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَابِرٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَدَّمَ نُسْكَأَ قَبْلَ نُسْكَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .

৯১৮. সাঈদ ইব্ন আবদির রহমান মাখযুমী ও ইব্ন আবী উমার (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, আমি যবাহ করার আগে মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি? তিনি বললেনঃ যবাহ করে ফেল। এতে কোন দোষ নাই। অন্য একজনে জিজ্ঞাসা করল কঙ্কর মারার আগে আমি কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কঙ্কর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নাই। এই বিষয়ে আলী, জাবির, ইব্ন উমার ও উসামা ইব্ন শরীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, হজ্জ পালন করার ক্ষেত্রে কোন আমলকে অন্য আমলের অথেষ্ট করে ফেললে তাকে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৯১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي (ابْنَ زَادَانَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، بِطَيِّبٍ فِيهِ مِسْكٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَّقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ ، إِلَّا النِّسَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ . وَقَدْ

ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

৯১৯. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সংজ্ঞা} ^{আলাইহি} ^ও ^{রা} ^{সালত} থেকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইয়াওমুন্ নাহরে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে মিশ্কে আম্বর মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের অভিমত হলো, ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি যখন ইয়াওমুন্ নাহরে (১০ই যুল হিজ্জা) জামরা আকাবায় কঙ্কর মারবে, যবাহ করবে এবং মাথা মুন্ডন বা চুল ছেটে নিবে তখন থেকেই তার জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে, অবশ্য স্ত্রী সন্তোগ হালাল হবে না। এ হলো, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত (এবং ইমাম আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন।) উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তার জন্য স্ত্রী সন্তোগ এবং সুগন্ধি ছাড়া আর সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। কিছু সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসী কিছু আলিমেরও এই মত।

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জে কখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে।

৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى . فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْحَجَّ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে তাওয়াফে যিয়ারত করা ।

৯২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يُؤَخَّرَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ . وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ . وَوَسَّعَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ وَلَوْ إِلَى آخِرِ أَيَّامٍ مِنْهُ .

৯২২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন আব্বাস ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে আদায় করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের কেউ কেউ রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার অবকাশ দিয়েছেন। কেউ কেউ ইয়াওমুন নাহরে তা করা মুস্তাহাব বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর কেউ কেউ এমনকি মিনা অবস্থানের শেষ দিন পর্যন্ত এটিকে পিছিয়ে আদায় করার অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَزُولِ الْأَبْطَحِ

অনুচ্ছেদ : আবতাহ-এ অবতরণ করা ।

৯২৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ

১. মক্কা ও মীনার মাঝে অবস্থিত একটি স্থান। একে মুহাস্সাব, বুতহা ও খায়ফবানী কিনানাও বলা হয়।

الْعِلْمُ نَزُولُ الْأَبْطَحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا ذَلِكَ وَاجِبًا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ .
 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ
 نَزَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ .

৯২৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} এবং আবু বাকর, উমার ও উছমান (রা.) সকলেই আবতাহে অবতরণ করতেন। এই বিষয়ে আয়েশা, আবু রাফি ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ-গরীব। আবদুর রায্যাক-উবায়দুল্লাহ-ইব্ন উমার (রা.) সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

কোন কোন আলিম আবতাহে অবতরণ করা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন। তবে এটি ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা হজ্জের কোন অঙ্গ নয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর সফরের একটি মানযিল, যেখানে তিনি অবতরণ করেছিলেন।

৯২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ . إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى التَّحْصِيبُ نَزُولُ الْأَبْطَحِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯২৪. ইব্ন আবী উমার (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তাহসীব কোন কিছু নয়। এতো ছিল রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর সফরের একটি মনযিল, যেখানে তিনি অবতরণ করেছিলেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, “তাহসীব” অর্থ হলো আবতাহে অবতরণ করা। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

৯২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا حَبِيبُ
 الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ الْأَبْطَحَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ .

৯২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল আ'লা (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহে অবতরণ করেছিলেন। কারণ, সেখান থেকে (মদীনার উদ্দেশ্য) বের হয়ে যাওয়া তুলনা-মূলক ভাবে সহজ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

ইব্ন আবী উমার (র.)-হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের হজ্জ।

৯২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৯২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ আল-কূফী (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা তার এক শিশুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এরও কি হজ্জ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আর এইজন্য তোমার ছওয়াব হবে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব।

৯২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . يَعْنِي حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ

النَّبِيُّ ﷺ مُرْسَلًا. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ
فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ لَا تُجْزَى عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَكَذَلِكَ
الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا
وَلَا يُجْزَى عَنْهُ مَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ.

৯২৭. কুতায়বা (র.).....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনুল
মুনকাদির (র.) সূত্রে এটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, নাবালেগ শিশু যদি হজ্জ করে তবে বালিগ হওয়ার পর (হজ্জ
ফরয হলে) পুনরায় তাকে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। শিশুকালের হজ্জ তার ইসলাম জনিত ফরয
হজ্জের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে না। এমনিভাবে কোন দাস যদি হজ্জ করে এরপর সে আযাদ হয়
তবে হজ্জের সামর্থ্য হলে পুনরায় তাকে হজ্জ আদায় করতে হবে। দাস অবস্থার হজ্জ তার ফরয হজ্জের
জন্য যথেষ্ট হবে না। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

৯২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَتِّمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৯২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,
আমার পিতা আমাকে নিয়ে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন, আমার বয়স তখন
সাত বৎসর ছিল।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৯২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثِ
بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصَّبْيَانِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ

غَرِيبٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا . بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ .

৯২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-ওয়াসিতী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে যখন হজ্জ করতাম তখন আমরা মহিলাদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করতাম আর শিশুদের পক্ষ থেকে রমী করতাম। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্রটি ছাড়া এটির সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

এই বিষয়ে আলিমগণ একমত যে, মহিলাদের নিজেদের তালবিয়া করতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ তালবিয়া পাঠ করলে তা হবে না। তবে মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ মাকরুহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

৯৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجِّي عَنْهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَبُرَيْدَةَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزْنِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا

عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ؟ فَقَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ
صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ
الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ . يَرَوْنَ أَنْ يُحْجَّ عَنْ الْمَيِّتِ . وَقَالَ
مَالِكٌ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحْجَّ عَنْهُ حُجٌّ عَنْهُ .
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيرًا أَوْ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ
يُحْجَّ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

৯৩০. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খাছআম গোত্রের
জনৈকা মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয কিন্তু তিনি তো অতিশয়
বৃদ্ধ। উটের পিঠে বসার মত সামর্থ্যও তার নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ
করে নাও। এই বিষয়ে আলী, বুয়ায়দা, হুসায়ন ইব্ন আওফ, আবু রাযীন আল-উকায়লী, সাওদা বিনতে
যাম'আ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। ইব্ন আব্বাস
(রা.) থেকে হুসায়ন ইব্ন আউফ, আল মুযানী (র.) নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকে এই বিষয়ে হাদীছটি বর্ণিত আছে।
ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে সিনান ইব্ন আবদিল্লাহ্ আল- জুহানী-তাঁর ফুফু সূত্রেও নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকে এই
বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) বরাতে নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।
আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই রিওয়ায়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন,
এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হল ইব্ন আব্বাস কর্তৃক ফযল ইব্ন আব্বাস সূত্রে নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকে বর্ণিত
রিওয়ায়াতটি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, এ-ও সম্ভব যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) হাদীছটি ফযল
ইব্ন আব্বাস এবং অন্যদের সূত্রে নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকে শুনছেন। পরে মুরসালরূপে এটিকে বর্ণনা করেছেন।
যাঁর থেকে শুনছিলেন (কোন কোন ক্ষেত্রে) তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন,
এই বিষয়ে নবী সাবিতাহ
আলাইহিস
সলাম থেকে একাধিক সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কিরাম ও অপরাপর আলিমগণ

এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) এই মত পোষণ করেন। (ইমাম আবু হানিফা (র.)-এরও মত এই)। তাঁরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে বলে মনে করেন।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত করে যায় তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। কেউ কেউ বলেন, জীবিত ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ হয় এবং এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, হজ্জ করার সমর্থ রাখেনা তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। এ হলো ইমাম ইব্ন মুবারক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

৯২১. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ . قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الْعُمْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ . وَأَبُو رَزِينٍ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ .

৯৩১. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.)...আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ, উমরা পালনে এমন কি যান-বাহনে চলতেও সক্ষম নন। তিনি বললেন, তোমরা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় করে নিবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই হাদীছটিতে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে উমরা সম্পর্কে উল্লেখিত আছে যে, তিনি অন্য জনের পক্ষ থেকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা.)-এর নাম হলো লাকীত ইব্ন আমির।

৯২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا .
 قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৯৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).....বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করে যান নি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে নিব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করে নাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ : উমরা ওয়াজিব কি-না।

৯৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ . وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ . وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِإِسْنَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ . وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى كُلُّهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ .

৯৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সানআনী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এটা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, না, তবে উমরা করবে। তা হলো আফযাল।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এ হলো কোন কোন আলিমের অভিমত। তাঁরা বলেন, উমরা ওয়াজিব নয় এবং এ কথাও বলা হত যে, হজ্জ হলো দুটি। ইয়াওমুন্ নাহরে হলো হাজ্জে আকবার (বড় হজ্জ) আর হাজ্জে আসগার (ছোট হজ্জ) হলো উমরা। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উমরা হলো সুন্নাত (অর্থাৎ সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত অবশ্য করণীয় ইবাদত)। এটি পরিত্যাগের কেউ অবকাশ রেখেছেন বলে আমরা জানি না। এটি নফল বলে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নাই। তিনি আরো বলেন, নবী থেকে এটি নফল বলে যে রিওয়ায়াত আছে তা যঈফ। এই ধরনের রিওয়ায়াত দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এ-ও জেনেছি যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) এটিকে ওয়াজিব মনে করতেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

৯৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّي حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ النَّبِيُّ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي ذَلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْنِي لَبَّاسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَشْهُرِ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْلُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَشْهُرِ الْحَرَمِ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ

৯৩৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৯৩৬. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা ও ইব্ন আবী উমার (র.).....অবদুর রহমান ইব্ন আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আয়েশা (রা.)-কে তানঈম থেকে (ইহ্রাম করে) উমরা করাতে আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকর-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

অনুচ্ছেদ : জি'ইরানা' থেকে উমরা করা।

৯৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا. فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ عَنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ. فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ، خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرْفٍ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ، طَرِيقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرْفٍ. فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَلَا نَعْرِفُ لِمُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَيُقَالُ جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ مَوْصُولٌ.

৯৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....মুহররিশ আল-কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'ইরানা থেকে রাতে উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং রাতেই মক্কা প্রবেশ করেন। উমরা সম্পাদন করে ঐরাতেই ফিরে আসেন। জি'ইরানায় এমন করে তার ভের হয় যে মনে হচ্ছিল তিনি

১. তাইফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

যেন এখানেই রাত্রি যাপন করেছেন। পরবর্তী দিন মধ্যাহ্নের পর বাতনে সারিফে^১ বের হয়ে পড়েন। বাতনে সারিফে মুযদালিফার পথে চলে আসেন। এই কারণে সাধারণভাবে মানুষের কাছে তাঁর এই উমরার খবর অজানা থেকে যায়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাররিশ আল-কা'বী (রা.)-এর বরাতে এটি ছাড়া আর কোন হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ : রজব মাসে উমরা করা।

৯৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ فِي رَجَبٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ (تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ) وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

৯৩৮. আবু কুরায়ব (র.).....উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইবন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মাসে উমরা পালন করেছিলেন? তিনি বললেন, রজব মাসে। উরওয়া বলেন, তখন আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি অর্থাৎ ইবন উমার তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো রজব মাসে কোন উমরা কখনও করেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, হাবীব ইবন আবী ছাবিত কখনও উরওয়া ইবনুয যুযায়র (র.) থেকে কিছু শুনে ননি।

৯৩৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .

১. মক্কা থেকে তিন মাইল দূর একটি স্থান।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৩৯. আহমাদ ইবন মানী (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন। এর মধ্যে একবার করেছেন রজবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ : যুল কা'দায় উমরা করা।

৯৪০. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ (هُوَ السُّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ) عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৯৪০. আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ দাওরী (র.)....বারা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যুল কা'দায় উমরা পালন করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রমযানে উমরা পালন করা।

৯৪১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَوَهْبِ ابْنِ خَنْبَشٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُقَالُ هَرَمُ بْنُ خَنْبَشٍ . قَالَ بَيَانُ وَجَابِرٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ . وَقَالَ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ هَرَمِ بْنِ خَنْبَشٍ . وَوَهْبٌ أَصَحُّ .

وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ
 قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .
 قَالَ إِسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ
 قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৯৪১. নাসর ইব্ন আলী (র.).....উম্মু মা কিল (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে উমরা করা হজ্জের সমতুল্য। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির, আবু হুরায়রা, আনাস ওয়াহব ইব্ন খান্নাশ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, বলা হয় ইনি হলেন হারাম ইব্ন খান্নাশ। বায়ান ও জাবির (র.) তাঁদের সনদে শা'বী ওয়াহব ইব্ন খান্নাশরূপে উল্লেখ করেছেন। দাউদ আওদী তাঁর সনদে শা'বী-হারাম ইব্ন খান্নাশরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওয়াহব-ই হলো অধিকতর সহীহ। এই সূত্রে উম্মু মা'কিল বর্ণিত হাদীছটি হলো হাসান-গারীব। আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রামাযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

ইসহাক বলেন এ হাদীছের মর্ম হলো সূরা ইখলাস সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছটির মর্মের অনুরূপ। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ. তিলাওয়াত করল সে যেন কুরআন মাজীদেব এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهْلُ بِالْحَجِّ فَيُكْسِرُ أَوْ يَعْرِجُ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায়।

٩٤٢. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ
 الصُّوَّافُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ
 عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ وَعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ
 أُخْرَى . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَا صَدَقَ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ
 بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ .

قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، نَحْوُ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . هَذَا الْحَدِيثُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافِ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ أَصَحُّ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৯৪২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....ইকরামা (র.) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন আমর (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, (ইহরামের পর) কারো যদি কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায় তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে আরেকবার হজ্জ আদায় করতে হবে। ইকরামা বলেন, আমি আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন। ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....হাজ্জাজ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে হাজ্জাজ (রা.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি।

আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ (র.) থেকেও এই হাদীছটির অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মা'মার ও মুআবিয়া ইব্ন সাল্লাম (র.) এই হাদীছটি ইয়াহু ইয়া ইব্ন আবী কাছীর ইকরামা আবদুল্লাহ ইব্ন রাফি হাজ্জাজ ইব্ন আমর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ তাঁর সনদে আবদুল্লাহ ইব্ন রাফি (র.)-এর উল্লেখ করেন নি। যা হোক হাজ্জাজ (র.) হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে একজন হাফিজ, ছিকা ও আস্তাভাজন বিশ্বস্ত রাবী। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটির ক্ষেত্রে মা'মার ও মুআবিয়া ইব্ন সাল্লাম (র.)-এর রিওয়ায়াতটি হলো অধিক সহীহ।

আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.)...হাজ্জাজ ইব্ন আমর (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জে শর্ত আরোপ করা ।

৯৬৩. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ . أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ مَحَلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَرَوْنَ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ . وَيَقُولُونَ إِنْ اشْتَرِطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عَذْرٌ ، فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ . وَقَالُوا إِنْ اشْتَرِطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ . وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطَ .

৯৪৩. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যুবাআ বিনত যুবাযর (রা.) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি হজ্জ করতে ইচ্ছা রাখি। এই ক্ষেত্রে আমি কি কোন শর্ত করতে পারি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। যুবাআ বললেন, কিভাবে বলব ? তিনি বললেন, বলবে লাভস্বায়কা আল্লাহুমা লাভস্বায়ক হে আল্লাহ যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবে সেখানেই আমি হালাল হব। এই বিষয়ে জাবির, আসমা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। এতদনুসারে কতক আলিম আমল করেছেন। হজ্জের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্তারোপ করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, এইরূপ শর্ত করার পর যদি সে বাঁধার সম্মুখীন হয় অথবা মা'যূর হয়ে পড়ে তবে সে হালাল হয়ে যেতে পারবে এবং ইহরাম ছেড়ে দিতে পারবে। এ হলো ইমাম শফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন অলিম হজ্জের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা যায় বলে মনে করেন না। তারা বলেন, যদি শর্ত করে তবুও সে ইহ্রাম ছেড়ে দিতে পারবেনা। এমতাবস্থায় তাকে কোন কিছু শর্তারোপ না করা ব্যক্তির মতই মনে করা হবে।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

৯৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ ؟ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৪৪. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জে কোনরূপ শর্তারোপ করা অস্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন, তোমাদের নবীজীর সুনাত কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ?

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে।

৯৪৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامٍ مِنْهُ . فَقَالَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ ؟ فَالَوْ إِنَّمَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا ، إِذَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

৯৪৫. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, (উম্মুল মু'মিনীন) সাফিয়া বিনত হুওয়াইয়ের মিনা অবস্থানের দিনগুলিতে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, এ আমাদের আটকে ফেলবে নাকি? অন্যরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন, তা হলে আর আটকানোর বিষয় নেই। এই বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে যে, কোন মহিলা যদি তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নেয় এরপর তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তবে সে চলে আসতে পারে। এতে তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। এ হলো ইমাম ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ)।

৯৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحَيْضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৯৪৬. আবু আম্মার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয়। তবে ঋতুবতী মহিলা হলে ভিন্ন কথা। কারন, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} চলে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضَى الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কি কি আমল করতে পারবে ?

৯৪৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِي

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو عِيسَى الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، مَا خَلَا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا .

৯৪৭. আলী ইবন হজ্জর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমার ঋতুস্রাব শুরু হলে নবী ﷺ আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব আমল পূরা করে যেতে নির্দেশ দেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন যে, ঋতুবতী মহিলা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব আমল পূরা করবে। আয়েশা (রা.) থেকে এই হাদীছটি এই সূত্র ছাড়াও বর্ণিত আছে।

৯৪৮. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أَنَّ النَّفْسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৯৪৮. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে মারফু রূপে বর্ণনা করেন যে, হায়েয ও নেফাসবতী মহিলারা গোসল করে ইহ্রাম বাধবে এবং হজ্জের সব আমল পূরা করবে। কিন্তু পাক না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি এতদসূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : যে কেউ হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট হয়।

৯৪৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ

بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْأَمْغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّلْمَانِيِّ
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ . سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ
تُخْبِرْنَا بِهِ ؟ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ مِثْلَ هَذَا وَقَدْ خُولِفَ الْحَجَّاجُ
فِي بَعْضِ هَذَا الْإِسْنَادِ .

৯৪৯. নাসর ইব্ন আবদির রহমান আল-কুফী (র.).....হারিছ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন আওস (রা.)
থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ এই ঘরের হজ্জ বা
উমরা করবে তার শেষ আমল যেন এই বায়তুল্লাহ্ সঞ্চিত হয়। উমর (রা.) তখন তাকে (হারিছ ইব্ন
আবদিল্লাহ্কে) বললেন, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তুমি এই বিষয়টি শুনেছ
অথচ আজো আমাদেরকে তা জানাও নি ! এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হারিছ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন আওস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব।
হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত (র.) থেকেও একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, এই সনদের কিছু অংশে
হাজ্জাজের বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا

অনুচ্ছেদ : কিরান হজ্জ পালনকারী এক তাওয়াফই করবে।

৯৫. حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا
وَاحِدًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعَتَيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

৯৫০. ইবন আবী উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরান রূপে হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করেন এবং উভয়ের জন্য একই তাওয়াফ করেন। এই বিষয়ে ইবন উমার ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কিছু সংখ্যক ছাহাবী ও অন্যান্য আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কিরান পালনকারী একটি তাওয়াফই করবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (রা.)-এর অভিমত। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী ও আলিম বলেন, কিরানকারীকে দুটি তাওয়াফ ও দুটি সাঈ করতে হবে (একটি হজ্জের আর একটি উমরার)। এ হলো ইমাম (আবু হানীফা) ছাওরী ও কৃফাবাসী আলিমদের অভিমত।

৯৫১. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعَى وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

৯৫১. খাল্লাদ ইবন আসলাম আল-বাগদাদী (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম করবে তার জন্য এতদুভয়ের এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে এবং উভয় থেকে একই সঙ্গে সে হালাল হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ-গারীব। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র.) থেকে একাধিক রাবী এটি রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু তারা এটিকে মারফুর্কপে উল্লেখ করেন নি। আর তা-ই হলো অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ : মিনা থেকে ফিরার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন।

৯৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ (يَعْنِي مَرْفُوعًا) قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا .

৯৫২. আহমাদ ইবন মানী' (র.).....অলা ইবনু'ল হযরামী (রা.) থেকে মারফুর্কপে বর্ণিত আছে।

তিনি বলেন, হজ্জ সম্পাদনের পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এই সনদে অন্যভাবেও এটি মারফুর্কপে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করে ফিরার সময়ের দু'আ।

৯৫৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدَفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرْفًا . كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَيْبُون ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَائِحُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ

عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . وَفِي الثَّبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৫৩. আলী ইব্ন হজ্জর (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কোন গায়ওয়া, বা হজ্জ বা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যখনই কোন টিলা বা উঁচু স্থানে উঠতেন তিনবার “অল্লাহু আক্বার” বলে এই দু আ পাঠ করতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
 أَيُّبُونُ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَائِحُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ
 عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

“কোন ইলাহ নাই আল্লাহু ছাড়া, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই সকল সাম্রাজ্য, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি সব বিষয়ের উপর শক্তিশালী। আমরা ফিরছি, আমরা তওবাকারী, আমরা ইবাদত পালনকারী, আমাদের প্রেমাপ্পদ আল্লাহর পথে ঘুরি, আমরা আমাদের প্রভুরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর ওয়া‘দা, সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে, পরাজিত করেছেন সকল বিরুদ্ধবাদী দলকে একাই।” এই বিষয়ে বারা , আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَحْرَمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ

অনুচ্ছেদ : ইহরামরত অবস্থায় যদি ইহরামকারী মৃত্যুবরণ করে।

৯৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ .
 فَرَأَى رَجُلًا قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَّصَ ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ . وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ،
 فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهْلُ أَوْ يُلَبِّي . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ

التَّوْرِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا
يُصْنَعُ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ .

৯৫৪. ইবন আবী উমার (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি স্বীয় উট থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা যায়। সে ছিল ইহ্রাম অবস্থায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও এবং তার (ইহ্রামের) এই দুই কাপড়েই তাকে কাফন পরাও। তার মাথা ঢাকবে না। সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য।

কিছুসংখ্যক আলিম বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে তার ইহ্রাম শেষ হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় যার ইহ্রাম নেই তার সঙ্গে যেকোনো পূজা হয় এই ব্যক্তির সঙ্গেও তদূপ করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبْرِ

অনুচ্ছেদঃ ইহ্রামরত ব্যক্তির চক্ষু রোগ হলে তাতে ঔষধ হিসাবে সাবির বৃক্ষের রস ব্যবহার করা।
৯৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ . فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَاءٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ .

৯৫৫. ইবন আবী উমার (র.)....নুবায়হ ইবন ওয়াহব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন মা' মার (র.)-এর চক্ষু রোগ হয়। তিনি ছিলেন মুহরিম, এই বিষয়ে আবান ইবন উছমান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এতে সাবির বৃক্ষের রস লাগিয়ে দাও। আমি উছমান ইবন আফফান

(রা.) - কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন এতে সাবির-এর রস লাগিয়ে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। ঔষধে সুগন্ধি জাতীয় কিছু না থাকলে মুহরিমের জন্য তা ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرَمِ يَخْلُقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ন করে ফেললে তার উপর কি বর্তাবে।

৯৫৬ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السُّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّبَهُ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرِ وَالْقَمْلُ يَتَهَاوَتْ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَتَوْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اخْلُقْ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صَمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَنْسُكَ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ أَذْبَحَ شَاةً .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ لَبَسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ ، أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِمِثْلِ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৫৬. ইবন আবী উমার (র.).....কা'ব ইবন উজ্জরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা প্রবেশের পূর্বে হুদায়বিয়া অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, কা'ব ছিলেন ইহরামরত। এই সময় তিনি ডেকচির নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, তার চেহারা উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

এই পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? কাঁব বললেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তাহলে মাথা মুন্ডন করে ফেল। আর ছয়জন মিসকীনকে এক “ফারাক” খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দাও। তিন সা’-তে হয় এক ফারাক। অথবা তিন দিন সিয়াম পালন কর বা একটি জানোয়ার কুরবানী কর। ইব্ন আবী নাজীহ (র.) বর্ণনা করেন, অথবা একটি বকরী যবাহ করে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাহাবায়ে কিরাম ও অপরাপর আলিম-গণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, মুহর্রিম ব্যক্তি যদি মাথা মুন্ডন করে ফেলে বা ইহরামে যে ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নয় সে ধরণের কাপড় যদি কেউ পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে এই রিওয়াযাতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তার উপর কাফফারা বর্তাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدْعُوا يَوْمًا

অনুচ্ছেদ : রাখালদের জন্য একদিন রমী করে অপর দিনের রমী পরিত্যাগের অবকাশ প্রদান।

৯০৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدْعُوا يَوْمًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدْعُوا يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

৯৫৭. ইব্ন আবী উমার (র.).....আদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ^{সাহাবায়ে কিরাম ও অপরাপর আলিম-গণের} রাখালদের জন্য একদিন রমী করতে এবং আরেকদিন রমী ছাড়তে অবকাশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উয়ায়না এইরূপই বর্ণনা করেছেন। আর মালিক ইব্ন আনাস (র.) এটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বাকর - আসিম ইব্ন আদী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক (র.)-এর রিওয়াযাতটি অধিকতর সহীহ।

আলিমদের একদল রাখালদের জন্য একদিন রমী করার এবং অন্যদিন তা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রেখেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

৯৫৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ يَجْمَعُوهُمْ يَوْمَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا . قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا (ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ .)

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

৯৫৮. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....আসিম ইব্ন আদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উট রাখালদের ক্ষেত্রে মিনায় রাত্রি যাপন না করার এবং ইয়াওমুন্ নাহরে রমী করে পরবর্তী দুই দিনের রমী কোন একদিন একত্রে করার অবকাশ দিয়েছেন। মালিক (র.) বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বাকর তার রিওয়াযাতে বলেছিলেন, দুই দিনের প্রথম দিন একত্রে রমী করবে এরপর মিনা থেকে যাত্রার শেষ দিন রমী করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। ইব্ন উয়ায়না-আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বাকর সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি অপেক্ষা এটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

৯৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْبَغِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمِ أَهَلَّتْ؟ قَالَ أَهَلَّتْ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَنْ مَعِيَ هَدِيًّا لَأَحَلَّتْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৯৫৯. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস্সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা.) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেন, কিভাবে ইহ্রাম করেছ? আলী (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইহ্রাম করেছেন আমিও সেই ইহ্রাম করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সঙ্গে হাদী না থাকলে আমি (উমরা করে) হালাল হয়ে যেতাম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সনদে হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ - এর দিন সম্পর্কে।

৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ . عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ .

৯৬০. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস্সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে হজ্জে আকবার কোন দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এটি হলো ইয়াওমুন্ নাহর।

৯৬১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا ، أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، مَرْفُوعًا . هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا .

৯৬১. ইব্ন আবী উমার (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হজ্জে আকবারের দিন

হলো ইয়াওমুন্ নাহর, অবশ্য তিনি ইহা মারফুর্কপে বর্ণনা করেন নি। এই হাদীছটি প্রথম হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। ইব্ন উয়ায়না (র.)-এর মওকুফরুপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর মারফুর্কপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (৯৬০নং) থেকে অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, একাধিক হাফিজুল হাদীছ রাবী এই রিওয়ায়াতটিকে আবু ইসহাক-হারিছ-আলী (রা.) সূত্রে মওকুফরুপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلامِ الرُّكْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা।

৯৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . عَنْ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَزَاحِمُ عَلَيْهِ . فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْتُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ مَسَحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنْ أَبِيهِ .)

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৬২. কুতায়বা (র.).....উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা.) চাপাচাপি করে হলেও হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী বায়তুল্লাহর এই দুই রুকনে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বললাম, আপনি এ দুটি রুকনে ভীড়ে চাপাচাপি করে হলেও গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু অন্য কোন

সাহাবীকে তো এমন চাপাচাপি করে সেখানে যেতে দেখি না। তিনি বললেন, যদি আমি এরূপ চাপাচাপি-ধাক্কাধাক্কি করি তাতে দোষ কি? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, এ দুটো রুকুন স্পর্শ করণে গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথ ভাবে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার মত ছওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, তাওয়াফ করতে গিয়ে এমন কোন কদম সে রাখেনা বা তা উঠায়না যদ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ না হয় এবং একটি নেকী লেখা না হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) আতা ইব্নুস সাইব-ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে উমায়র (র.)-এর উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে কথাবার্তা বলার বিষয়ে।

৯৬৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ . إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا . وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنَ الْعِلْمِ .

৯৬৩. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা সালাত আদায় করার মতই। তবে সালাতে তোমরা কথা বলতে পার না কিন্তু এতে কথা বলতে পার। সুতরাং এ সময় ভাল কথা ছাড়া কিছু বলবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন তাউস প্রমুখ থেকে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে এটি মাওকুফরূপে বর্ণিত আছে। আতা ইব্ন সাইব ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি মারফূরূপে রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। বিশেষ কোন প্রয়োজন, আল্লাহর

যিকর ও ইলম অর্জনমূলক কথা ছাড়া তাওয়াফের সময় অন্য কোন ধরনের কথা না বলা মুস্তাহাব বলে তারা মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ।

৯৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ حُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৬৪. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম, এটি কিয়ামতের দিন এভাবে উত্থিত হবে যে, এর দুটি চোখ থাকবে যদ্বারা সে দেখবে। একটি যবান হবে যদ্বারা সে কথা বলবে। সত্য হৃদয়ে যে ব্যক্তি এর ইস্তিলাম করে এ তার সম্পর্কে আল্লাহর কাছে স্বাক্ষ্য দিবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

৯৬৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدِ السَّبْخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ . قَالَ أَبُو عِيسَى الْمُقَتَّتُ الْمُطَيَّبُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدِ السَّبْخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدِ السَّبْخِيِّ وَرَوَى عَنْهُ النَّاسُ .

৯৬৫. হান্নাদ (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম অবস্থায় তেল ব্যবহার করতেন তবে তা সুগন্ধি হতো না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছোক্ত **مُقْتَت** অর্থ সুগন্ধযুক্ত জিনিষ। এই হাদীছটি গারীব। ফারকাদ আস-সাবাখী সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) এই ফারকাদ আস-সাবাখী -এর সমালোচনা করেছেন। তার বরাতে অবশ্য লোকেরা রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছে।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

৯৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ . وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৯৬৬. আবু কুরায়ব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যমযমের পানি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -ও তা বহন করে আনতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

৯৬৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ بِمِنَى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ ؟ قَالَ بِالْأَبْطَحِ . ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . يُسْتَفْرَبُ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَقَ
بْنِ يُونُسَ الْأَزْرَقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ .

৯৬৭. আহমাদ ইবন মানী' ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়াযীর আল-ওয়াসিতী (র.)..... আবদুল আযীয ইবন রাফী' (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইয়াওমুত-তারবিয়া (৮ই যিল হাজ্জ)-এ যুহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন ? এই সম্পর্কে আপনি যা জানেন আমাকে তা বলেন তো। তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম ইয়াওমুন নাফর অর্থাৎ ১৩ই যিল হাজ্জ আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন ? তিনি বললেন, অবতাহ ^১-এ। এরপর বললেন, তোমার আমীররা যা করবে তুমিও সেই ভাবে এই কাজগুলো করো।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইসহাক আল-আযরাক ছাওরী (র.) সূত্রে এই রিওয়াযাতটিকে গারীব ^২ বলে মনে করা হয়।

১. মক্কা ও মিনার সাথে অবস্থিত বাতহা উপত্যকা। একে মুহাস্সাব ও মুআরবাসও বলা হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ ইসহাক আল-আযরাক এটি রিওয়াযাত করার ক্ষেত্রে একা।

ابواب الجنائز কাফন—দাফন অধ্যায়

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

কাফন-দাফন অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ : রোগ ভোগের ছাওয়াব ।

৯৬৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِي مُوسَى .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৬৮. হান্নাদ (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন মু'মিন যদি একটি কাঁটা বা এর চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুতে আক্রান্ত হয় তবে আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে তার একটি দরজা বাড়িয়ে দেন ও একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন । এই বিষয়ে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবু সাঈদ, অনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আসাদ ইব্ন কুরয, জাবির, আবদুর রহমান ইব্ন আযহার ও আবু মুসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে ।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ ।

৯৬৯. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ شَيْءٍ يُحْسِبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّىٰ أَلْهَمُ يَهُمَّهُ، إِلَّا يُكْفِرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ لَمْ يَسْمَعْ فِي الْهَمِّ أَنَّهُ يَكُونُ كَفَّارَةً إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৬৯. সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও রোগ যা কিছুই একজন মু'মিনের হোক না কেন এমন কি কোন দুশ্চিন্তাও তাকে আক্রমণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছ হাসান। তিনি বলেন, আমি জারুদ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ওয়াকী থেকে শুনেছেন তিনি বলেছে, দুঃশ্চিন্তাও যে গুনাহর জন্য কাফ্ফারা হয় এই বিষয়ে এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত তিনি শুনে ননি। কেউ কেউ এই রিওয়ায়াতকে আতা ইব্ন ইয়াসার আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ : রোগীর খোজ-খবর নেওয়া।

৯৭. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الْمُسْلِمُ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي مُوسَى وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى أَبُو غِفَارٍ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ فَهُوَ أَصَحُّ .
 قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَادِيثُ أَبِي قِلَابَةَ إِنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فَهُوَ عِنْدِي عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ .

৯৭০. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র.).....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলিম তার কোন রোগী মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে ততক্ষণ যেন জান্নাতের খুরমা বাগানে অবস্থান করে। এই বিষয়ে আলী, আবু মূসা, বারা, আবু হুরায়রা, আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ছাওবান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আবু গিফার ও আঈম আল-আহওয়াল (র.) এই হাদীছ আবু কিলাবা-আবুল আশআছ-আবু আসমা-ছাওবান সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীছ যারা আবুল আশআছ আবু আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদের সনদটি অধিকতর সাহীহ। মুহাম্মদ বুখারী (র.) আরো বলেন, এই হাদীছ ছাড়া আবু কিলাবা-এর রিওয়ায়াতটি সাধারণতঃ আবু আসমা (র.) থেকেই বর্ণিত। কিন্তু এই হাদীছটি আমার কাছে আবুল আশআছ (র.)-এর মাধ্যমে আবু আসমা থেকে এসেছে।

٩٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَزَادَ فِيهِ قِيلَ مَا خُرِفَتْ الْجَنَّةُ ؟ قَالَ جَنَاهَا . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৯৭১. মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াযীর ওয়াসিতি (র.).....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত

আছে। তবে এতে আরো আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, খুরফাতুল জান্নাত কি? তিনি বললেন, এ হলো জান্নাতের কুড়ানো ফল। আহমাদ ইব্ন আবদা আয-যাব্বী (র.)....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে খালিদ (র.)-এর রিওয়ায়াত (৯৬৯ নং)-এর অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সনদে আবুল-আশআছ-এর উল্লেখ নাই। কেউ কেউ এই হাদীছকে হান্নাদ ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মারফু'রূপে উল্লেখ করেন নি।

৯৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثَوِيرٍ (هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخْتَةَ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي قَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ . فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى ! أَمْ زَائِرًا ؟ فَقَالَ لَا بَلْ عَائِدًا . فَقَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً ، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ . وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ . مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ . وَأَبُو فَاخْتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عَلَاقَةَ .

৯৭২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)....ছুওয়ার তৎপিতা আবু ফাখতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে চল, হুসায়ন অসুস্থ, তাকে দেখে আসি। আমরা গিয়ে তাঁর কাছে আবু মূসা (রা.)-কেও পেলাম, আলী (রা.) বললেন, আবু মূসা, রোগী-দর্শনের উদ্দেশ্যে এসেছিলে না এমনি বেড়াতে এসেছ? তিনি বললেন, না, রোগী দেখার নিয়্যতে এসেছি। আলী (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্তা দু'আ করেন। আর যদি সন্ধ্যার সময় কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় তবে তার জন্য ভের পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা দু'আ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব ও হাসান। আলী (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। এর মধ্যে কেউ কেউ তো এটিকে মারফু না করে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। রাবী আবু ফাখেতা-এর নাম হলো সাঈদ ইবন ইলাকা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّيِ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

৯৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى فِي بَطْنِهِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ لَقِيْتُ . لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا . وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا ، أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلِيَقْلَ اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৭৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....হারিছা ইবন মুযাররিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি খাব্বাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম তাঁর পেটে তখন (আগুন দিয়ে) দাগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, জানিনা, নবী ﷺ -এর কোন সাহাবী এত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা যত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন আমি হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একটি দিরহামও সংগ্রহ করতে

পারতাম না আর এখন আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দিরহাম পড়ে আছে। (আমার মগযে এত কষ্ট হচ্ছে যে) রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যদি মৃত্যু কামনা করতে আমাদেরকে নিষেধ না করতেন তবে অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন খাব্বাব বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন দুঃখ-কষ্ট আপতিত হওয়ার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, হে আল্লাহ জীবন যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে জীবিত রাখ আর মৃত্যু যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান কর।

এটি আলী ইব্ন হুজর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ঝাড়-ফুক করা।

৯৭৪. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ الصُّوْفُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدٍ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ .

৯৭৪. বিশ্র ইব্ন হিলাল আস্ সাওওয়াফ আল-বাসরী (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জিব্রাইল (আ.) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি অসুস্থ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাইল তখন পাঠ করলেন : مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدٍ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ . আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি ঐ সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়। সকল অনিষ্টকর প্রাণী থেকে এবং সকল কুদৃষ্টি থেকে। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আর আল্লাহই আপনাকে শিফা দান করবেন।

৯৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا

কাফন-দাফন অধ্যায়

২৮১

حَمْرَةَ ! اَشْتَكَيْتُ. فَقَالَ اَنْسُ اَفَلَا اُرْقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ اَللّٰهُمَّ ! رَبُّ النَّاسِ ، مَذْهَبَ الْبَاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي . لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَنْسٍ وَعَائِشَةَ . قَالَ اَبُو عِيْسَى حَدِيثُ اَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَأَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ اَصَحُّ اَوْ حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَنْسٍ ؟ قَالَ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنْسٍ .

৯৭৫. কুতায়বা (র.).....আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাবিত আল-বুনানী এবং আমি একদিন আনাস (রা.)-এর কাছে গেলাম। ছাবিত বললেন, হে আবু হামযা, আমি অসুস্থবোধ করছি। আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ^{সংলাভ হওয়া} ^{আল্লাহর রাসূল} যে দু'আ পড়ে ঝাড়তেন আমি কি তোমাকে সেইভাবে ঝেড়ে দিব ? তিনি বললেন, জি, হ্যাঁ। আনাস (রা.) বললেন : اَللّٰهُمَّ ! رَبُّ النَّاسِ : مَذْهَبَ الْبَاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا . হে আল্লাহ, সকল মানুষের রব, ক্রেশ বিতাড়ণকারী, শিফা দিন, আপনিই তো শিফা দানকারী, আপনি ছাড়া তো কেউ শিফা দানকারী নাই। এমনভাবে শিফা দান করুন যে তা যেন কোন রোগকে না ছাড়ে। এই বিষয়ে আনাস ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। তিনি বলেন, আর আমি আবু যুরআ (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আবদুল আযীয-আবু নাযরা-আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি অধিক সহীহ না আবদুল আযীয-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি অধিক সহীহ ?

তিনি বললেন, এই উভয় রিওয়াযাতই সহীহ। আমাকে আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র.) তৎপিতা আবদুল ওয়ারিছ থেকে আনাস (রা.) সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : ওয়াসিয়াত করতে উৎসাহিত করা।

৯৭৬. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ . إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৭৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের যদি কিছু ওয়াসিয়াত করার থাকে তবে সে যেন ওয়াসিয়াত নামা লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত না করে। এই বিষয়ে ইবন আবী আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবনে উমারের হাদীছ হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

অনুচ্ছেদ : এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদের ওয়াসিয়াত করা।

৯৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ ؟ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لَوْلَدِكَ ؟ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ . قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ أَنْاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ . لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَوْصِيَ الرَّجُلُ

بِأَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ . وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ .
 قَالَ سَفِيَّانُ الثَّوْرِيُّ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ الْخُمْسَ دُونَ الرَّبْعِ .
 وَأَنْ رَبُّعَ دُونَ الثُّلُثِ . وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ
 إِلَّا الثُّلُثُ .

৯৭৭. কুতায়বা (র.)....সা'দ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ওয়াসিয়াত করেছ? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, কতটুকু? বললাম, আমার সব মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তোমার সন্তানদের জন্য কি পরিমাণ রেখেছ? বললাম, তারা বেশী ধনী। তিনি বললেন, এক দশমাংশ ওয়াসিয়াত করে যাও। সা'দ বলেন, আমি তা কম মনে করতে লাগলাম, শেষে তিনি বললেন, একতৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করে যাও। একতৃতীয়াংশ তো বিরাট। আবু আবদুর রহমান বলেন, এক-তৃতীয়াংশের কম ওয়াসিয়াত করা আমরা মুস্তাহাব মনে করি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সা'দ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় **كَبِير** শব্দ কোন কোন বর্ণনায় **كَثِير** শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করার অভিমত প্রকাশ করেছেন। একতৃতীয়াংশেরও অধিক ওয়াসিয়াত করা তারা জায়েজ মনে করেন না। বরং এক তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওয়াসিয়াত করা তারা মুস্তাহাব বলে মনে করেন। সুফইয়ান ছাওরী বলেনঃ এক চতুর্থাংশের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ, একতৃতীয়াংশের তুলনায় এক চতুর্থাংশ ওয়াসিয়াত করা পূর্ববর্তী আলিমগণ মুস্তাহাব বলে মনে করতেন। যে ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াসিয়াত করল সে তো আর কিছু ছাড়লই না। এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসিয়াত করা তার জন্য জায়েজ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِيَنِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالِدُعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দু'আ করা।

৯৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عُمَارَةَ
 بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِّنُوا

مَوْتَكُمْ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَمَائِشَةَ وَجَابِرِ وَسُعْدَى الْمُرِّيَّةِ . وَهِيَ امْرَأَةٌ طَلَحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৯৭৮. আবু সালামা ইয়াহুইয়া ইবন খালাফ আল-বাসরী (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মৃত্যুমুখীদের **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** পড়ে শোনাও। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, উম্মু সালামা, আয়েশা, জাবির ও সুদালমুরীয়া-তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব-সহীহ।

৯৭৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ . قَالَ فَقُولِي اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقَبَى حَسَنَةً . قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقِبْنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

শকীক হুও ابن সলমাহ, আবু ওাইল অসদী. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلْقَنَ الْمَرِيضُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْقَنَ وَلَا يَكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا .

رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلْقِنُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا قُلْتَ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ

بِكَلَامٍ . وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادَ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ
كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৯৭৯. হান্নাদ (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে বলেছেন, তোমরা কোন অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির কাছে হাযির হলে তার বিষয়ে তোমরা ভাল বলবে। ফকননা, তোমরা যা বল ফিরিশতাগণ তদ্বিষয়ে আমীন বলে থাকেন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আবু সালামা (রা.)-এর মৃত্যু হলে আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমার স্বামী) আবু সালামা তো ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, তুমি বল, 'হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে এবং তাঁকে মাফ করে দিন এবং তার পরে আমাকে এর চাইতে উত্তম প্রতিদান দিন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তার পরবর্তীতে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাইতে উত্তম ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, শকীক হচ্ছেন ইবনে সালামা আবু ওয়ায়েল আসাদী। ইমাম আবু ইসা (র.) আরো বলেন, উম্মু সালামা বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

রোগীকে ইন্তেকালের সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করা মুস্তাহাব। কতক আলিম বলেন, যদি একবার সে এই কালিমা বলে নেয় তবে পরে অন্য কথা না বললে তাকে পুনরায় তালকীন করা সমীচীন নয় এবং এই বিষয়ে তাকে বার বার চাপ দেওয়া ঠিক নয়। ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করতে থাকে এবং তাঁকে বার বার এই বিষয়ে তাকিদ করতে থাকে। তখন তিনি বললেন, আমি যখন একবার তা বলেছি তখন পরে অন্য কথা না বলা পর্যন্ত তো আমি এই কথাতেই আছি।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.)-এর এই কথার মর্ম হল তাই যা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া।

৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ . وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ

بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৯৮০. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মৃত্যুকাতর অবস্থায় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা ছিল, তিনি সেই পেয়ালাতে তাঁর হাত ঢুকাচ্ছিলেন পরে পানি নিয়ে তাঁর চেহারায়ে তা মুছছিলেন! অনন্তর বলছিলেন, হে আল্লাহ, মৃত্যু কষ্টে ও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘবে আমাকে সাহায্য করুন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব।

৯৮১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
 قَالَ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ ؟
 فَقَالَ هُوَ الْعَلَاءُ بْنُ الْجَلَّاجِ . وَإِنَّمَا عَرَفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৯৮১. হাসান ইবনুস সাব্বাহ আল-বাগদাদী (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যে কষ্ট হতে দেখেছি এরপর কারো মৃত্যুর সময় আসান হতে দেখলে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না।

রাবী বলেন, আমি এই হাদীছ সম্পর্কে আবু যুরআ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিলাম, রাবী আব্দুর রাহমান ইবনুল আলা কে? তিনি বললেন, ইনি হলেন আলা ইবনুল লাজ্জাজ। তাঁকে এইরূপেই আমরা জানি।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

অনুচ্ছেদ : কপালের ঘাম সহ মুমিনের মৃত্যু হয়।

৯৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। কেউ কেউ হাদীছটিকে ছাবিত সূত্রে নবী

থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

অনুবাদ : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রচারণা মাকরুহ।

৯৮৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ ابْنِ خُنَيْسٍ .
 حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ
 بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤَاذِنُوا بِي . إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا فَإِنِّي
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ .
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৮৪. আহমাদ ইবন মানী (র.).....হযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হলে কাউকে এই বিষয়ে ঘোষণা দিবে না। আমার আশংকা হয় তা হলে, এ 'না' 'ঈ' (মৃত্যুর প্রচার) বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি 'না' 'ঈ' থেকে নিষেধ করতে শুনেছি।

হাদীছটি হাসান।

৯৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ وَهَرُونَ الْمُغِيرَةُ
 عَنْ عَنَبَسَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

১. প্রয়োজনের বাইরে মৃত্যুর খবর ফলাও করা পছন্দনীয় নয়। তবে আত্মীয়-স্বজন বা মৃত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জনদেরকে খবর জানান দোষণীয় নয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনুমোদন পাওয়া যায়।

৯৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা 'না'ঈ' থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, 'না'ঈ' হলো জাহেলী কাভ। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, 'না'ঈ' অর্থ হলো মৃত্যুর খবর ফলাও করে ঘোষণা করা।

এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৯৮৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ^{সালাতু ওয়া সালাম} نَحْوَهُ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنَبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مَيِّمُونُ الْأَعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّعْيَ . وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ . وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ .

৯৮৬. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাখযুমী (র.)...আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটিকে মারফু' রূপে বর্ণনা করা হয়নি এবং তাতে ^{সালাতু ওয়া সালাম} এই কথাটিরও উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আন্বাস আবু হামযা (র.)-এর রিওয়ায়াত (৯৮৫নং)-এর তুলনায় এই রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ। আবু হামযা হলেন মায়মুন আল আ'ওয়া র। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি শক্তিশালী ও আস্থাযোগ্য রাবী নন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। কোন কোন আলিম 'না'ঈ' মাকরুহ বলে অভিমত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে 'না'ঈ' হলো লোকেরা যাতে এর জানাযায় শরীক হতে পারে এতদুদ্দেশ্যে লোকদের মাঝে এই বলে ঘোষণা দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। কতক আলিম বলেন, নিকট আত্মীয় স্বজন এবং ভাই-বেরাদরদের মৃত্যুর খবর প্রদানে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর খবর প্রদানে কোন দোষ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

অনুচ্ছেদ : কষ্টের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা ।

৯৮৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৯৮৭. কুতায়বা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, কষ্টের প্রথম অবস্থায়ই ধৈর্যধারণ করতে হয় ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে গারীব ।

৯৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন ধৈর্য হলো কষ্টের প্রথমাবস্থায়ই ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন প্রদান ।

৯৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي . أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ قَالُوا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উছমান ইব্ন মাযউন (রা.)-কে মৃতাবস্থায় চুম্বন করেছিলেন। আর তিনি তখন কাঁদছিলেন। বর্ণনান্তরে, তাঁর চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরছিল।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, আবু বাকর (রা.) নবী ﷺ -কে মৃতাবস্থায় চুম্বন করেছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মূর্দাকে গোসল করান।

৯৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهَيْشَامٌ (فَأَمَّا خَالِدٌ وَهَيْشَامٌ ، فَقَالَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ . وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ تُوَفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ . فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ اذْنِنِي فَلَمَّا فَرَّغْنَا اذْنَاهُ . فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَاهَا بِهِ . قَالَ هُشَيْمٌ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ وَلَا أَذْرِي وَلَعَلَّ هَيْشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ . قَالَ هُشَيْمٌ أَظْنَهُ قَالَ فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْمٌ فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبْدَأَنْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ

مُؤَقَّتٌ . وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ .
 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا مُجْمَلًا ، يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أَنْقَى
 الْمَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَّاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
 يُغَسَّلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا لَا يَقْصِرُ عَنْ ثَلَاثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا
 ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ ، أَجْزَأُ وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ
 النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الْإِنْقَاءِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقَّتْ وَكَذَلِكَ
 قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَتَكُونُ
 الْغَسَلَاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ .

৯৯০. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....উম্মু আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী
 ﷺ-এর জনৈকা কন্যা-র ১ ইন্তিকাল হয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে বেজোড়ভাবে গোসল
 দাও- তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে ততোধিকবারও দিতে পার। বরই পাতা ও পানি
 দিয়ে গোসল দিবে। আর শেষে কিছু কর্পূর এতে দিও। গোসল শেষ হওয়ার পর আমাকে জানিও। অনন্তর
 আমরা তাকে গোসল করিয়ে যখন শেষ করলাম তখন তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি আমাদের দিকে
 একটা ইয়ার ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এটি তার গায়ে লেপটে দাও। হুশায়ম বলেন, এদের (খালিদ,
 মনসুর), ছাড়া অন্যদের হয়ত হিশামও তাদের অন্যতম রিওয়াযাতে আছে যে, উম্মু আতিয়া বলেন, তার
 (নবীজীর মৃত কন্যার) চুলগুলোকে আমরা তিন ভাগে বিন্যস্ত করে দিয়েছিলাম। হুশায়ম বলেন, আমার
 ধারণায় তিনি এ-ও বলেছেন যে, এগুলো পিঠের পিছন দিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। হুশায়ম বলেন, এঁদের
 মধ্যে খালিদ (র.) আমাকে হাফসা ও মুহাম্মাদ উম্মু অতিয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু আতিয়া
 বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, মৃতের ডান পাশ দিয়ে তার উযূর স্থানসমূহ থেকে গোসল শুরু
 করবে। এই বিষয়ে উম্মু সুলায়ম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উম্মু আতিয়া বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে
 আমল করেছেন। ইবরাহীম আন-নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মূর্দাকে গোসল প্রদান
 জানাবতের গোসলের মত। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, মাযিয়াতের গোসলের ক্ষেত্রে আমাদের
 কাছে কোন নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি নেই। বরং মূল কথা হলো তাকে পাক করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মালিক (র.)-এর বক্তব্যটি সুস্পষ্ট নয়। মূর্দাকে গোসল করান হবে এবং তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। নিরেট পানি বা অন্য কোন পানি দ্বারা যদি তাকে পরিকৃত করা হয় তবে গোসলের বিষয়টি যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে আমার নিকট প্রিয় হলো তিন বা ততোধিকবার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করান। কিন্তু তিন থেকে ফেন কম না হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার গোসল করাও। তিনবারের কমেও যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে তা যথেষ্ট হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই বক্তব্যের আসল মর্ম হলো পাক-সাফ করা। তিন বারেই হোক বা পাঁচ বারেই হোক। তিনি এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নির্ধারিত করে দেননি। ফকীহগণও এরূপ কথা বলেছেন, আর তাঁরাই হাদীছের মর্ম সম্পর্কে অধিক অবহিত হয়ে থাকেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, পানি ও বরই পাতা সহযোগে গোসল দিতে হবে এবং শেষ করে এতে কিছু কর্পুর মিশ্রিত করে নিতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মাযিতেৱ জন্য মিশ্ক আশ্বর ব্যবহার করা।

৯৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ . سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيبُ الطَّيِّبُ الْمِسْكَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৯১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সুগন্ধি হল মিশ্ক আশ্বর।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৯৯২. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطِيبُ طَيِّبِكُمْ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمِسْكَ

لِلْمَيِّتِ . قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ أَيْضًا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ ثِقَةٌ . قَالَ يَحْيَى خَلِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ .

৯৯২. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে মিশ্ক আশ্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এ হলো তোমাদের সুগন্ধিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হলো আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিमत। কোন কোন আলিম মূর্দার জন্য মিশ্ক আশ্বর ব্যবহার করা মাকরুহ বলে মনে করেন। আল-মুস্তামির ইবনুর রায়ানও এই হাদীছটি আবু নাযরা - আবু সাঈদ-সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অলী (র.) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেছেন, আল-মুস্তামির ইবনুর রায়ান ছিকা ও নির্ভরযোগ্য এবং খুলায়দ ইব্ন জা ফারও নির্ভরযোগ্য রাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মূর্দাকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা।

৯৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَهُ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ يَغْنَى الْمَيِّتُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغْسَلُ الْمَيِّتُ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا . وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا أَرْجُوا أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقْلُ مَا قِيلَ فِيهِ وَقَالَ إِسْحَقُ لَا بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ .

قَالَ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ
غَسَلَ الْمَيِّتَ .

৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবিশ্ শাওয়ারিব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সহাবাতি} বলেছেন, মায়িতের গোসল দানের পর গোসল করবে আর তাকে বহনের পর উযু করবে। এই বিষয়ে আলী ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। মুর্দাকে গোসল প্রদানকারীর গোসলের বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, যে ব্যক্তি মায়িতকে গোসল করাবে তাকেও পরে গোসল করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, তাকে উযু করতে হবে। মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, মায়িত গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব। একে আমি ওয়াজিব বলে মনে করি না। ইমাম শাফিঈ (র.)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মায়িতকে গোসল দিবে আমি আশা করি তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। আর উযুর বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা-ই ধর্তব্য, ইসহাক (র.) বলেন, উযু অবশ্যই করতে হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মায়িতকে গোসল করানোর কারণে গোসলও করতে হবে না, উযুও করতে হবে না।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

অনুচ্ছেদ : কোন্ ধরণের কাফন মুস্তাহাব।

৯৯৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي
يُسْتَحَبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكْفَنَ فِي ثِيَابِهِ

الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ
يُكْفَنَ فِيهَا ، الْبَيَاضُ . وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكِفَنِ .

৯৯৪. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমরা সাদা রঙ্গের পোষাক পরিধান করবে। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোষাক আর এতে তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিদের কাফন দিও। এই বিষয়ে সামুরা, ইবন উমার ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। আলিমগণও এটি মুস্তাহাব মনে করেন। ইবনুল মুবারক বলেন, যে পোষাক পরে মায়িত সালাত আদায় করত তা দিয়ে তাকে কাফন প্রদান করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সাদা কাপড়ে কাফন প্রদান করা। সুন্দর কাফন দেওয়া মুস্তাহাব।

بَابُ مِنْهُ

অনুরূপ আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٩٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ . وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلِهِ وَلْيُحَسِّنْ أَحَدُكُمْ
كَفَنَ أَخِيهِ قَالَ هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ .

৯৯৫. মুহাম্মাদ ইবন বশ্শার (র.)....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার কোন ভ্রাতার ওলী ও কর্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হয় তবে সে যেন তার ভ্রাতার জন্য সুন্দর কাফনের ব্যবস্থা করে। এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান গারীব। ইবন মুবারক বলেন “সে যেন তার ভ্রাতার জন্য সুন্দর কাফনের ব্যবস্থা করে”-এর মর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাল্লাম ইবন মুতী বলেছেন, এই সৌন্দর্য হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে, উচ্চমূল্যের কাফন হতে হবে সে অর্থে নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : কয়টি কাপড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কাফন দেওয়া হয়েছিল?

৯৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَالَ فَذَكِّرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حَبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أَتَى بِالْبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكْفِنُوهُ فِيهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৯৬. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনটি সাদা ইয়ামানী কাপড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এতে কামীস ও পাগড়ী অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। রাবী বলেন, তখন লোকেরা আইশা (রা.)-কে বলল, অন্যরা বলেন, তাঁকে দু'টো কাপড় এবং একটি লম্বা লম্বা রেখাযুক্ত চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। আয়েশা (রা.) বললেন, একটি চাদর আনা হয়েছিল কিন্তু তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাতে কাফন দেওয়া হয়নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

৯৯৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ حَمْزَةً بَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمْرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُكْفَنُ الرَّجُلُ فِي

ثَلَاثُ أَثْوَابٍ إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ . وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَافٍ
وَيُجْزَى ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ . وَالثَّوْبَانِ يُجْزَيَانِ وَالثَّلَاثَةُ
لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . قَالُوا
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .

৯৯৭. ইব্ন আবু উমার (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-কে কেবল একটি সাদা-কাল রেখাযুক্ত চাদরে কাফন দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আলী ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম}-এর কাফনের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম}-এর কাফন সম্পর্কে যতগুলি রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তন্মধ্যে আয়েশা (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি সর্বাপেক্ষা সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী বলেন, পুরুষদেরকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে দুটো চাদর ও একটি কামীস দিয়ে, বা ইচ্ছা করলে তিনটি চাদরেই কাফন দেওয়া যায়। দুটো কাপড় পাওয়া না গেলে একটিতেই যথেষ্ট হবে। আর তিনটি না পাওয়া গেলে দুটোতেই যথেষ্ট হবে। তিনটি পাওয়া গেলে তা হবে অধিকতর পছন্দনীয়। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ইযার, কামীস, চাদর এই তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।] তারা বলেন, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করা।

৯৯৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا . فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِيُغْلِبَهُمُ بِالْمُصِيبَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى وَ جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.

৯৯৮. আহমাদ ইব্ন মানী ও আলী ইব্ন হুজর (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফার (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, জা'ফার-এর পরিবারের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কেননা, তাদের এমন খবর এসেছে যে, তা নিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান। মুর্দার পরিবারের মসীবত জনিত ব্যস্ততার কারনে তাদেরকে কিছু আহায্য হিসাবে প্রেরণ করা মুস্তাহাব বলে কোন কোন আলিম মত প্রদান করেছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা ও] শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। রাবী জা'ফার ইব্ন খালিদ হলেন ইব্ন সারা। তিনি ছিকা ও নির্ভরযোগ্য। তাঁর বরাতে ইব্ন জুরায়জ (র.)ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ : মুসীবতে পড়ে গেলে হাত চাপড়ানো ও কাপড় ছিড়ে ফেলা নিষেধ।

٩٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدُ الْأَيْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَلَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৯৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কাপড়ের গলা ছিড়ে ফেলে, গাল চাপড়ায় ও জাহিলী যুগের মত বিলাপ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ : বিলাপ অনুষ্ঠান করা দোষণীয় ।

১.... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرْظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ . فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ ! أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عَذَّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكٍ وَأَنْسٍ وَأُمِّ عَطِيَّةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০০০. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....আলী ইব্ন রাবীআ আল-আসাদী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কারাযা ইব্ন কা'ব নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য বিলাপ করে কান্না-কাটি শুরু হয়। তখন মুগীরা ইব্ন শু'বা এসে মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানার পর বললেন, ইসলামী যুগে এই ধরনের বিলাপের অবকাশ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যার সম্পর্কে বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে বিলাপ অনুসারে আযাব দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে উমার, আলী, আবু মূসা, কায়স ইব্ন আসিম, আবু হুরায়রা, জুনাদা ইব্ন মালিক, আনাস, উম্মু আতিয়া, সামুরা ও আবু মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, মুগীরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব-হাসান-সহীহ।

১... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَيُّودُ بْنُ أَبِي حَنْظَلَةَ عَنْ أَنبَاءِ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةَ

وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى (أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةً بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ
الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ) وَالْأَنْوَاءُ (مُطِرْنَا بِنَوءٍ كَذَا وَكَذَا .)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০০১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি বিষয় হলো জাহিলী বিষয়, এগুলোকে লোকেরা (পুরোপুরি ভাবে) ছাড়বে না : ক. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা, খ. বংশ তুলে গালি দেওয়া, গ. রোগ সংক্রামিত হওয়ার ধারণা, একটি উটে চর্ম রোগ হলে একশটি উটে তা সংক্রামিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটিকে কে চর্ম রোগে আক্রান্ত করল? ঘ. আর নক্ষত্র ও রাশিচক্রের (প্রভাব) মান্য করা, (তারা বলে) অমুক, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের বৃষ্টি হলো।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা দোষণীয়।

১.০.২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ . قَالُوا الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَذَهَبُوا إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَرْجُو، إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ ، أَنْ لَا يَكُونَنَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ .

১০০২. আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (র.).....উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারের লোকদের কান্নাকাটি করার কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা একদল আলিম দোষণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্না-কাটি করার কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। তারা এই হাদীছকে গ্রহণ করেছেন। ইব্ন মুবারক (র.) বলেন, জীবদ্দশায় এই ব্যক্তি যদি তার পরিবারের লোকদের এই বিষয়ে নিষেধ করে যায় তবে আশা করি তার উপর এই কারণে কিছু হবে না।

১০০৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَكِيهِ فَيَقُولُ وَاجْبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وَكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يُلْهَزَانِهِ أَهْكَذَا كُنْتَ؟ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

১০০৩. আলী ইব্ন হুজর (র.).....আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ মারা গেলে তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন বলে, ওয়া জাবালাহ (হায় মসীবতের পাহাড়) বা ওয়া সাযিয়াদাহ (হে আমাদের নেতা) বা এই ধরনের আরো কিছু তখন ঐ মৃত ব্যক্তির উপর দুই জন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হয় তারা তাকে পিটাতে থাকে। আর বলতে থাকে তুই কি এ ধরনের ছিলি? ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য নিরব কান্নার অনুমতি।

১০০৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ

গেছে। আসলে রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম জনৈক মৃত ইয়াহুদী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তিটিকে তো আযাব দেওয়া হচ্ছে আর তার পরিবার-পরিজনরা তার জন্য কান্নাকাটি করছে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, কারাযা ইব্ন কা'ব, আবু হুরায়রা, ইব্ন মাসউদ ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ। আয়েশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমলের অভিমত প্রদান করেছেন। তারা এই আয়াতের উল্লেখ করেন। আয়াতটি হলো : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ʾ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।ʾ

এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফাও এই অভিমত পোষণ করেন।)

১০০৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ . فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ . فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَتَبْكِي ؟ أَوْ لَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ قَالَ لَا . وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشٍ وَجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةٍ شَيْطَانٍ . وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০০৬. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী সালাতু ওয়া সালাম আবদুর রহমান ইব্ন আওফের হাত ধরে তাকে সহ (অসুস্থ) পুত্র ইবরাহীম (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন ইবরাহীম (রা.)-কে মৃত্যুমুখী অবস্থায় দেখতে পেলেন। নবী সালাতু ওয়া সালাম তাকে ধরে স্বীয় কোলে রাখলেন। অনন্তর তিনি কেঁদে উঠলেন। আবদুর রহমান তাঁকে বললেন, আপনিও কাঁদছেন? আপনি কি আগে কাঁদতে নিষেধ করেন নি? তিনি বললেন, না, বরং আমি তা নিষেধ করেছি দুই ধরনের আহাম্মুকী ও অন্যায় চিৎকারকে। তাহলো, বিপদের সময় চিৎকার করা। মুখ খামছানো ও গলার কাপড় ছিড়ে ফেলা আর শয়তানের গুনগুনানী। হাদীছটিতে এর চেয়েও বেশী বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযা-এর সামনে চলা ।

১০০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১০০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আহমাদ ইব্ন মানী, ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....সালিম তাঁর পিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবু বাকর ও উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

১০০৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ وَبَكْرِ الْكُوفِيِّ وَزِيَادٍ وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১০০৮. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)....সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ, আবু বাকর ও উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

১০০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزِيَادُ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَرَوَى مَعْمَرٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّازِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي

سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ . وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ فِي ذَلِكَ أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا مُرْسَلٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ . وَمَنْصُورٌ وَبَكْرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . وَإِنَّمَا هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْهُ هَمَّامٌ .

وَإِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .

১০০৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).....যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আবু বাকর ও উমার (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন।

যুহরী বলেনঃ আমাকে সালিম (র.) বলেছেন যে, তাঁর পিতা (ইব্ন উমার) জানাযার আগে আগে চলতেন।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.)-এর হাদীছটি এইরূপভাবে ইব্ন জুরায়জ, যিয়াদ ইব্ন সা'দ প্রমুখ যুহরী-সালেম তাঁর পিতা ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে ইব্ন উয়ায়না (র.)-এর বর্ণনার (১০০৮ নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মা'মার, ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ও মালিক প্রমুখ হাফিযুল হাদীছ রাবী যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} জানাযার আগে আগে চলতেন। সালিম (র.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা (ইব্ন উমার [রা.]) জানাযার আগে আগে চলতেন।

হাদীছ বিশারদগণ সকলেই এই বিষয়ে (যুহরী থেকে বর্ণিত) মুরসাল হাদীছটিকে অধিকরত সাহীহ বলে মনে করেন।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা বলেছেন, আবদুর রায্যাককে বলতে শুনেছি যে, ইব্ন মুবারক (র.) বলেছেন, এই বিষয়ে যুহরীর মুরসাল রিওয়াযাতটি ইব্ন উয়ায়নার হাদীছটি থেকে অধিকতর সাহীহ। ইব্ন মুবারক আরো বলেন, আমার মনে হয় ইব্ন জুরায়য এটিকে ইব্ন উয়ায়না থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া (র.) হাদীছটি যিয়াদ-ইবন সা'দ, মানসূর, বাকর ও সুফইয়ান-যুহরী-সালিম-তঁর পিতা ইবন উমার (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাম (র.) যে সুফইয়ান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হলেন সুফইয়ান ইবন উয়ায়না (র.)।

জানাযার আগে আগে চলা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম জানাযার আগে আগে চলা আফযল বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

১.১. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . وَإِنَّمَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا أَصَحُّ .

১০১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর, উমার ও উছমান (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এ হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইবন বাকর ভুল করেছেন। হাদীছ মূলতঃ ইউনুস-যুহরী (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ আবু বাকর ও উমার (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। যুহরী (র.) বলেন, সালিম (র.) আমাকে বলেছেন, তঁর পিতা (ইবন উমার) জানাযার আগে আগে চলতেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেন, এটিই হলো অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযার পিছনে চলা।

১.১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَرْيَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى

إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ؟ قَالَ مَادُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعْدُ إِلَّا أَهْلُ الذَّارِ الْجَنَازَةُ مَتَّبِعَةٌ وَلَا تُتَّبَعُ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا . قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَضَعِفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ لِهَذَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قِيلَ لِيَحْيَى مِنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا ؟ قَالَ طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا رَأَوْا أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ . وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ أَبَا مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِنَّمَا يَرَوِي عَنْهُ حَدِيثَانِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَيَحْيَى إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ثِقَةٌ . يُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ . وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْجَابِرُ . وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْمَجْبِرُ أَيْضًا . وَهُوَ وَفِي رَوَى لَهُ شُعْبَةُ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَسَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .

১০১১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-কে জানাযার পিছনে চলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, দৌড়ে চলার চেয়ে কিছুটা কম দ্রুত চলবে। যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তো তাকে শীঘ্র শীঘ্র স্বস্থানে পৌছে দিলে। আর সে খরাপ লোক হয়ে থাকলে তবে শীঘ্র এক জন জাহান্নামীকে বিদূরিত করে দিলে। জানাযাকে অনুসরণ করা হবে। তা কাউকে অনুসরণ করবে না। যে ব্যক্তি এর আগে আগে যাবে সে এর (ছওয়াবের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানি না। আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র.)-কে আবু মাজিদ বর্ণিত এই রিওয়াযাতটিকে যঈফ বলতে শুনেছি। মুহাম্মাদ-হুমায়দী- ইব্ন উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহইয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : এই আবু মাজিদ কে? তিনি বললেন, একটি পাখি উড়ে এসে আমাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছে (অর্থাৎ বর্ণনাকর্তরী অপরিচিত ব্যক্তি)।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা জানাযার পিছনে চলা আফযল বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] ছাওরী ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

আবু মাজিদ একজন অখ্যাত রাবী। ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে তার দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। বানু তায়মিল্লাহ-এর ইমাম ইয়াহইয়া ছিকা রাবী। তার কুনিয়াত হলো আবুল হারিছ। তাঁকে ইয়াহইয়া আল-জাবির এবং ইয়াহইয়া আল-মুজবির ও বলা হয়।^১ তিনি ছিলেন কূফী। তাঁর বরাতে শু'বা, সুফইয়ান ছাওরী, আবুল আহওয়াস ও সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.)-ও রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযার পিছনে সওয়ার হয়ে চলা মাকরুহ।

১০১২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ. فَرَأَى نَاسًا رُكَبَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَوْقُوفًا قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَوْقُوفُ مِنْهُ أَصَحُّ.

১০১২. আলী ইব্ন হুজর (র.).....ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে একটি জানাযায় বের হলাম। তখন তিনি কিছু লোককে আরোহী অবস্থায় চলতে দেখে বললেন, তোমাদের কি লজ্জা করে না, আল্লাহর ফিরিশ্তারা তো পায়ে হেটে চলছেন আর তোমরা চলছ পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে !

এই বিষয়ে মুগীরা ইব্ন শু'বা ও জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ছাওবান (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি তাঁর বরাতে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মাওকূফটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

১. অধিকাংশ হাদীছ বিশারদের মতে ইনি যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে ।

১০১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ .

১০১৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....সিমাক ইব্ন হারব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জাবির ইব্ন সামুরা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা নবী ^{সংজ্ঞা} ^{আল্লাহ} এর সঙ্গে ইবনুদ-দাহ্দাহ-এর জানাযায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ^{সংজ্ঞা} ^{আল্লাহ} তাঁর একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন, আর আমরা তাঁর চার পাশে ছিলাম। তিনি ঘোড়ার চলার তালে তালে দুলছিলেন।

১০১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০১৪. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ আল-হাশিমী (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সংজ্ঞা} ^{আল্লাহ} হেটে হেটেই ইবনুদ দাহ্দাহ-এর জানাযার অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ফিরার সময় ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযা নিয়ে জলদি করা ।

১০১৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَقْدِمُوهَا إِلَيْهِ . وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ

رِقَابِكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০১৫. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলবে। যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তো তার মঙ্গলের দিকে তাকে অগ্রসর করে দিলে আর সে খারাপ হয়ে থাকলে তোমাদের গর্দান থেকে দ্রুত তাকে নামিয়ে দিলে। এই বিষয়ে আবু বাকরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ أَحَدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةٍ

অনুচ্ছেদ : উল্লেখ যুদ্ধের শহীদগণ এবং হামযা (রা.)-এর আলোচনা।

১. ১৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ . فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ . فَقَالَ لَوْلَا أَن تَجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَطُونِهَا . قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمْرَةَ فَكَفَّنَهُ فِيهَا . فَكَانَتْ إِذَا مَدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ . وَإِذَا مَدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ . قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ . قَالَ فَكَفَّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ . قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَأَنْعَرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . النَّمْرَةُ الْكِسَاءُ الْخَلْقُ وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ جَابِرٍ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ.

১০১৬. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মলিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উহদের দিন নবী ﷺ হামযার (লাশের) কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, তাঁর চেহারা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বললেন, যদি সাফিয়ার (হামযা রা.-এর বোন) মনে কষ্টবোধ না হত তবে আমি তার লাশ এভাবেই ছেড়ে রাখতাম। হিংস্র জন্তুরা এসে তা খেয়ে ফেলত। শেষে কিয়ামতের দিন তিনি এদের পেট থেকে উথিত হতেন। এরপর তিনি সাদা-কাল ডোরাযুক্ত একটি চাদর আনতে বলেন, এবং এতেই হামযা (রা.)-কে কাফন দেন। এটি এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দুইপা খুলে যেত আর তার পায়ের দিকে টানলে তাঁর মাথা খুলে যেত।

নিহতদের সংখ্যা ছিল অনেক আর কাপড় ছিল কম। তাই একজন, দুইজন এমনকি তিনজন করেও এক এক কাপড়ে কাফন দেওয়া হয় এবং একই কবরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করতেন, এদের মধ্যে কুরআন কার বেশী জানা আছে? পরে তাকেই তিনি কিবলার দিকে আগে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের দাফন কার্য সমাধা করলেন। কিন্তু তাদের জন্য জানাযার সালাত আদায় করেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া আনাস (রা.) থেকে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ آخَرَ

আরেকটি অনুচ্ছেদ।

١٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لَيْفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ لَيْفٌ.

কাফন-দাফন অধ্যায়

৩১৩

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَأَنْعَرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ . وَمُسْلِمٌ
الْأَعْوَرُ يَضَعُ . وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ تَكَلَّمَ فِيهِ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ
وَسُفْيَانُ الْمَلَائِيُّ .

১০১৭. আলী ইব্ন হজর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, জানাযায় হাযির হতেন, গাধায় আরোহণ করতেন। গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন। বানু কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি একটি গাধায় সওয়ার ছিলেন, খর্জুর ছাল নির্মিত লাগাম ছিল এর মুখে আর তাতে ছিল খর্জুর ছাল নির্মিত একটি আসন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মুসলিম-আনাস (রা.) সূত্র ছাড়া এই হাদীছ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এই মুসলিম আল-আওয়ার যঈফ হিসাবে পরিচিত। ইনি হলেন মুসলিম ইব্ন কায়সান আল-মুলাঈ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

١٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي
دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَانَسِيَّتُهُ . قَالَ
مَا قُبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ اذْفَنُوهُ فِي
مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَلَيْكِيُّ
يُضَعَّفُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .
فَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا .

১০১৮. আবু কুরায়ব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর দাফন সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন আবু বাকর (রা.) বললেন, আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছি যা আমি ভুলি নাই। তা হলো, তিনি বলেছেন, যে স্থানে আল্লাহ

তা'আলা তাঁর নবীর দাফন হওয়া পছন্দ করেন সেই স্থানেই তাঁর রুহ কবয করেন। পরে সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। রাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাকর আল-মুলায়কী স্বরণ শক্তির দিক থেকে যঈফ। হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, এটিকে ইব্ন আব্বাস (রা.) ও আবু বাকর (রা.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ آخَرُ

আরেকটি অনুচ্ছেদ

১. ১৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ الْمَكِّيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ.

১০১৯. আবু কুরায়ব (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণ ও ভাল দিকসমূহ আলোচনা করবে আর তাদের মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে বিরত থাকবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। আমি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাবী ইমরান ইব্ন আনাস আল-মাক্কী মুনকারুল হাদীছ-তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত। কেউ কেউ এটিকে আতা-আয়েশা (রা.) সূত্রেও উল্লেখ করেছেন। ইমরান ইব্ন আবী আনাস আল-মিসরী (র.) এই ইমরান ইব্ন আনাস আল-মাক্কী-এর তুলনায় অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوَضَّعَ

জানাযা রাখার আগে বসা।

১. ২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تَوْضَعَ فِي اللَّحْدِ . فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

১০২০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উবাদা ইবনুস-সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন জানাযার অনুসরণ করে যেতেন তখন কবরে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। পরে এক ইয়াহুদী পণ্ডিত তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ, আমরাও তো এরূপ করে থাকি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযা স্থাপনের আগেই বসতে লাগলেন। বললেন, তোমরা এদের বিপরীত করবে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। রাবী বিশ্ব ইবন রাফি' হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

بَابُ فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

অনুচ্ছেদ : মসিবতের ফযীলত, যদি তার উপর ছুওয়াবের আশা করে।

١٠٢١. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا . وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ أَلَا أَبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ ! قُلْتُ بَلَى فَقَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ! فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبِضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ! فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعْ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُؤَا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১০২১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.).....আবু সিনান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার ছেলে সিনানকে দাফন করছিলাম। সে সময় আবু তালহা আল-খাওলানী কবরের কিনারায় বসা ছিলেন। পরে আমি যখন কবর থেকে বের হতে ইচ্ছা করলাম তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে আবু সিনান, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিব? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, যাহ্যাক ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আরযাব (র.) আমাকে আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তান কবর করে নিয়ে এলে? তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফল কবর করে নিয়ে এলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, আপনার হামদ করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর "বায়তুল হাম্দ" বা প্রশংসালয়।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযা-এর তাকবীর।

১.২২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنْسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ . شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

১০২২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সংজ্ঞাত} ^{আল্লাহ} ^{তার} ^{সকল} নাজাশী-এর জন্য জানাযার সালাত আদায় করেন এবং এতে তিনি চারবার তাকবীর পাঠ করেন। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আবী আওফা, জাবির, আনাস ও ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) হলেন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর ভাই। তিনি ছিলেন, বড়। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কিন্তু যায়দ বদরে শরীক ছিলেন না। ইমাম আবু ইসা (র.) আরও বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এই হাদীসের উপর আমল রয়েছে। তাঁরা সালাতুল জানাযায় চার তাকবীর পাঠ করার মত গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১.২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا . وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُمْسًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ . رَأَوْا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ خُمْسًا . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خُمْسًا فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ الْإِمَامُ .

১০২৩. মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না (র.).....আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) জানাযায় চার তাকবীর পাঠ করতেন। কিন্তু তিনিই এক জানাযায় পাঁচবার তাকবীর দেন। এই বিষয়ে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ^{সংজ্ঞাত} ^{আল্লাহ} ^{তার} ^{সকল} এরূপ তাকবীর দিতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তারা জানাযায় পাঁচ তাকবীর দিতে হবে বলে মনে করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, যদি কোন ইমাম সালাতুল জানাযায় পাঁচ তাকবীর দেন তবে অবশ্য ইমামের অনুসরণ করতে হবে।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযার দু'আ ।

১.২৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَانْثَانَا . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ . وَزَادَ فِيهِ اللَّهُمَّ ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ . وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَائِشَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا . وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهُمُّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى وَرَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرْدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ التَّوْبُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 قَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، هَذَا الْحَدِيثُ .

১০২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সালাতুল জানাযায় দু'আ পড়তে শুনেছি। তাঁর দু'আর এই বাক্যগুলি আমি বুঝতে পারি : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرْدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ التَّوْبُ

হে আল্লাহ্, তাকে মাফ করুন, তার উপর রহম করুন এবং তাকে শিশিরের পানি দিয়ে এমনভাবে ধৌত করে দিন যেভাবে কাপড় ধৌত করা হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটি সর্বাপেক্ষা সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

১.২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১০২৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে উম্মু শারীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রাবী ইবরাহীম ইব্ন উছমান হলেন আবু শায়বা আল ওয়াসিতী। তিনি মুনকারুল হাদীছ - তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত, সহীহ হলো ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রিওয়াযাতটি, তিনি বলেন সালাতুল-জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

১.২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى
 عَلَى جَنَازَةٍ . فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ
 مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى
 هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَخْتَارُونَ
 أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
 وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ .
 إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالِدُعَاءُ لِلْمَيِّتِ . وَهُوَ
 قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .
 وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . رَوَى
 عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .

১০২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আওফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) একবার সালাতুল জানাযা পড়েন এবং এতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ হলো সুন্নাহ অথবা বললেন, এ হলো সুন্নাহের পরিপূর্ণতা বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, সালাতুল জানাযায় (সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হবে না। এতো কেবল আল্লাহর হামদ ও ছানা, নবী ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। এ হলো ইমাম আবু হানীফা ছাওরী ও অন্যান্য কুফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالشُّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শাফাআতের পদ্ধতি ।

১.২৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَاءَهُمْ ثَلَاثَةٌ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صَفُوفٍ ، فَقَدْ أُوجِبَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ . وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدٍ وَمَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ رَجُلًا . وَرَوَايَةٌ هُوَ لَا أَصَحُّ عِنْدَنَا .

১০২৮. আবু কুরায়ব (র.).....মারছাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুযায়রা (রা.) যখন সালাতুল জানাযায় যেতেন তখন লোক সংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন কাতার লোক যার সালাতুল জানাযা আদায় করেছে তার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবু হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মালিক ইব্ন হুযায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এইভাবেই একাধিক রাবী এটিকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইব্ন সা'দ হাদীছটিকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এতে মারছাদ ও মালিক ইব্ন হুযায়রা (রা.)-এর মাঝে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। আমার কাছে এদের রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ।

১.২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّغَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (رَضِيَ عَنْهُ) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ مِائَةً فَمَا فَوْقَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

১০২৯. ইব্ন আবী উমার, আহমাদ ইব্ন মানী ও আলী ইব্ন হজর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, কোন মুসলিম যদি মারা যায় এবং একশতের মত মুসলিমের একটি দল তার সালাতুল জানাযা আদায় করে এবং তার জন্য শাফাআত করে তবে তার জন্য অবশ্যই তাদের শাফাআত কবুল করা হবে। আলী (র.) তার বর্ণনায় “একশত বা ততোধিক” কথাটির উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। কেউ কেউ এটিকে মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন, মরফুরূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

অনুচ্ছেদ : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাতুল জানাযা মাকরুহ।

১.৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ . وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ . وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ نَقْبُورَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ . وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَبَاسٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ .

১০৩০. হান্নাদ (র.)....উকবা ইবন আমির আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনটি সময় এমন যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে বা মৃতদের কবরে রাখতে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন পরিষ্কার হয়ে উঠত পূর্ণভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় পশ্চিম দিকে সূর্য না হেলা পর্যন্ত, অস্তমিত হওয়ার দিকে ঝুকে যাওয়ার সময় পূর্ণভাবে অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা এই সময়-গুলোতে সালাতুল জানাযা আদায় করা মাকরুহ মনে করেন। ইবন মুবারক (র.) বলেন, “নিষেধ করেছেন এই সময়গুলোতে মৃতদেরকে কবরে রাখতে”—এই বাক্যটির মর্ম হলো সালাতুল জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঠিক মধ্যাহ্নে সূর্য পশ্চিমে না হেলা পর্যন্ত সালাত মাকরুহ। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে সময়সমূহে সালাত আদায় করা মাকরুহ সে সময়সমূহে সালাতুল জানাযা আদায়ে কোন দোষ নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা।

١٠٣١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنُ بَنِي أَزْهَرَ السَّمَّانِ ، الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّأَكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِ . بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১৩১. বিশর ইব্ন আদম ইব্ন বিনত আযহার আস্ সাম্মান (র.).....মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আরোহীরা থাকবে জানাযার পিছনে, পদব্রজে গমনকারী যে দিক দিয়ে ইচ্ছা চলতে পারে আর শিশুদের জন্যও সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। ইসরাঈল (র.) প্রমুখ এটিকে সাঈদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

কোন কোন সাহাবী ও অন্যন্য আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, শিশুর জন্মের পরে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেলে, কান্নাকাটি না করলেও তার জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَيْنِ حَتَّى يَسْتَهْلَ

অনুচ্ছেদঃ জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় পরিত্যাগ করা।

১.৩২. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ قَدْ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ . فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا . وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ
وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا . وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ .
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا . قَالُوا لَا يُدْخِلُ عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى
يَسْتَهْلَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ .

১০৩২. আবু আশ্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র.).....জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুর জন্য সালাতুল জানাযা নেই এবং সে কারো ওয়ারিছও হবে না ও তার থেকেও কেউ ওয়ারিছ হবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটিতে রাবীগণের ইযতিরাব বিদ্যমান। কেউ কেউ এটিকে আবু যুবায়র-জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন। আশআছ ইবন সাওওয়ার (র.) প্রমুখ আবু যুবায়র-জাবির (রা.) সূত্রে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। এটি মারফু'রূপে বর্ণিত রিওয়াযাতটির তুলনায় অধিকতর সহীহ।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, জন্মের পর কান্নাকাটি না করলে সেই শিশুর মৃত্যুতে সালাতুল জানাযা নেই। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] ছাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা।

১.৩৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ
ابْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ . وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

১০৩৩. আলী ইব্ন হুজ্জর (র.).....অয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহায়ল ইবনুল বায়যা-এর সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদিছটি হাসান। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, ইমাম মালিক (র.) বলেন, মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। [ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.)-এর মত এ-ই]। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা যায়। তিনি এই হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَئِنَّ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟

অনুচ্ছেদ : মহিলা বা পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

১.২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ . فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ ! صَلِّ عَلَيْهَا . فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيرِ . فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ . قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هَذَا . وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ فَوَهِمَ فِيهِ ، فَقَالَ عَنْ غَالِبٍ عَنْ أَنَسٍ . وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هَذَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ اسْمُهُ نَافِعٌ وَيُقَالُ رَافِعٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১০৩৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র.).....আবু গালিব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি

আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর সঙ্গে জনৈক পুরুষের সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তিনি তখন লাশের মাথা বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর লোকেরা জনৈক কুরায়শী মহিলার জানাযা নিয়ে এল। তারা তাঁকে বলল, হে আবু হামযা, এর সালাতুল জানাযা-ও পড়িয়ে দিন। তখন তিনি খাটিয়ার মাঝামাঝি দাঁড়ালেন। এতে আলা ইব্ন যি়াদ তাঁকে বললেন, যেভাবে আপনি মহিলার জানাযায় দাঁড়িয়েছেন আর যেভাবে পুরুষের জানাযায় দাঁড়িয়েছেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও এরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। জানাযা সম্পাদনের পর তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এই বিষয়টির তোমরা সংরক্ষণ করো। এই বিষয়ে সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী হাম্মাম (র.)-এর বরাতে এইরূপই বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী (র.)ও হাম্মাম (র.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু সনদের ক্ষেত্রে তাঁর বিভ্রান্তি হয়ে গেছে। তিনি গালিব (র.) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ সাহীহ হলো আবু গালিব-আনাস (রা.)। আবুদল ওয়ারিছ ইব্ন সাঈদ প্রমুখও এটিকে আবু গালিব (র.) থেকে হাম্মাম (র.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই আবু গালিব (র.)-এর নামের ব্যাপারে হাদীছবিদদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হলো নাফি'। কেউ কেউ বলেন, রাফি'।

কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১.৩৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ ابْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَقَامَ وَسَطَهَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ .

১০৩৫. আলী ইব্ন হুজর (র.).....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক মহিলার সালাতুল জানাযা পড়ালেন। তখন তিনি তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.)ও এটিকে হসায়ন আল-মুআল্লিম (র.)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

অনুচ্ছেদ : শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা ত্যাগ করা ।

১. ৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ . ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ . وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُوهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .

১০৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহতদের দুইজন দুইজন করে একই কাপড়ে কাফন দিয়েছিলেন। পরে বললেন, এদের দুজনের মধ্যে কে কুরআন অধিক হিফজ করেছে? তখন তাদের যার দিকে ইশারা করা হচ্ছিল তাকে তিনি লাহদে^১ আগে রাখছিলেন। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমি এঁদের জন্য সাক্ষী হব।

এরপর তিনি তাদের রক্ত সহই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের জন্য সালাতুল জানাযাও আদায় করা হয় নাই এবং তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. আরবে কবরের ভিতর একপার্শ্বে গর্ত করে তাতে মৃত ব্যক্তির লাশ রাখার নিয়ম রয়েছে। শক্ত ভূমিতে তা সম্ভব। এটিকে লাহদ বলা হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। হাদীছটি যুহরী - আনাস (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকেও বর্ণিত আছে। আবার যুহরী - আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা ইবন আবু সুআয়র সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ জাবির (রা.)-এর সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন।

শহীদে সালাতুল জানাযা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন, শহীদে সালাতুল জানাযা আদায় করতে হয় না। এ হলো মদীনাবাসী ফকীহগণের অভিমত। ইমাম শফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

কোন কোন আলিম বলেন, শহীদে সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} হামযা (রা.)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন বলে যে হাদীছটি আছে সেটিকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] ছাওরী ও কূফাবাসী ফকীহগণের অভিমত। ইমাম ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা।

১.৩৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ . حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ وَفِي الثَّبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ . وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ .

কাফন-দাফন অধ্যায়

৩৩১

وَقَالَا أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ .

১০৩৭. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ^{সালাতুল জানাযা ও তাকসীর} কে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, একবার নবী ^{সালাতুল জানাযা ও তাকসীর} (সাধারণ কবরস্থান থেকে) দূরে বিচ্ছিন্ন একটি কবর দেখতে পেলেন। তখন তিনি সঙ্গী সাহাবীদের কাতার করে এতে সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

শা'বী (র.)-কে বলা হল, কে আপনাকে এই রিওয়াযাত করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

এই বিষয়ে আনাস, বুরায়দা, ইয়াযীদ ইবন ছাবিত, আবু হুরায়রা, আমির ইব্ন রাবীআ, আবু কাতাদা ও সাহল ইব্ন হনায়ফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। এ হলো ইমাম আবু হানীফাও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। ইব্ন মুবারক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তিকে সালাতুল জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয় তবে তার কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে। এতে বুঝা যায় ইব্ন মুবারক কবরে সালাতুল জানাযা আদায়ের পক্ষে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, দাফনের এক মাস পর্যন্ত কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যায়।

তারা বলেন, এই বিষয়ে সর্বাধিক যে সময়সীমা আমরা শুনেছি তা হলো : ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ^{সালাতুল জানাযা ও তাকসীর} সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.)-এর মাতার কবরে একমাস পর সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন।

১.২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ .

১০৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....সাদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.)-এর মা যখন মারা যান তখন নবী ^{সালাতুল জানাযা ও তাকসীর} (মদীনায়) উপস্থিত ছিলেন না। পরে যখন আসেন তখন তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। এর মধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক নাজাশীর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা ।

১.৩৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ . قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَضَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو . وَيُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو .

১০৩৯. আবু সালামা ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ ও ইমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমাদের ভাই নাজাশী মারা গেছেন। তোমরা দাঁড়াও এবং তার জন্য সালাতুল জানাযা আদায় কর।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন বলেন, আমরা দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযার জন্য যেভাবে কাতার করা হয় সেরূপ কাতার বাঁধলাম এবং মৃত ব্যক্তির জন্য যেভাবে সালাত আদায় করা হয় সেভাবে তাঁর জন্য সালাত আদায় করলাম।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, হুযায়ফা ইব্ন আসীদ ও জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-সহীহ-গরীব। আবু কিলাবা (র.)ও এটিকে তাঁর চাচা আবুল মুহাল্লাব - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাব (র.)-এর নাম হলো আবদুর রহমান ইব্ন আমর। বলা হয় মুআবিয়া ইব্ন আমর।

১. অবিসিনিয়ার প্রাচীন সম্রাটদের নাম। ইনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আসহামা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযার ফযীলত ।

১.৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .
 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى
 جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ . وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا
 أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا
 عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي
 قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ
 بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَثَوْبَانَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَدْ رَوَى عَنْهُ
 مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

১০৪০. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, কেউ যদি সালাতুল জানাযা আদায় করে তবে তাঁর এক কীরাত নেকী লাভ হবে। আর যে জানাযার পিছনে পিছনে যাবে এবং তার দাফনও সম্পাদন করবে তার জন্য দুই কীরাত নেকী হবে। এর একটি বা ছোটটি হ'ল উহুদ পাহাড়ের সমান।

রাবী আবু সালামা বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা.)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন আয়েশা (রা.) বললেন, আবু হুরায়রা সত্য বলেছেন। ইব্ন উমার (রা.) (এই কথা জেনে) বললেন, অনেক কীরাত আমরা বিনষ্ট করেছি।

এই বিষয়ে বারা, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবু সাঈদ, উবাই ইব্ন কা'ব, ইব্ন উমার ও ছাওবান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হসান-সাহীহ। তাঁর বরাতে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ آخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

১.৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزَّمِ قَالَ صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً ، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ . وَأَبُو الْمُهَزَّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سَفْيَانَ . وَضَعَفَهُ شُعْبَةُ .

১০৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবুল মুহায্যাম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি দশ বছর আবু হুরায়রা (রা.)-এ সংসর্গে কাটিয়েছি। তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জানাযার পিছনে চলবে এবং তিনবার তা বহন করবে সে ব্যক্তি তার উপর আরোপিত জানাযার হক আদায় করে দিতে পারল।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। কেউ কেউ এটিকে এই সনদে রিওয়াযাত করেছেন, তবে মারফু'রূপে করেন নি। আবুল মুহায্যামের নাম হলো ইয়াযীদ ইব্ন সুফইয়ান। শু'বা তাঁকে যঈফ বলে নিরূপন করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য উঠে দাঁড়ান।

১.৪২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أَوْ تَوَضَّعَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৪২. কুতায়বা (র.).....আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জানাযা দেখবে তখন এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে অতিবাহিত করে চলে যায় বা মাটিতে রাখা হয়।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, জাবির, সাহল ইব্ন হুনাযফ, কায়স ইব্ন সা'দ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

١٠٤٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا. فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . قَالَا مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجَنَازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

১০৪৩. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত সে বসবে না।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করবে তা মানুষের কাঁধ থেকে না নামানো পর্যন্ত সে যেন না বসে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর

আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা জানাযার আগে আগে যেতেন এবং জানাযা না পৌছা পর্যন্ত বসে থাকতেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য না দাঁড়ানোর অবকাশ।

১.৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدٍ (وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامُ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوَضَعَ فَقَالَ عَلَى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. وَفِي الْبَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِيهِ رِوَايَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ شَاءَ قَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ . وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ . قَامَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ . فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ .

১০৪৪. কুতায়বা (র.)...অলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাটিতে না রাখা পর্যন্ত জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিন্তু পরবর্তীতে বসে রয়েছেন। এই বিষয়ে হাসান ইব্ন আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। রিওয়াযাতটির সনদে চারজন তাবীঈ-এর বর্ণনা পরস্পরা রয়েছে (১. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ, ২. ওয়াকিদ ইবন আমর ইবন সা'দ ইবন মুআয- ৩. নাফি ইবন জুযায়র - ৪. মাসউদ ইবনুল হাকাম)।

কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ। “তোমরা জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে”- প্রথমোক্ত এই হাদীছটির মর্মকে বর্তমান হাদীছটি রহিত করে দেয়।

ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইচ্ছা হলে দাঁড়াতেও পারে আর ইচ্ছা করলে না-ও দাঁড়াতে পারে। কেননা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমে দাঁড়াতেন এবং পরবর্তীতে বসে থেকেছেন। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.)ও অনুরূপ অভিमत ব্যক্ত করেছেন। “রাসূল ﷺ জানাযার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছেন পরে বসেছেন” - আলী (রা.)-এর এই কথাটির মর্ম হলো, নবী ﷺ জানাযা দেখলে দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন এবং জানাযা দেখলেও আর দাঁড়াতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী ‘লাহদ’ জাতীয় কবর আমাদের আর ‘শাক্’ জাতীয় কবর অন্যদের।

১. ৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

১০৪৫. আবু কুরায়ব, নাসর ইবন আবদুর রহমান আল-কূফী, ইউসুফ ইবন মুসা আল-কাত্তান আল-বাগদাদী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ‘লাহদ’ আমাদের জন্য ‘শাক্’ অন্যদের জন্য। এই বিষয়ে জারীর ইবন আবদুল্লাহ, আয়েশা, ইবন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

১. কবরের ভিতরে কিবলার দিকে গর্ত করে তাতে লাশ দাফন করাকে লাহদ বলা হয়। এতে সংরক্ষণের অধিকতর সুবিধা হয়। আরবের মত শুষ্ক মাটির দেশে এই ধরনের করা সহজ। ‘শাক্’ হল প্রচলিত চৌকোনা সাধারণ কবর।

তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)—৪৩

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাখিল করার কালে দু'আ ।

১.৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ (وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً إِذَا وَضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ) قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . وَقَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا .

১০৪৬. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কবরে মূর্তা দাখিল করার সময় নবী ﷺ বলেছেনঃ (এবং রাবী আবু খালেদ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন তার লাহাদ [কবরে] রাখা হয় তখন তিনি বলেছেন) : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ : রাবী কখনও রিওয়ায়াত করেছেন : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছ এই সূত্রে হাসান-গারীব।

হাদীছটি ইবন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্য রিওয়ায়াতেও বর্ণিত আছে। এটি আবুস-সিদ্দীক আন-নাজী-ইবন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার আবুস-সিদ্দীক আন-নাজী-ইবন উমার (রা.) সূত্রে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : কবরে মৃত ব্যক্তির নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া ।

১.৪৭. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ

কাফন-দাফন অধ্যায়

৩৩৯

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الَّذِي أَحَدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ . وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ جَعْفَرٌ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ أَنَا ، وَاللَّهِ ! طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى عَلَى بْنُ الْمَدِينِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ ، هَذَا الْحَدِيثُ .

১০৪৭. যায়দ ইব্ন আখযাম আত-তাস্ত (র.).....উছমান ইব্ন ফারকাদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)-কে তাঁর পিতা মুহাম্মাদ (র.)-এর সূত্রে রিওয়াযাত করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কবরের 'লাহদ' কেটেছিলেন আবু তালহা (রা.) আর তাঁর নীচে একটি চাদর রেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আযাদকৃত দাস শুকরান (রা.)।

জা'ফার (র.) বলেন, আমাকে ইব্ন আবু রাফি' বলেছেন যে, আমি শুকরান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, কবরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নীচে আমিই একটি চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ঈমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, শুকরান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলী ইবনুল মাদীনী (র.)ও এই হাদীছ উছমান ইব্ন ফারকাদ (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَطِيفَةٌ حُمْرَاءُ . قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهَذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ ، وَاسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ . وَرَوَى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ

وَأَسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ رَوَى
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ . وَإِلَى
هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১০৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সালাতুহু ওয়াসলামুহু ওয়াসালমুহু -এর কবরে একটি লাল চাদর রাখা হয়েছিল।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। শু'বা (র.) এটিকে আবু হামযা আল-কাস্‌সাব (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর নাম হলো ইমরান ইব্ন আবী আতা। আবু জামরা আয-যুবায়্দি (র.) থেকেও বর্ণিত আছে। তাঁর নাম হলো নাসর ইব্ন ইমরান। এঁরা উভয়েই ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর শাগিরদ।

ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাযিয়াতের নীচে কোন কিছু রাখা পছন্দ করতেন না। কোন কোন আলিম এই হাদীছের মর্মানুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) অন্যস্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ও ইয়াহইয়া- শু'বা- আবু জামরা- ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ : কবর সমান করে দেওয়া।

١٠٤٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ
الْأَسَدِيِّ أَبْعَثْكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
وَلَا تِمْتَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْرَهُ أَنْ
يُرْفَعَ الْقَبْرُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، لِكَيْلَا يُوْطَأَ وَلَا يُجْلَسَ عَلَيْهِ .

১০৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা.) আবুল-হায়্যাজ আল-আসাদী (র.)-কে বলেছিলেন, নবী সালাতুহু ওয়াসলামুহু ওয়াসালমুহু আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, আমি

তোমাকেও সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি। তা হলো, কোন উঁচু কবরকে (মাটি) সমান করা ব্যতীত ছাড়বেনা, আর কোন প্রতিকৃতি বিধ্বংস করা ব্যতীত ছাড়বে না। এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা যমীনের উপর কবর উচু করে বাঁধা অপছন্দনীয় বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যতটুকু উঁচু করলে এটিকে কবর বলে চিনা যায় তদপেক্ষা কবরকে উঁচু করা আমি পছন্দ করিনা। তবে চিহ্নস্বরূপ কিছু উঁচু করার দরকার এই জন্য যে, এটিকে যেন কেউ পদদলিত না করে বা এর উপর যেন কেউ না বসে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ : কবরকে পদদলিত করা বা এর উপর বসা মাকরুহ।

১.৫. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

১০৫০. হান্নাদ (র.).....আবু মারছাদ আল-গানাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং সেই দিকে ফিরে সালাতও আদায় করবে না।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, অমর ইবন হাযম ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১.৫১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ وَهَذَا الصَّحِيحُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزَادَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ بِسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَائِلَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ . وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ .

১০৫১. আলী ইবন হুজর ও আবু আম্মার (র.).....আবু মারছাদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে আবু ইদরীস (র.)-এর বরাতে উল্লেখ নাই। আর এটিই সহীহ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন যে, ইবন মুবারক (র.)-এর রিওয়াযাতটি ভুল, এতে ইবন মুবারকই ভুল করেছেন। তিনি সনদে আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম অতিরিক্ত বলেছেন। আসলে রিওয়াযাতটি হলো বুসর ইবন উবায়দুল্লাহ-ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.) সূত্রের। আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ইবন জাবির (র.) থেকে একাধিক রাবী এইরূপই বর্ণনা করেছেন। এতে আবু ইদরীস আল-খাওলানী-এর উল্লেখ নাই। বুসর ইবন উবায়দুল্লাহ সরাসরিই ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ : কবরে চুনা ব্যবহার করা এবং তাতে লেখা মাকরুহ।

১.৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُؤْطَأَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَبَّاسٌ أَنْ يُطَيَّنَ الْقَبْرُ .

১০৫২. আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ আবু আমর আল বাসরী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে চুনা লাগাতে এবং তাতে লিখতে, এর উপর ঘর নির্মাণ করতে ও তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জাবির (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

হাসান-বাসরী সহ কতক তালিম কবর মাটি দিয়ে লেপার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মাটি দিয়ে কবর লেপায় কোন দোষ নেই।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ : কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ।

١٠٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو كُدَيْنَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ . وَأَبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ .

১০৫৩. আবু কুরায়ব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এর দিকে ফিরে বললেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ .

আসসালামু আলাইকুম হে কবরের অধিবাসীগণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এবং তোমাদের মাগফিরাত করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী আর আমরা তোমাদের পদাংক অনুসারী।

এই বিষয়ে বুয়ায়দা, আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী আবু কুদায়নার নাম হল ইয়াহইয়া ইবনুল-মুহাল্লাব। আর আবু যাবয়ান-এর নাম হলো হুসায়ন ইবন জুন্দুব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারতের অনুমতি।

১০৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ . فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَرِيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১০৫৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, মাহমুদ ইবন গায়লান ও হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র.).....বুয়ায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদকে তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করায়।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, ইবন মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, বুয়ায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা কবর যিয়ারতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হলো ইমাম আবু হানীফা, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১.৫৫. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوْفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحَبْشَى قَالَ فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدَمَانِي جَذِيمَةً حِقْبَةً + مِنْ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَّصِدَعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكَا + لَطُولِ اجْتِمَاعٍ ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا
ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ ! لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دَفَنْتُ إِلَّا حَيْثُ مِتَّ . وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ .

১০৫৫. হুসায়ন ইবনুল হুরায়ছ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আবী মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবী বাকর (রা.) হাবশায় ইন্তিকাল করেন। পরে তাকে মক্কায় এনে দাফন করা হয়। আয়েশা (রা.) মক্কায় এলে (তাঁর ভ্রাতা) আবদুর রহমান ইবন আবু বাকরের কবরের নিকট আসেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করেন :

وَكُنَّا كَنَدَمَانِي جَذِيمَةً حِقْبَةً + مِنْ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَّصِدَعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكَا + لَطُولِ اجْتِمَاعٍ ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

অর্থাৎ আমরা সুদীর্ঘকাল জায়ীমার দুই সভাসদের মত ছিলাম। এমনকি বলা হত, কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না এরা দুইজন। কিন্তু যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম, আমি ও মালিক সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করার পরও মনে হচ্ছে একরাতও বুঝি আমরা কখনও একসঙ্গে কাটাইনি।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি হাযির থাকতাম তবে তুমি যেখানে মারা গিয়েছিলে সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম। আর (তোমার মৃত্যুর সময়) তোমার কাছে আমি উপস্থিত থাকলে এখন আর তোমার যিয়ারত করতে আসতাম না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরুহ।

১.৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي
زِيَارَةِ الْقُبُورِ . فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . وَقَالَ
بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ ، لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ .

১০৫৬. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারী
মহিলাদের লা'ন ত করেছেন।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। কতক আলিম মনে করেন, হাদীছটি হলো
নবী ﷺ কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমিত প্রদানেরও আগেকার। সুতরাং কবর যিয়ারতের অনুমতি
প্রদানের পর এখন পুরুষ-মহিলা সকলেই এই অনুমতির অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন আলিম বলেন, মহিলাদের মাঝে ধৈর্য কম এবং কান্নাকাটির আধিক্য হেতু তাদের জন্য
কবর যিয়ারত অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত্রিতে দাফন করা।

١٠٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
الْيَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا . فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ . فَأَخَذَهُ مِنْ
قَبْلِ الْقَبِيلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ ! إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَاءً لِلْقُرْآنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ
أَرْبَعًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَيزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ . وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ، أَكْبَرُ مِنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَقَالُوا يَدْخُلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَلُّ سَلًا . وَرَخَّصَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ .

১০৫৭. আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আমর আস-সাওওয়াক (রা.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} একটি কবরে রাত্রিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর জন্য একটি বাতি জ্বালান হলো। অনন্তর মূর্দাকে কিবলার দিক থেকে হাতে নিলেন এবং বললেন, তোমাকে আল্লাহ রহম করুন, তুমিতো (আল্লাহর ভয়ে) অত্যন্ত রোদনকারী এবং খুব কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলে এবং তিনি (তার জানাযায়) চারবার তাকবীর বললেন।

এই বিষয়ে জাবির ও ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) হলেন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর ভাই। তিনি বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (রা.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলিম এ মত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, মূর্দাকে কিবলার দিক থেকে কবরে প্রবেশ করানো হবে। আর কোন কোন আলিম বলেন, মাথার দিক থেকে ধরে কবরে নামান হবে। অধিকাংশ আলিম রাত্রিতে দাফনের অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٠٥٨ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِبَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৫৮. আহমাদ ইব্ন মানী (রা.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার গুনের প্রশংসা করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, এর জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরী।

এই বিষয়ে উমার, কা'ব ইব্ন উজরা ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

১.৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ . فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا . فَقَالَ عُمَرُ وَجَبْتُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبْتُ ؟ قَالَ أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَاثْنَانِ ؟ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَاحِدِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَفْيَانَ .

১০৫৯. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা ও হারুণ ইব্ন আবদুল্লাহ বায্যার (র.).....আবুল আসওয়াদ দীলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায এলাম এবং উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে গিয়ে বসলাম। এমন সময় একটি জানাযা পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। লোকেরা তার গুণের প্রশংসা করল। তখন উমার (রা.) বললেন, (এর জন্য জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেল।

আমি তখন উমার (রা.)-কে বললাম কী ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ সেরূপ বলেছিলেন আমিও সেরূপ বলেছি। তিনি বলেছিলেন, কোন মুসলিম সম্পর্কে যদি তিন জনও (ভাল) স্বাক্ষর দেয় তবে তার জন্য অবশ্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। উমার (রা.) বললেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, যদি দুইজনে দেয়? তিনি বললেন, দুইজনে দিলেও। উমার (রা.) বলেন, আমরা আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একজনের স্বাক্ষর প্রদান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবুল আসওয়াদ দীলী (র.)-এর নাম হলো যালিম ইব্ন আমর ইব্ন সুফইয়ান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

অনুচ্ছেদ : যে তার সন্তানকে অগ্নে পাঠিয়ে দেয় তার ছওয়াব।

১.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ وَأُمِّ سَلِيمٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَقُرَّةَ بْنِ إِيَّاسٍ الْمُزْنِيِّ .
 قَالَ وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيُّ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ وَاحِدٌ هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هُوَ الْخُسْنِيُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬০. কুতায়বা ও আনসারী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের যদি তিনটি সন্তান মারা যায় তবে তাকে অগ্নি স্পর্শ করতে পারে না। তবে শপথ পূরণ মাত্র।^২

এই বিষয়ে উমার, মুআয, কা'ব ইবন মালিক, উতবা ইবন আব্দ, উম্মু সুলায়ম, জাবির, আনাস, আবু যারর, ইবন মাসউদ, আবু ছা'লাবা আল-আশজাদি, ইবন আব্বাস, উক্বা ইবন আমির, আবু সাঈদ ও কুররা ইবন ইয়াস মুযানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু ছা'লাবা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে। ইনি খুশানী নন।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

১.৬১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ

১. অর্থাৎ যার সন্তান মারা যায় আর সে ধৈর্যধারণ করে তবে এর ছওয়াব।

২. কুরআনের সিদ্ধান্ত—‘তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে’ (১৯ঃ৭১)—অনুযায়ী সকলকেই জাহান্নাম অতিক্রম করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ .
 قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ . قَالَ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا ؟ قَالَ وَوَاحِدًا وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .

১০৬১. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি তিনটি না-বালগ সন্তান অগ্রে পাঠায় তবে তারা তার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হবে। আবু যারর (রা.) বললেন, আমার দুটো সন্তানকে অগ্রে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, দুটো পাঠালেও। সায্যিদুল কুররা (ক্বারীগণের সর্দার) উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) বললেন, আমি তো একটি অগ্রে পাঠিয়েছি? তিনি বললেন, একটিকে পাঠালেও। তবে তা হবে, সন্তান-বিয়োগ ব্যথায় ধৈর্য ধারণ করলে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। রাবী আবু উবায়দা (র.) তাঁর পিতা ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে হাদীছ শোনেন নি।

১.৬২. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ بَارِقٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيَّ يَحْدِثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَحْدِثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ ، يَامُوفِقَةٌ ! قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ فَأَنَا فَرَطٌ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ بَارِقٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرَاطِيُّ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . أَنبَأَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَسِمَاكَ بْنُ الْوَلِيدِ ، دُوَّ أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنْفِيُّ .

১০৬২. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী ও আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহইয়া বাসরী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যার দু'জন অগ্রগামী (সন্তান) থাকবে এদের ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। তখন আয়েশা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার উম্মতের যদি কারো একজন অগ্রগামী থাকে ? তিনি বললেন, হে, (উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার) তাওফীক প্রাপ্ত, যার একজন অগ্রগামী থাকবে তার জন্যও। আয়েশা (রা.) বললেন, তবে আপনার উম্মতের মধ্যে যার কোন অগ্রগামী নেই ? তিনি বললেন, আমি নিজেই আমার উম্মতের জন্য অগ্রগামী। আমার বিয়োগ ব্যথার মত তাদের জন্য কোন ব্যথা নেই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। শুধু আবদে রাব্বিহী ইব্ন বারিক (র.)-এর সূত্রেই এ হাদীছ আমরা জানতে পেরেছি এবং তাঁর থেকে একাধিক মুহাদ্দিছ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইব্ন সাঈদ মুরাবিতী—হায্বান ইব্ন হিলাল (র.)-আবদে রাব্বিহী ইব্ন বারিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সিমাক ইব্ন ওয়ালীদ হানাফী (র.) হলেন আবু যুমায়ল হানাফী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مِنْهُمْ

অনুচ্ছেদ : শহীদ কাদের বুঝায় ?

١٠٦٣ . حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَجَابِرِ بْنِ عَتِيكَ وَخَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ وَسَلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬৩. আনসারী ও কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, শহীদ হলো পাঁচ প্রকারঃ প্লেগে মৃত, কলেরায় মৃত, ডুবে মৃত, ধ্বংসে মৃত, আর হলো আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী।

এই বিষয়ে আনাস, সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, জাবির ইবন আতীক, খালিদ ইবন উরফুতা, সুলায়মান ইবন সুরাদ, আবু মূসা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

১.৬৪. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ السَّبْيَعِيِّ ، قَالَ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِحَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ (أَوْ خَالِدٍ لِسَلِيمَانَ) أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

১০৬৪. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ কুরাশী কূফী (র.).....আবু ইসহাক সুবায়ঈ (র.) থেকে বর্ণিত যে, সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা.) একবার খালিদ ইবন উরফুতা (রা.)-কে বললেন, অথবা খালিদ (রা.) সুলায়মান (রা.)-কে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -কে বলতে শুনেছেন যে, উদরাময়ে যে মারা যায় তাকে কবরে আযাব দেওয়া হয় না? তখন একজন অপরজনকে বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে হাদীছটি হাসান-গারীব। অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونَ

অনুচ্ছেদ : প্লেগ থেকে পলায়ন নিষিদ্ধ।

১.৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رَجَزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬৫. কুতায়বা (র.).....উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্লেগের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এতো আল্লাহর এক আযাবের অবশিষ্টাংশ যা আল্লাহ তা'আলা বানু ইসরাঈলের এক দলের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। যখন কোন অঞ্চলে সেই মহামারি দেখা দেয় আর তুমি সেখানে থাক তবে সেখান থেকে বের হয়ে যাবেনা। আর যখন কোন অঞ্চলে তা দেখা দেয় আর সেখানে তুমি না থাক তবে সেখানে তুমি যাবে না।

এই বিষয়ে সা'দ, খুযায়মা ইব্ন ছাবিত, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, জাবির ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদ : যে জন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন।

১. ৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬৬. আহমাদ ইব্ন মিকদাম আবুল আশআছ ইজলী (র.)....উবাদা ইব্নুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মূল্যাকাত ভালবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মূল্যাকাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

এই বিষয়ে আবু মূসা, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উবাদা ইব্নুস সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

১.৬৭. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ . قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ . وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬৭. হুমায়দ ইবন মাসআদা, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবন বাকর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মূলাকাত ভালবাসে আল্লাহও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মূলাকাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে না পছন্দ করেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা সবাইতো মৃত্যুকে না পছন্দ করি !

তিনি বললেন, আসল ব্যাপার তা নয়। বরং কথা হচ্ছে, মু'মিনকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের খোশ খবরী দেওয়া হয় তখন তার নিকট আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত প্রিয় হয়ে উঠে আর আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে কাফিরকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন তার কাছে আল্লাহর সঙ্গে মূলাকাত অপ্রিয় হয়ে উঠে আর আল্লাহও তার সাক্ষাতকে না পছন্দ করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না।

১.৬৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ . فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقَبْلَةِ ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلَّى الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ .

১০৬৮. ইউসুফ ইব্ন ইসা (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে নবী ﷺ তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, আত্মহত্যাকারীসহ যে কোন কিবলামুখী ব্যক্তির (অর্থাৎ মু'মিনের) সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইমাম আত্মহত্যাকারীর সালাতুল জানাযা আদায় করবেন না, তবে অন্যরা তা আদায় করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ

অনুচ্ছেদ : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা প্রসঙ্গে।

١.٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ . قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَى .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْوَفَاءِ ؟ قَالَ بِالْوَفَاءِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَ وَفِي

الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৬৯. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবী কাতাদা তাঁর পিতা আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর কাছে জনৈক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সালাতুল জানাযার জন্য আনা হলো। তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর সালাতুল জানাযা আদায় করে নাও। (আমি এতে শরীক হচ্ছি না) কারণ, তার যিম্মায় ঋণ রয়েছে। তখন আবু কাতাদা বললেন, এর ঋণ আমার যিম্মায়। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন, তা আদায়ের অঙ্গীকারের সাথে তো ? এরপর তিনি নিজে ঐ ব্যক্তির সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

এই বিষয়ে জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া' ও আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

১.৭. حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوَفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، عَلَى قَضَاؤِهِ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ.

১০৭০. আবুল ফাযল মাকতূম ইবনুল আব্বাস (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর নিকট (সালাতুল জানাযার জন্য) এমন কোন মৃত ব্যক্তি আনা হলে যার উপর ঋণের দায়িত্ব বিদ্যমান তিনি বলতেন, এই ব্যক্তি ঋণ আদায় হওয়ার মত কোন সম্পদ রেখে গেছে কি ? যদি বলা হত যে, হ্যাঁ সে তার ঋণ আদায় হওয়ার মত সম্পদ রেখে গেছে, তা হলে তিনি নিজে তার সালাতুল জানাযা আদায় করতেন। আর তা না হলে মুসলিমদেরকে বলতেন তোমরা তোমাদের সাথীর সালাতুল জানাযা আদায় করে নাও।

পরে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ব্যাপক বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুলনায়ও ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং মু'মিনদের কেউ মারা গেলে সে যদি ঋণ রেখে যায় তা আদায় করা আমার দায়িত্ব। আর কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর প্রমুখ (র.) এটিকে লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : কবরের আযাব।

১.৭১. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ) أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ. فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ. ثُمَّ يُنَوِّرُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ؟ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنُومَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ. لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ. فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ التَّيْمِي عَلَيْهِ. فَتَلْتَمِ عَلَيْهِ. فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ. فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَبِي
أَيُّوبَ وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
عَذَابِ الْقَبْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১০৭১. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ বাসরী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন দুইজন কৃষ্ণবর্ণের ও
নীল চক্ষু বিশিষ্ট ফিরিশ্তা তার কাছে আসেন, একজনকে বলা হয় “মুনকার” আর অপরজনকে বলা হয়
“নাকীর”। তাঁরা বলেন, এই ব্যক্তি (নবী ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে তখন (দুনিয়াতে) তাঁকে
যা বলত তা-ই বলবে যে, ইনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি কোন ইলাহ নেই
আল্লাহ ছাড়া, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারপর তাঁরা বলবেন আমরা জানতাম যে তুমি এই
কথা বলবে। এরপর তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তার জন্যে এটি অলোকিত করে
দেওয়া হবে। এরপর তাকে বলা হবে। তুমি ঘুমিয়ে পড়। ঐ ব্যক্তি বলবে, আমি আমার পরিবার-
পরিজনের নিকট ফিরে যেতে চাই যাতে এই খবরটি তাদের দিতে পারি। তখন ফিরিশ্তা দুইজন
বলবেন, নয়া দুলহার মত তুমি ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া
জাগায়না। অবশেষে আল্লাহ তা’আলা তাকে তার এই শয্যা থেকে উত্থিত করবেন।

আর মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে (ফিরিশ্তাদের প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, আমি তো জানিনা,
তবে লোকদের যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। ফিরিশ্তারা বলবে, আমরা জানতাম তুমি এই
ধরনেরই কথা বলবে। এরপর যমীনকে বলা হবে একে চাপ দাও। তখন যমীন তাকে চাপ দিবে। ফলে
তার পিঞ্জরাস্থিসমূহ একটার ভিতর অন্যটা ঢুকে পড়বে। এভাবে সে আযাব ভোগ করতে থাকবে ;
অবশেষে তাকে আল্লাহ তা’আলা তার এ শয্যা থেকে উত্থিত করবেন।

এই বিষয়ে অলী, যায়দ ইব্ন ছাবিত, ইব্ন আব্বাস, বারা ইব্ন আযিব, আবু আযুব, আনাস,
জাবির, আয়েশা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এঁরা সকলেই কবরের আযাব সম্পর্কে
নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

১.৭২. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشْيِ .

فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৭২. হান্নাদ (র.)....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সে জান্নাত বা জাহান্নাম} বলেছেন, মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির সামনে তার মূল বাসস্থানকে তুলে ধরা হবে। সে যদি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতের বাসস্থান আর যদি সে জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামের বাসস্থান। পরে বলা হবে, এ-ই তোমার স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ : বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার ছওয়াব।

১.৭৩. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ ! مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
 قَالَ مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلَى بَنِي عَاصِمٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . نَقَمُوا عَلَيْهِ .

১০৭৩. ইউসুফ ইবন ইসা (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সে জান্নাত বা জাহান্নাম} বলেছেন, কেউ যদি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয় তবে সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। আলী ইবন আসিম (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফু হিসেবে বর্ণিত বলে আমরা জানিনা।

কেউ কেউ এই সনদে মুহাম্মদ ইবন সূকা (র.) থেকে মাওকুফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা

এটিকে মারফু' হিসাবে রিওয়াযাত করেন নি। বলা হয় এই হাদীছের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলী ইব্ন আসিম সমালোচনার পরীক্ষায় পড়েছেন ; হাদীছবিদগণ তাঁকে দোষী করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমআ বারের মৃত্যু।

১.৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

قَالَ وَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ، إِنَّمَا يَرَوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنَ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

১০৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু আমির আকাদী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি জুমআ বারে বা জুমুআর রাতে ইন্তিকাল করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা কবরের ফিতনা থেকে হিফায়ত করবেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন এই হাদীছটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবীআ ইবন সাযফ এই হাদীছটিকে আসলে আবু আবদুর রহমান হুবুল্লী- আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে রাবীআ ইব্ন সাযফ সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাযা তাড়াতাড়ি আদায় করা।

১.৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ
 بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ
 إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ . وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوءًا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .

১০৭৫. কুতায়বা (র)....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না, সালাতের যখন ওয়াক্ত হয়ে যায়, জানাযা যখনই উপস্থিত হয়। স্বামীহীনা মেয়ের যখনই বিয়ের সমমানের সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এটির সনদ মুত্তাসিল বলে আমি মনে করিনা।

بَابُ آخِرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

তাযিয়া বা শোক সন্তুপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা দান সম্পর্কে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

١٠٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 أُمُّ الْأَسْوَدِ عَنْ مَنِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرَزَةَ ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرَزَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَزَى ثَكْلِي ، كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

১০৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম মুআদ্দিব (র)....আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তানহারা মাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দিবে তাকে জান্নাতের চাদর পরানো হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জানাযায় দুই হাত উঠানো।

١٠٧٧. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِي فَرُوءَةَ ، يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ (وَهُوَ ابْنُ

أَبِي أَنَيْسَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا. فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ، فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَسْحَقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وَذَكَرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ (فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ) لَا يَقْبِضُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى الْقَبْضُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

১০৭৭. রাসিম ইব্ন দীনার আল-কূফী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযায় তকবীর দেন। তিনি এর প্রথম তকবীরে হাত উঠিয়েছিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এই বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মনে করেন যে, সালাতুল জানাযার প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতে হবে। এ হলো ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, কেবল প্রথম তাকবীরেই হাত উঠাবে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] ছাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের অভিমত। ইব্ন মুবারক (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেন, সালাতুল জানাযায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরবে না।

কতক আলিম বলেন, সালাতের মধ্যে যেমন ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা হয় তেমনি সালাতুল জানাযায়ও ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা হবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সালাতুল জানাযায়ও (ডান হাত দিয়ে বাম হাত) ধরা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

অনুবাদ : ঋণের কারণে মু'মিনের রুহ লটকে থাকে, যে পর্যন্ত না তা আদায় করা হয়।

১.৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

১০৭৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মু'মিনের রুহ ঋণের দায়ে লটকানো থাকে।

১.৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْأَوَّلِ .

১০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মু'মিনের রুহ ঋণের সাথে লটকানো থাকে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। এই রিওয়াযাতটি প্রথমটির তুলনায় অধিক সহীহ।

كِتَابُ النِّكَاحِ বিবাহ অধ্যায়

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের ফযীলত এবং এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত করা ।

১০৮. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي الشَّيْمَالِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي نَجِيحٍ وَجَابِرٍ وَعَكَّافٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّيْمَالِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ .
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي الشَّيْمَالِ . وَحَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ .

১০৮০. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.).....আবু আয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ব বলেছেন, চারটি বিষয় হলো রাসূলগণের সুনাতঃ লজ্জা, আতর ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। এই বিষয়ে উছমান, ছাওবান, ইব্ন মাসউদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, জাবির ও আক্কাফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু আয়্যুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

মাহমূদ ইব্ন খিদাশ (র.).....আবু আয়্যুব (রা.) থেকে হাফস (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হুশায়ম, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী, আবু মুআবিয়া (র.) প্রমুখ আল-হাজ্জাজ - মাকহূল - আবু আয়্যুব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের রিওয়াযাতে আবুশ শিমাল (র.)-এর উল্লেখ নাই। হাফস ইব্ন গিয়াছ ও আব্বাদ ইব্ন আওওয়াম (র.)-এর রিওয়াযাতটিই অধিকতর সাহীহ।

১.৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَانَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

১০৮১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম কতিপয় যুবক। কোন অর্থ-সামর্থ আমাদের ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা তা চক্ষু অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান রক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। তবে তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ নেই তার উচিত সিয়াম পালন করা। কেননা সিয়াম তার যৌন প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....উমারা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী আ'মাশ (র.) থেকেও এই সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। আবু মুআবিয়া ও আল-মুহারিবি (র.)ও এটিকে আ'মাশ - ইবরাহীম - আলকামা - আবদুল্লাহ সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহ থেকে বিরত থাকা নিষিদ্ধ।

১.৪২ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَّاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَيُقَالُ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ .

১০৮২. আবু হিশাম আর রিফাঈ, যায়দ ইব্ন আখ্যাম ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল বাসরী (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্ত্রী সম্পর্ক পরিত্যাগ করা নিষেধ করেছেন।

যায়দ ইব্ন আখ্যাম (র.) তাঁর বর্ণনায় আরো রিওয়াযাত করেন যে, কাতাদা তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .

তোমাদের পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি (সূরা রা'দ ১৩ : ৩৮)।

এই বিষয়ে সা'দ, আনাস ইব্ন মালিক, আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আশআছ ইব্ন আবদুল মালিক (র.) এই হাদীছটিকে হাসান- সা'দ ইব্ন হিশাম - আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বলা হয় উভয় রিওয়ায়াতই সাহীহ।

১.৮৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ . وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৮৩. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ (র.)...সাদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উছমান ইব্ন মাজউনের স্ত্রী-সম্পর্ক পরিত্যাগ করে থাকার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে দেন। তিনি যদি এর অনুমতি দিতেন তবে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَرَوْجُوهُ

অনুচ্ছেদ : যার দীন তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয় তাকে বিয়ে কর।

১.৮৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ . إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرْنِيِّ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَدْ خُوِلِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ . وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا .

১০৮৪. কুতায়বা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলে-ছেন, যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দনীয় হয় তবে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, এই বিষয়ে আবু হাতিম মুযানী, আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদের ক্ষেত্রে আবদুল হামীদ ইব্ন সুলায়মানের বিরোধিতা করা হয়েছে। লায়ছ ইব্ন সা'দ এটিকে ইব্ন আজলান - আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেছেন যে, লায়ছ (র.)-এর রিওয়াযাতটি বিশুদ্ধ তার অধিক নিকটবর্তী। তিনি আবদুল হামীদ (র.)-এর হাদীছটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি।

١٠٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ ؟ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَابْنُ حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .

১০৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র.).....আবু হাতিম মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। তা যদি না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি তার মাঝে (কুফু-এর দিক থেকে) কিছু ক্রটি থাকে ? তিনি বললেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। এই কথা তিনি তিনবার বললেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আবু হাতিম মুযানী (রা.) রাসূলুল্লাহ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন। নবী পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তার বরাতে এই হাদীছ ছাড়া আর কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

অনুচ্ছেদ : তিন গুণের ভিত্তিতে মেয়েদের বিবাহ করা।

১. ৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا . فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ . تَرِبْتُ يَدَاكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৮৬. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসা (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মেয়েদের বিবাহ করা হয়ে থাকে তার দীনদারীর কারণে, অর্থ সম্পদের কারণে, সৌন্দর্যের কারণে। তুমি দীনদার পাত্রীকেই নির্বাচন করবে। তোমার শুভ হোক।

এই বিষয়ে আওফ ইব্ন মালিক, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১. "تَرِبْتُ يَدَاكَ" "তোমার হাত বিনিময় হোক"। এটি একটি আরবী বাক পদ্ধতি। এতে স্নেহ প্রকাশ, শুভ কামনা, কোন ক্ষেত্রে নিন্দা জ্ঞাপন অর্থেও এটি ব্যবহৃত। এখানে শুভ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

অনুচ্ছেদ : প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা ।

১০৮৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ (هُوَ الْأَحْوَلُ) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ انْظُرْ إِلَيْهَا . فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحَرَّمًا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أُخْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا .

১০৮৭. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক স্ত্রীলোককে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। তা তোমাদের উভয়ের প্রণয়ে সহায়ক হবে।

এই বিষয়ে মুহম্মদ ইব্ন মাসলামা, জাবির, আনাস, আবু হুমায়দ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলাম এ হাদীছ অনুযায়ী অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : যা দেখা নিষিদ্ধ তার প্রতি না তাকিয়ে তাকে দেখে নেয়ায় কোন দোষ নাই। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। -এ অর্থ হলো তা তোমাদের পরস্পরে ভালবাসা স্থায়ী হওয়ার অধিকতর অনুকূল হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের ঘোষণা ।

১০৮৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدَّفُّ وَالصَّوْتُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَ أَبُو بَلَجٍ إِسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَيُقَالُ ابْنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ .

১০৮৮. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....মুহম্মদ ইব্ন হাতিব জুমাহী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হারাম (ব্যভিচার) ও হালাল (বিবাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো ঘোষণা ও দফ ব্যবহার।

এই বিষয়ে আয়েশা, জাবির, রুবাযিয়া বিনত মুআওযিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মুহম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা.) বর্ণিত হাদীটি হাসান। রাবী আবু বালজ-এর নাম হলো ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু সূলায়ম; এবং তাকে ইব্ন সূলায়ম ও বলা হয়ে থাকে। মুহম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা.) নবী ﷺ-কে দেখেছেন। তখন তিনি ছোট ছেলে ছিলেন।

১.৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اُعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ . وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ . وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرَوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ .

১০৮৯. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিবাহের ঘোষণা দিবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। আর এ উপলক্ষে দফ বাজাবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী ইসা ইব্ন মায়মুন

আনসারী হাদীছ বর্ণনায় যঈফ। আর যে ঈসা ইব্ন মায়মুন তাফসীর বিষয়ে ইব্ন আবু নাজীহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য।

১.৯. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زَكْوَانَ ، عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَى غَدَاةَ بِنْتِ بِي . فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، وَجُورِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدِفُوفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ . أَلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ " وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ " فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ ، وَقُولِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ قَبْلَهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৯০. ইমায়দ ইব্ন মাসআদা বাসরী (র.).....রু'বাইয়ি' বিনত মু'আওবিয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাসর রাতের পরদিন ভেরে আমার ঘরে এলেন, এবং তুমি (খালিদ ইব্ন যাকওয়ান) আমার যতটুকু কাছে তিনি ততটুকু কাছে বিছানায় বসলেন। বালিকারা তখন তাদের দফ বাজাচ্ছিল এবং আমাদের বাপ-দাদা যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রশংসা গাঁথা গাইছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাদের একজন গাইল : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ : "আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হবে তাও জানেন।" তখন নবী ﷺ মেয়েটিকে বললেন, এই ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাক। এর আগে যা বলছিলে তা-ই বল।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ : নব দম্পতির জন্য দু'আ।

১.৯১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ . وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৯১. কুতায়বা (র.).....অবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কেউ বিয়ে করত তখন তিনি এ বলে মবারকবাদ দিতেন, بَارَكَ اللَّهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ - আল্লাহ তা'আলা বরকতময় করুন এবং তোমার উপরও বরকত বর্ষণ করুন। আর তোমাদের উভয়কে কল্যাণে একত্রিত করুন।

এই বিষয়ে আলী ইবন আবু তালিব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সাথে মিলনের দুআ।

১. ৯২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا - فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৯২. ইবন আবু উমার (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, তখন বলবে, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا "আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখ, এবং আমাদের যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে বিদূরিত করে দাও" (এ মিলনে) যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন সন্তানের ফায়সালা করেন তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

অনুচ্ছেদ : বিবাহ করার সুন্নাত সময়।

১. ৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ . وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ .

১০৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শাওওয়ালে বিবাহ করেন এবং শাওওয়াল মাসেই তাঁর সঙ্গে আমার বাসর হয়। আয়েশা (রা.) তাঁর পরিবারের মেয়েদের জন্য শাওওয়াল মাসে বাসর হওয়া পছন্দ করতেন।
ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ হাদীছ ইসমাইল থেকে ছাওরীর বর্ণনা ছাড়া আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

অনুচ্ছেদ : ওয়ালীমা প্রসঙ্গে।

١٠٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ . فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزَنُ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ وَزَنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ . وَقَالَ إِسْحَقُ هُوَ وَزَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ .

১০৯৪. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর গায়ে হলদে চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, খেজুর বিচির পরিমাণ সোনার মাহরের বিনিময়ে আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি।

নবী ^{সালাতুহু ওয়া সাল্বাহু} বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। ওয়ালীমা কর, একটি বকরী দ্বারা হলেও।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আয়েশা, জাবির, যুহায়র ইব্ন উছমান (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (রা.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রা.) বলেন, খেজুর বিচির সমান সোনার পরিমাণ হলো তিন দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। ইসহাক (রা.) বলেন, এর পরিমাণ হলো পাঁচ দিরহাম ও এক দিহামের এক তৃতীয়াংশ।

১.৯৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১০৯৫. ইব্ন আবী উমার (রা.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (উম্মুল মু'মিনীন) সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা.)-এর (বিবাহে) ওয়ালীমা করেছিলেন শুকনা খেজুর ও ছাতু সহযোগে।

ইমাম আবু দীস (রা.) বলেন, এই হাদীটি হাসান-গারীব।

১.৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَ هَذَا . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَدْلِسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . فَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ .

১০৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা.).....সুফইয়ান (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে ইব্ন উয়ায়না - যুহরী - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা “ওয়াইল - তৎপুত্র বা পিতা”-এর কথা উল্লেখ করেন নি। সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না এই হাদীছ বর্ণনায় তদলীস করেছেন। কখনও তিনি “ওয়াইল - তৎপুত্র” কথাটির উল্লেখ করেননি, আবার কখনও করেছেন।

১.৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ . وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ . وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُنَّةٌ . وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَأَنْعَرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاقِيرِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ وَكَيْعُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، مَعَ شَرَفِهِ ، يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ .

১০৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা বাসরী (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম দিনের খানা হলো যথার্থ ; দ্বিতীয় দিনের খানা হলো সুন্নত ; আর তৃতীয় দিনের খানা হলো লোক শোনান। যে ব্যক্তি লোক শোনানোর জন্য করে, আল্লাহ তা'আলাও তার এ মনোবৃত্তি শুনিবে দিবেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। এবং যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ বহু মুনকার ও আজগুবি বিষয়ের রিওয়ায়াতকারী। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন উকবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ওয়াকী' (র.) বলেছেন, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ তার মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি হাদীছে অনেক অসত্য বর্ণনা করে থাকেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبَابَةِ الدَّاعِي

অনুচ্ছেদ : দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা।

১. ৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ تَوَّأ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৯৮. আবু সালামা ইয়াহুইয়া ইবন খালাফ (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যদি দাওয়াত করা হয় তবে তাতে আসবে।

এই বিষয়ে আলী, আবু হুরায়রা, বারা, আনাস ও আবু আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَجِيْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ : বিনা দাওয়াতে ওয়ালীমা খেতে আসা।

১.৭৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَامٌ ، فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً . فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ . قَالَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاَهُ وَجَلَسَا هُ الذِّينَ مَعَهُ . فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا . فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ . قَالَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، فَلْيَدْخُلْ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

১০৯৯. হানাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুআয়ব নামে এক ব্যক্তি তার গোষ্ঠে ওয়ালা-গেলামকে গিয়ে বলল, পাঁচ জনের জন্য যথেষ্ট হয় সে পরিমান খাবার তৈরী কর। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা আমি ক্ষুধার আলামত দেখেছি। সে খাবার তৈরী করল। পরে আবু শুআয়ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গে বসা কয়েকজন লোককে দাওয়াত দিয়ে আনতে একজনকে পাঠায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (দাওয়াতে যাওয়ার জন্য) উঠলেন তখন এক ব্যক্তি যে দাওয়াত করার সময় তাদের সঙ্গে ছিল না, তাদের পিছনে পিছনে চলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার দরজায় এসে পৌঁছলেন, তখন বাড়ীওয়ালাকে বললেন, একজন লোক আমাদের অনুসরণ করেছে, যে দাওয়াতের সময় আমাদের সঙ্গে ছিল না। এখন যদি তুমি অনুমতি দাও তবে সে প্রবেশ করতে পারে। আবু শুআয়ব বললেন, আমি তাকে অনুমতি দিলাম, সে প্রবেশ করুক।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ : কুমারী বিবাহ করা ।

১১০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَزَوَّجُ يَاجَابِرُ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ بَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا. فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا. فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ فَدَعَا لِي. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১১০০. কুতায়বা (রা.)..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। এরপর আমি নব ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কুমারী, না অকুমারী? আমি বললাম, না; বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমিও তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করত।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (আমার পিতা) আবদুল্লাহ মারা গিয়াছেন। তিনি সাতটি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নয়টি কন্যা রেখে গেছেন। সুতরাং আমি এমন এক মহিলা বরণ করেছি, যে তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারে।

তখন তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন।

এই বিষয়ে উবাই ইবন কা'ব, কা'ব ইবন উজ্জরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ : ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না।

১১.১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيKُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . ح . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي سُوَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ .

১১০১. আলী ইব্ন হুজর, কুতায়বা, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (রা.) আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না।

এই বিষয়ে আয়েশা, ইব্ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১১.২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَإِنْ اشْتَجَرُوا ، فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحَفَظِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُذَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ . رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ

ابن الربيع عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ .
 وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ
 عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى أَبُو
 عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ ،
 عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي
 إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ
 أَصْحَابِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 وَلَا يَصِحُّ . وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ ،
 عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ عِنْدِي أَصَحُّ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ
 مِنْ أَبِي إِسْحَقَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَخْفَظَ
 وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ . فَإِنْ
 رِوَايَةُ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ . لِأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ
 أَبِي إِسْحَقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
 غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيَّ
 يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بَرْدَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَانِكَاحِ إِلَّا
 بِوَلِيِّ ؟ فَقَالَ نَعَمْ . فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ عَنْ
 مَكْحُولٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ . وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ ثَبَتَ فِي أَبِي

إِسْحَقُ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ مَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الَّذِي فَاتَنِي ، إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ حَدِيثٌ عِنْدِي حَسَنٌ . رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بِغَضِّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ . فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا . وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَسَمَاعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ . إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ .

وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ . مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ

বিবাহ অধ্যায়

৩৮৩

الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَشُرَيْحُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ . وَبِهَذَا يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

১১০২. ইব্ন আবী উমার (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মহিলা তার ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি এরপর স্বামী-তার সাথে সঙ্গত হয় তবে স্ত্রী মহরানার হকদার হবে। যেহেতু তার স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করে ভোগ করেছে। ওলীরা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে, শাসকই ওলী হবে, যার ওলী নেই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। -ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী, ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব ও সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ হাফিজুল হাদীছ ইব্ন জুরায়জ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু মূসা বর্ণিত হাদীছটির (১১০২ নং) সনদে বর্ণনা-বিরোধ রয়েছে। ইসরাঈল, শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ, আবু আওয়ানা, যুহায়র ইব্ন মুআবিয়া, কায়স ইব্ন রাবী (র.) এটিকে আবু ইসহাক - আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ ও যায়দ ইব্ন হুবাব (র.) এটিকে ইউনুস ইব্ন আবু ইসহাক - আবু ইসহাক - আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু উবায়দা হাদ্দাদ (র.) এটিকে ইউনুস ইব্ন আবু ইসহাক - আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) নবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আবু ইসহাক (র.)-এর উল্লেখ করেননি। ইউনুস ইব্ন আবু ইসহাক - আবু ইসহাক - আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

শু'বা, ছাওরী (র.) - আবু ইসহাক - আবু বুরদা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না। সুফইয়ান (র.)-এর কতক শাগির্দ এটিকে সুফইয়ান - আবু ইসহাক - আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সাহীহ নয়।

আমার মতে আবু ইসহাক (র.) থেকে যারা আবু বুরদা - আবু মূসা (রা.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 'ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না' - তাদের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ। কেননা, তাঁরা আবু ইসহাক (র.) থেকে এটিকে বিভিন্ন সময়ে শুনেছেন। যদিও শু'বা ও ছাওরী অধিকতর স্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং অধিকতর নির্ভর যোগ্য যাঁরা এ হাদীছটি আবু ইসহাক (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাদের তুলনায়, তবে তাঁদের সকলের রিওয়ায়াতই আমার মতে অধিকতর সাহীহ ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শু'বা এবং ছাওরী (র.) উভয়েই এই হাদীছটি আবু ইসহাক (র.) থেকে এক মজলিসে শুনেছেন। মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)-এর রিওয়ায়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.) বলেন, আবু দাউদ

বলেছেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, আমি সুফইয়ান ছাওরী কর্তৃক আবু ইসহাক (র.)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, আপনি কি আবু বুরদা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না ?

তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ। সুতরাং এই রিওয়াযাতটি প্রমাণ করে যে, শু'বা ও ছাওরী (র.) এই হাদীছটি একই সময়ে শুনেছেন। রাবী ইসরাঈল (র.) আবু ইসহাক (র.) থেকে রিওয়াযাতের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র.) বলেন যে, আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র.)-কে বলতে শুনেছি, ইসরাঈল (র.)-এর উপর যখন থেকে নির্ভর করেছি তখন থেকেই আবু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত ছাওরীর রিওয়াযাত সমূহ আমার ছুটে গেছে। কারণ, ইসরাঈল (র.) আবু ইসহাক (র.)-এর রিওয়াযাত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করতেন।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) বর্ণিত নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর “ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না।” এই হাদীছটি হাসান। ইবন জুরায়জ এটিকে সুলায়মান ইবন মূসা - যুহরী - উরওয়া - আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ ইবন আরতাত ও জা'ফার ইবন রাবীআ (র.) এটিকে যুহরী - উরওয়া - আয়েশা (রা.) সনদে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবন উরওয়া - তার পিতা উরওয়া - আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন মুহাদ্দিছ যুহরী - উরওয়া - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর হাদীছটির সনদের সমালোচনা করেছেন। ইবন জুরায়জ বলেন, “পরবর্তীতে আমি যুহরী (র.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তখন এটি অস্বীকার করেন।” এই কারণে, মুহাদ্দিছগণ এই রিওয়াযাতটিকে যঈফ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মাদীন (র.) থেকে উল্লেখিত আছে যে, তিনি বলেন, একমাত্র ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র.)-ই ইবন জুরায়জ (র.) বরাতে উক্ত বক্তব্যটির উল্লেখ করেছেন। আর ইবন জুরায়জ (র.) থেকে ইসমাইল ইবন ইবরাহীমের কিছু শবণ তেমন প্রমাণিত নয়। আবদুল মাজীদ ইবন আবদুল আযীয ইবন আবু রাওওয়াদ (র.)-এর কিতাব থেকে নিজের কিতাব সংশোধন করেছেন। তিনি (ইসমাইল) ইবন জুরায়জ (র.) থেকে কিছুই শোনেন নি। ইবন জুরায়জ (র.) এর বরাতে বর্ণিত ইসমাইল ইবন ইবরাহীমের রিওয়াযাত সমূহকে ইয়াহইয়া (র.) যঈফ বলেছেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবন আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর আহলে ইল্ম সাহাবীগণ “ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না” শীর্ষক হাদীছটির উপর আমল করেছেন। কোন কোন ফকীহ তাবিঈ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন, ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব, হাসান বসরী, শুরায়হ, ইবরাহীম নাখঈ, উমার ইবন আবদুল আযীয (র.) প্রমুখ। সুফইয়ান ছাওরী, আওয়াঈ, মালিক, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও এই অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لَانِكَاحِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

অনুচ্ছেদ : সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না ।

১১.৩. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .
 قَالَ يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ . وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

১১০৩. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ আল-বাসরী (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা হলো ব্যভিচারিণী যারা সাক্ষী ছাড়া নিজেরাই নিজেদের বিবাহ করে নেয়।

ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ (র.) বলেন, তাফসীর অধ্যায় প্রসঙ্গে আবদুল আ'লা এই রিওয়াযাতটিকে মারফু' রূপে এবং কিতাবুত তালাকে মারফু' না করে মাওকুফরূপে রিওয়াযাত করেছেন।

১১.৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ . وَهَذَا أَصَحُّ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . لَانَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا . وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا . وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ "لَانِكَاحِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ" . هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَانِكَاحِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ هَذَا مَوْقُوفًا . وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ

التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا لَانِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ . لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ . وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أُعْلِنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ . هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১০৪. কুতায়বা (র.).....সাইদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেন নি। আর তা-ই অধিকতর সাহীহ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। আব্দুল আ'লা-সাইদ-কাতাদা (র.) সূত্র ছাড়া এটি মারফু'রূপে কেউ রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আব্দুল আ'লা-সাইদ(র.) সূত্রে এটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ হলো ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁর উক্তি। “সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না।” একাধিক রাবী সাইদ ইব্ন আবী আরুবা (র.) থেকেও মাওকূপরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্ন হুসায়ন, আনাস, আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

সাহাবী এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাবিঈ ও অন্যান্য আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। তাঁরা বলেন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না। আমাদের জানামতে পূর্ববর্তী আলিমগণের মাঝে এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক আলিম মতবিরোধ করেছেন। এই আলিমগণের মতবিরোধ হলো এক জনের পর আরেক জন সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে। অধিকাংশ কূফাবাসী ও অপরাপর আলিম বলেন বিবাহের আক্দের সময় একসঙ্গে দুই জন সাক্ষী না হলে বিবাহ জায়েয হবে না। মদীনাবাসী কতক আলিমের মতে একসঙ্গে না হয়, একজনের পর একজন সাক্ষী হলেও তা জায়েয হবে যদি তারা এর ঘোষণা করে। এ হলো ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। মদীনা বাসীদের বর্ণনানুসারে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।

কতক আলিম বলেন, একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্যেও বিবাহ জায়েয আছে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফারও এই মত)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের খুতবা ।

১১.৫ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ . قَالَ التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ

قَالَ عَبَثَرُ فَفَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ . لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

وَأَبَى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১১০৫. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আমাদের সালাতের তাশাহুদ শিখিয়েছেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রের তাশাহুদও শিখিয়েছেন। সালাতের তাশাহুদ হলো :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

অর্থাৎ :

‘যাবতীয় মৌখিক ইবাদাত, দৈহিক ইবাদাত ও আর্থিক ইবাদাত আল্লাহরই জন্য।’

‘হে নবী, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এবং তাঁর রহমত ও বরকত।’

‘শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বন্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।’

এরপর তিনি তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। বর্ণনাকারী ‘আবছার (র.) বলেন, সুফইয়ান ছাওরী এই তিনটি আয়াতের বিবরণ দিয়েছেন।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রের তাশাহুদ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আর আল্লাহর আশয় নিই আমাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তি থেকে এবং আমাদের মন্দ আমল থেকে। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালনা করেন, তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সৎপথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।’

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ .

আল-ইমরান- ৩ : ১০২

(২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

নিসা ৪ : ১

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

আহযাব ৩৩ : ৭০

(১) ‘. তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভাবে ভয় কর। এবং তোমরা আত্ম সমর্পনকারী না হয়ে মরো না।’ (৩ : ১০২)

(২) ‘. এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাওয়া কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’ (৪ : ১)

(৩) ‘. আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।’ (৩৩ : ৭০)

এই বিষয়ে আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

আ‘মাশ এটিকে আবু ইসহাক - আবুল আহওয়াস - আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। শু‘বা (র.) এটিকে আবু ইসহাক - আবু উবায়দা - আবদুল্লাহ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। উভয় সনদই সাহীহ। কেননা ইসরাঈল (র.) উভয় রিওয়াযাতকেই একত্রিত করে আবু ইসহাক - আবুল আহওয়াস ও আবু উবায়দা - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেন, খুতবা প্রদান ছাড়াও বিবাহ জাইয। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও অন্যান্য আলিমগণের অভিমত।

১১.৬. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَّاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

১১০৬. আবু হিশাম রিফাঈ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সব ভাষনের সঙ্গে তাশাহুদ (খুতবা) নেই সে সব হলো কাটা হাতের মত।

ইমাম আবু দীনা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِثْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ : কুমারী ও অকুমারী মহিলাদের অনুমতি গ্রহণ।

১১.৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَالْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تَزُوجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . وَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمَرَهَا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَالِنِكَاحُ مَفْسُوخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الْآبَاءُ . فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الْأَبِ ، فَالِنِكَاحُ مَفْسُوخٌ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَزْوِيجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১০৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অকুমারী মহিলাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। কুমারী মহিলাকেও তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর চুপ থাকাই তার সম্মতি। এই বিষয়ে উমর, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা, উরস ইব্ন আমীরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, সুস্পষ্ট ভাবে না বলা পর্যন্ত অকুমারী মহিলার বিবাহ হতে পারে না। যদিও তার পিতা তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার বিবাহ দিয়ে দেয় এবং সে তা অপছন্দ করে তবে অধিকাংশ উলামার মতে, তার এ নিকাহ বাতিল হবে।

পিতা অনুমতি গ্রহণ না করে কুমারী কন্যাকে বিবাহ প্রদানের বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কুফাবাসী এবং অপরাপর অধিকাংশ আলিমের মতে পিতা যদি তার সাবালিকা কুমারী কন্যাকে সম্মতি না নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয় আর সে পিতৃপ্রদত্ত এই বিয়েতে সন্তুষ্ট না হয় তবে এই বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

মদীনাবাসী কোন কোন আলিম বলেন, কুমারী কন্যা অমত হলেও তাকে পিতা বিয়ে দিয়ে দিলে জায়েয হবে, ইমাম মালিক ইবন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর এ অভিমত।

১১০৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَقَدْ اُخْتِجَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا اُخْتِجُوا بِهِ . لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَأَنْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَأَنْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالْنِّكَاحُ مَفْسُوحٌ ، عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ . حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُو هَاوِهِ ثَيْبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ .

১১০৮. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অকুমারী

মেয়ে নিজের ব্যপারে তার ওলীর অপেক্ষা অধিক হকদার। কুমারীর বেলায় তার বিষয়ে তার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আর তার চুপ থাকা অনুমতি।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু' বা ও সুফইয়ান ছাওরী (র.) এ হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ওলী ছাড়াই বিবাহ জাইয হওয়ার বিষয়ে কেউ কেউ এই হাদীছটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। বস্তুতঃ তাঁরা যে বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন এ হাদীছে তা প্রমাণিত হয়না। কেননা ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে একাধিক সনদে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয়না। নবী ﷺ-এর ওয়াফাতের পর ইব্ন আব্বাস (রা.) এরূপ ফতওয়া দিয়েছেন।

“অকুমারী মেয়ে নিজের বিষয়ে তার ওলী অপেক্ষা অধিকতর হকদার”-এই হাদীছটির মর্ম অধিকাংশ আলিমের মতে এই যে, ওলী তাকে তার সন্তুষ্টি ও তার স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত বিবাহ দিতে পারে না। যদি সে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তবে খানসা বিনত থিয়াম (রা.)-এর হাদীছের ভিত্তিতে এই বিয়ে বাতিল। খানসাকে তাঁর পিতা অকুমারী অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন, আর তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন নবী ﷺ এই বিবাহ বাতিল করে দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম কুমারীকে জবরদস্তিমূলক বিয়ে দেওয়া।

১১.৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا . يَعْنِي إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ ، فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فُسْخِهِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ

بَعْضُهُمْ لَا يُجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ . وَلَا يُجُوزُ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ .
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ
أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَزُوجَتْ ، فَرَضِيَتْ ،
فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ . وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أُدْرِكَتْ . وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ
الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ ، فَهِيَ امْرَأَةٌ .

১১০৯. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (সাবালিকা) ইয়াতীম কুমারী থেকে তার বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। যদি সে চুপ থাকে তবে তাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে। আর যদি অস্বীকার করে তবে তার উপর তা কার্যকরী হবেনা। এই বিষয়ে আবু মূসা, ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের ইয়াতীম কুমারী মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিমের অভিমত এই যে, কোন ইয়াতীম কুমারী কন্যার যদি বিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার নিকাহ বালেগ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। সে বালেগ হলে, তার এ বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। এ হলো কোন কোন তাবিঈ ও অপরাপর আলিমের বক্তব্য। [ইমাম আবু হানিফারও এই মত]।

কোন কোন আলিম বলেন, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীম কুমারী কন্যার বিয়ে জাইয নয়। বিবাহের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রযোজ্য নয়। এহলো, সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, প্রমুখ আলিমগণের অভিমত।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, যখন ইয়াতীম কন্যার বয়স নয় বৎসর হয় আর তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে সম্মতি দান করে তবে এই বিয়ে জাইয। সাবালিকা হওয়ার পর আর তার ইখতিয়ার থাকবে না। তাঁরা আয়েশা (রা.)-এর ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, যখন তার বয়স নয় বৎসর হয়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। আয়েশা (রা.) বলেন, মেয়েদের বয়স নয় বছর হলে সে মহিলা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيِّينَ يُزَوِّجَانِ

অনুচ্ছেদ : যদি দুই ওলী (অভিভাবক) বিবাহ দেয়।

১১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ،

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا. إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ. وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا، فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ.

১১১০. কুতায়বা (র.).....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলাকে যদি (সমপর্যায়ের) দুই ওলী বিবাহ দেয় তবে তাদের প্রথম জনের বিবাহ কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দুইজনের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করে তবে তা এদের মধ্যে প্রথম জনে পাবে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি সমপর্যায়ের দুই ওলী এক জনের আগে আরেকজন কোন মহিলাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তবে প্রথমটিই কার্যকর হবে। দ্বিতীয় জনেরটি বাতিল গণ্য হবে। আর যদি উভয়েই একই সঙ্গে বিয়ে দেয় তবে উভয়টিই বাতিল বলে গণ্য হবে। এ হলো ইমাম ছাওরী, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিয়ে।

১১১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ
وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ
سَيِّدِهِ لَا يَجُوزُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَغَيْرِهِمَا بِلَا اخْتِلَافٍ .

১১১১. আলী ইব্ন হজর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী <sup>সি জান্নাত
আলাইহি
ও সা সাল্লাম</sup> বলেছেন, যে গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে সে ব্যতিচারী।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল – ইব্ন উমার (রা.)-এর সনদে
নবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সাহীহ নয়।

সাহীহ হলো, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল – জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে। সাহাবী
ও অন্যান্য আলিমগণের এই হাদীছটির উপর আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে
গোলামের বিবাহ জায়েয নয়। এ হলো, ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখের অভিমত।

১১১২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১১২. সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ উমাবী (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে
বর্ণিত, নবী <sup>সি জান্নাত
আলাইহি
ও সা সাল্লাম</sup> বলেছেন, যে কোন গোলাম তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে সে ব্যতিচারী।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَهْوَرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের দেনমহর।

১১১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَأَجَازَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَأَوْا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ .

১১১৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....‘আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বানী ফাযারার জনৈকা মহিলা দুটো পাদুকা মহরানার বিনিময়ে বিবাহ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জান ও মালের বিনিময়ে এই দুটো পাদুকার ওপর তুমি নিজের বিয়েতে রাজি হয়ে গেলে? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই বিয়ের অনুমোদন দিয়ে দিলেন।

এই বিষয়ে উমার, আবু হুরায়রা, সাহল ইব্ন সা‘দ, আবু সাঈদ, আনাস, আয়েশা, জাবির এবং আবু হাদরাদ আসলামী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মাহরানার পরিমাণ সম্পর্কে আলিমগণের মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যে পরিমাণ মহরের উপর তারা সম্মত হয় তা-ই মহর বলে গণ্য হবে। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা.) বলেন, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-এর এক চতুর্থাংশের কম মহর হতে পারে না। কূফাবাসী কতক আলিম এবং ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, দশ দিরহামের কমে মহর হতে পারে না।

بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : অনুরূপ আরেকটি অধ্যায়।

১১১৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ طَوِيلًا . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِذَا رَى هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَ ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسَتْ وَلَا إِذَا رَكَ . فَالْتَمَسَ شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ . قَالَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . لِسُورٍ سَمَّاهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصَدِّقُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَالِنِكَاحُ جَائِزٌ ، وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১১৪. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জনৈক মহিলা এসে বলল, আমি আপনার জন্য আমাকে হেবা করলাম। মহিলাটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তবে এই মহিলাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একে মহর দেয়ার

মত তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি বলল, এই লুঙ্গিটি ছাড়া আমার কাছে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ পা জাহাজ আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার লুঙ্গিটি যদি একে দিয়ে দাও তবে তো তোমার (ঘরে) বসে থাকতে হবে। তোমার নিজের তো কোন লুঙ্গি থাকবে না। সুতরাং (মহরের জন্য) অন্য কিছু তালাশ কর। লোকটি বলল, কিছুই তো পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তালাশ কর। লোহার আংটি হলেও (নিয়ে এস)।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তালাশ করে কিছুই পেলনা। তখন রাসূলুল্লাহ পা জাহাজ আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছু অংশ আছে কি? লোকটি কতগুলো সূরার উল্লেখ করে বললঃ হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। রাসূলুল্লাহ পা জাহাজ আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার কাছে কুরআনের যা আছে তার কারণে এই মহিলাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র.) এই হাদীছ অনুসারে অভিমত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, কারো যদি মহর প্রদানের মত কিছু না থাকে আর সে কোন মহিলাকে কুরআনের কোন সূরা মহরের বিনিময়ে বিয়ে করে তবে সে বিয়ে জাইয। আর ঐ ব্যক্তি এই মহিলাকে কুরআনের সেই সূরা শিখিয়ে দিবে।

কোন কোন আলিম বলেন, এমতাবস্থায় বিয়ে জাইয হবে। তবে মহিলাকে মহরে মিছল ১ দিতে হবে এ হলো কুফাবসী উলামা, (ইমাম আবু হানীফা) আহমাদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১১১৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ . فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُومَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ ، عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَةً . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ إِسْمُهُ هَرَمٌ . وَالْأُوقِيَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَةً أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا .

১১১৫. ইবন আবু উমার (র.).....আবুল আজফা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, সাবধান, তোমরা উচ্চ হারে মহর নির্ধারণ করবে না। কেননা, উচ্চহারে মহর নির্ধারণ করা যদি দুনিয়ার কোন সম্মান বা আল্লাহর কাছে কোনরূপ তাকওয়াজনক বিষয় হত, তবে ১. বিবাহিত মহিলার পিতৃপুরুষদের দিক থেকে নিকট আত্মীয়া যেমন ফুফু, বোন, ইত্যাদির সম পরিমাণ মহরকে মহর মিছল বলে।

আল্লাহর নবী ^{সাহাবা} ^{আল্লাহ} -ই তোমাদের চাইতে বেশী এর উদ্যোগী হতেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} ^{আল্লাহ} তাঁর কোন স্ত্রীর বিবাহে বা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিতে গিয়ে বার উকিয়া স্বর্ণ মুদ্রার অধিক মহর নির্ধারণ করেছেন বলে আমি জানিনা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবুল আজফা সুলামী--এর নাম হলো হারম। আলিমগণের মতে চল্লিশ দিরহামে হলো এক উকিয়া। সুতরাং বার উকিয়া হলো চার শ' আশি দিরহাম।^১

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ : দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করা।

১১১৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ . وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً ، وَجَعَلَ عَتِقَهَا صَدَاقَهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ صَفِيَّةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عَتِقُهَا صَدَاقَهَا ، حَتَّى يُجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعَتِقِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১১৬. কুতায়বা (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} ^{আল্লাহ} সাফিয়্যা (রা.)-কে আযাদ করে দিয়েছিলেন (এবং বিয়ে করেছিলেন), এবং তাঁর আযাদীকে তার মহর সাব্যস্ত করেছিলেন।

এই বিষয়ে সাফিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। অপর কতক আলিম 'আযাদ করা'-কেই মহর হিসাবে সাব্যস্ত করা জাইয রাখেননি। (তাঁদের মতে) 'আযাদ করা' ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে মহর সাব্যস্ত করতে হবে। প্রথম অভিমতটি অধিক সহীহ।

১. অবশ্য উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা.) ছিলেন এর ব্যতিক্রম ; তাঁর মহর ছিল চার হাজার দিরহাম। তবে তা নবী . নির্ধারণ করেন নি, বরং হাবশার মুসলিম বাদশাহ নাজাশী তা নির্ধারণ করেছিলেন এবং নিজে থেকে তা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : স্বীয় দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত ।

১১১৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ . وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ، فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ . وَرَجُلٌ أَمَّنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ . ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخِرُ فَأَمَّنَ بِهِ . فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ (وَهُوَ ابْنُ حَيٍّ) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ . وَرَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ . وَصَالِحُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ هُوَ وَالِدُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ .

১১১৭. হান্নাদ (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। সেই গোলাম যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে ; এমন এক ব্যক্তি যার ছিল সুন্দরী দাসী। সে একে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং অতি উত্তমরূপে তাকে শিক্ষা দেয় এরপর সে তাকে আযাদ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে বিয়ে করে সেই ব্যক্তিকেও দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে, এমন এক ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে এবং আখেরী কিতাব (কুরআন) আসার পর এর উপরও ঈমান এনেছে সেই ব্যক্তিকেও দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে।

ইব্ন আবী উমার (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা-এর পূর্ণ নাম হলো আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স। শু' বা এবং ছাওরী (র.)ও এই হাদীছটিকে সালিহ ইব্ন সালিহ ইব্ন হায়্যি (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ ইব্ন সালিহ ইব্ন হায়্যি (র.) হলেন হাসান ইব্ন সালিহ-এর পিতা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলনের পূর্বেও যদি তাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তার কন্যার সাথে বিবাহ করা জাইয কি-না।

১১১৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قَبْلِ إِسْنَادِهِ . وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهْيَعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهْيَعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، حَلٌّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْإِبْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا . لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ" وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১১৮. কুতায়বা (র.).....আমর ইব্ন শু' আয়ব (র.) তৎ পিতা - পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সংজ্ঞা} বলেছেন, কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে মিলিত হয় তবে সেই মহিলার

কন্যার সাথে তার বিবাহ হালাল নয়। আর যদি মিলিত না হয় তবে সেই মহিলার কন্যার সাথে বিবাহ হতে পারবে। আর কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে সে তার সাথে মিলিত হউক বা না হউক ঐ মহিলার মা কে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয়।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি সনদের দিক থেকে সাহীহ নয়। আমর ইবন শু'আয়ব (র.) থেকে এটিকে ইবন লাহীআ এবং মুছান্না ইবনুস সাম্বাহ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবন লাহীআ এবং মুছান্না ইবনুস সাম্বাহ উভয়েই যঈফ।

এই হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার কন্যাকে ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হালাল। যদি কন্যাও বিবাহ করে এবং মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার মাকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।— **وَأُمَّهَاتُ نِسَاءكُمْ**

আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের মা হারাম করা হয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানিফা (র.)-এরও এই অভিমত।]

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় পরে সেই মহিলা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করে এবং ঐ স্বামীও মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়।

১১১৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ . فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي . فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الْغُمَيْصَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا . فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعَ الزَّوْجِ الْآخَرَ .

১১১৯. ইবন আবু উমার ও ইসহাক ইবন মানসূর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ কুরায়ীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি রিফাআর বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দিয়ে দেন এবং চূড়ান্ত তালাক দেন। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবন যুবাযরকে বিয়ে করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের ঝালোরের তুল্যই রয়েছে।^১

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আবার রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, যতক্ষণ না তুমি তার (আবদুর রহমানের) মধু আস্বাদ করেছ এবং সে তোমার মধু আস্বাদ করেছে ততক্ষণ তুমি তা পার না।

এই বিষয়ে ইবন উমার, আনাস, রুমায়সা বা গুমায়সা এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে আর সেই স্বামীও যদি মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবেনা, যদিও দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে মিলিত হয়নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْلِلِ وَالْمُحَلِّلِ لَهُ

অনুচ্ছেদ : ‘হিলা’কারী এবং যার জন্য ‘হিলা’ করা হয়।

১১২. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيُّ. حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثُ مَعْلُولٍ . وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ (هُوَ الشَّعْبِيُّ) عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ

১. তার সহবাসের যোগ্যতা নেই।

وَعَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ . لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ . وَهَذَا قَدْ وَهَمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ . وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .

১১২০. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিলার উদ্দেশ্যে) যে ব্যক্তি 'হিলা' (বিয়ে) করে আর যার জন্য 'হিলা' করা হয় উভয়ের উপরই লানত করেছেন।^১

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আবু হুরায়রা, উক্বা ইব্ন আমির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী ও জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মা'লুল বা ত্রুটিপূর্ণ। আশআছ ইব্ন আবদুর রহমান - মুজালিদ - আমির - হারিছ - আলী (রা.) সূত্রে, এবং আমির - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটির সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)-সহ কোন কোন আলিম মুজালিদ ইব্ন সাঈদ - কে যইফ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়রও এই হাদীছটিকে মুজালিদ - আমির - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ - আলী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে ইব্ন নুমায়রের বিভ্রান্তি ঘটেছে। প্রথম সূত্রটি অধিক সাহীহ। মুগীরা, ইব্ন আবী খালিদ প্রমুখ এটিকে মা'বী - হারিছ - আলী (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন।

১১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ

১. স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় ঐ স্ত্রীকে তার জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে হিলা করতে যেয়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাকে বলা হয় **محل** বা হালালকারী আর তিন তালাকদাতা যে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা হয় তাকে বলে **محلل له**।

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ
قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ
وَكَيْعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا . وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ
الرَّأْيِ . قَالَ جَارُودٌ قَالَ وَكَيْعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
لِيُحْلِلَهَا ، ثُمَّ بَدَّالَهُ أَنْ يُمَسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمَسِكَهَا ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا
بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .

১১২১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ হীলাকারীকে এবং যার জন্য হীলা করা হয় তাকে লা নত করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ রাবী আবু কায়স আওদীর পূর্ণ নাম হলো
আবদুর রহমান ইব্ন ছারওয়ান। নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

উমার ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইব্ন আফ্ফান, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও
অপরূপ উলামাদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাবিঈ ফকীহগণের বক্তব্যও এ-ই। এ হলো
সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। জারুদ, ওয়াকী থেকে
বর্ণনা করেন যে, তিনিও এমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, এই বিষয়ে কিয়াসকারীদের মতামত
ছুড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। ওয়াকী আরো বলেন, সুফইয়ান বলেছেন, কেউ যদি অন্যের জন্য হীলার
উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রী-লোককে বিবাহ করে এবং পরে যদি সে নিজেই তাকে রেখে দিতে চায় তবে
নতুনভাবে বিবাহ করা ছাড়া তার জন্য তাকে রেখে দেওয়া হালাল হবেনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্তা বিবাহ হারাম।

১১২২. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

وَالْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

১১২২. ইব্ন আবী উমার (র.).....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধকালে মেয়েদের সাথে মুতআ বিবাহ, গৃহ পালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে সাবরা জুহানী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। মুতআ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে কিছু অবকাশ আছে বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সব হাদীছের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তিনি স্বীয় মত প্রত্যাহার করেন। অধিকাংশ আলিম মুতআ হারাম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ হলো ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানিফারও এই মত]।

১১২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ . كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ . فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدَرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئُهُ . حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ الْآيَةُ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرَجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ .

১১২৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুত্‌আ বিষয়টি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। কোন ব্যক্তি কার্য ব্যাপদেশে এমন অঞ্চলে বা শহরেও যেত সেখানে তার কোন পরিচিত জন থাকত না। তখন সে যতদিন সেখানে থাকবে বলে মনে করত ততদিনের জন্য বিয়ে করে নিত। সেই মহিলা তার মাল-সামান হিফাযত করত ও তার জিনিষ-পত্তর তত্ত্বাবধান করত। শেষে “স্বীয় স্ত্রী বা মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যাতিত তোমাদের জন্য হালাল নয়”- মর্মে আয়াত নাযিল হলো। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, ফলে এই দুইটি ছাড়া আর সব লজ্জাস্থান হারাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ : ‘শিগার’ নিকাহ নিষিদ্ধ।

১১২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (وَهُوَ الطَّوِيلُ) قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً ، فَلَيْسَ مِنَّا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رِيحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمَعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

১১২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু শাওয়ারিব (র.).....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ইসলামে ‘জালাব’^১ (যাকাতের সম্পদ একত্রীকরণ), জানাব (দূরে সরানো) এবং শিগার (বিনিময়ের বিবাহ) নেই। আর অন্যের মাল ছিনতাইকারী আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আনাস, আবু রায়হানা, ইব্ন উমার, জাবির, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা এবং ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১১২৫. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَامَةٌ

১. যাকাত যোগ্য উট বকরী ইত্যাদি একত্রিত করার জন্য মালিককে বাধ্য করাকে ‘জালাব’ এবং যাকাত আদায়কারী থেকে এগুলিকে দূরে সরিয়ে নেয়াকে ‘জানাব’, বলা হয়।

أَهْلُ الْعِلْمِ . لَا يَزَوْنُ نِكَاحَ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ،
عَلَى أَنْ يَزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ . وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوحٌ وَلَا يَحِلُّ ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا . وَهُوَ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَرَوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ
يُقْرَأُ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقٌ الْمِثْلُ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

১১২৫. ইসহাক ইব্ন মূসা আনছারী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ .
'বিনিময়ের বিবাহ' থেকে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বিনিময়ের বিবাহ জাইয বলে মনে করেন না।। 'বিনিময়ের বিবাহ' হলো, কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দিল যে ঐ ব্যক্তিও তার কন্যা বা বোনকে এর নিকট বিবাহ দিবে আর এই ক্ষেত্রে কারো কোন মহরানা দিতে হবে না। কতক আলিম বলেন, 'বিনিময়ের বিবাহ' বাতিল। পরে যদি মহরানাও নির্দ্ধারণ করে তবুও তা হালাল হবে না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাদের উভয়েরই বিবাহ বহাল রাখা হবে আর তাদের ক্ষেত্রে 'মহর মিছল' নির্দ্ধারিত হবে। এ হলো কুফাবাসী আলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও এই অভিমত।]

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে তার ফুফু খালার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা যাবে না।

১১২৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . وَأَبُو
حُرَيْزٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ

سَيْرَيْنَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

১১২৬. নাসর ইব্ন আলী জহ্যামী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা নিষেধ করেছেন।

নাসর ইব্ন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আবু সাঈদ, আবু উমামা, জাবির, আয়েশা, আবু মুসা এবং সামুরা ইব্ন জুন্দব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১১২৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ لَمْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْخَالََةَ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا . وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَأَنْعَلَمَ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১২৭. হাসান ইব্ন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মহিলাকে তার ফুফুর উপর বা ফুফুকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর, কোন মহিলাকে তার খালার উপর বা খালাকে

তার ভগ্নি কন্যার উপর অর্থাৎ এই সম্পর্কে ছোটকে বড়র উপর বা বড়কে ছোটর উপর বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ হাসান-সাহীহ।

অধিকাংশ আলিমের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে আলিমদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নাই যে, কোন মহিলা ও তার ফুফু বা খালাকে বিবাহ বন্ধনে একত্র করা হালাল নয়। যদি কেউ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার উপর বা ফুফুকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর বিবাহ করে তবে পরবর্তী জনের বিবাহ বাতিল। সর্বস্তরের আলিমদের এ অভিমত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, শা'বী (র.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে পেয়েছেন এবং তিনি তাঁর থেকে রিওয়ায়াতও করেছেন। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) (র.)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বিষয়টি সাহীহ। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, শা'বী জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমেও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের আকদের সময়কার শর্ত।

১১২৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرَها فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَرَوَى

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ شَرَطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا . كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا . وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا . وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

১১২৮. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.).....উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সংগ্রহে বলেছেন, সর্বাধিক পূরণ যোগ্য সে সকল শর্ত যেগুলির দ্বারা তোমরা কোন মহিলাকে (বিয়ের মাধ্যমে) হালাল করে নিয়েছ। আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....ইয়াহুইয়া ইব্ন যায়ীদ আব্দুল হামিদ ইব্ন জা'ফার (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন সাহাবী এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এরও এই অভিমত। তিনি বলেন, যদি কেউ কোন মহিলাকে বিয়ে করার সময় এই শর্ত করে যে, স্ত্রীকে তার শহর থেকে বের করে নিয়ে যাবে না তবে স্বামীর অধিকার নাই তাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার। কোন কোন আলিমের এ-ই মত। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহিলা প্রদত্ত শর্তের অগ্রে রয়েছে আল্লাহর শর্ত। এতে বুঝা যায় স্বামী তাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে বলে তিনি মনে করেন, যদিও স্ত্রী এই শর্ত করে যে, তাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

কোন কোন আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও কোন কোন কূফাবাসী আলিমের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

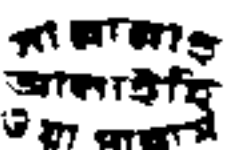
অনুচ্ছেদ : যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার দশজন স্ত্রী ছিল।

১১২৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَالصَّحِيحُ
 مَارَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسَّامَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.
 قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ
 طَلَّقَ نِسَاءَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ، كَمَا
 رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غِيلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ
 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

১১২৯. হান্নাদ (র.).....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইবন সালামা ছাকফী যখন
 ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার অধিকারে জাহিলী আমলের দশ জন স্ত্রী ছিল। তাঁরাও তার সঙ্গে ইসলাম
 গ্রহণ করে। তখন নবী  তাকে এদের মধ্যে চারজনকে নিজের জন্য বাছাই করে নিতে নির্দেশ
 দেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মা'মার-যুহরী-সালিম-এর পিতা (ইবন উমার (রা.) সূত্রেও অনুরূপ
 বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটি নির্ভরযোগ্য (মাহফুজ)
 নয়। শুআয়ব ইবন আবু হামযা প্রমুখ-যুহরী ও হামযা (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সাহীহ। ইমাম
 বুখারী বলেন, মুহাম্মদ ইবন সুওয়ায়দ ছাকফী থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে, গায়লান ইবন সালামা
 যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর ছিল দশ স্ত্রী. . . .। মুহাম্মদ বুখারী (র.) বলেনঃ যুহরীর
 রিওয়ায়াতটি হল সালিম- তৎপিতা ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ছাকফী গোত্রের জনৈক ব্যক্তি
 তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয়। উমার (রা.) তাকে বললেন, তোমার স্ত্রীদের হয়ত ফিরিয়ে আনবে নয়ত
 তোমার কবরে আমি এমনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করব যেভাবে আবু রিগালের ১ কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা
 হয়। আমিলমগণের গায়লান ইবন সালামা (রা.)-এর হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইমাম
 শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) রয়েছেন।

১. জাহিলী যুগের ছামূদ কওমের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ : একজন ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার কাছে দুই বোন (স্ত্রী হিসেবে) আছে ।

১১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَيْشَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَرِ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

১১৩০. কুতায়বা (র.).....ফায়রুয দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন, এদের যাকে ইচ্ছা তুমি বাছাই করে নাও।

১১৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَيْشَانِيَّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ . قَالَ اخْتَرِ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَبُو وَهَبٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ الدَّيْلَمِيُّ بْنُ هُوْشَعٍ .

১১৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ফায়রুয দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। তিনি বললেন, এদের যাকে ইচ্ছা তুমি বাছাই করে নাও।

এই হাদীছটি হাসান। রাবী আবু ওয়াহব জায়শানী-এর পূর্ণ নাম হলো দায়লাম ইব্ন হুশা'।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

অনুচ্ছেদ : কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে ।

১১৩২. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ
ثَابِتٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً
وَهِيَ حَامِلٌ ، أَنْ يَطَّأَهَا حَتَّى تَضَعَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَالْعَرَبِاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ .

১১৩২. উমার ইব্ন হাফস আশ-শায়বানী বাসরী (র.).....রুওয়ায়ফি' ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন অন্যের সন্তানকে (মার গর্ভে থাকাবস্থায়) নিজের বীর্য দিয়ে সিক্ত না করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। রুওয়ায়ফি' ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা জাইয মনে করেন না, কেউ যদি গর্ভবতী দাসী খরীদ করে তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, আবু দারদা, ইরবায় ইব্ন সারিয়া ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأُمَّةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا

অনুচ্ছেদ : কয়েদী বা দীর্ স্বামী থাকলে তার সঙ্গে মালিকের জন্য মিলন কি হালাল হবে ?

١١٣٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَبِي
الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أُوطَاسٍ ، وَلَهُنَّ
أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ . فذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَهَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ

عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَأَبُو الْخَلِيلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ .
وَرَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي
عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ
حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ .

১১৩৩. আহমাদ ইব্ন মনী (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধে বহু বন্দীনি আমাদের হস্তগত হয়। তাদের গোত্রে অনেকেরই স্বামী বর্তমান ছিল। বিষয়টি সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উত্থাপন করলে এই আয়াত নাযিল হয় যে, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ সকল সধবা নারী, কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসীগণ (সধবা হলেও হালাল) (৪ : ২৪)

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। ছাওরীও এটিকে উছমান বাত্তী-আবুল খালীল - আবু সাঈদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবুল খালীল-এর পূর্ণ নাম হলো সালিহ ইব্ন আবু মারযাম। হাম্মাম (র.) এই হাদীছটিকে কাতাদা- সালিহ আবুল খালীল -আবু আলকামা হাশিমী - আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

আব্দ ইব্ন হুমায়দ - হাব্বান ইব্ন হিলাল - হাম্মাম সূত্রে আমার কাছে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীণীর উপার্জন হারাম।

١١٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৩৪. কুতায়বা (র.).....আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারীণীর উপার্জন এবং গণকের সম্মানী নিষিদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে রাফি' ইব্ন খাদিজ, আবু জুহায়ফা, আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ : কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

১১৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ) وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " هَذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَدَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ . فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رَكُونَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا . وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ بْنُ حُذَيْفَةَ وَمُأْوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا . فَقَالَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ . وَأَمَّا مُأْوِيَةُ فَصَعَلُوكَ لَأَمَالٍ لَهُ . وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ . فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ ، لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ .

১১৩৫. আহমাদ ইব্ন মানী' ও কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, কুতায়বা বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) হাদীছটি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, আবু আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার বিক্রির উপর বিক্রির প্রস্তাব দিবে না এবং কেউ তার ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

এই বিষয়ে সামুরা ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, কারো প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর সে যদি রাযী হয় তবে এই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া কারো জন্য জায়েয নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, “কেউ তার ভ্রাতার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না” আমাদের কাছে এই হাদীছটির মর্ম হলো কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সে যদি তাতে রাযী হয়ে যায় এবং উক্ত প্রস্তাবের প্রতি সে ঝুকে পড়ে এমতাবস্থায় কারো জন্য জায়েয নেই এই প্রস্তাবের উপর অন্য প্রস্তাব দেওয়া। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবের প্রতি ঐ মহিলার অনুরক্তি বা সম্মতি জানার পূর্বে তাকে প্রস্তাব দেওয়াতে দোষ নেই। ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.)-এর ঘটনাটি এর প্রমাণ। তিনি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে এসে বলেছিলেন, আবু জাহম ইব্ন হুযায়ফা ও মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফইয়ান উভয়েই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, আবু জাহম তো হলো এমন ব্যক্তি যে মহিলাদের থেকে তার লাঠি সরায়না। আর মুআবিয়া তো দরিদ্র। তার তো ধন-সম্পদ নেই। বরঞ্চ তুমি উসামাকে বিয়ে কর।

আমাদের মতে এই হাদীছটির অর্থ এ-ই দাঁড়ায় যে, ফাতিমা (রা.) এতদুভয়ের একজনের ক্ষেত্রেও সে সম্মত বলে তাঁকে জানায়নি। যদি তা তাঁকে জ্ঞাপন করত তবে এই মহিলা যার প্রতি সম্মতির কথা উল্লেখ করতেন তাকে ছেড়ে অন্য জনকে বিয়ে করার পরামর্শ নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} দিতেন না।

১১৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . فَحَدَّثْتَنَا ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سَكْنًى وَلَا نَفَةً . قَالَتْ وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةَ شَعِيرًا وَخَمْسَةَ بُرًّا . قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قَالَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ . ثُمَّ قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكَ بَيْتُ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ . وَلَكِنْ اِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . فَعَسَى أَنْ تُلْقَى ثِيَابَكَ وَلَا يَرَاكَ . فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكَ فَأَذِنِيْنِي . فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ . قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ أُمًّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَأَمَالُ لَهُ . وَأُمًّا أَبُوجَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ . قَالَتْ فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةَ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْكَحِي أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بِهَذَا .

১১৩৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু বাকর ইব্ন আবু জাহম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান একদিন ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর কাছে এলাম। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তার জন্য কোন বাসস্থান বা খোরপোষ নির্ধারণ করেনি। তিনি বলেন, অবশ্য আমার জন্য তার চাচাত ভাইয়ের কাছে দশ কাফীয (ঝুড়ি) রেখে দেন। এতে যব ছিল পাঁচ কাফীয আর গম ছিল পাঁচ কাফীয। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এলাম এবং বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, সে (তার স্বামী) ঠিকই করেছে। অতঃপর তিনি আমাকে উম্মে শরীকের ঘরে ইদত পালন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, উম্মে শরীকের ঘরটি তো এমন যেখানে মুহাজিরীনরা খুবই আসা যাওয়া করেন। বরঞ্চ তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে ইদত পালন কর। তোমার কাপড় খুলতে গেলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না (যেহেতু সে অন্ধ)। তোমার ইদত যখন শেষ হবে তখন কেউ যদি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তুমি আমার কাছে আসবে।

পরে আমার ইদত শেষ হলে আমার কাছে আবু জাহম ও মুআবিয়া বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, মুআবিয়া তো এমন ব্যক্তি যে, তার কোন ধন-সম্পদ নেই। আর আবু জাহম তো স্ত্রীদের উপর খুবই কঠোর।

ফাতিমা (রা.) বলেন, তারপর আমার কাছে উসামা বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা উসামাকে আমার জন্য বরকতময় করে দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুফইয়ান ছাওরী (র.) এটিকে আবু বাকর ইবন আবু জাহম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আরো অতিরিক্ত আছে যে, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করে নাও।'

মাহমূদ ইবন গায়লান - ওয়াকী' - সুফইয়ান - আবু বাকর ইবন আবু জাহম (র.) সূত্রে এ হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ : আযল।

১১৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا كُنَّا نَعَزِلُ . فَرَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى . فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُودُ . إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ ، فَلَمْ يَمْنَعَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ .

১১৩৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবুশ্ শাওয়ারিব (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো আযল করতাম। কিন্তু ইয়াহুদীরা বলে, এতো হল সন্তানকে ছোট ধরণের পুতে মারার অপর নাম। তখন তিনি বললেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ যদি কাউকে সৃষ্টি করতে ইরাদা করেন তবে কেউ-ই তা বাধা দিতে পারবে না।

এই বিষয়ে উমার, বারাহ, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১১৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَزْلِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأُمَةُ.

১১৩৮. কুতায়বা ও ইব্ন আবু উমার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অযল করতাম অথচ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম আযলের ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, অযল করতে হলে স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার অনুমতি নিতে হবে। পক্ষান্তরে দাসীর বেলায় তার থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ : আযল নিষিদ্ধ হওয়া।

١١٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ قَالَ أَبُو عِيسَى زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ. قَالََا فِي حَدِيثِهِمَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَقَدْ كَرِهَ الْعَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

১১৩৯. ইব্ন আবু উমার ও কুতায়বা (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আযল সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ এটা কেন করে ?

ইব্ন আবু উমার তার রিওয়াযাতে অতিরিক্ত বর্ণন করেন যে, নবী ﷺ এই কথা বলেন নি যে, তোমাদের কেউ এই কাজ করবে না। যা হোক, ইব্ন আবু উমার ও কুতায়বা (র.) তাঁদের হাদীছে আরো রিওয়াযাত করেন যে, যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত অবশ্য তা আল্লাহ সৃষ্টি করবেন।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু সাঈদ (রা.) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম আযল করা নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ : কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বন্টন নীতি।

১১৪. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوُشِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَلَمْ يَرْفَعَهُ بَعْضُهُمْ . قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بَكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ بِالْعَدْلِ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৪০. আবু সালামা ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (রা.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্নান হলে, কোন ব্যক্তি তার পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় যখন কুমারী মহিলা বিয়ে করবে তখন সে তার নিকট লাগাতার সাত দিন অবস্থান করবে আর যদি পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় অকুমারী মহিলা বিয়ে করে তবে তার নিকট সে লাগাতার তিন দিন অবস্থান করবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (রা.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এটিকে আয়ুব - আবু ক্বিলাবা - আনাস (রা.) সূত্রে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন। আর কতক রাবী এটিকে মারফু' করেন নি।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যদি কেউ তার পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন কুমারী মহিলা বিবাহ করে তবে সে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করবে। এরপর তার স্ত্রীদের মধ্যে রাত্রিাপন ইনসাফের ভিত্তিতে সম বন্টন করে নিবে। আর যদি পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় অকুমারী মহিলা বিয়ে করে তবে তার কাছে সে তিন দিন অবস্থান করবে।

এ হলো মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রা.)-এর অভিমত। তাবিঈগণের মধ্যে কতক আলিম বলেন, কেউ তার পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মহিলা বিবাহ করলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করবে। আর অকুমারী মহিলা বিবাহ করলে তার কাছে দুই রাত অবস্থান করবে। প্রথম অভিমতটিই অধিক সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

অনুচ্ছেদ : সতীনদের মাঝে সম আচরণ করা।

১১৪১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ! هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ هَكَذَا، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَقْسِمُ . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

১১৪১. ইব্ন আবী উমার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কঠোরভাবে ইনসাফ ও সমতার বিধান অনুসরণ করতেন। এরপরও বলেন ; হে আল্লাহ, এ তো বন্টন হলো এমন বিষয়ে যাতে আমি ক্ষমতা রাখি, আর যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা নাই, তুমিই তার মালিক সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।

আয়েশা (রা.)-এর হাদীছটি অনুরূপভাবে একাধিক রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালামা - আয়্যুব - আবু কিলাবা - আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়ার্বাদ - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ প্রমুখ আয়্যুব - আবু কিলাবা (র.) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন' এই রিওয়াযাতটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর রিওয়াযাত থেকে অধিকতর সাহীহ।

["যে বিষয়ে আমি ক্ষমতাবান নই তুমিই যাতে ক্ষমতার মালিক সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না" - বাক্যটির মর্ম হলো অন্তরের টান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাকে তিরস্কার করো না। কোন কোন আলিম বাক্যটির এই ভাষ্যই করেছেন।]

১১৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا أُسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَمَّامٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ . وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ . وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

১১৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন যদি কারো দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনসাফের সঙ্গে সমব্যবহার না করে তবে সে তার পাপাংশ ভগ্ন অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠে আসবে।

হাম্মাম ইব্ন ইয়াহইয়া এই হাদীছটিকে কাতাদা (র.) থেকে মুসনাদ হিসাবে রিওয়াযাত করেছেন। হিশাম আদ দাসতাওয়াঈ এটিকে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বলা হয় হাম্মাম (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফু'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। আর হিশাম বিশ্বস্ত (ছিকা) ও হাফিজুল হাদীছ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুবাদ : মুশরিক দম্পতির একজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

১১৪৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَيْضًا مَقَالٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أُسْلِمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ أُسْلِمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১৪৩. আহমাদ ইব্ন মানী ও হান্নাদ (র.).....আমর ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা ও তৎ পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যায়নাব (রা.)-কে স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবী-এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) নতুন মহরানায় নতুন ভাবে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদে কথা আছে।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। যদি স্ত্রী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে এরপর তার ইদত অবস্থায়ই যদি স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে তবে যতদিন ইদত থাকবে তার স্বামীই তার বিষয়ে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। এ হলো মালিক ইব্ন আনাস, আওয়াঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১১৪৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ

حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحَصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِأَسْنَدٌ ، وَلَكِنْ لَانْعَرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১১৪৪. হান্নাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কন্যা যায়নাবকে ছয় বছর পর তার স্বামী আবুল আস-এর কাছে প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন করে কোন বিয়ের ব্যবস্থা নেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদে কোন বাধা নেই। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সম্ভবতঃ দাউদ ইবন হুসায়ন-এর স্মরণ শক্তির দুর্বলতা থেকে এই বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে।

১১৪৫. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرُدَّهَا عَلَيَّ . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ . قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا . وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

১১৪৫. ইউসুফ ইবন ইসা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক ব্যক্তি মুসলিম হয়ে আসে। এরপর তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া

রাসূলুল্লাহ ! এই মহিলাও আমার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। অন্তর তিনি মহিলাটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আব্দ ইব্ন হুমায়দকে বলতে শুনেছি যে, আমি ইয়াযীদ ইব্ন হারুনকে এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর সূত্রে উল্লেখ করতে শুনেছি।

হাজ্জাজ-এর হাদীছটি হলো আমর ইব্ন শুআয়ব - তাঁর পিতা - তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা যয়নাবকে তাঁর স্বামী আবুল আস ইব্ন রাবী' - এর নিকট নতুন মহরানায় নতুন করে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারুন বলেন ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সনদ হিসাবে বিশুদ্ধতর। কিন্তু আমল হলো আমর ইব্ন শুআয়ব - তাঁর পিতা - তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত হাদীছ অনুসারে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর মহরানা নির্ধারণের পূর্বেই যদি স্বামী মারা যায়।

১১৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا . لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ . وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ اتَّضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَأَشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ . فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْجَرَّاحِ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ

مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ ، قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعَ بِنْتِ وَأَشِقٍ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرُوعَ بِنْتِ وَأَشِقٍ .

১১৪৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত, “কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার পর তার সাথে মিলিত হওয়ার আগেই মারা যায় এবং স্ত্রীর জন্য কোন মহরানা নির্ধারণ না করে থাকে তবে কি হবে” – এই সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, সে মহিলা তার স্বগোত্রীয় মহিলাদের অনুরূপ মহর পাবে। এর চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে মীরাছও পাবে।

তখন মা'কিল ইব্ন দিনান আশজাদি (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের গোত্রের এক মহিলা – বিরওয়া' বিনত ওয়াশিকের ক্ষেত্রে নবী ^{সাহাবা ও অনাসিবি ও রা'সাল্লাহু} আপনার মত ফয়সালা দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রা.) অত্যন্ত অনন্দিত হন। এই বিষয়ে জাবরাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....মানসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম ছাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও এই অভিমত]।

আলী ইব্ন আবী তালিব, যায়দ ইব্ন ছাবিত ও ইব্ন উমার (রা.) সহ কতক সাহাবীর অভিমত হলো, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং মহর নির্ধারণ না করেই মারা যায় তবে সে মীরাছ পাবে কিন্তু মহর পাবে না। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, বিরওয়া' বিনত ওয়াশিকের হাদীছটি যদি প্রমাণিত হয় তবে তো নবী থেকে যা বর্ণিত তা-ই তো হবে দলীল হিসাবে অধিকতর গ্রহণীয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিসরে গমনের পর তার পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করেন ; বিরওয়া' বিনত ওয়াশিক (রা.)-এর হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেন।

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় : শিশুদের দুগ্ধপান

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় : শিশুদের দুগ্ধপান

بَابُ مَا جَاءَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ : নসব সূত্রে যারা হারাম রাযাআত (দুগ্ধপান) সূত্রেও তারা হারাম।

১১৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. لَأَنَّهُمْ بَيَّنَّاهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

১১৪৭. আহমাদ ইব্ন মালী (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নসবসূত্রে যাদের হারাম করেছেন তিনি রাযাআত (বা দুগ্ধপান) সূত্রেও তাদের হারাম করেছেন।

এই বিষয়ে আয়েশা, ইব্ন আব্বাস ও উম্মু হাবীবা (রা.) থেকেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাধারণভাবে সাহাবী ও অপ্রাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

১১৪৮. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ
مِنَ الْوِلَادَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَأَنْعَلَمَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا .

১১৪৮. বুনদার (র.).....তায়েশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জন্ম সূত্রে যাদের হারাম করেছেন, দুগ্ধপান সূত্রেও তাদের হারাম করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সাধারণভাবে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর সাহাবী ও আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ : যে পুরুষের মাধ্যমে স্ত্রী দুগ্ধবতী হয় তার বিধান।

১১৪৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلِيًّا . فَأَبَيْتُ
أَنْ أَدْنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْيَلِجْ
عَلَيْكَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ . قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ
يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرَهُوا لِبْنِ الْفَحْلِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَائِشَةَ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي لِبْنِ الْفَحْلِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৪৯. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে তাকে আমার কাছে আসতে অনুমতি দিতে আমি অস্বীকৃতি জানালাম। অন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি অবশ্যই তোমার কাছে আসতে পারেন। কারণ, তিনি তো তোমার চাচা।

আয়েশা (রা.) বললেন, আমাকে তো এক মহিলা দুগ্ধপান করিয়েছেন। কোন পুরুষ তো আমাকে দুগ্ধপান করান নি? তিনি বললেন, ইনি তো তোমার চাচা। সুতরাং ইনি তোমার কাছে এসে ঘরে প্রবেশ করতে পারেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা যার মাধ্যমে মহিলা দুগ্ধবতী হয়েছে, তার সম্বন্ধেও নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি। কোন কোন আলিম এই বিষয়ে আবকাশ রেখেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিক সাহীহ।

১১৫০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ . أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ فَقَالَ لَا . الَّلِقَاحُ وَاحِدٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

১১৫০. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির দু'জন ক্রীতদাসী আছে। এদের একজন একটি শিশু মেয়েকে দুধ পান করায়। আরেকজন একটি শিশু ছেলেকে দুধ পান করায়। এমতাবস্থায় এই ছেলেটি কি এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে?

তিনি বললেন, না। কেননা যে পুরুষের মধ্যমে ক্রীতদাসী দুটি দুগ্ধবতী হয়েছে সে তো একজনই।
“লাবানুল ফাহল” বা ‘পুরুষের মধ্যমে দুগ্ধ’ কথাটির ব্যাখ্যা এ-ই। এ-ই হলো এই বিষয়ের মূল ভিত্তি।
আর এ হলো আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ : এক-দুই চুমুক (টোক) দুগ্ধ পানে হারাম হয় না।

১১৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الْبَصْرِيُّ "عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" وَهُوَ غَيْرُ مُحْفُوظٍ . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ . وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ .

Web: <http://www.hadithbd.com>

(রা.) সূত্রেও তা বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন দীনার (র.) এই সনদে যুবায়র (রা.)-এরও অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা মাহফূজ বা বিশুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে ‘ইব্ন আবী মুলায়কা - আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র - আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সনদটি হাদীছবিদগণের মতে সাহীহ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন বিজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, কুরআনে “নির্ধারিত দশ চুমুক” এই মর্মে বিধান নাযিল হয়েছিল। পরে পাঁচ চুমুক রহিত হয়ে (হারাম হওয়ার জন্য) পাঁচ চুমুক দুধ পানের বিধান বাকী থেকে যায়। নবী ﷺ ইত্তিকাল করে গেলেন, আর এদিকে পাঁচ চুমুকে হারাম হওয়ার বিধান বাকী থেকে গেল।

ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী - মালিক - মা'ন - আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর - ‘আমরা - আয়েশা (রা.) সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) ও কোন কোন উম্মুল মুমিনীন (রা.)-ও এতদনুসারে ফতওয়া দিতেন। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এই। ইমাম আহমদ (র.) নবী ﷺ -এর “এক-দুই চুমুক দুগ্ধপান কাউকে হারাম করে না” - এ বানী অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ কেউ যদি আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্যানুযায়ী পাঁচ চুমুকে হারাম হওয়ার বিধান গ্রহণ করে তবে তা একটি শক্তিশালী মত হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়ে তাঁর কিছু বলা দুর্বলতা। নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে কোন কোন আলিম বলেন, শিশুর পেটে পড়ার পর, কম বা বেশী যে পরিমাণই হোক, দুগ্ধপান দ্বারা হারাম হওয়া ছািবিত হয়। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, আওয়াঈ, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, ওয়াকী' এবং কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও এ মত]।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবী মুলায়কা (র.) হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী মুলায়কা। তাঁর উপনাম হলো আবু মুহাম্মাদ। আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা.) তাঁকে তাইফের কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। ইব্ন মুলায়কা (র.) থেকে ইব্ন জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর ত্রিশ জন সাহাবীকে পেয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ

অনুচ্ছেদ : দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য।

১১৫২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ "وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ" قَالَ تَزَوَّجْتُ

امْرَأَةٌ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ . فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ . قَالَ فَأَعْرِضْ عَنِّي قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ فَأَعْرِضْ عَنِّي بِوَجْهِهِ . فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ . قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . دَعَهَا عَنْكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرْثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدَّرَوِي غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرْثِ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ" وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ "دَعَهَا عَنْكَ" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ . أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرِّضَاعِ وَيُؤْخَذُ بِمِثْلِهَا . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكَيْفًا يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ .

১১৫২. আলী ইব্ন হজর (র.).....উকবা ইবনুল হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জনৈক মহিলাকে বিয়ে করি তখন এক কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের উভয়কেই দুগ্ধপান করিয়েছি। অন্তর আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের মেয়ে অমুককে বিয়ে করেছি। এখন এক কাল মহিলা এসে বলছে, আমি তোমাদের উভয়কে দুগ্ধ পান করিয়েছি। অথচ সে মিথ্যাবাদী।

উকবা বলেন, নবী ﷺ আমার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। তখন আমি আবার তাঁর চেহারার সামনা-সামনি হয়ে বললাম, নিশ্চয় এই মহিলাটি মিথ্যাবাদী। তিনি বললেন, কেমন করে তুমি এই মেয়ে নিয়ে ঘর করবে অথচ এই মহিলাটি বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুগ্ধ পান করিয়েছে। তোমার বন্ধন থেকে এই মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী এটিকে ইব্ন আবী মুলায়কা - উকবা ইবনুল হারিছ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা রাবী উবায়দ ইব্ন আবী মারযাম-এর কথা এবং ‘-একে তোমার বন্ধন থেকে ছেড়ে দাও’ - কথাটির উল্লেখ করেন নি। নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌ল্‌য়াহ্‌ল্‌ইহি ওয়াসাল্‌ম -এর আলামিন সাহাবীদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা রাযাআত বা দুগ্ধপানের ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ অনুমোদন দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, দুধ পান প্রমানের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্যই গ্রহণ করা যায় এবং এর সঙ্গে তার কসমও নেয়া হবে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলামিন বলেন, একাধিক সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত দুধ পান প্রমানের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এ হলো শাফিঈ ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত।

জারুদ বলেন, ‘অমি ওয়াকী’ (র.)-কে বলতে শুনেছি, বিধানমতে একজন মহিলার সাক্ষ্য দুগ্ধ পান প্রমাণিত হয় না বটে কিন্তু তাকওয়া-এর খাতিরে (এই অবস্থায়ও) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرُّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই বছর কম বয়সের শিশু অবস্থায় দুগ্ধপান ছাড়া তাতে কেউ হারাম হয় না।

১১৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي التَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الرُّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ . وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا .

১১৫৩. কুতায়বা (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌ল্‌য়াহ্‌ল্‌ইহি ওয়াসাল্‌ম বলেছেন, শিশুর দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের যে দুধ খাদ্যনালীকে ভেদ করে দুগ্ধপানের মাধ্যমে তা ছাড়া অন্য কিছু বিয়ে হারাম করে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশ আলিমের এবং অন্যান্যদের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, দুই বছরের কম বয়সে যে দুগ্ধপান হয়, তাছাড়া অন্য কিছু বিয়ে হারাম করেনা। পূর্ণ দুই বছরের পর কোন শিশু কারো দুধ পান করলে তাতে (বিয়ে) হারাম হয় না। রাবী ফাতিমা বিন্ত মুনযির, ইব্ন যুবাযর ইব্ন আওওয়াম হলেন হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.)-এর স্ত্রী।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَذْهَبُ مَذْمَةً الرُّضَاعِ

অনুচ্ছেদ : যদ্বারা দুগ্ধপানের হক মিটানো যায়।

১১৫৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَذْمَةُ الرُّضَاعِ ؟ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَذْمَةُ الرُّضَاعِ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ ذِمَامُ الرُّضَاعَةِ وَحَقُّهَا . يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَتْ الْمُرْضِعَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَدْ قُضِيَتْ ذِمَامُهَا . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِداءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيلَ هِيَ كَانَتْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى هَؤُلَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ . وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ . وَقَدْ أَدْرَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْنُ عُمَرَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . هِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

১১৫৪. কুতায়বা (র.).....হাজ্জাজ আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার থেকে দুগ্ধপানের হক কিভাবে মিটানো যায় ? তিনি বললেন, (দুধমাকে) গুররা তথা একটি দাস বা দাসী প্রদান করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান ও হাতিম ইব্ন ইসমাইল প্রমুখ (র.) এই হাদীছটিকে হিশাম ইব্ন উরওয়া - তাঁর পিতা উরওয়া - হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ - তাঁর পিতা হাজ্জাজ - নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না - হিশাম ইব্ন উরওয়া - তার পিতা উরওয়া - হাজ্জাজ ইব্ন আবু হাজ্জাজ - তাঁর পিতা আবু হাজ্জাজ - নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্ন উয়ায়না (র.) বর্ণিত এই রিওয়াযাতটি মাহফুজ বা বিগুদ্ব নয়। তারা হিশাম ইব্ন উরওয়া - তার পিতা উরওয়া (র.) সূত্রে যে রিওয়াযাত করেছেন তাই সাহীহ।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.)-এর কুনিয়াত বা উপনাম আবুল মুনযির। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে পেয়েছেন। ^{مَذْمُومَةُ الرُّضَاعَةِ} ^{مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَذْمُومَةُ الرُّضَاعَةِ} বাক্যটির অর্থ হলো রাযাআত বা দুগ্ধপানের হক। তুমি যদি দুধ মাকে একটি দাস বা দাসী দাঁও তবে তুমি তার হক আদায় করলে।

আবু তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা আসলেন। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার জন্য স্বীয় চাদরখানি বিছিয়ে দিলেন, ঐ মহিলা তাতে বসলেন। তিনি চলে গেলে বলা হল, এই মহিলা-ই নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে দুধ পান করিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ : স্বামী থাকা অবস্থায় যদি কোন ক্রীতদাসী আযাদ হয়।

১১৫৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا .

১১৫৫. আলী ইব্ন হুজর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা-এর স্বামী ছিল দাস। সুতরাং (বারীরা স্বাধীন হওয়ার পর) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাকে নিজের ব্যাপারে (স্বামীর ঘর বসবে কিনা) ইখতিয়ার দিলেন, এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। তার স্বামী যদি স্বাধীন পুরুষ হতেন তবে আর তাকে (বারীরাকে) ইখতিয়ার দেওয়া হতনা।

১১৫৬. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيرَةَ وَكَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالُوا إِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا . وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ . قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

১১৫৬. হান্নাদ (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল স্বাধীন পুরুষ। অন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

হিশাম - তার পিতা - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী দাস ছিলেন। ইকরিমা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি। তিনি ছিলেন দাস। তাঁকে ডাকা হত মুগীছ বলে। ইব্ন উমার (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, স্বাধীন পুরুষের অধীনস্থ কোন দাসীকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয় তবে তার ইখতিয়ার থাকবে না।^১ তার স্বাধীন হওয়ার সময় যদি স্বামী দাস হয় তবে তার ইখতিয়ার হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১. বিবাহিত দাসী যদি আযাদ হয়ে যায় তবে এই স্বামীর নিকট সে থাকবে কিনা এতদ্বিষয়ে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। একে ফিকহ-এর পরিভাষায় "খিয়ারুল ইতক" বলা হয়।

একাধিক রাবী আ'মাশ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা.) বলেছেন, বারীরার স্বামী ছিল আযাদ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। আবু আওয়ানা (র.) এই বারীরা সংক্রান্ত হাদীছটিকে আ'মাশ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এতে আছে আসওয়াদ বলেন, বারীরার স্বামী ছিল আযাদ। কতক তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের অলিম এই হাদীছটির মর্মানুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী অলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও এ মত]।

১১৫৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ وَاللَّهِ ! لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا وَإِنْ دُمُوعُهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرْضَاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ مَهْرَانَ وَيُكْنَى أَبَا النَّضْرِ .

১১৫৭. হান্নাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন বারীরাকে আযাদ করা হয় তখন তার স্বামী ছিলেন বানু মুগীরার কাল এক দাস। আল্লাহর কসম ! আমি যেন তাঁকে মদীনা ও এর আশেপাশের পথে পথে ঘুরতে দেখছি। তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ী বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বারীরাকে রাখী করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন যেন বারীরা তাকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু বারীরা তা করেন নি।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

রাবী সাঈদ ইবন আবু আকুবা হলেন সাঈদ ইবন মাহরান। তার কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবুন-নাযর।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ : সন্তান হলো শয্যার অধিকারীর।

১১৫৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

১. অর্থাৎ সন্তান শয্যার অধিকারী স্বামীর।

الْحَجَرُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৫৮. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তান হলো শয্যাধিকারীর। আর ব্যাভিচারীর জন্য হলো পাথর।^১

এই বিষয়ে উমার, উছমান, আয়েশা, আবু উমামা, আমর ইব্ন খারিজা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, বারা ইব্ন আযিব এবং য়ায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। নবী ﷺ-এর আলিম সাহাবীগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। ইমাম যুহরী (র.) এই হাদীছটিকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আবু সালামা - আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

অনুচ্ছেদ : এমন মহিলাকে দেখলে যে তার কাছে আকর্ষণীয় বোধ হয়।

১১৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ . وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَفْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ . فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنَبَرٍ .

১. ব্যাভিচারীর নসব ছাণিত হয় না।

১১৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} একবার এক মহিলাকে দেখে ফেলেন। তারপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) যায়নাবের কাছে যান এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে বেরিয়ে আসেন। পরে বললেন, মহিলারা যখন সামনে আসে তখন শয়তানের সূরতে আসে।^১ তোমাদের কেউ যদি কোন মহিলাকে দেখে ফেলে আর তাকে পছন্দনীয় মনে হয় তবে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে আসে। কেননা স্ত্রীরও তা আছে যা এ মহিলার আছে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী হিশাম ইব্ন আবদুল্লাহ ছিলেন দাস্তওয়া নির্মিত কাপড় ব্যবসায়ী। তার পূর্ণ নাম হলো হিশাম সানবার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর উপর স্বামীর হক।

১১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنْسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৬০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, আমি যদি করো প্রতি সিজদা করতে কাউকে নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।

এই বিষয়ে মুআয ইব্ন জাবাল, সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন 'জু'ওম, আয়েশা, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা, তালক ইব্ন আলী, উম্মু সলামা, আনাস, ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে শয়তান প্রলুব্ধ করে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৬৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম। তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

এই বিষয়ে আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

١١٦٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ . فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ . لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ . فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا . وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ "عَوَانٌ عِنْدَكُمْ" يَعْنِي أُسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ .

১১৬৪. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....সুলায়মান ইব্ন আমর ইবনুল আহওয়াস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ছিলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হামদ ও ছানা করে নসীহত করলেন। রাবী বলেন, আমার পিতা এরপর হাদীছটিতে একটি কিচ্ছা বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শোন, তোমরা স্ত্রীদের কল্যাণের ওয়াসীয়াত গ্রহণ কর। তারা তো তোমাদের কাছে বন্দী। তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে তোমরা তাদের মালিক নও। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তবে ভিন্ন কথা। তারা যদি তা করে তবে তাদের শয্যায় তাদের আলাদা রাখবে, মৃদু প্রহার করবে, কঠোরভাবে নয়। তারপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তবে আর তাদের বিরুদ্ধে উত্যক্ত করার জন্য পথের খোঁজ করবে না। সাবধান, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক রয়েছে আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক হলো, যাদের তোমরা অপসন্দ কর, তাদের তোমাদের ঘরে স্থান দিবে না অথবা যাদের তোমরা অপসন্দ কর, তাদের গৃহে অনুমতি দিবে না। শোন, তোমাদের উপর স্ত্রীদের হক হলো, তাদের খোর পোষের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

عوان عندكم - অর্থ হলো এরা তোমাদের কাছে বন্দী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ : পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে স্ত্রী গমন হারাম।

১১৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ . وَلَا أَعْرِفُ

هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ . وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ
آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১১৬৫. আহমাদ ইব্ন মনী' ও হান্নাদ (র.).....আলী ইব্ন তালক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কেউ কেউ তো মাঠে-ময়দানে অবস্থান করে। কারো কারো তখন পশ্চাৎদ্বার দিয়ে কিছু বায়ু নিঃস্বরণ হয়। অথচ পানিও সেখানে খুবই কম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো যদি বায়ু নিঃস্বরণ হয় তবে সে যেন উযু করে নেয়। আর তোমরা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রী গমন করবে না। আল্লাহ তো হক কথায় লজ্জাবোধ করেন না।

এই বিষয়ে উমার, খুযায়মা ইব্ন ছাবিত, ইব্ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী ইব্ন তালক (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুহাম্মদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই একটি হাদীছ ভিন্ন আলী ইব্ন তালকের বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আর কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। আর এটি তালক ইব্ন আলী সুহায়মী (রা.)-এর হাদীছ বলেও আমাদের জানা নেই।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁকে সাহাবীদের অপর কোন জন বলে মনে করেছেন।

১১৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثُ .

১১৬৬. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সমগামী হয় বা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিপাত করবেন না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইমাম ওয়াকী' (র.)ও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

১১৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَسَأَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أُعْجَازِهِنَّ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَلَىٰ هَذَا هُوَ عَلَىٰ بَنٍ طَلَّقَ .

১১৬৭. কুতায়বা (র.) প্রমুখ ওয়াকী' (র.) সূত্রেআলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাজা করা আল্লাহই হইবে তা সত্য বলেছেন, তোমাদের কারো বায়ু নিঃসরণ হলে সে যেন উষ্ম করে নেয় আর তোমরা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই আলী (রা.) হলেন আলী ইব্ন তালক (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزَّيْنَةِ

অনুচ্ছেদ : সাজ-সজ্জা করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া হারাম।

১১৬৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ (وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ، كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَأَنُورَلِهَا .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَأَنَعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ .
وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ . وَهُوَ صَدُوقٌ .
وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ . وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

১১৬৮. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....নবী সাজা করা আল্লাহই হইবে তা সত্য -এর খাদিমা মায়মূনা বিনত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে নারী তার পরিবারের লোকদের বাইরে সুসজ্জিতা হয়ে ঠাঠ-ঠমকে চলে, তার উদাহরণ হলো কিয়ামত দিবসের আঁধারের মত। সে দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, মূসা ইব্ন উবায়দা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আর মূসা ইব্ন উবায়দা তাঁর স্মরণ শক্তির (দুর্বলতার) কারণে হাদীছের ক্ষেত্রে যত্নবশত, যদিও তিনি খুবই সত্যবাদী। ইমাম শু'বা ও ছাওরী (র.)ও তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি কেউ কেউ মূসা ইব্ন উবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তা মারফু'রূপে করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ : গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ ।

১১৬৭. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. وَأَبُو عُثْمَانَ إِسْمُهُ مَيْسَرَةُ. وَالْحَجَّاجُ يُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ فَقَالَ ثِقَةٌ فَطَنٌ كَيْسٌ.

১১৬৯. ইমাম ইবন মাসআদা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা গায়রত সম্পন্ন আর মুমিনও গায়রাত সম্পন্ন। মুমিন যখন কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় তখন হয় আল্লাহর গায়রত। এই বিষয়ে আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর - আবু সালামা - উরওয়া - আসমা বিনত আবী বাকর (রা.) - নবী সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়ায়াতই সাহীহ।

রাবী হাজ্জাজ সাওওয়াফ হলেন হাজ্জাজ ইবন আবু উছমান। আবু উছমানের নাম হলো মায়সারা, হাজ্জাজের কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবুস-সালত। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান তাঁকে 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলেছেন।

১. আত্মমর্যাদায় আঘাত হলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে গায়রত বলে।

আবু বাকর আত্তার (র.) আলী ইবন আবদিল্লাহ মাদানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জাজ সাওওয়াফ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ কাত্তান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, হাজ্জাজ সাওওয়াফ বুদ্ধিমান ও সতর্ক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের একা একা সফর করা অপছন্দনীয়।

১১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا ، يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا . إِلَّا وَمَعَهَا أَبُو هَا أَوْ أَخُوها أَوْ زَوْجُها أَوْ ابْنُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " فَقَالُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

১১৭০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবু সাঈদ(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনে ঈমান রাখে তার জন্য পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র বা যাকে বিয়ে করা হারাম এমন ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া তিন দিন বা ততোধিক দিনের সফর করা বিধেয় নয়।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, মুহাররাম (যার সঙ্গে বিবাহ হারাম) ছাড়া কারো সঙ্গে কোন মহিলা একদিন একরাত সফর করবে না। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা মুহাররাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মহিলাদের সফর না জাযিয় মনে করেন। কোন মহিলা যদি সম্পদশালিনী হন আর তার কোন মুহাররাম পুরুষ আত্মীয় না থাকে তবে তার হজ্জ করতে হবে কি-না এই বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেন, তার উপর হজ্জ ফরয নয়। 'মুহাররাম' পাওয়াও কুরআনে উল্লেখিত 'পথের সামর্থ্য' পাওয়ার শামিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (হজ্জ তার উপর ফরয) যে পথের সামর্থ্য রাখে। সুতরাং যদি মুহাররাম সঙ্গী না পায় তবে তার পথের সামর্থ্যও হলো না। এ হলো, ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও এ মত।]

কতক আলিম বলেন, পথ যদি নিরাপদ হয় তবে ঐ মহিলা অন্যান্য লোকদের সাথে হজ্জ করতে বের হবে। এ হলো, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

১১৭১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৭১. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, 'মুহাররাম' ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যেন একদিন একরাত পরিমান সফর না করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمَغِيبَاتِ

অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষেধ।

১১৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوءَ؟ قَالَ الْحَمُوءُ الْمَوْتُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ لِدُخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ "الْحَمُوءُ" يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .

১১৭২. কুতায়বা (র.).....উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া থোক বেঁচে থাকবে। তখন জনৈক আনসার বললেন, দেবর সম্পর্কে কি মনে করেন? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত।

এই বিষয়ে উমার, জাবির, আমর ইবনুল আস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উকবা ইব্ন আমির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ এই হাদীছের অনুরূপ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে তখন এদের সঙ্গে অবশ্যই তৃতীয় জন থাকে শয়তান।

الحمو অর্থ স্বামীর ভাই, দেবর। এই বাক্যটির মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেবরের সঙ্গেও একাকী হতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

١١٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِّ . قُلْنَا وَمِنْكَ؟ قَالَ وَمِنْنِي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ .

১. মৃত্যুকে যেমন ভয় করা হয় দেবরের সম্পর্কেও তেমনি ভয় পাওয়া উচিত।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ . وَسَمِعْتُ عَلَىَّ بَنَ خَشْرَمٍ ، يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " يَعْنِي أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ . قَالَ سُفْيَانُ وَالشَّيْطَانُ لَا يُسْلِمُ . وَلَا تَلْجُوا عَلَى الْمَغِيبَاتِ وَالْمَغِيبَةُ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا . وَالْمَغِيبَاتُ جَمَاعَةُ الْمَغِيبَةِ .

১১৭৩. নাসর ইবন আলী (র.).....জবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, স্বামী অনুপস্থিত স্ত্রীর কাছে তোমরা প্রবেশ করোনা। কেননা, শয়তান তোমাদের রক্ত স্রোতে চলমান রয়েছে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও ? তিনি বললেন, আমার মাঝেও। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে অনুগত হয়ে গেছে।

ইমাম আবু দীনা (র.) বললেন, এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এই হাদীছটির রাবী মুজালিদ ইবন সাঈদের স্মরণ শক্তির সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আলী ইবন খাশরাম (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইবন উয়ায়না (র.) নবী ﷺ -এর বাণী -এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তবে আল্লাহ আমাকে শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন ফলে আমি তার থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছি। সুফইয়ান (র.) বলেনঃ কেননা, শয়তান তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনা। (সুতরাং শব্দটি فَأَسْلَمَ সে ইসলাম গ্রহণ করেছে -এর স্থলে فَأَسْلَمَ হবে অর্থাৎ আমি নিরাপত্তা লাভ করেছি।

مَغِيبَةٌ এর বহুবচন। الْمَغِيبَاتُ যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত। لَا تَلْجُوا عَلَى الْمَغِيبَةِ

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

١١٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, নারী হল গোপন যোগ্য। সে যখন বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

১১৭৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ أَصْلَحُ . وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ مَنَاقِيرُ .

১১৭৫. হাসান ইব্ন আরাফা (র.)....মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যখন কোন নারী দুনিয়ায় তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন জান্নাতের আয়তলোচনা হরণ (এই নারীকে লক্ষ্য করে) বলে, আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুন, তুমি তাঁকে কষ্ট দিওনা। ইনি তো তোমার কাছে অতিথি। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। শামবাসী হাদীছবিদগণের বরাতে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশের রিওয়ায়াত অধিকতর সঠিক হয় কিন্তু হিজায় ও ইরাকবাসী মুহাদ্দিগণের বরাতে তার বহু মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে।

کتاب الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ

অধ্যায় : তালাক ও লিআন

كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ

অধ্যায় : তালাক ও লিআন

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহ অনুযায়ী তালাক ।

১১৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا . قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

১১৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র.).....ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কেউ যদি হায়য অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় সেই সম্পর্কে ইব্ন উমার (রা.)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার কে চেন ? সে তার স্ত্রীকে হায়যপ্রাপ্ত অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমার (রা.) নবী ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে উক্ত স্ত্রীর সঙ্গে রাজ'আত : করার নির্দেশ দেন

ইউনুস ইব্ন জুবায়র বলেন, আমি বললাম, সে তালাকটিকে গণনা করা হবে কি ? তিনি বললেনঃ থাম। তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অক্ষম হয়ে পড়ে বা বোকামী করে (তবে কি তার তালাক বাতিল হয়ে যাবে) ?

১১৭৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

১. স্ত্রীর সহিত পুনঃ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন।

مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ . فَسَأَلَ
عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ
غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ طَلَّاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ
غَيْرِ جَمَاعٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْسُّنَّةِ
أَيْضًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلْسُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ . وَقَالُوا "فِي طَلَّاقِ الْحَامِلِ" يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ
تَطْلِيقَةً .

১১৭৭. হান্নাদ (র.).....সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা.) এই সম্পর্কে নবী ^{সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন।} -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাকে স্ত্রীর সঙ্গে রুজ'আত করার নির্দেশ দাও। এরপর যেন সে তার স্ত্রীকে পাক অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) থেকে ইউনুস ইব্ন জুবায়র বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইব্ন উমার থেকে সালিম (রা.) বর্ণিত রিওয়াযাতটিও তদূপ। ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ^{সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন।} এর এই হাদীছটি একাধিক সনদে বর্ণিত আছে। সাহাবী ও অন্যান্য আলিমদের মধ্যে এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, সুনাত তালাক হল সঙ্গম ব্যতীত পবিত্রতার কালে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। কেউ কেউ বলেন, তহর অবস্থায় যদি কেউ তিন তালাক দিয়ে দেয় তবুও তা সুনাত তালাক হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, একত্রে তিন তালাক সুনাত তালাক হবে না, যদি না তা এক এক করে (তিন তহরে) দেওয়া হয়। এ হলো ইমাম ছাওরী ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। গর্ভাবস্থায় তালাক

দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণ বলেন যে, স্বামী (প্রয়োজনে) যখন ইচ্ছা তাকে তালাক দিতে পারে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, গর্ভাবস্থায় প্রতি মাসে একটি করে তালাক দিবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি স্ত্রীকে “আলবাত্তা” (অকাট্য) শব্দে তালাক দেয়।

১১৭৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ . فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ وَاحِدَةً . قَالَ وَاللَّهِ ؟ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَأَنْعَرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ فَرُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً . وَرُوي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ الشُّوَرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (فِي الْبَتَّةِ) إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، يَمْلِكُ الرَّجُلُ . وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ . وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .

১১৭৮. হান্নাদ (র.)..... রুকানা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার স্ত্রীকে “অল-বাত্তা” শব্দে তালাক দিয়েছি। :

১. আলবাত্তা (الْبَتَّة) অর্থে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা।

তিনি বললেনঃ এতে তুমি কয় তালাকের নিয়্যত করেছ?

আমি বললামঃ এক তালাকের।

তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম?

আমি বললামঃ আল্লাহর কসম।

তিনি বললেনঃ তবে তুমি যা নিয়্যত করেছ তাই।

এই হাদীছটি এই সূত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই। সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের মধ্যে আলবাত্তা শব্দে তালাক সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলবাত্তা তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটিকে তিন তালাক বলে গণ্য করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেন, এতে স্বামীর নিয়্যত গ্রহণীয়। সে যদি একের নিয়্যত করে তবে এক হবে আর তিনের নিয়্যত করলে তিন হবে। কিন্তু দুইয়ের নিয়্যত করলে একই হবে। এ হলো ইমাম ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেনঃ যে স্ত্রীকে 'আলবাত্তা' শব্দে তালাক দেওয়া হয়েছে তার সাথে সঙ্গম হয়ে থাকলে তা তিন তালাক বলে গণ্য হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি সে এক তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক রাজঈ হবে এবং সে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর দুই তালাকের নিয়্যত করলে দুই-ই হবে এবং তিনের নিয়্যত করলে তিন-ই হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي "أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ"

অনুচ্ছেদ : 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' বলা প্রসঙ্গে।

১১৭৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لَأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي "أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ" إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفِرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ . قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ

حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَوْقُوفٌ . وَلَمْ يُعْرِفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا . وَكَانَ عَلَى بَنِي نَاصِرٍ
حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي " أَمْرِكَ بِيَدِكَ " فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ
بَعْدَهُمْ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءُ مَا قَضَيْتَ . وَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَقَالَ
لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، اسْتَحْلِفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
مَعَ يَمِينِهِ .

وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ . وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ
أَنْسٍ فَقَالَ الْقَضَاءُ مَا قَضَيْتَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ . وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَذَهَبَ إِلَى
قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

১১৭৯. আলী ইব্ন নাসর ইব্ন আলী (র.).....হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়ুব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি হাসান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন যে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" বললে তা তিন তালাক বলে তিনি গন্য করেছেন? তিনি বললেন, না। কেবল হাসানই (এমত পোষণ করেন)। আল্লাহ ক্ষমা করুন, কাতাদা (র.) আমাকে বানু সামুরার আযাদকৃত দাস কাছীর - আবু সালামা - আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটি তিন তালাক বলে গণ্য হবে। আয়ুব বলেন, পরে আমি ইব্ন সামুরার আযাদকৃত দাস কাছীরের সঙ্গে সাক্ষাত করি এং এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তিনি এটি চিনতে পারেন নি। অনন্তর কাতাদার কাছে এসে এই সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে তিনি বললেন, কাছীর এটি ভুলে গেছেন।

ইমাম আবু দীনা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

সুলায়মান ইব্ন হারব - হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা তা অবহিত হইনি। আমি মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, সুলায়মান ইব্ন হারব এটিকে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি এটিকে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু' হিসেবে জানেন না। রাবী আলী ইব্ন নাসর ছিলেন, হাদীছ বিশারদ এবং হাফিজুল হাদীছ।

“তোমার ব্যাপার তোমার হাতে” - স্ত্রীকে এই কথা বললে কি হবে এতদ্বিষয়ে নবী ^{পরিজ্ঞান ও আলোচনা} -এর সাহাবীদের মধ্যে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।^১ উমার ইবনুল খাতাব ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) সহ কতক সাহাবী বলেন, এতে এক তালাক গণ্য হবে। এ হলো তাবিঈন ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য আলিমদের অভিমত। উম্মান ইব্ন আফ্ফান ও যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেন, স্ত্রী যা নিয়্যত করবে তার উপর ফায়সালা হবে

ইব্ন উমার (রা.) বলেছেন যদি কেউ তার স্ত্রীকে তার ব্যাপার তার হাতেই ন্যস্ত করে দেয় এমতাবস্থায় সে নিজেকে তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং স্বামী যদি তা স্বীকার না করে বরং বলে আমি তার হাতে মাত্র এক তালাকের অধিকার ন্যস্ত করেছিলাম তবে স্বামীর নিকট থেকে কসম লওয়া হবে। এই বিষয়ে কসম সহ স্বামীর কথাই গ্রহণীয় হবে।

ইমাম সুফইয়ান ও কূফাবাসী ফকীহগণ এই বিষয়ে উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, স্ত্রী যা করবে তার উপরই ফায়সালা হবে। ইমাম আহমাদ (র.)-এরও এ অভিমত। আর ইমাম ইসহাক (র.) ইব্ন উমার (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ : ইখতিয়ার দান প্রসঙ্গে।

১১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَرْنَاهُ . أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .

১. এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, এই কথা বলার পর স্ত্রী যদি স্বামীকেই গ্রহণ করে তবে কেবল এই কথা বলায়-ই তালাক হবে না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ
 فَرَوَى عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً
 بَائِنَةً . وَرَوَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ اخْتَارَتْ
 زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ . وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً
 بَائِنَةً . وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
 إِنَّ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةً . وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ
 أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ
 إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَأَمَّا أَحْمَدُ
 بْنُ حَنْبَلٍ ، فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১১৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 আমাদের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ -কেই গ্রহণ করলাম। এতে কি
 তালাক হয়ে গেল ?

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদানের বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন
 মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি (স্বামীকে গ্রহণ না করে)
 নিজেকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক বাইন প্রযোজ্য হবে। তাঁদের থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তারা
 বলেছেন, এমতাবস্থায় এক তালাক হবে। স্বামীর রাজ'আতের অধিকার থাকবে। আর যদি স্বামীকে গ্রহণ
 করে তবে কিছুই আরোপিত হবে না।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি নিজেকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক
 বাইন হবে আর যদি স্বামীকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক হবে কিন্তু (ইদ্দতের মাঝে) রাজ'আত করার
 অধিকার স্বামীর থাকবে।

যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেছেন, যদি স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক আর যদি নিজেকে
 গ্রহণ করে তবে তিন তালাক আরোপিত হবে।

অধিকাংশ ফকীহ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই বিষয়ে উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ

(রা.)-এর বক্তব্যানুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আনিমগণের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্মাল (রা.) এই বিষয়ে আলী (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا لَأَسْكُنِي لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

অনুচ্ছেদ : তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে) বাসস্থান পাবে না খোরপোষও পাবে না।

১১৮১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَسْكُنِي لَكَ وَلَا نَفَقَةَ . قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِابِرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لَأَنْدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَأَنْدَرِي أَحْفِظْتُ أَمْ نَسِيتُ . وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُجَالِدٌ . قَالَ هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ . وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيُّ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالُوا لَيْسَ لِلْمُطَلَّقةِ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُطَلَّقةَ ثَلَاثًا ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا . وَهُوَ قَوْلُ

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا
السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ . قَالُوا هُوَ الْبِذَاءُ أَنْ تَبْذُو عَلَى
أَهْلِهَا وَأَعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ السُّكْنَى لِمَا
كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ .

১১৮১. হা'নাদ (রা.).....শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমাকে আমার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য বসবাসের ঘরও নেই এবং খোরপোষও নেই।

রাবী মুগীরা বলেন, আমি ইবরাহীমের নিকট এই রিওয়াযাতটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এই বিষয়ে উমার (রা.) বলেছেন, একজন মহিলার কথায় এই ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীজীর সুন্যাহ পরিত্যাগ করতে পারি না। জানি না এই মহিলা যথাযথভাবে স্বরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। উমার (রা.) এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ সাব্যস্ত করেছেন।

আহমাদ ইব্ন মানী' (রা.).....শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর বিষয়ে নবী ﷺ কি ফায়সালা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিলে তিনি (ইদতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদানের জন্য দাবী জানান। কিন্তু নবী ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ফায়সালা দেননি।

আবু দাউদ (রা.)-এর বর্ণনায় আছে যে, ফাতিমা (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে ইব্ন উম্মি মাকতূমের গৃহে ইদত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (রা.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

হাসান বাসরী, আতা ইব্ন আবু রাবাহ, শা'বী (রা.) সহ কতক আলিম এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রা.)-এরও অভিমত তা-ই। তাঁরা বলেন স্বামী যদি তালাকের পর ইদতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার মালিক না থাকেন তবে এই ধরনের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে ইদতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে না।

উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) সহ কতক ফকীহ সাহাবী বলেন, তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী (ইদতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

কতক আলিম বলেন, সে (ইদতকালে) বাসস্থান পাবে কিন্তু খোরপোষ পাবে না।

এ হলো ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, লায়ছ ইব্ন সা'দ ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

তাদের ঘর থেকে বের করে দিবেনা এবং তারাও বের হবেনা। যে পর্যন্ত না সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় তারা লিপ্ত হয়। [সূরা তালাক ৬৫ : ১]

-এই আয়াতের কারণে আমরা এই ধরনের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের অধিকারের অভিমত প্রদান করি। আলিমগণ বলেন, এখানে فَاحِشَةٍ (অশ্লীলতা)-এর অর্থ হলো অশ্লীল কথাবার্তা অর্থাৎ সে তার পরিবারের লোকদের সাথে গালিগালাজ করে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-কে নবী ﷺ কর্তৃক বাসস্থানের সুযোগ না দেওয়ার কারণ হলো ফাতিমা পরিবারের লোকদের সঙ্গে কটুভাষী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কিন্তু এই (তিন তালাকপ্রাপ্তা) মহিলার জন্য (ইদতকালে) খোরপোষের বিধান না দেওয়ার কারণ হলো ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কিত এ হাদীছটি।

بَابُ مَا جَاءَ لَا طَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।

১১৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَّلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَازِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

وَعَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي "الْمَنْصُوبَةِ"
إِنَّهَا تَطْلُقُ وَقَدْ رَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا وَقَّتْ نَزَلَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ
أَنْسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتْ وَقْتًا أَوْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ
كُورَةٍ كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ . وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا
الْبَابِ وَقَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ تَزَوَّجَ لَا أَمْرُهُ أَنْ
يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ إِسْحَقُ أَنَا أَجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ
مَسْعُودٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرِمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ . وَوَسَّعَ إِسْحَقُ فِي غَيْرِ
الْمَنْصُوبَةِ .

وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا
يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَّالَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ . هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ
رَخَّصُوا فِي هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ
حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهِذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ
يَرْضَ بِهِذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .

১১৮২. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)..... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, যে বস্তু স্বীয় মালিকানায় নেই সেই বস্তুতে আদম সন্তানের মান্নত হয় না। যে (দাস) স্বীয় মালিকানায় নেই তাকে আযাদ করা যায় না। যে (স্ত্রীলোক) স্বীয় অধিকারে নেই তাকে তালাক দেওয়া যায় না।

এই বিষয়ে আলী, মুআয, জাবির, ইব্ন আব্বাস ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাঝে এই রিওয়াযাতটিই সর্বোত্তম। এ হলো অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালিব, ইব্ন আব্বাস, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) ও সাঈদ ইবনুল মুসায়াব, হাসান, সাঈদ ইব্ন জুবার, আলী ইব্ন হুসায়ন, শুরায়হ, জাবির ইব্ন যায়দ (র.) প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও ফকীহ তাবিঈ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ সাপেক্ষে তালাক বললে তালাক পড়বে। ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী (র.) প্রমুখ আলিমদের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, যদি কোন সময় নির্দ্ধারিত করে তালাক উচ্চারণ করে (আর সে সময়ের ভিতর ঐ মহিলাকে বিবাহ করে) তবে তালাক পড়বে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী ও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যদি নির্দিষ্ট কোন স্ত্রীলোকের নাম নেয় বা সময় নির্দ্ধারণ করে কিংবা বলে, অমুক স্থানের মেয়েটি বিয়ে করলে সে তালাক এবং এরপর যদি তাকে বিয়ে করে তবে তালাক হয়ে যাবে।

ইব্ন মুবারক (র.) এই বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এমতাবস্থায় সে যদি বিবাহ করে তবে আমি বলিনা যে, ঐ মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে গেল। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, এমতাবস্থায় সে যদি বিয়ে করে ফেলে তবে আমি তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে বলব না।

ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়াযাত অনুসারে নির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে আমি তালাকের বিধান প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ; কিন্তু কেউ যদি বিয়ে করেই ফেলে তবে ঐ স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম হয়ে গেছে বলে বলিনা। আর অনির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে ইসহাক (র.) আরও উদার মতামত অবলম্বন করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এক ব্যক্তি কসম করে যে, বিবাহ করবে না, করলে (স্ত্রী) তালাক হয়ে যাবে। পরে তার বিবাহ করার মত হয়। এমতাবস্থায় সে কি এই বিষয়ে যে সমস্ত ফকীহ বিবাহের অবকাশ রেখেছেন তাদের মত অবলম্বন করে বিবাহ করতে পারবে ?

ইব্ন মুবারক বললেন, এই বিষয়ে কার্যকর হওয়ার পূর্ব থেকে যদি এই ফকীহদের মত সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে তবে এখন সে তাঁদের মত অবলম্বন করতে পারবে। কিন্তু পূর্ব থেকে যদি কেউ এই মতে সন্তুষ্ট না থেকে থাকে বরং এই বিষয় নিপতিত হওয়ার পর যদি ঐ ফকীহগণের মত গ্রহণ করতে চায় তবে আমার মতে সে আর তাঁদের মত গ্রহণ করতে পারবে না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

অনুচ্ছেদ : দাসীদের তালাকের সীমা দুই তালাক।

۱۱۸۳. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ

جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ . قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ . وَمُظَاهِرٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১১৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া নীসাপুরী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, দাসীদের তালাকের সীমা হল দুই তালাক আর তাদের ইদত হলো দুই হায়য। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.) বলেন, আবু আসিম সরাসরি মুজাহের থেকেও এ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব। মুজাহির ইব্ন আসলাম ছাড়া আর কারো সূত্রে এটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। হাদীছ শাস্ত্রে মুজাহির সূত্রে এটি ছাড়া অন্য কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়।

১১৮৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجَاوَزَ اللَّهُ لِامْتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ .

১১৮৪. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনোকথন ক্ষমা করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা তা উচ্চারণ করেছে বা আমলে রূপায়িত করেছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন তালাকের কথা মুখে উচ্চারণ করেছে ততক্ষণ মনে মনে তালাকের কথা বললেও তাতে কিছুই হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ : যথার্থভাবে বা কৌতুকার্থে 'তালাক' উচ্চারণ করা।

١١٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَدْرَكَ (فِي التَّقْرِيبِ وَالْخُلَاصَةِ أَرَدَكَ) عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَدْرَكَ الْمَدَنِيِّ . وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ .

১১৮৫. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন যেগুলির যথার্থ তো যথার্থই এমনকি সেগুলোর কৌতুকের ব্যবহারও যথার্থঃ বিবাহ, তালাক, রাজআত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এ হাদীছ অনুসারে রয়েছে।

রাবী আবদুর রহমান হলেন ইব্ন হাবীব ইব্ন আদরাক আল-মাদানী। আমার মতে (এই সনদের) ইব্ন মাহাক হলেন ইউসুফ ইব্ন মাহাক।

وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ . قَالَ إِسْحَقُ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ .

১১৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহীম বাগদাদী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাবিত ইব্ন কায়স-এর স্ত্রী নবী ^{সিঁহালাত আল্লাইহি ওয়া সাল্হাহ} -এর আমলে তার স্বামী থেকে 'খুলা' তালাক গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবী ^{সিঁহালাত আল্লাইহি ওয়া সাল্হাহ} তাকে এক হায়য সময় ইদত পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

খুলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদত সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদতের অনুরূপই হলো খুলা প্রাপ্তা মহিলাদের ইদত। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, খুলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদত হলো এক হায়য। ইসহাক (র.) বলেন, কেউ যদি এ মাযহাব গ্রহণ করে, তবে তা একটি মযবুত মাযহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

অনুচ্ছেদ : খুলা তালাক দাবীকারিনী।

১১৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَّادٍ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ . وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، لَمْ تَرْحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

১১৮৮. আবু কুরায়ব (র.).....ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সিঁহালাত আল্লাইহি ওয়া সাল্হাহ} বলেছেন, খুলা তালাক দাবীকারিনীরা হলো মুনাফিক।

ইমাম আবু দীসাহ (র.) বলেন, এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গারীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

নবী ^{পালাজাও আল্লাহই তঁর সাক্ষী} থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন কোনরূপ কষ্টে পতিত না হওয়া ব্যাতিরেকে যে মহিলা তার স্বামী থেকে খুলা তালাক নেয় সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

১১৮৯. أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثُوبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوبَانَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১১৮৯. বুনদার (র.).....ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{পালাজাও আল্লাহই তঁর সাক্ষী} বলেছেন, কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন না হয়ে যে মহিলা তার স্বামীর নিকট তালাক চায়। তার জন্য জান্নাতের গন্ধও হারাম।

ইমাম আবু দীসাহ (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এই হাদীছটি আয়ুব - আবু কিলাবা - আবু আসমা - ছাওবান (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। কেউ কেউ আয়ুব (র.) থেকে এই সনদে এটি রিওয়াযাত করেছেন। তবে তারা এটি মারফু' হিসেবে করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা।

১১৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِنْ زَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَتَهَا وَإِنْ تَرَكَتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا عَلَى عَوَجٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، غَرِيبٌ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ .

১১৯০. আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিয়াদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হলো পাজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তাকে তুমি সোজা করতে যাও তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর স্বাভাবিক ভাবে ছেড়ে রাখলে বক্রতাসহই তার থেকে তুমি উপকার ভোগ করতে পারবে।

এই বিষয়ে আবু যার, সামুরা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব। এর সনদও উত্তম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

অনুচ্ছেদ : পিতা যদি কাউকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে।

۱۱۹۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَنبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا . وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا . فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ
أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ! طَلِّقْ
امْرَأَتَكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
أَبِي ذِئْبٍ .

১১৯১. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার এক স্ত্রী ছিল। তাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তাই তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আমি তা করতে অস্বীকার করি। পরে আমি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উল্লেখ করি। তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটির সঙ্গে আমরা কেবল ইব্ন আবী যিব-এর সনদেই পরিচিত।

بَابُ مَا جَاءَ لَاتَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা যেন তার (আরেক দীনী) ভগ্নীর তালাক প্রার্থনা না করে ।

১১৯২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَاتَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي إِنْثَائِهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৯২. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, কোন মহিলা যেন পেয়ালার সবটুকু জিনিষ নিজের কাছে টেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার অপর এক ভগ্নীর (সতীনের) তালাক না চায় ।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

অনুচ্ছেদ : বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তির তালাক ।

১১৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَانَعَرَفَهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهُ يَفِيقُ الْأَحْيَانُ فَيُطَلَّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ .

১. স্বামীর সবকিছু একা ভোগ-দখলের মানসে স্থায় সতীন বা হবু সতীনের তালাকের দাবী বা শর্ত যেন না করে।

১১৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ^{পালাজা ১} ^{আলাইহি} ^{১১} বলেছেন, সকলের তালাকই প্রযোজ্য কিন্তু মা'তূহ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুদ্ধি ভ্রষ্ট তার তালাক প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, 'আতা ইব্ন 'আজলান-এর সনদ ছাড়া এই হাদীছটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আর 'আতা ইব্ন 'আজলান হলেন যঈফ। হাদীছ বিশ্বৃতির শিকার।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, মা'তূহের অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট লোকের তালাক কার্যকর নয়। কিন্তু যদি মা'তূহ এমন হয় যে, মাঝে মাঝে তার বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তবে তার সুস্থতার সময়ের তালাক কার্যকর হবে।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

১১৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا . وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا أَرْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ . وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِمَرْأَتِهِ وَاللَّهِ ! لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبَيِّنِينَ مِنِّي وَلَا أَوِيكَ أَبَدًا . قَالَتْ وَكَيْفَ ذَٰكَ ؟ قَالَ أُطَلِّقُكَ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكَ أَنْ تَنْقُضِيَ رَاجِعْتُكَ . فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا . فَسَكَنْتُ عَائِشَةَ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ "الطَّلَاقُ" مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ" . قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ .

১১৯৪. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেমন ইচ্ছা তালাক দিয়ে দিত। যদি একশ বা ততোধিক তালাকও দিত তবুও ইদতের ভিতর ফিরিয়ে আনলে এই মহিলা তার স্ত্রী হিসাবেই গণ্য হতো। এমনকি একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি এমনভাবে তালাক দিব না যে, তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, আর কখনো তোমাকে আশ্রয় দিব না।

মহিলা বলল, কেমন করে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিব আর যখনই তোমার ইদত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে তখন আমি তোমার সহিত রাজ্যাত করে নিব।

উক্ত মহিলা তখন আয়েশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। আয়েশা (রা.) তা শুনে চুপ রইলেন। অবশেষে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আসলে তাঁকে তিনি ঘটনাটি জানালেন। তা শুনে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} চুপ করে রইলেন। এরপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .

এই তালাক দুইবার, অন্তর স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। [সূরা বাকারা ২ : ২২৯]

আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর লোকেরা, যারা তালাক দিয়েছিল বা তালাক দেয়নি সবাই পরবর্তীতে নতুন করে এ তালাকের অধিকার প্রাপ্ত হলো।

আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র.).....উরওয়া (র.) থেকে উক্ত মর্মে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে এই রিওয়াযাতে আয়েশা (রা.)-এর উল্লেখ নেই। এই রিওয়াযাতটি ইয়া'লা ইব্ন শাবীব (র.)-এর রিওয়াযাত (১১৯৪ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান ভুমিষ্ট হলে।

১১৯৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا. فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنْ تَفَعَّلَ فَقَدْ حَلَّ أَجْلُهَا .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي السِّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَلَا نَعْرِفُ لِلْأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السِّنَابِلِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السِّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৯৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবুস সানাবিল ইব্ন বা'কাক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামীর ওয়াফাতের তেইশ দিন বা পঁচিশ দিন পর সুবাই'আ সন্তান প্রসব করে। নিফাস থেকে পাক হওয়ার পর সে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার এই আগ্রহ কেউ কেউ না পসন্দ করেন। নবী সালাতু ওয়া সালাম -এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে।

আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....মানসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবুস-সানাবিল (রা.)-এর হাদীছটি এই সূত্রে মশহূর। আবুস-সানাবিল (রা.) থেকে আসওয়াদ (র.) কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী -এর ওয়াফাতের পরও আবুস-সানাবিল (রা.) যে জীবিত ছিলেন তা আমি জানি না।^১ অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর অলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি সে সন্তান প্রসব করে তবে তার জন্য বিবাহ করা হলাল। যদিও তার (চার মাসের) ইদ্দত পূর্ণ না হয়। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর অলিম বলেন, এই মহিলা শেষের মুদত পালন করবে। প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর সাহীহ।

১. কিন্তু এরপরও তিনি জীবিত ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমানিত আছে।

১১৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكُرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أُنَامِعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ . فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بَيْسِيرٍ . فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৯৬. কুতায়বা (র.).....সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস এবং আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা.) যে গর্ভবতী মহিলা স্বামীর ওয়াফাতের অব্যবহিত পর সন্তান প্রসব করে তার সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইব্ন আব্বাস বললেন, দুটো মুদতের শেষেরটি দ্বারা ইদত পালন করবে। আবু সালামা বললেন, যখনই সন্তান প্রসব করবে তখনই তার জন্য বিবাহ হালাল। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবু সালামার সঙ্গে আছি। অনন্তর তারা এই প্রসঙ্গে [জানার জন্য] নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা.)-এর কাছে লোক পাঠান। তিনি বললেন, স্বামীর মৃত্যুর সামান্য দিন পরই সুবাই'আ অল-আসলামিয়া সন্তান প্রসব করে। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি তাকে বিবাহ করতে পারে বলে জানালেন।

ইমাম আবু দ্বিসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ : মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদত।

১১৯৭. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى أَنَّبَانَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ

زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ .

১১৯৭. আনসারী (র.).....হুমায়দ ইব্ন নাফে' থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে যায়নাব বিনত আবু সালামা (র.) এই তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

১১৯৮. ۱۱۹۸. قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِّي أَبُوهَا ، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ حُلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ بِهِ جَارِيَةً . ثُمَّ مَشَتْ بِعَارِضِيهَا . ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ ! مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৮. (১) যায়নাব (রা.) বলেছেন, নবী সংস্কৃত: ১১৯৮ -এর সহ ধর্মিনী উম্মু হাবীবা (রা.)-এর পিতা আবু সুফইয়ান ইব্ন হারব (রা.)-এর ইত্তিকালের পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ডেকে সুগন্ধি আনলেন। এতে হলে রং-এর জাফরানী বা এ জাতীয় আতর ছিল। তিনি একটি বালিকার গায়ে তা লাগালেন। এরপরে স্বীয় গন্ডদ্বয়ে তা লাগালেন। তরপর বললেন, আমার এই সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সংস্কৃত: ১১৯৮ -কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষদিনে ঈমান রাখে তার পক্ষে হালাল নয় কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশ দিন।

১১৯৯. ۱۱۹۹. قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِّي أَخُوهَا . فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ ! مَا لِي فِي الطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ . غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৯. (২) যায়নাব (রা.) বলেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ভ্রাতা মারা যাওয়ার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সুগন্ধি আনলেন এবং তা লাগালেন। পরে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার

সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে তার পক্ষে হালাল নয় কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন রাত্রির অধিক শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন।

১২০০. قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَنَكْحُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا تَتَّقَى فِي عِدَّتِهَا الطَّيِّبَ وَالزَّيْنَةَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

১২০০. (৩) যায়নাব (রা.) বলেন, আমার মা উম্মু সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে। বর্তমানে তার চোখ রোগাক্রান্ত। আমরা কি তাকে সুরমা ব্যবহার করাতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। বর্ণনাকারী বলেন, দুবার বা তিনবার যতবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে অনুমতির কথা বলা হল, ততবারই তিনি বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, এ তো হলো মাত্র চার মাস দশ দিন। অথচ জাহিলী আমলে এজন্য তোমরা বৎসরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর ভগ্নী ফুরায়'আ বিনত মালিক ইব্ন সিনান ও হাফসা বিনত উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. জাহিলী আমলে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে রীতি ছিল যে, তাকে একটি সংকীর্ণ ঘরে একাকী থাকতে হত এবং ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ ও সুগন্ধি কিছুই ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে একবছর অতিবাহিত হলে গাধা বা বকরীর মাধ্যমে তার গুপ্তাঙ্গ ছোঁয়ান হত। পরে ঐ ঘর থেকে বের হত এবং তার হাতে উটের বিষ্ঠা প্রদান করা হত। আর সে তা নিক্ষেপ করে ইদ্দত থেকে মুক্ত হত। ইসলাম এই ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহজ, মানুষের স্বভাবানুগ বিধান দিয়েছে। এখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, যায়নাব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে যে, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে ইদত পালনের সময় সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকবে। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهَرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ

অনুচ্ছেদ : কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে জিহারকারীর সঙ্গত হওয়া প্রসঙ্গে।

১২.১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهَرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

১২০১. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.).....সালামা ইব্ন সাখর বায়াযী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জিহারের ১ কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে সঙ্গত হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, (এমতাবস্থায়ও) এর জন্য একই কাফ্ফারা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বেই যদি কেউ স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হয় তবে তাকে দুই কাফ্ফারা দিতে হবে। এ হলো আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.)-এর অভিমত।

১. স্ত্রীকে মা বা বিয়ে করা হারাম এমন কারো সঙ্গে তুলনা করে তাকে হারাম করা। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গত হওয়া হারাম। বিস্তারিত ফিকহ গ্রন্থসমূহে দেখুন।

১২.২. أَنْبَأَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ . قَدْ ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ قَالَ رَأَيْتُ خُلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . قَالَ فَلَا تَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

১২০২. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জিহার করার পর তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হল। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে জিহার করেছিলাম। কিন্তু কাফ্যার প্রদানের পূর্বেই তার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এতে লিপ্ত হতে কিসে তোমাকে উদ্ধৃত করল? সে বলল, চাঁদের আলোতে তার পায়ের খাড়ুর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। (ফলে)। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে (কাফ্যারার) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সমাধা না করে আর স্ত্রীর কাছেও যেওনা।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : জিহারের কাফ্যার।

১২.৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَلَى بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمُضِيَ رَمَضَانُ . فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ

لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَرُوءَةَ بِنِ عَمْرٍو أُعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِثْلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . يُقَالُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ وَيُقَالُ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ .

১২০৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....আবু সালামা ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বানু বায়াযার জনৈক ব্যক্তি সালমান ইব্ন সাখর আনসারী স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করে (জিহার করে)। এমতাবস্থায় রমাযান অতিবাহিত হচ্ছিল। রমাযানের অর্ধেক হলে পর একরাতে ঐ ব্যক্তি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয়। অনন্তর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঐ ঘটনা বিবৃত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, একটি গোলাম আযাদ করে দাও।

সে বলল, আমার তা নেই।

তিনি বললেন, একনাগাড়ে দুই মাস সিয়াম পালন কর।

সে বলল, আমি তা করতে সমর্থ নই।

তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে আহার্য দাও।

সে বলল, তারও সামর্থ আমার নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফারওয়া ইব্ন আমর (রা.)-কে বললেন, ষাট জন মিসকীনের খাদ্য প্রদান করার জন্য এই “আরাক”টি (পনর সা বা ষোল সা খাদ্য ধরে এমন পাত্র), লোকটিকে দিয়ে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। বলা হয়, ইনি সালমান ইব্ন সাখর (রা.), বলা হয়, সালামা ইব্ন সাখর বায়াযী। জিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيْلَاءِ

অনুচ্ছেদ : ঈলা।

১২.৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ أَنَّنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّنَا

دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرِّمْ . فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا ، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي مُوسَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا . وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ . وَالْإِيْلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرُبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ . فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
 وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

১২০৪. হাসান ইবন কাযাআ বাসরী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করেছিলেন। আর একটি হালাল বিষয়কে (নিজের জন্য) হারাম করার কসম করে ফেলেছিলেন।^১ আর তিনি এই কসমের কারনে কাফ্ফারা প্রদান করেছিলেন।

এই বিষয়ে আবু মূসা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মাসলামা ইবন আলকামা – দাউদ সূত্রে বর্ণিত এই রিওয়াযাতটি আলী ইবন মুসহির প্রমুখ দাউদ – শা'বী সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই সনদে মাসরুক – আয়েশা (রা.)-এর উল্লেখ নাই। এটি মাসলামা ইবন আলকামা (র.)-এর সূত্র থেকে অধিকতর সাহীহ।

ঈলা হল চার মাস বা ততোধিক স্ত্রী গমন না করার কসম করা। এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে 'তাওয়াক্কুফ' করা হবে। ইচ্ছা করলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে বা ইচ্ছা করলে তালাক দিতে পারবে। এ

১. একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে মধু খাবেন না বলে কসম করেছিলেন।

হলো মালিক ইব্ন অনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এক তালাক বাইন আপত্তিত হবে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

অনুচ্ছেদ : লিআন ১

১২.৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ . فَقَمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . أَسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ! ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةً .

قَالَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرَدْعَةٍ رَحِلٍ لَهُ . فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ . أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنَّ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ . وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ . قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَتْ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ" حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ . فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَا الْآيَاتِ عَلَيْهِ . وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ

১. কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের সন্দেহ করে তবে কাজীর দরবারে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় 'মিথ্যাবাদী হলে নিজের উপর লা'নত' করে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানকে লিআন বলে। বিস্তারিত ফিক্হ গ্রন্থসমূহের 'লিআন' অধ্যায়ে দেখুন।


الْآخِرَةِ . فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَّظَهَا وَذَكَّرَهَا . وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا صَدَقَ .

قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২০৫. হান্নাদ (র.)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, মুসআব ইব্ন যুবায়র যখন (ইরাক অঞ্চলের) আমীর তখন আমাকে লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কি বলব তা আমার জানা ছিল না। তাই আমি আমার ঘর থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.)-এর বাড়িতে গেলম এবং তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল যে, তিনি দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সময় তিনি (নিজে ভিতর থেকে) আমার কথা শুনে বললেন, ইব্ন জুবায়র, ভিতরে এসো। কোন প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছু তোমাকে এখানে নিয়ে আসেনি।

ইব্ন জুবায়র বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম) তিনি উটের পিঠে ব্যবহৃত আসনের একটি কাপড়ের টুকরায় শুয়ে আছেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান, লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর একজনকে আরেকজন থেকে কি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে ?

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, হ্যাঁ। এই বিষয়ে অমূকের ছেলে অমুক সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি নবী -এর কাছে এসে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অপকর্মে দেখতে পায় তবে সে কি করবে ? যদি সে এই বিষয়ে কথা বলে তবুও ভীষণ এক বিষয়ে সে কথা বলল। আর চুপ থাকলেও তো সে মারাত্মক এক বিষয়ে চুপ রইল।

ইবন উমার (রা.) বলেন, (এই কথা শুনে) নবী চুপ করে রইলেন, তাকে কোন জবাব দিলেন না।

এই ঘটনার পর ঐ সাহাবী আবার নবী ^{পালাজা ও আল্লাহিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে এলেন। বললেন, যে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম সে বিষয়ে আমিই নিপতিত। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াত নাযিল করেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ .

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই।..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নূর ২৪ : ৬-১০]

অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং আয়াতগুলো তাকে তিলাওয়াত করে শোনালেন, তাকে নসীহত করে বুঝালেন এবং জানালেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলল, না, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি।

এরপর তিনি মহিলাটির দিকে ফিরলেন এবং তাকে নসীহত করলেন ও উপদেশ দিলেন। আর তাকে জানালেন, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। মহিলাটি বলল, না, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্য বলেনি।

রাবী বলেন অতঃপর নবী ^{পালাজা ও আল্লাহিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} পুরুষটিকে দিয়ে শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এরপর নবী ^{পালাজা ও আল্লাহিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মহিলাটির প্রতি ফিরলেন। মহিলাটিও চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটি মিথ্যা বলেছে। পঞ্চমবারে বলল, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। অতঃপর নবী ^{পালাজা ও আল্লাহিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এই বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ, ইবন আব্বাস, হযায়ফা, ও ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১২.৬. أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا . وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْأَمِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২০৬. কুতায়বা (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে “লিআন” করে। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} তদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটিকে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এর উপরই আলিমগণের আমল রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَيَّنَ تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ : যার স্বামী মারা গেছে সেই মহিলা কোথায় ইদত পালন করবে ?

১২.৭. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ أَنَّبَانَا مَعْنُ أَنَّبَانَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ . وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقَوْا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحِقْهِمْ فَقَتَلُوهُ . قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي . فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرَكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ . قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (أَوْ فِي الْمَسْجِدِ) نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَوْ أَمْرِي فَنُودِيَتْ لَهُ) فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي . قَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . أَنْبَأَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ
 ابْنِ كَعْبٍ بْنُ عَجْرَةَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ
 أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَةِ أَنْ
 تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
 وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
 وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَ حَيْثُ شَاءَتْ . وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ
 زَوْجِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১২০৭. আনসারী (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর ভগ্নি ফুরায়' আ বিনত মালিক ইব্ন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বানু খুদরায় তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে নবী ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। তার স্বামী তার কতকগুলি পলাতক গোলামের খোঁজে বের হয়েছিলেন।

তারাফুল কুদূম ১ নামক স্থানে তাঁদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। সেখানে তাঁরা তাকে মেরে ফেলে। ফুরায়' আ বলেন, আমি নবী ﷺ -কে আমার স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ, স্বামী আমার জন্য এমন কোন বাসস্থান রেখে যাননি, যা তার মালিকানায় ছিল এবং কোন খোরপোষের ব্যবস্থাও ছিল না।

নবী ﷺ (অনুমতি সূচক) হ্যাঁ বললেন। অনন্তর আমি ফিরে চললাম। আমি তখনও হুজরায়ই ছিলাম, অথবা মসজিদে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং (পুনরায়) বর্ণনা করার আদেশ করলেন। আমি আমার স্বামী সম্পর্কে যা বলেছিলাম সম্পূর্ণ ঘটনা আবার বললাম। তিনি বললেন, ইদত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পূর্ব গৃহেই অবস্থান করবে।

অনন্তর আমি সেখানেই চারমাস দশ দিন ইদত পালন করি। পরে উছমান (রা.) যখন খলীফা হলেন, তখন আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জনতে চাইলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। অনন্তর তিনি এর অনুসরণ করেছেন এবং এতদনুসারেই ফায়সালা দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....সাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন উজরা (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা ইদত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘর থেকে ইদত পালনকারিনী মহিলার চলে যাওয়ার অনুমতি দেন না। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর কিছু আলিম বলেন, ঐ মহিলা স্বামীর ঘর ছাড়াও যেখানে ইচ্ছা ইদত পালন করতে পারবে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর সাহীহ।

آخر كتاب الطلاق

كِتَابُ الْبَيْعِ অধ্যায় ক্রয়—বিক্রয়

كِتَابُ الْبَيُوعِ

অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয়

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ : সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা ।

১২.৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ . وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ . لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ . فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ . وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ . كَمَا أَنَّ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى . أَلَا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ .

حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ .

১২০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়। অনেকেই জানে না তা হালালের অন্তর্ভুক্ত, না হারামের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি স্বীয় দীন ও সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তা পরিত্যাগ করল সে নিরাপদ হল। আর যে ব্যক্তি এর কিছু অংশেও নিপতিত হয়, আশংকা হয়, সে হারামে নিপতিত হবে। যেমন, কেউ যদি সংরক্ষিত ভূমির পাশে পশু চরায় তবে আশংকা আছে যে, সে তাতে নিপতিত হবে। সাবধান, প্রত্যেক বাদশাহের সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নির্ধারিত হারামসমূহ।

হান্নাদ (র.)....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ একাধিক রাবী শা'বী- নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرَّبَا

অনুচ্ছেদ : সূদ খাওয়া।

১২.৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম . أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْنَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২০৯. কুতায়বা (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূদখোর, সূদ দাতা, এই দুই সাক্ষী ও (এতদ্বিষয়ে) লেখককে লা'নত করেছেন।

এই বিষয়ে উমার, আলী, জাবির এবং আবু জুহায়না (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّغْلِيظِ فِي الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ : মিথ্যা, অসত্য ইত্যাদি বিষয়ে কঠোরতা।

১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (فِي الْكَبَائِرِ) قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ وَأَبْنِ عُمَرَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

১২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, তা হলো আল্লাহর শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা ও অসত্য কথন।

এই বিষয়ে আবু বাকরা, আয়মান ইব্ন খুরায়ম ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ : ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর নবী কর্তৃক তাদের নামকরণ।

١٢١١. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ ! إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ . فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ . وَلَا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا .

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ (وَشَقِيقُ

هُوَ أَبُو وَائِلٍ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

১২১১. হান্নাদ (র.)....কায়স ইব্ন আবী গারাযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতু ওয়া সালাম} আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমাদের ব্যবসায়ীদের “সামাসিরা” (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। (কিন্তু তিনি আমাদেরকে সুন্দর নামে অভিহিত করলেন), [আবু দাউদ] এবং তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ, ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের ব্যবসায়ে সাদাকা জড়িত কর।

এই বিষয়ে বারা ইব্ন আযিব ও রিফাআ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, কায়স ইব্ন আবু গারাযা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মানসূর, আ'মাশ, হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত প্রমুখ এটিকে আবু ওয়াইল – কায়স ইব্ন আবু গারাযা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি ছাড়া নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} থেকে কায়স (রা.) সূত্রে আর কোন হাদীছ আছে বলে আমাদের জানা নাই।

হান্নাদ (র.).....কায়স ইব্ন আবু গারাযা (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

١٢١٢. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . لَانَعَرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ . وَأَبُو حَمْزَةَ إِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ . وَهُوَ
شَيْخٌ بَصْرِيٌّ .

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১২১২. হান্নাদ (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} বলেছেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

সুওয়ায়দ ইব্ন মুবারক (র.).....আবু হামযা (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান। ছাওরী - আবু হামযা সূত্র ব্যতীত এ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবু হামযা আবদুল্লাহ ইব্ন জাবির একজন বাসরাবাসী শায়খ।

১২১৩. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ . فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُقَالُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ أَيْضًا .

১২১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ (র.).....রিফাআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর সঙ্গে “মুসাল্লা”-এর দিকে গেলেন। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} দেখলেন, লোকেরা বিকি-কিনি করছে। তখন তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ীগণ, তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর প্রতি সাড়া দিল এবং তাদের ঘাড় ও চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বললেন, ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন ফাজির ও পাপীরূপে উত্থিত করা হবে। তবে সে ব্যতীত, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, নেক আমল করেছে এবং সত্য অবলম্বন করেছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সনদে ইসমাইল ইব্ন উবায়দ ইব্ন রিফাআর স্থলে ইসমাইল ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন রিফাআ-ও উল্লেখ করা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ : কারো পন্য সম্পর্কে তার মিথ্যা কসম করা প্রসঙ্গে।

১২১৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ،

يُحَدِّثُ عَنْ خَرِشَةَ بِنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْنَا مَنْ هُمْ ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا . فَقَالَ الثَّمَنَانُ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

قَالَ وَفِي الثَّبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ بِنِ ثَعْلَبَةَ وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২১৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের তিনি পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। আমি বললাম এরা কারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরা তো হতাশাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

তিনি বললেন, যে অনুগ্রহ করার পর খোটা দেয়; যে ব্যক্তি তার লুপ্তি গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে; আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে তার পন্যের প্রচার করে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা ইব্ন ছা'লাবা, ইমরান ইব্ন হুসায়ন এবং মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু যারর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتَّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ : ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়া।

١٢١٥. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ جَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لِمَتِي فِي بُكُورِهَا . قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا . وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ

أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَنْسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَلَا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ رَوَى سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الْحَدِيثَ .

১২১৫. ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র.).....সাখর গামিদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার উম্মতের জন্য ভোরের মধ্যে বরকত দান করো।

বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও ক্ষুদ্র সেনাদল বা বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন তখন তাদেরকে দিনের প্রথমাংশে পাঠাতেন। সাখর ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর ব্যবসাদলকে দিনের শুরুতেই পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তিনি ধনবান হন এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন মাসউদ, বুয়ায়দা, আনাস, ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সাখর গামিদী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ সাখর গামিদী (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। সুফইয়ান ছাওরী (র.) এই হাদীছটিকে শু' বা- ইয়া'লা ইব্ন আতা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

অনুচ্ছেদ : নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে (বাকীতে) ক্রয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٢١٦. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ . أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ . فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ، ثَقُلَا عَلَيْهِ . فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ . إِنَّمَا يُرِيدُ

أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدِرَاهِمِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي
 مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْسِيَوِ اسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٍ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ
 شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ
 الْبَصْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ سَأَلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ
 هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُومُوا إِلَى حَرَمِيَّ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ
 أَبِي حَفْصَةَ ، فَتَقْبِلُوا رَأْسَهُ . قَالَ وَحَرَمِيٌّ فِي الْقَوْمِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى أَيْ
 إِعْجَابًا بِهَذَا الْحَدِيثِ .

১২১৬. আবু হাফস আমর ইব্ন অলী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর লাল নকশাদার দুটি মোটা খসখসে কিতরী কাপড় ছিল। তিনি যখন বসতেন এবং ঘামতেন তখন এ দুটো তাঁর ভারি বোধ হত। একবার শাম থেকে অমুক এক ইয়াহুদী ব্যবসায়ীর নিকট কিছু কাপড় এল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললাম, কাউকে পাঠিয়ে এর কাছ থেকে স্বচ্ছলতার দিন পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে দু'টি কাপড় যদি কিনে আনতেন!

তারপর তিনি তার কাছে একজনকে পাঠালেন। কিন্তু ইয়াহুদীটি বলল, তিনি কি চান আমি জানি। তিনি চান আমার মাল কিংবা দিরহামগুলি নিয়ে চলে যেতে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। সে অবশ্য জানে, আমি তাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহুতীরা এবং সর্বাধিক আমানত পরিশোধকারী।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, আনাস ও আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। শু' বা (র.)ও এটিকে উমারা ইব্ন আবু হাফসা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ফিরাস বাসরী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু দাউদ তায়ালিসী (র.)-কে বলতে শুনেছেন, শু' বা (র.)-কে একদিন এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হারমী ইব্ন উমারা-এর কাছে গিয়ে তার শির-চুষন না করেছ ততক্ষণ আমি তোমাদের আর এই হাদীছ বর্ণনা করব না। রাবী বলেন, হারমীও তখন এই মজলিসে হাযির ছিলেন।

১২১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوْفِّي النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرَهُونَةٌ بِعِشْرَيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইত্তিকাল করেন। আর তখন তাঁর বর্মটি বিশ সা' খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। এই খাদ্য তিনি তাঁর পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন,-এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১২১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ . وَلَقَدْ رَهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرَيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ . وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ مَا أُمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعٌ تَمْرٍ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ . وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যবের রুটি ও কিছু বাসী চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম তখন তাঁর বর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে বিশ সা' খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। তা তিনি পরিবারের জন্য এনেছিলেন।

একদিন তাঁকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ-পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যায় এক সা' খেজুর বা এক সা' খাদ্য-শস্য রক্ষিত থাকেনি। অথচ তাঁর কাছে তখন নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

অনুচ্ছেদ : শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা ।

১২১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ الْبَصْرِيِّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ أَلَا أَقْرَبُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا " هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً . لَادَاءٍ وَلَا غَائِلَةٍ وَلَا خَبِثَةٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ " .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ لَيْثٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

১২১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আব্দুল মাজীদ ইব্ন ওয়াহব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিন আদা ইব্ন খালিদ ইব্ন হাওয়া (রা.) আমাকে বললেন, আমাকে যে লিপিতানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখে দিয়েছিলেন তোমাকে কি তা পড়ে শুনাব ? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি আমাকে শোনাবার জন্য একটি লিপি বের করলেন। এতে ছিল, এ হলো মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদা ইব্ন খালিদ ইব্ন হাওয়া যা খরীদ করেছেন (এর দলীল)। তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন একটি দাস বা দাসী ক্রয় করেছেন, যার মধ্যে কোন দোষ নেই। এটি পলায়ন করে না, এবং তা দুষ্ট্রিত্বের অধিকারী নয়। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আরেক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আব্বাদ ইব্ন লায়ছের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানি না। একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ রাবী এটিকে তাঁর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

অনুচ্ছেদ : পাল্লা ও পরিমাপ পাত্রের প্রসঙ্গে ।

১২২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْمَكِّيَّالِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وَلَّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .

১২২০. সাঈদ ইব্ন ইয়াকুব তালকানী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাল্লা ও পরিমাপ-পাত্রে মাপে ওজনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা এমন দুই বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে অতীত হয়ে যাওয়া বহু উম্মত এই দুই বিষয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হুসায়ন ইব্ন কায়স (র.)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটির মারফু' রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমরা জানিনা। হাদীছের ক্ষেত্রে হুসায়ন ইব্ন কায়স যঈফ। এই হাদীছটি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে সাহীহ সনদে মওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعٍ مِنْ يَزِيدَ

অনুচ্ছেদ : নিলামে বিক্রয়।

١٢٢١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا . وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ . فَبَاعَهُمَا مِنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ . وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ ، هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بَبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي
الْفَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ .
وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الْأَخْضَرِ
ابْنِ عَجَلَانَ ، هَذَا الْحَدِيثَ .

১২২১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী
একবার এক খন্ড নিচে বিছানোর কাপড় ও কাঠের পেয়ালা বিক্রি করেন। তিনি বললেন, এই কাপড় ও
পেয়ালা কে খরীদ করবে? এক ব্যক্তি বলল আমি উভয়টিকে এক দিরহামে নিলাম। নবী ^{পালাজাও}_{জালাহাদি} বললেন,
এক দিরহামের অধিক কে দিতে পারবে? এক দিরহামের অধিক কে দিতে পারবে? তখন একব্যক্তি দুই
দিরহাম দিল। অন্তর তিনি তার কাছেই এ দুটি জিনিষ বিক্রি করে দিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আখয়ার ইব্ন আজলানের সূত্র ছাড়া এটি
সম্পর্কে আমরা জানি না। আবদুল্লাহ্ হানাফী নামক যে রাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি
হলেন, আবু বাকর হানাফী (র.)। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। গনীমত সম্পদ ও
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সকল ক্ষেত্রেই নিলাম ডাকে বিক্রিতে কোন অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে
করেন না। মু'তামির ইব্ন সুলায়মান এবং আরো একাধিক হাদীছবিদ এই হাদীছটিকে আখয়ার ইব্ন
আজলান (র.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ : মুদাব্বার^১ বিক্রি প্রসঙ্গে।

১২২২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ . فَمَاتَ وَلَمْ يَثْرِكْ مَالًا
غَيْرَهُ . فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّاسِ . قَالَ
جَابِرٌ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ

১. মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দাস আযাদ করা। যেমন, কেউ বলল, আমি মারা গেলে তুমি আযাদ। এই ধরনের
আযাদকৃত দাসকে “মুদাব্বার” বলা হয়।

النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ .

১২২২. ইব্ন আবু উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী তার একটি গোলামকে ‘মুদাব্বার’ বানায়। পরে ঐ ব্যক্তি মারা যায়। কিন্তু এই গোলামটি ছাড়া সে আর কোন সম্পদ রেখে যায় নি। তখন নবী ﷺ একে বিক্রি করে দেন। নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নাহ্‌হাম একে খরীদ করেন। জাবির (রা.) বলেন, এটি ছিল একজন কিবতী গোলাম। সে ইব্নুয যুবায়র-এর খিলাফতের প্রথম বছরে মারা যায়।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের, এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা মুদাব্বার বিক্রি করায় কোন দোষ মনে করেন না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। সাহাবী ও অপর একদল আলিম ‘মুদাব্বার’ বিক্রি করা নাজায়েয বলেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ও আওয়াঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلْقَى الْبُيُوعِ

অনুচ্ছে : বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ১২

১২২৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২২৩. হান্নাদ (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্বল্প মূল্যে ক্রয়ের জন্য বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, ইব্ন উমার এবং নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. পন্য মালিক বা তেজারতী কাফেলা শহরে পৌছার পূর্বেই শহরের প্রকৃত মূল্য গোপন করে অধিক মুনাফার লোভে পন্য ক্রয় করা। এতে শহরবাসী সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ বিনষ্ট হয় এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় বলে শরীয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে।

১২২৪. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ. حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتْلَقَى الْجَلْبُ. فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَاِبْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ
السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ. إِذَا وَرَدَ السُّوقُ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ. وَحَدِيثُ
ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلْقَى
الْبَيُوعَ. وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ
أَصْحَابِنَا.

১২২৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বহিরাগত আমদানী কারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ যদি পন্য মালিকের সঙ্গে আগাম সাক্ষাৎ করে এইভাবে কোন পন্য খরীদ করে তবে পন্য মালিক বাজারে আসার পর তার পূর্ব বিক্রি ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আয্যুব (র.)-সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটি (১২২৩ নং) হাসান-সাহীহ।

একদল আলিম বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবৈধ বলেছেন। এতো এক ধরনের প্রতারণা। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আমাদের অন্যান্য ইমামগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদ : গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবেনা।

১২২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
" وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي

يَزِيدُ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ جَدِّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

১২২৫. কুতায়বা ও আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না।^১

এই বিষয়ে তালহা, আনাস, জাবির, ইব্ন আব্বাস, হাকীম ইব্ন আবু ইয়াযীদ তৎপিতা আবু ইয়াযীদ, কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহর পিতামহ আমর ইব্ন আওফ মুযানী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٢٢٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَيْضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرِهُوا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ .

১২২৬. নাসর ইব্ন আলী ও আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। মানুষকে তাদের স্বভাবিকতার উপরই ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের একের দ্বারা অন্যের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২২৫ নং) হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২২৬ নং)ও হাসান-সাহীহ।

১. গ্রামবাসীরাই সাধারণত উৎপাদনকারী হতেন। তাদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে কোন কোন শহরবাসী অল্প মূল্য দেখিয়ে তাকে প্রবঞ্চিত করত। বা গ্রামবাসীরা সরাসরি শহরে এসে বিক্রি করলে স্বভাবিকভাবেই শহরবাসীকে সাধারণভাবে উচ্চ মূল্য দিতে হতনা। কিন্তু ফড়িয়া মধ্যসত্তীরা গ্রামবাসীদের থেকে নিয়ে নিজেরা দালালী করে বাজার দর বাড়িয়ে ফেলত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছের মর্মানুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা কোন গ্রাম-বাসীর পক্ষ হয়ে শহরবাসীর বিক্রয় করা না-জায়েয বলেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে কোন শহরবাসীর কিছু ক্রয় করে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে শহরবাসীর বিক্রয় করা মাকরুহ। তবে যদি বিক্রয় করে দেয় তবে বিক্রয় কার্যকরী হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

অনুবাদ : “মুহাকাল্লা” এবং “মুযাবানা” নিষিদ্ধ।

১২২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

১২২৭. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকাল্লা এবং মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস, যায়দ ইব্ন ছাবিত, সা'দ, জাবির, রাফি' ইব্ন খাদীজ ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুহাকাল্লা হল, হস্তস্থিত গমের বিনিময়ে ক্ষেত্রস্থিত শস্য বিক্রয় করা। মুযাবানা হল, শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা মুহাকাল্লা ও মুযাবানা জাতীয় বিক্রয় না-জাইয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১২২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ

زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ . فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟
 قَالَ الْبَيْضَاءُ . فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ
 عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ . فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيْنَقُصُ الرُّطْبِ إِذَا يَبِسَ ؟
 قَالُوا نَعَمْ فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ .

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ أَبِي
 عِيَّاشٍ قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
 قَالَ أَبُو عِيَّاسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
 وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا .

১২২৮. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ আবু আয়্যাশ একবার সা'দকে খোসাহীন যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই দুটির মাঝে উত্তম কোন্টি? আবু আয়্যাশ বললেন, গমই তো উত্তম। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ পা জাহাজে আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি পার্শ্ববর্তী লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন তা নিষেধ করে দিলেন।

হান্নাদ (র.).....সা'দ (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এতদনুসারে অলিমগণের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

অনুচ্ছেদ : গাছের ফল ডাগর ডোগর হওয়ার পূর্বে বিক্রি জায়েয নয়।

١٢٢٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .

১২২৯. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ পা জাহাজে আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের খেজুর লাল বা হলদে না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি নিষেধ করেছেন।

১২৩. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرَهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحُهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১২৩০. উক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ শস্যাদানা সাদা ও নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত শীশের শস্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আনাস, আয়েশা, আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, জাবির, আবু সাঈদ ও যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা ফল উপযুক্ত না হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১২৩১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَعَفَّانُ وَسَلْيَمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

১২৩১. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর কালচে না হওয়া পর্যন্ত এবং শস্যাদানা শুক না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফু রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

অনুচ্ছেদ : কোন জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করা।

১২৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ . وَهُوَ بَيْعُ مَفْسُوخٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الْغَرَرِ .

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا أَصَحُّ .

১২৩২. কুতায়বা (র.).....ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। ‘হাবালুল হাবালা’-র অর্থ হলো বাচ্চার বাচ্চা। আলিমগণের মতে এই ধরনের বিক্রি বাতিল। এ হলো প্রবঞ্চনামূলক বিক্রির অন্তর্ভুক্ত।

শু‘বা (র.) এই হাদীছটিকে আয়ুব - সাঈদ ইবন জুবায়র - ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ছাকফী প্রমুখ আয়ুব - সাঈদ ইবন জুবায়র ও নাফি‘ - ইবন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ : প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি হারাম।

১২৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّوعَ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ . وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى . وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبَيَّوعِ . وَمَسْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ . وَهَذَا شَبِيهُهُ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ . وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيَّوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

১২৩৩. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবঞ্চনা মূলক বিক্রি এবং কংকর নিষ্ক্ষেপের ১ মাধ্যমে বিক্রি নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে ইবন উমার, ইবন আব্বাস আবু সাঈদ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি নাজাযেয বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পানিতে রেখে মাছ বিক্রি করা, পলাতক গোলাম বিক্রি করা, আকাশের পাখি বিক্রি করা ইত্যাদি হলো প্রবঞ্চনামূলক বিক্রির অন্তর্ভুক্ত।

‘হাসাত’ বিক্রয় হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তোমার প্রতি যখন কংকর নিষ্ক্ষেপ করব তখন তোমার ও আমার মাঝে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এই ধরনের বিক্রয় ‘মুনাবাযা’ বিক্রির সদৃশ। এগুলো ছিল জাহিলী আমলের বিক্রির প্রথা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ : একই বিক্রীতে দুই বিক্রী নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

১২৩৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ

১. জাহিলী যুগে রীতি ছিল যে, বিক্রেতা বলতঃ এই বস্তুগুলোর মধ্যে যেটিতে আমার নিষ্ক্ষিপ্ত কংকর পড়বে সেটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম। একে ‘হাসাত’ বলা হয়। বিস্তারিত ফিকহগ্রন্থ সমূহে দেখুন।

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى
 هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
 أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بَعْشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بَعْشَرَيْنِ ، وَلَا يَفَارِقُهُ
 عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى
 أَحَدٍ مِنْهُمَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
 بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا . عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا .
 فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلَامُكَ وَجِبَ لَكَ دَارِي ، وَهَذَا يَفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنِ
 مَعْلُومٍ ، وَلَا يَذَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ .

১২৩৪. হান্নাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই বিক্রিতে দুই বিক্রি নিষেধ করেছেন। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর, ইবন উমার ও ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। কতক আলিম এই হাদীছটির ভাষ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, ‘এক বিক্রিতে দুই বিক্রি शामिल করা’ কথাটির মর্ম হল, যেমন কোন বিক্রেতা বলল, এই কাপড়টি তোমার কাছে নগদে দশ দিরহাম আর বাকীতে বিশ দিরহামে বিক্রি করলাম। এই দুটো বিক্রির মাঝে সে কিছুই ব্যবধান করল না। কিন্তু যদি একটিকেও সে আলাদা করে নেয় এবং একটি প্রস্তাবের উপর চুক্তি হয়ে যায় তবে এতে কোন দোষ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নবী ﷺ এক বিক্রিতে দুই বিক্রি शामिल নিষিদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হল, কেউ বলল, আমি তোমার নিকট আমার এই বাড়িটি এত মূল্যে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার নিকট তোমার গোলামটিকে এত মূল্যে বিক্রি করবে, যখন তোমার গোলাম অনিবার্যভাবে আমার হবে, আমার বাড়িটিও তোমার জন্য অনিবার্য হবে। এ হলো মূল্য নির্ধারণের পূর্বেই বিক্রি চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার शामिल। এদের কেউ জানতে পারলনা যে, কিসের উপর চুক্তি সম্পাদিত হলো। (তাই এটি জায়েয নয়)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

অনুচ্ছেদ : যা অধিকারে নেই তা বিক্রি করা নিষেধ ।

১২৩৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا تَيْيَنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبِيعُهُ ؟ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

১২৩৫. কুতায়বা (র.).....হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে কোন কোন লোক এসে এমন জিনিষও কিনতে চায় যা আমার কাছে নেই। এমতাবস্থায় আমি কি তার জন্য বাজার থেকে কিনে পরে তার নিকট বিক্রি করতে পারি ?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যা তোমার হাতে নেই তা বিক্রি করবে না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১২৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ؟ قَالَ أَنْ يَكُونَ يَقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسَلِّفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ . قَالَ إِسْحَقُ (يَعْنِي ابْنَ رَاهَوِيَّةَ) كَمَا قَالَ . قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ؟ قَالَ لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ . قَالَ إِسْحَقُ كَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا يَكَالُ أَوْ يُوَزَنُ .

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أُبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبُ وَعَلَى خِيَاطَتِهِ وَقَصَارَتِهِ . فَهَذَا مِنْ

نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ . وَإِذَا قَالَ أُبَيْعُكَهُ ، وَعَلَى خِيَاطَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
أَوْ قَالَ أُبَيْعُكَهُ وَعَلَى قَصَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ . قَالَ
إِسْحَقُ كَمَا قَالَ .

১২৩৬. কুতায়বা (র.).....হকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যা আমার হাতে নেই তা বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.) বলেন, আমি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র.)-কে বললাম, “একই সঙ্গে ঋণ ও বিক্রয় করা তিনি নিষেধ করেছেন”-এর অর্থ কি ?

তিনি বললেন, কাউকে ঋণ প্রদানের পর অতিরিক্ত মূল্যে তার নিকট কিছু বিক্রয় করা। কিংবা এর উদাহরণ এটিও হতে পারে যে, কোন কিছু (রেহেন) রেখে কাউকে কিছু করজ দিল এবং বলল, যদি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে না পার তবে ঐ জিনিষটি বিক্রীত বলে গণ্য হবে।

ইসহাক (র.) আরো বলেন, আমি আহমাদ (র.)-কে বললাম, লোকসানের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রয় হয় না”-এই কথার মর্ম কি ? তিনি বললেন, আমার মতে খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই কেবল এটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ হস্তগত না করা পর্যন্ত-এর বিক্রয় জায়েয নয়। ইসহাক (র.) বলেন, দাড়িপাল্লা বা পাত্র দ্বারা যে সব দ্রব্য ওজন করা হয় সেই সবই এর মধ্যে शामिल।

আহমাদ (র.) বলেন, যদি কেউ বলে, এই কাপড়টি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম আর এটি সেলাই করা এবং ধুয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। এরূপ করা একই বিক্রয়ে দুই শর্ত করার शामिल। আর যদি বলে, “এটি আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম। সেলাই করে দেওয়া আমার দায়িত্ব” তবে কোন দোষ নেই। যদি বলে, “এটি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, আমার দায়িত্ব হলো এটি ধৌত করে দেওয়া” তবুও কোন দোষ নাই। কারণ এ হলো একটি শর্ত।

١٢٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ .
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ
عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ . وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ .
وَلَا رِبْحَ مَالٍ يُضْمَنُ . وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . قَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ . إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ .

১২৩৭. আহমাদ ইব্ন মালী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন অমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক সঙ্গে ঋণ ও বিক্রি : হালাল নয়। এক বিক্রিতে দুই ধরনের শর্ত করা এবং ‘যিমান’ বা লোকসানের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত লাভ জাইয নয়। আর তোমার হাতে যা নেই তা বিক্রি করাও বৈধ নয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আয়্যুব আস-সাখতিয়ানী ও আবু বিশর এটিকে ইউসুফ ইব্ন মাহাক- হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আওফ ও হিশাম ইব্ন হাসান (র.) এটিকে ইব্ন সীরীন- হাকীম ইব্ন হিয়াম সূত্রে - নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এই সনদটি মুরসাল। আসলে সনদটি হলো ইব্ন সীরীন (র.) এটিকে আয়্যুব আস-সাখতিয়ানী - ইউসুফ ইব্ন মাহাক - হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

١٢٣٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُبِيعَ مَالِيَسَ عِنْدِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "عَنْ يُونُسَ بْنِ

১. এই শর্তে বিক্রি করা যে, আমাকে এত টাকা ঋণ দিতে হবে।

مَا هَكَ . وَرَوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَصَحُّ .

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرَهُوا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ .

১২৩৮. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল, আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ ও অন্যেরা (র.).....হাকীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যা আমার হাতে নেই তা বিক্রি করতে নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন।

ওয়াকী' (র.) এই হাদীছটিকে ইয়াযীদ ইব্ন ইবরাহীম - ইব্ন সীরীন - আয়্যুব - হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে ইউসুফ ইব্ন মাহাক-এর উল্লেখ নেই।

আবদুস- সামাদ (র.)-এর রিওয়াযাতটি (১২৩৮ নং) অধিকতর সাহীহ।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাছীর এই হাদীছটি ইয়া'লা ইব্ন হাকীম - ইউসুফ ইব্ন মাহাক - আবদুল্লাহ ইব্ন ইসমা - হাকীম ইব্ন হিয়াম সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিমের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। তাঁরা যে জিনিস হাতে নাই তা বিক্রি করা অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتِهِ

অনুচ্ছেদ : "ওয়ালার বিক্রি করা ও হেবা করা নিষিদ্ধ।

১২৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ

১. ক্রীত দাস আযাদ করার পর মালিকের যে অধিকার থাকে তাকে "ওয়ালার" অধিকার বলে। ওয়ারিসানের ক্রয় তালিকায় মাওলা বা আযাদকর্তাও অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتِهِ . وَهُوَ وَهُمْ
وَهُمْ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ . وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ
وْغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ .

১২৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওয়ালা বিক্রি করা এবং তা হেবা করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার - ইব্ন উমার (রা.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়ম এই হাদীছটিকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার - নাফি' - ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'ওয়ালা' বিক্রি ও তা হেবা করা নিষেধ করেছেন। কিন্তু এই সনদটিতে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। এতে (উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.)-এর মাঝে নাফি' -এর উল্লেখ করে) ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান ভুল করেছেন। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ছাফাফী, আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র প্রমুখ এটিকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার - আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার - ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে - নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়ম (র.)-এর রিওয়াযাত থেকে অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

অনুচ্ছেদ : বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা।

١٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ
سَمُرَةَ صَحِيحٌ . هَكَذَا قَالَ عَلَى بْنُ الْمَدِينِ وَغَيْرُهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانَ نَسِيئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانَ نَسِيئَةً وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ .

১২৪০. আবু মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির, ও ইব্ন উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)-এর হাদীছ শ্রবণও সত্য। আলী ইব্ন মাদীনী ও অন্যান্যরাও এরূপ বলেছেন।

বাকীতে জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম আহমদ (র.)ও এরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে কোন জন্তু বিক্রি করার অবকাশ রেখেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১২৪১. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بَوَاحِدٍ ، لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا . وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدًا . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৪১. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক জন্তুর বিনিময়ে দুটো জন্তু বিক্রি বাকীতে ঠিক নয়, তবে দস্তবদস্ত (নগদ) হলে তাতে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুটি দাসের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয়।

১২৪২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ

فَبَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بِعْنِيهِ " فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ . ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدًا . وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ نَسِيئًا .

১২৪২. কুতায়বা (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি দাস নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর কাছে এসে তাঁর কাছে হিজরতের উপর বায়আত হয়। সে যে একজন দাস এই কথা নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বুঝতে পারেন নি। অন্তর এই দাসটির মালিক এসে এটিকে নিয়ে যেতে চাইল। তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাকে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। অন্তর তিনি এটিকে দুজন কাল গোলামের বিনিময়ে কিনে নেন। এরপর থেকে আর তিনি, গোলাম কি-না, এই কথা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়আত করতেন না।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, দস্ত বদস্ত (নগদ) হলে দুজন দাসের বিনিময়ে একজন দাস ক্রয়ে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু বাকীতে হলে তাদের মতবিরোধ রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلِ كَرَاهِيَةِ التَّفَاضُلِ فِيهِ

অনুচ্ছেদঃ গমের বিনিময়ে গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হতে হবে। এতে অতিরিক্ত প্রদান হারাম।

١٢٤٣. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ . فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى .

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ . وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ

شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِلَالٍ وَأَنْسٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ
 هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ بِيَعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ
 شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ
 عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ " قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ بِيَعُوا
 الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
 الْعِلْمِ . لَا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
 إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ
 يَدًا بِيَدٍ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .
 وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ
 وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بِيَعُوا الشَّعِيرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ
 قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا
 مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১২৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র.).....উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ হলে সমপরিমাণ হতে হবে, রূপার বিনিময়ে রূপা হলে সমপরিমাণ হতে হবে, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর হলে সমপরিমাণ হতে হবে, গমের বিনিময়ে গম হলে সমপরিমাণ হতে হবে, নিমকের বিনিময়ে নিমক হলে সমপরিমাণ হতে হবে, যবের বিনিময়ে যব হলে সমপরিমাণ হতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে কেউ অতিরিক্ত দিলে বা অতিরিক্ত চাইলে তা হবে সূদ।

তোমরা দস্ত বদস্ত (নগদ) হলে রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার ; দস্ত বদস্ত

হলে খেজুরের বিনিময়ে গম যদৃচ্ছা বিক্রি করতে পার; দস্ত বদস্ত হলে খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, বিলাল ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে খালিদ (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, তোমরা দস্ত বদস্ত হলে যবের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে খালিদ - আবু কিলাবা - আবুল আশআছ - উবাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত আছে যে, খালিদ বলেন, আবু কিলাবা বলেছেন, যবের বিনিময়ে গম হলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার.....। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তারা উভয় দিকে সমপরিমাণ না হওয়া ছাড়া গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব বিক্রি জায়েয বলে মনে করেন না। কিন্তু যদি জাত বিভিন্ন হয় তবে দস্ত বদস্ত হলে অতিরিক্ত প্রদান করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। এ হলো অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের অভিমত। ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-ও এইমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে দলীল হলো নবী ﷺ -এর বাণী, দস্তবদস্ত হলে গমের বিনিময়ে যব যদৃচ্ছা বিক্রি করতে পার।

কতক আলিম, যবের বিনিময়ে গমের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা হারাম বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা.)-এর অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ : (বাড়ায়) মুদ্রা বিনিময়।

١٢٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ. فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ هَاتَانِ " يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ

وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ
وَأَبْنُ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبِلَالٌ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
فِي الرَّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ . وَقَالَ إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِئَةِ . وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
شَيْئٌ مِنْ هَذَا وَقَدَّرُوهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ
قَالَ لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ .

১২৪৪. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইব্ন উমার (রা.) আবু সাঈদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, আমার এই দু' কান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছে যে, সমপরিমাণ না হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করবে না; সমপরিমাণ না হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করবে না। কতকের উপর কতক যেন অতিরিক্ত না হয়। আর এর নগদের বদলে বাকী বিক্রি করবে না।

এই বিষয়ে আবু বাকর, উমার, উছমান, আবু হুরায়রা হিশাম ইব্ন আমির, বারা, যায়দ ইব্ন আরকাম, ফাযালা ইব্ন উবায়দ, আবু বাকরা, ইব্ন উমার, আবুদ দারদা ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। নবী ﷺ থেকে আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তবে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দস্তবদস্ত হলে স্বর্ণের বিনিময়ে অতিরিক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপার বিনিময়ে অতিরিক্ত পরিমাণ রূপা বিক্রিতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, সূদ হয় বাকীতে বিক্রয়ে। কতক সাহাবী থেকেও এমন ধরনের কিছু বর্ণিত আছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু সাঈদ খুদরী তাঁকে এই হাদীছটি বর্ণনা করে শুনাতে তিনি তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করেন।

প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সাহীহ। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা, সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নাই।

১২৪৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أُبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ . فَأُبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخْذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ . وَأُبِيعُ بِالْوَرِقِ فَأَخْذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرُ . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَأَنْعَرِفَهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضَى الذَّهَبُ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقُ مِنَ الذَّهَبِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ .

১২৪৫. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকীতে উট বিক্রি করতাম। অনেক সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রায় তা বিক্রি করে তদস্থলে রৌপ্যমুদ্রা আবার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তদস্থলে দীনার গ্রহণ করতাম। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম। তাঁকে হাফসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছেন দেখতে পেলাম। তাঁকে আমি উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরূপ মূল্য গ্রহণে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সিমাক ইব্ন হারব - সাঈদ ইব্ন জুবায়র - ইব্ন উমার (রা.) সূত্র ছাড়া মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ এই হাদীছটিকে সাঈদ ইব্ন জুবায়র - ইব্ন উমার (রা.) থেকে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছ অনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা স্বর্ণ মুদ্রার স্থলে রৌপ্যমুদ্রা এবং রৌপ্য

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫২৫

মুদ্রার স্থলে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এটি অপছন্দনীয় মনে করেছেন।

১২৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَيْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَّكَ . فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ ! لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ . فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ " يَقُولُ يَدًا بِيَدٍ .

১২৪৬. কুতায়বা (র.).....মালিক ইব্ন আওস ইব্ন হাদছান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কে রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) বিনিময় করবে”? -এই কথা বলতে বলতে আমি সামনে আসলাম। উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ বসে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমাকে দেখাও। পরবর্তীতে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। আমার খাদিম আসলে আমার রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম)গুলো তোমাকে দিব।

উমার (রা.) বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম, হয়ত এখনি তুমি তাকে রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিবে নয়ত তার স্বর্ণমুদ্রা তাকে ফিরিয়ে দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সংগ্রহ করা হলে বলেছেন, নগদ না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা সূদী কারবার বল গণ্য ; নগদ না হলে গমের বদলে গম বিক্রিও সূদ ; নগদ না হলে খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করাও সূদ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। হাদীছোক্ত **إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ** অর্থ হল নগদ হাতে হাতে বিনিময় করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِْيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّابِيرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ : পরাগায়নের পর খেজুরগাছ বিক্রি করা এবং সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করা ।

১২৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ابْتِْيَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ . وَمَنْ ابْتِْيَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ابْتِْيَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ . وَقَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِْيَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَْيَاعُ . هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الْحَدِيثَيْنِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيضًا . وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ .

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫২৭

১২৪৭. কুতায়বা (র.).....সালিম তাঁর পিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালিম -কে বলতে শুনেছি যে, পরাগায়নের ১ পর যদি কেউ খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত না করলে এর ফল হবে বিক্রেতার। এমনিভাবে কেউ যদি সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করে তবে ক্রেতা শর্ত না করলে এই দাসের সম্পদ হবে বিক্রেতার।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যুহরী - সালিম - ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে নবী সালিম থেকে এই হাদীছটি একাধিকভাবে বর্ণিত আছে যে, পরাগায়নের পর কেউ যদি খেজুর গাছ ক্রয় করে তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত না করলে এর ফল হবে বিক্রেতার। এমনিভাবে কেউ যদি এমন দাস বিক্রি করে যার কিছু সম্পদ আছে তবে ক্রেতা শর্ত না করলে ঐ সম্পদ হবে বিক্রেতার। নাফি' - ইব্ন উমার (রা.) সূত্রেও নবী সালিম থেকে এটি (কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ) বর্ণিত আছে। এতে আছে..... **مَنْ ابْتَاَعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ** নাফি' - ইব্ন উমার - উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কেউ যদি এমন দাস বিক্রি করে যার কিছু সম্পদ রয়েছে.....।

নাফি' - এর বরাতে উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার প্রমুখ উক্ত দুটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ এই হাদীছটি নাফি' - ইব্ন উমার (রা.) সূত্রেও নবী সালিম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইব্ন খালিদ (র.) সূত্রেও ইব্ন উমার (রা.) - নবী সালিম থেকে সালিমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

কতক আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) - এরও অভিমত।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, যুহরী - সালিম - তাঁর পিতা ইব্ন উমার (রা.) নবী সালিম সূত্রটি অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

অনুচ্ছেদ : ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (বিক্রি সম্পাদন করা না করার) এখতিয়ার থাকে।

১২৪৮. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاَعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ .

১. পরাগায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় পুং খেজুর বৃক্ষের রেনু স্ত্রী খেজুর বৃক্ষের থোড়ের মিলন ঘটানকে তা' বীর (تأبير) বলা হয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
 عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ
 الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالُوا الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ . وَقَدْ قَالَ
 بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " يَعْنِي الْفُرْقَةُ
 بِالْكَلَامِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى . وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى
 لِيَجِبَ لَهُ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ .

১২৪৮. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায় বা তারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে সম্মত হয়।

নাফি' বলেন, ইব্ন উমার (রা.) যখন কিছু ক্রয় করতেন তখন তিনি বসা থাকলে বিক্রয় অনিবার্য করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবু বারযা, হাকীম ইব্ন হিয়াম, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, সামুরা ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, এখানে পৃথক হওয়া বলতে শারীরিক পৃথক হওয়া বুঝায়, এর মর্ম বাচনিক পৃথক হওয়া নয়।

কতক আলিম [ইমাম আবু হানীফা (র.)] বলেন, “যতক্ষণ তারা পৃথক না হয়েছে” – এই বাণীর মর্ম হলো বাচনিক পৃথক হওয়া। [অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যদি বাচনিক সম্পাদন হয়ে যায় এবং প্রসঙ্গান্তর হয়ে যায় তবে শারীরিকভাবে আলাদা না হলেও আর ইখতিয়ার থাকবে না।]

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ। কেননা যে ইবন উমার এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তাঁরই তো এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবহিত থাকার কথা। তাঁরই নিকট থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যদি বিক্রি অকাট্য করতে চাইতেন তবে তা অনিবার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কিছু হেটে আসতেন। আবু বারযা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا ، مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَاتَبَايَعَا . وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ . فَقَالَ لِأَرَا كَمَا افْتَرَقْتُمَا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَفْهَانَ الثَّوْرِيِّ . وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أَرَدُّ هَذَا ؟ وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيحٌ . وَقَوَّى هَذَا الْمَذْهَبَ .

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" مَعْنَاهُ أَنْ يُخِيرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَّ بَعْدَ إِجَابِ الْبَيْعِ . فَإِذَا خَيْرُهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ ، فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فسخِ الْبَيْعِ . وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا . هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ . وَمِمَّا يُقَوَّى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ "الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ" حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৪৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (রা.).....হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তারা উভয়েই যদি সত্য বলে থাকে এবং সব স্পষ্টভাবে বিবৃত করে থাকে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয় বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর যদি মিথ্যা বলে এবং কিছু গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয় বরকতহীন করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সাহীহ।

এই বিষয়ে আবু বারযা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, সামুরা, আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২৪৮ নং) হাসান-সাহীহ। নবী ﷺ-এর সাহাবীদের এবং অপরূপ আলিমদের আমল এর উপর রয়েছে।

আবু বারযা আসলামী (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। একটি ঘোড়া বিক্রি সম্পাদনের পর দুই ব্যক্তি তাঁর নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য আসে। তারা তখন একটি নৌযানে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছ বলে তো আমি দেখছি না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কূফা বসবাসকারী এবং অপর কিছু আলিমের বক্তব্য হলো, বিচ্ছিন্নতার মর্ম এখানে বাচনিক বিচ্ছিন্নতা। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কেমন করে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছটি তো সাহীহ। এই মতপন্থাকে তো এই রিওয়াযাতটি শক্তিশালী করে।

নবী ﷺ-এর বাণী **الْبَيْعُ الْخِيَارُ** অর্থ হলো, বিক্রি সম্পাদনের পর বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেয় এবং এই ইখতিয়ার পাওয়ার পর ক্রেতা যদি এই বিক্রিকে গ্রহণ করে নেয় তবে আর এই বিক্রয় প্রত্যাহার করার তার ইখতিয়ার থাকবে না যদিও তারা বিচ্ছিন্ন না হয়। ইমাম শাফিঈ প্রমুখ (র.) এই ভাষ্যই প্রদান করেছেন। ‘বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ শারীরিক বিচ্ছিন্নতা বাচনিক বিচ্ছিন্নতা নয়’ – এই অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন তাদের বক্তব্যকে ইব্ন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি শক্তিশালী করে।

১২৫: أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

خَشِيَّةٌ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ . وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ
الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى حَيْثُ قَالَ ﷺ "وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ
خَشِيَّةٌ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" .

১২৫০. কুতায়বা (র.).....আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়েছে। কিন্তু খিয়ার চুক্তি ১ থাকলে ভিন্ন কথা। সুতরাং ক্রয় বা বিক্রি চুক্তি প্রত্যাহার করে ফেলবে এই আশংকায় এক পক্ষের জন্য তার সঙ্গী থেকে পৃথক হওয়া হালাল নয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এটির মর্ম হলো, বিক্রি বা ক্রয় প্রত্যাহার করে ফেলতে পারে এ আশংকায় পৃথক হওয়া বৈধ নয়। পৃথক হওয়ার অর্থ যদি বাচনিক পৃথক হওয়া হয়, তবে বিক্রির পর ইখতিয়ার থাকার বিষয় থাকত না এবং এই হাদীছটিরও কোন অর্থ হত না-যেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যাহার আশংকায় পৃথক হওয়া বৈধ নয়।

بَابُ

অনুচ্ছেদ : ১

১২৫১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
(وَهُوَ الْبُجْلِيُّ الْكُوفِيُّ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১২৫১. নাসর ইব্ন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয় সম্পাদন থেকে কেউ পৃথক হবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

১২৫২. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ الْبَيْعِ .
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১. বিক্রির সময় আরো বিবেচনা করে দেখার শর্ত করা। এই শর্ত তিন দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। একে খিয়ার শর্তও বলা হয়।

১২৫২. আমর ইব্ন হাফস শায়বানী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক বেদুঈনকে বিক্রির পর ইখতিয়ারের অধিকার প্রদান করেছিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে যে প্রতারিত হয়।

১২৫৩. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. وَكَانَ يُبَايِعُ. وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ. فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالُوا الْحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَلَمْ يَرِ بَعْضُهُمْ أَنَّ يُحَجَّرَ عَلَى الْحَرِّ الْبَالِغِ.

১২৫৩. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ বাসরী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ছিল যার বিবেক ছিল দুর্বল। সে ক্রয়-বিক্রয় করত। তাঁর পরিবারের লোকেরা নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর উপর (বিকিকিনি থেকে) বিধি নিষেধ আরোপ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে (বিকিকিনি করতে) নিষেধ করলেন, ঐ ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো বিকিকিনি না করে ধৈর্য ধারণ করতে পারি না।

তিনি বললেন, যখন বিকিকিনি করবে তখন বলে দিবে, “নগদ দস্তবদস্ত হতে হবে আর প্রতারণা নেই।” এই বিষয়ে ইব্ন উমার (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব। কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি দুর্বলচিত্ত হয় তবে তার উপর বিকিকিনি থেকে বিধি নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম স্বাধীন বালগ ব্যক্তির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা যায় বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَصْرَاءِ

অনুচ্ছেদ : প্রতারণার উদ্দেশ্যে পশুর ওলানে দুধ জমান প্রসঙ্গে।

১২৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اشْتَرَى مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا . إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৫৪. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি ওলানে দুধ জমিয়ে রাখা কোন জন্তু ক্রয় করে তবে দুধ দোহনের পর তার (এটি গ্রহন করা না করার) ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তখন এটিকে ফেরৎ দিতে পারবে। আর ফেরৎ দিলে সঙ্গে এক সা' খেজুর সহ ফেরৎ দিবে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আনাস (রা.) ও জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১২৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لَأَسْمَاءَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا . مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " لَأَسْمَاءَ " يَعْنِي لِأَبْرَ .

১২৫৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কেউ যদি ওলানে দুধ জমাকৃত পশু ক্রয় করে তবে তার তিন দিন পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে তা ফেরৎ দেয় তবে এক সা' খাদ্য সহ ফেরৎ দিবে যাতে সামরা নেই। সামরা নেই অর্থ গম নেই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক (র.) সহ আমাদের ইমাম ও উস্তাদগণ এই হাদীছের উপর আমল করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ : বিক্রয়ের সময় জন্তুর পৃষ্ঠারোহনের শর্ত করা প্রসঙ্গে।

১২৫৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ . وَلَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ .

১২৫৬. ইব্ন আবু উমার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট একটি উট বিক্রি করেছিলেন। তখন তিনি তাতে আরোহণ করে স্বীয় পরিবার (বাড়ি) পর্যন্ত গমনের শর্ত করেছিলেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি একাধিক সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এর উপর আমল করেছেন। তারা বিক্রির ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র শর্ত হয় তবে তা করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, বিক্রির ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্তারোপ জায়েয নয়। শর্তারোপ করা হলে বিক্রি পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ : বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা ।

১২৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ .

১২৫৭. আবু কুরায়ব ও ইউসুফ ইবন ইসা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বন্ধকরূপে রক্ষিত জন্তুর পিঠে আরোহণ করা যাবে এবং বন্ধকরূপে রক্ষিত জন্তুর দুগ্ধও পান করা যাবে। যে ব্যক্তি আরোহণ করবে বা দুগ্ধপান করবে তার উপর থাকবে জন্তুটির ব্যয়ভার।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আমির আশ-শা'বী (র.)-এর সূত্র ব্যতীত এটি মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। একাধিক রাবী এটিকে আ'মাশ - আবু সালিহ - আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে মওকূফরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম বলেন, বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে কোনরূপ উপকার লাভ করা যাবে না [এ হলো ইমাম আবু হানীফা ও জমহুর আলিমগণের অভিমত]।

بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْقِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও পুঁতি খচিত মালা ক্রয় করা প্রসঙ্গে ।

১২৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ . فَفَصَّلْتُهَا . فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ مُحَلًى أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ أَوْ مِثْلُ هَذَا بِدَرَاهِمٍ حَتَّى يُمَيِّزَ وَيُفَصَّلَ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

১২৫৮. কুতায়বা (র.).....ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আমি বার দীনারে একটি মালা ক্রয় করি। এতে স্বর্ণ ও পুঁতি ছিল। তখন আমি এটির স্বর্ণ ও পুঁতি আলাদা করি। এতে বার দীনার অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ পেলাম। অনন্তর নবী সালাতু ওয়া সালাম এর কাছে তা উল্লেখ করলাম। তিনি তখন বললেন, (স্বর্ণ) আলাদা না করা পর্যন্ত এই ধরনের মালা বিক্রি করা যাবে না।

কুতায়বা (র.).....আবু শুজা, সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, রূপা আলাদা

না করা পর্যন্ত রৌপ্য খচিত তরবারী বা রৌপ্য খচিত কোমরবন্দ বা অনুরূপ কোন জিনিষ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)-এর বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। এ হলো ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزُّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : ওয়ালা (অভিভাবকত্বের) শর্ত করা এবং এই বিষয়ে ভৎসনা প্রসঙ্গে।

১২৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ . فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أُعْطِيَ الثَّمَنُ ، أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ إِذَا حَدَّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَلَأْتَ يَدَكَ مِنَ الْخَيْرِ لَا تُرِدُّ غَيْرَهُ . ثُمَّ قَالَ يَحْيَى مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ عَنْ مَنْصُورٍ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مَنْصُورٌ أَثْبَتَ أَهْلُ الْكُوفَةِ .

১২৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরাতে ক্রয় করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তার মালিক পক্ষ (নিজদের জন্য) ‘ওয়ালা’-এর শর্তারোপ করে। নবী ﷺ (আয়েশাকে) বললেন, তুমি বারীরাতে কিনে নাও। যে মূল্য পরিশোধ করে (বা যে আয়াদ করার নেয়ামতের অধিকারী হয়েছে) তারই ‘ওয়ালা’ থাকবে।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, মানসূর ইবনুল মু'তামিরের কুনিয়াত বা উপনাম হলো 'আত্তাব। আবু বাকর আত্তার আল-বাসরী (র.) আলী ইবনুল মাদীনী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, মানসূর-এর বরাতে যদি তোমাকে কিছু রিওয়াযাত করা হয় তবে তুমি তোমার হাতকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভর্তি করে নিলে। তাছাড়া অন্য কিছু আর বাসনা করো না। এরপর ইয়াহুইয়া বললেন, ইবরাহীম নাখঈ ও মুজাহিদ (র.)-এর রিওয়াযাতের ক্ষেত্রে মানসূর অপেক্ষা অধিক আস্থাযোগ্য কাউকে আমি পাই নি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী বলেছেন, কূফাবাসীদের মধ্যে মানসূর হলেন সব চাইতে নির্ভরযোগ্য।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

১২৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً بِدَيْنَارٍ . فَاشْتَرَى أَضْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دَيْنَارًا . فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا . فَجَاءَ بِالْأَضْحِيَّةِ وَالْدَيْنَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِالْشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَأَنْعَرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ .

১২৬০. আবু কুরায়ব (র.).....হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} এক দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু খরীদ করার জন্য হাকীম ইব্ন হিয়ামকে প্রেরণ করেন। তিনি একটি কুরবানীর পশু খরীদ করেন এরপরে তাতে তার এক দীনার লাভ হয়। তখন তদস্থলে আরেকটি পশু খরীদ করেন এবং এক দীনার ও একটি কুরবানীর পশুসহ রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -এর কাছে এলেন। তখন তিনি বললেন, বকরীটি কুরবানী কর, আর দীনারটি সাদকা করে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, হাকীম ইব্ন হিয়ামের এই হাদীছটি সম্পর্কে এই সূত্র ছাড়া আমাদের কিছু জানা নাই। আমার ধারণামতে হাবীব ইব্ন আবু ছাবিত (র.) হাকীম ইব্ন হিয়াম থেকে কিছু শোনেন নি।

১২৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَيَّانُ (وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ). حَدَّثَنَا هُرُوثُ الْأَعْوَرُ الْمُقَرِّيُّ (وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِي) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً. فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ. فَبِيعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ. وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَذَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينُكَ. فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبِحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خَرِيتٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ لِمَازَةُ بْنُ زِيَادٍ.

১২৬১. আহমাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র.).....উরওয়া বারিকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য একটি বকরী খরীদ করার জন্য আমাকে একটি দীনার দেন। আমি এ দিয়ে তাঁর জন্য দুটি বকরী খরীদ করি এবং একটি এক দীনারে বিক্রি করে দেই। আর একটি বকরী ও এক দীনার নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে আসি। অনন্তর উরওয়া বারিকী (রা.) তাঁর কাছে পুরা বিষয়টি বিবৃত করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ তোমার ডান হাতের চুক্তিতে (ব্যবসায়ে) বরকত দিন। পরবর্তীতে

আল-বারিকী (রা.) কূফার কুনাসায় চলে যান। সেখানে যথেষ্ট লাভ করেন। তিনি কূফার সবচাইতে ধনী হয়েছিলেন।

আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র.).....আবু লাবীদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে মত ও পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং তদনুসারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র.) সহ অপর কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেন নি।

রাবী সাঈদ ইব্ন যায়দ হলেন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.)-এর ভাই। আর আবু লাবীদ (র.)-এর নাম হলো লিমাযা ইব্ন যাইয়াদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَكَاتِبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

অনুবাদ : মুকাতাবের নিকট যদি আদায় করার মত কোন কিছু থাকে।

১২৬২. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمَكَاتِبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابٍ مَا عَتَقَ مِنْهُ . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَدِّي الْمَكَاتِبُ بِحِصَّةٍ مَا أَدَّى دِيَّةَ حُرٍّ . وَمَا بَقِيَ دِيَّةَ عَبْدٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১২৬২. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ বারুযায (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

কোন মুকাতাব^১ দাসের যদি রক্তপণের অর্থ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার মত কোন কিছু থাকে তবে আযাদ হওয়ার হার অনুসারে সে ঐ বস্তুর ওয়ারিছ ও মালিক হবে। নবী ﷺ বলেছেন, মুকাতাব তার চুক্তির যতটুকু পরিমাণ আদায় করেছে সে পরিমাণ অনুসারে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত (রক্তপণ) এবং যে পরিমাণ বাকী রয়েছে সে পরিমাণ অনুসারে গোলামের দিয়াত আদায় করবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাহীর (র.)ও এটিকে ইকরিমা - ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। খালিদ হায্ফা (র.) এটিকে ইকরিমার বরাতে আলী (রা.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে অভিমত প্রদান করেছেন। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের অভিমত হলো, একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্তও মুকাতাব দাস বলে গণ্য। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

১২৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ " أَوْ قَالَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ " ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ . وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ .

১২৬৩. কুতায়বা (র.).....আমর ইব্ন শুআয়ব তার পিতা, তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি একশত উকিয়া মুদ্রার বিনিময়ে তার দাসের সঙ্গে “কিতাবাত” চুক্তি করে আর সেই দাস যদি দশ উকিয়া ছাড়া বাকী অর্থ আদায় করে দেওয়ার পর অর্থ আদায়ে অপারগ হয় তবে সে গোলাম বলেই গণ্য হবে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা বলেন, কিতাবাত চুক্তির সামান্য অংশ বাকী থাকা পর্যন্ত মুকাতাব দাস বলেই গণ্য হবে। হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত (র.) এটিকে আমর ইব্ন শুআয়ব (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

১. যে দাস কিছু বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকের সঙ্গে আযাদ হওয়ার চুক্তি করে সে দাসকে ‘মুকাতাব’ বলা হয়।

১২৬৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ أَحَدًا كُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ . وَقَالُوا لَا يَغْتَقُ الْمَكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّي .

১২৬৪. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমাদের কারো মুকাতাবের কাছে যদি আদায় করার মত সম্পদ থাকে তবে তার থেকে সে যেন সে পরিমাণ আদায় করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীছের তাৎপর্য সম্পর্কে আলিমগণ বলেন, এটির সম্পর্ক হলো তাকওয়া ও সাবধানতার সাথে তাঁরা বলেন, মুকাতাবের কাছে আদায় করার মত সম্পদ থাকলেও যতক্ষণ না চুক্তি মূতাবিক সাকুল্য অর্থ সে আদায় করবে ততক্ষণ সে আবাদ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

অনুচ্ছেদ : দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কোন পাওনাদার ঠিক তারই জিনিষটি পেল।

১২৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى

هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

১২৬৫. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় আর তার নিকট যদি কোন ব্যক্তি ঠিক তারই জিনিষটি পেয়ে যায় তবে এতে অন্যের চাইতে সেই অধিক হকদার।

এই বিষয়ে সামুরা ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ হাদীছ অনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কোন কোন আলিম বলেন, এতে সে অন্যান্য পাওনাদারের সঙ্গে সম অধিকারী হবে। এ হলো [ইমাম আবু হানীফা], কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ، يَبِيعُهَا لَهُ

অনুচ্ছেদ : মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রির জন্য মদ যিশ্মির কাছে অর্পণ করা নিষিদ্ধ।

١٢٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ
أَبِي الْوَدَّاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ . فَلَمَّا نَزَلَتْ
الْمَائِدَةُ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيمٍ فَقَالَ أَهْرِيقُوهُ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ
غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا . وَقَالَ بِهِذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَرَهُوا
أَنْ تَتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًا . وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِي
بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلًا . وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الْخَمْرِ إِذَا وَجِدَ قَدْ
صَارَ خَلًا . أَبُو الْوَدَّاءِ اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ .

১২৬৬. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাদের

কাছে জনৈক ইয়াতীমের কিছু মদ ছিল। সূরা মাইদার (মদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত) আয়াত নাযিল হলে এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, এ মদ হলো জনৈক ইয়াতীমের সম্পদ। তিনি বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও।

এই বিষয়ে আনাস ইব্ন মলিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন আলিম এ হাদীছ অনুসারে মত পোষণ করেছেন। তাঁরা মদকে সিরকায় পরিণত করা না জাযিয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ যে কোন মুসলিমের ঘরে মদ থাকা অবস্থায় সিরকায় পরিণত হয়ে যাওয়াটাও না-জাযিয় বলে মনে করেছেন।

কতক আলিম মদ যদি সিরকারূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে এই মদের সিরকাকে জাযিয় মনে করেছেন।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

১২৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ . وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَسِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرٍ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدَرٍ مَازَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ . وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ . إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمٌ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدَرٍ مَالَهُ عَلَيْهِ .

১২৬৭. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তুমি তার নিকট সেই আমানত আদায় করে দাও। আর তোমার সঙ্গে যে খিয়ানত করেছে তার সাথে তুমি খিয়ানত করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই হাদীছ মুতাবিক কোন কোন আলিম মত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, কোন ব্যক্তির যদি অপর কারো নিকট কিছু থাকে আর সে যদি তা আত্মসাৎ করে এবং পরে যদি তার কোন জিনিষ ঐ পাওনাদার ব্যক্তির হাতে পড়ে তবে তার যে পরিমাণ জিনিষ সে আত্মসাৎ করেছে সে পরিমাণ আটকে রাখার অধিকার তার নেই।

তাবিঈনের কেউ কেউ পাওনাদার ব্যক্তির জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর অভিমত। তবে তিনি বলেন, কারো যদি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পাওনা হয় আর তার হাতে যদি খাতকের দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এসে যায় তবে তার পক্ষে দিরহামের স্থানে এই দীনার আটকে রাখার অধিকার নেই। কিন্তু তার হাতে যদি খাতকের কিছু দিরহাম আসে তবে সে তার পাওনা দিরহামের পরিমাণ আটকে রেখে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنْ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاءَةٌ

অনুচ্ছেদ : আরিয়া বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহীত বস্তু অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

১২৬৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ . عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءَةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالْدَيْنُ مَقْضِيٌّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنْسٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

১২৬৮. হান্নাদ ও আলী ইব্ন হুজর (র.).....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি যে, আরিয়া তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে, যামিনদার প্রাপ্য পরিশোধের যিন্মাদার হবে, আর ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

এই বিষয়ে সামুরা, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবু উমামা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়াও আবু উমামা (রা.)-এর বরাতে নবী থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

১২৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ فَهُوَ أَمِينُكَ لِأَضْمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا. وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ.

১২৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.).....সামুরা(রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হাতে যা গ্রহণ করলো যতক্ষণ না সে তা প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করে দিবে ততক্ষণ এর দায়িত্ব তার উপর থেকে যাবে।

বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, পরবর্তীতে হাসান (র.) এই হাদীছটির বিষয় ভুলে যান। ফলে তিনি বলেন, সে তোমার আমানতদার সুতরাং তার উপর এর অর্থাৎ আরিয়ার ক্ষতিপূরণ নেই।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছের মর্ম অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন, 'আরিয়া' গ্রহণকারী ব্যক্তির (জিনিষটি নষ্ট হলে) যামিন হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন সাহাবী ও আলিম বলেন, আরিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি শর্ত খেলাফ না করে তবে তার উপর কোন যিমান আসবেনা। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْتِكَارِ

অনুচ্ছেদ : ইহতিকার বা মজুদদারী করা।

১২৭০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! إِنَّكَ تَحْتَكِرُ . قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ . وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالْإِحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

১২৭০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ফাযালা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, পাপাচারী ব্যক্তিরকে কেউ মওজুদদারী করে না।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম বলেন, আমি সাঈদ-কে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি তো মওজুদ করেন ? তিনি বললেন, মা'মারও মওজুদ করেতেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তৈল ও বৃক্ষ-পত্র-ঘাস এবং অনুরূপ দ্রব্য মওজুদ করতেন।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে উমার, আলী, আবু উমামা ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মামার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণ এ হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা খাদ্যদ্রব্য মওজুদ করা পছন্দ করেন নি। কেউ কেউ খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য জিনিষ মওজুদ রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ইব্ন মুবারক বলেন, তুলা, ভেড়ার চামড়া এবং অনুরূপ দ্রব্য মওজুদ রাখায় কোন দোষ নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

অনুচ্ছেদ : মুহাফালাত বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়ে রেখে পশু বিক্রি করা।

١٢٧١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ

১. খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত।

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحْفِلُوا . وَلَا يَنْفِقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَحَدِيثُ أَبِي عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . تَكْرَهُوا بَيْعَ الْمُحْفَلَةِ . وَهِيَ الْمَصْرَاءُ ، لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِيَجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا . فَيَفْتَرِبُهَا الْمُشْتَرِي . وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ وَالْغَرَرِ

১২৭১. হান্নাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বাজারে পৌছার পূর্বেই (স্বল্পমূল্যে ক্রয়ের জন্য) তেজারতী কাফেলার সাক্ষাত করবে না, পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না, কেউ অন্যের পন্য চালানোর জন্য অপচেষ্টা করবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ বিষয়ে ইবন মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা মুহাফফালা বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়ে সেই পশু বিক্রি করা না জাযিয় বলেছেন। মুহাফফালাই হলো ‘মুসাররাত’ -কয়েকদিন পর্যন্ত মালিক দুগ্ধবতী পশুর দুধ দোহন করা থেকে বিরত থাকে যাতে এর স্তনে দুধ জমা হয়ে যায়, যেন ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে যায়। এ হলো এক ধরনের প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ : কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ করা।

১২৭২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ . فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ ! لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ . كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫৪৯

مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ . فَجَحَدَنِي . فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ !
 إِذَا يَحْلِفُ فَيُذْهَبُ بِمَالِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
 اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَأَبِي
 أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ،
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৭২. হান্নাদ (রা.)....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি মিথ্যা শপথ করে তবে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।

সাহাবী আশআছ ইবন কায়স (রা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম, এই বিষয়টি আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। আমার ও জনৈক ইয়াহুদীর একখন্ড যমীন ছিল। কিন্তু সে আমার হক অস্বীকার করে বসে। তখন তাকে নিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে পেশ করে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইয়াহুদীকে বললেন, তুমি কসম খাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তা হলে তো সে কসম করেই বসবে আর আমার সম্পদ গ্রাস করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজদের কসমকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে. ।
 (আল-ইমরান ৩ : ৭৭)

এ বিষয়ে ওয়াইল ইবন হুজর, আবু মূসা, আবু উমামা ইবন ছা'লাবা আনসারী ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ

অনুচ্ছেদ : ক্রেতা-বিক্রেতায় যখন মতবিরোধ ঘটে।

١٢٧٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ . وَالتَّبَتُّاعُ بِالْخِيَارِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ . عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا . وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَانِ . قَالَ إِسْحَقُ كَمَا قَالَ . وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ . مِنْهُمْ شَرِيحٌ وَغَيْرُهُ وَنَحْوُ هَذَا .

১২৭৩. কুতায়বা (র.).....ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয়, আর ক্রেতার থাকবে (গ্রহণ করা না করার) ইখতিয়ার।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি মুরসাল। রাবী আওন ইবন আবদুল্লাহ, ইবন মাসউদ (রা.)-এর যুগ পান নি। কাসিম ইবন আবদুর রহমানের বরাতে ইবন মাসউদ (রা.) নবী ﷺ সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তাও মুরসাল।

ইসহাক ইবন মানসূর (র.) বলেন, আমি আহমাদ (র.)-কে বললাম, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যদি মতবিরোধ হয় আর কোন সাক্ষী যদি না থাকে (তার কি করা হবে)? তিনি বললেন, পণ্য-মালিকের কথাই গ্রহণীয় হবে বা তারা উভয়ে এ লেন-দেন প্রত্যাহার করবে।

ইসহাক (র.)ও তদূপ কথা বলেছেন। যার কথা গ্রহণীয় সব ক্ষেত্রেই তার উপর কসম আরোপিত হবে। শুরায়হ (র.) সহ কোন কোন তাবিঈ থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা।

١٢٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزْنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِيهَا . وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنْسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ إِيَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ . مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .

১২৭৪. কুতায়বা (র.).....ইয়াস ইব্ন আবদ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ পানি বিক্রয় করা নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে জাবির, বুহায়সা তৎপিতার বরাতে, আবু হুরায়রা, আয়েশা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইয়াস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

অধিকাংশ আলিম-এর অভিমত এই হাদীছ অনুসারে। তারা পানি বিক্রি করা নাজাযিয় বলেছেন। এ হলো ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। হাসান বাসরী (র.)-সহ কতক আলিম পানি বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

১২৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو الْمِنْهَالِ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ . كُوفِيٌّ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ . وَأَبُو الْمِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيُّ . صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ .

১২৭৫. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ঘাস থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা প্রদান করা যাবে না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান, সাহীহ। রাবী আবুল মিনহালের নাম হলো আবদুর রহমান ইব্ন মুতইম। তিনি ছিলেন কূফাবাসী, তাঁর বরাতেই হাবীব ইব্ন আবু ছাবিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর আবুল মিনহাল সায্যার ইব্ন সালামা হলেন বসরাবাসী, তিনি ছিলেন আবু বারযা আসলামীর সঙ্গী ও শাগিরদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ : নর পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ হারাম।

১২৭৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي قَبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ .

১২৭৬. আহমাদ ইব্ন মানী ও আবু আম্মার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুং পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আনাস, আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুযায়ী মত পোষণ করেন। কতক আলিম এতদবিনিময়ে (শর্ত না করে) সম্মানী গ্রহণের অবকাশ রেখেছেন।

১২৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ . عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَتُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لَانَعَرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

১২৭৭. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ খুযাই বাসরী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে পুং পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি তা নিষেধ করে দেন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা পুং পশুর প্রজননের বিনিময়ে হাদিয়া হিসাবে (অনেক সময়) সম্মানী নেই। তখন তিনি সম্মানী গ্রহণের অনুমতি দেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব। ইবরাহীম ইব্ন হুমায়দ - হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য।

١٢٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ . وَمَهْرُ
الْبَغِيِّ خَبِيثٌ . وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا ثَمَنَ الْكَلْبِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيِّدِ .

১২৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক ঘৃণ্য, ব্যাভিচারের উপার্জন ঘৃণ্য, কুকুর বিক্রি-মূল্য ঘৃণ্য।

এ বিষয়ে উমার, ইব্ন মাসউদ, আবু মাসউদ, জাবির, আবু হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, রাফি' (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। অধিকাংশ আলিমের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা কুকুর বিক্রয় মূল্য হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

১২৭৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . ح . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৭৯. কুতায়বা, সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী ও আরো একাধিক রাবী (র.).....আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর বিক্রয় মূল্য, ব্যাভিচারীণীর ব্যাভিচারের উপার্জন এবং গনকের গণনার বিনিময় নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ : শিগা লাগানোর পারিশ্রমিক।

১২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَجَابِرٍ وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫৫৫

عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنَّ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ وَأَخَذُ بِهِذَا الْحَدِيثِ .

১২৮০. কুতায়বা (র.).....ইবন মুহায্যাসা তৎ পিতা মুহায্যাসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক সম্পর্কে অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি তা নিষেধ করে দেন। কিন্তু তিনি বার বার তাঁর কাছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং সে বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা দিয়ে তোমার পানি সেচার উটকে ঘাস খেতে দাও আর তা তোমার গোলামকে খেতে দাও।

এ বিষয়ে রাফি' ইবন খাদীজ, আবু জুহায়ফা, জাবির ও সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, মুহায্যাসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ (র.) বলেছেন, কোন শিঙ্গাওয়ালা যদি আমার কাছে (এ পেশা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে তবে আমি তাকে এ থেকে নিষেধ করব এবং আমলের জন্য এ হাদীছটি অবলম্বন করব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ : শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন সম্পর্কে অনুমতি।

١٢٨١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ . فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَإِنْ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا أَنَسٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

১২৮১. আলী ইব্ন হুজর (র.).....হুমায়দ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে শিক্ষাওয়ালার উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শিক্ষা লাগিয়েছিলেন। তাঁকে আবু তায়বা শিক্ষা লাগিয়েছিল। তিনি তাকে দুই সা' পরিমাণ খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং তার মালিকদের কাছে তৎকর্তৃক দৈনিক দেয় মজুরী সম্পর্কে আলোচনা করে-ছিলেন। ফলে তারা তার দেয় মজুরীর হার কমিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো শিক্ষা লাগানো।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম শিক্ষাওয়ালার পারিশ্রমিকের অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো [ইমাম আবু হানীফা ও] ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ

অনুচ্ছেদ : কুকুর ও বিড়াল-বিক্রয় মূল্য মাকরুহ।

১২৮২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ . وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنُّورِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ وَاضْطَرَبُوا عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهَرِّ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَرَوَى ابْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

১২৮২. আলী ইব্ন হুজর ও আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটির সনদে ইয়তিরাব বিদ্যমান। এ হাদীছটি আ'মাশ থেকে তাঁর কোন কোন উস্তাদ সূত্রে জাবির (রা.) সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছটির রিওয়াযাতের ক্ষেত্রে রাবীগণ আ'মাশের পর্যায়ে এসে ইয়তিরাব করেছেন।

আলিমদের একদল বিড়াল বিক্রয় মূল্য মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর কতক আলিম এই ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

ইবন ফুযায়ল এ হাদীছটিকে অন্যভাবে আ'মাশ - আবু হাযিম - আবু হুরায়রা (রা.) - নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১২৮৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَثَمَنِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لَانْعَرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

১২৮৩. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়াল আহার করা ও এর মূল্য ভোগ করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুর রায্যাক ছাড়া উমার ইবন যায়দ থেকে বড় কেউ কিছু রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

১২৮৪. أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو الْمُهَزَّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سَفْيَانَ . وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَضَعْفَةُ . وَقَدْ رَوَى عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا . وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ أَيْضًا .

১২৮৪. আবু কুরায়ব (রা.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ কুকুর বিক্রয় মূল্য নিষেধ করা হয়েছে। তবে শিকারী কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ নয়।

ইমাম আবু দাউদ (রা.) বলেন, হাদীছটি এ সূত্রে সাহীহ নয়। রাবী আবুল মুহাযযিম -এর নাম হল ইয়াহীদ ইবন সুফইয়ান হাদীছবিদ শু' বা ইবনুল হাজ্জাজ (রা.) তার সমালোচনায় কথা বলেছেন। জাবির (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটির সনদও সাহীহ নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَّاتِ

অনুচ্ছেদ : গায়িকা দাসী বিক্রি নিষিদ্ধ।

১২৮৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا بِكَرْبُنْ مَضَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ . وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ . وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ . وَتَمَذُّنٌ حَرَامٌ . فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعْفَهُ . وَهُوَ شَامِيٌّ .

১২৮৫. কুতায়বা (রা.).....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তাদের গান শিক্ষা দিবে না। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নাই। এদের মূল্য হারাম। এদের মত লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদূষ করে। ওরা তারাই, যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান ৩১ঃ ৬)

এই বিষয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা এ সূত্রেই অনুরূপ ভাবে জানি। আলী ইব্ন ইয়াযীদ সম্পর্কে কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞও সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন। ইনি হলেন সিরীয়াবাসী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَخْوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ : বিক্রি করতে গিয়ে আপন দুই ভাই বা মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জায়েয নয়।

১২৮৬. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১২৮৬. উমার ইব্ন হাফস আশ্ শায়বানী (র).....আবু আয্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

১২৮৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ . فَبِيعْتُ أَحَدَهُمَا . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ ! مَا فَعَلَ غُلَامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ .

কাল আবু ইসা হুদা হাদীছ হুসন গারীব . ওকদু কুরে বেকুসু অহলিল আলামিন মিন অসহাবিল নাবী ﷺ ওগিরহিম তফরীকু বিন সিবী ফী البیع . ورخص

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّفَرِيقِ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي أَرْضِ
الْإِسْلَامِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ
وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ . فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ اسْتَأْذَنْتُهَا
بِذَلِكَ . فَرَضِيَتْ .

১২৮৭. হাসান ইব্ন আলী (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে দুটি গোলাম দান করেছিলেন। এরা ছিল আপন দু' ভাই। অন্তর একটিকে আমি বিক্রি করে ফেলি। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে বললেন, হে আলী, তোমার গোলামের কী ঘটেছে? আমি তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটিকে ফিরিয়ে আন, এটিকে ফিরিয়ে আন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বিক্রয়ে এই ধরনের বিচ্ছেদ ঘটানো না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কতক আলিম দারুল ইসলামে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে সে সন্তানদের আলাদা করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সাহীহ।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিক্রয় করতে গিয়ে মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, আমি এ বিষয়ে তার মার অনুমতি চেয়েছিলাম। সে এতে সম্মতি দিয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيَسْتَفِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ : কোন গোলাম ক্রয় করে দৈনিক দেয় মজুরী বিনিময়ে তাকে কাজে নিয়োগ করার পর যদি তাতে দোষ ধরা পড়ে।

১২৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . عَنْ إِبْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....‘আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন, ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। একাধিক সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে। আলিমগণের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে।

১২৮৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ . أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ الْخَرَجَ بِالضَّمَانِ .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى اسْتَفْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ . قُلْتُ تَرَاهُ تَدْلِيْسًا ؟ قَالَ لَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ الزُّنْجِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا . وَحَدِيثُ جَرِيرٍ ، يُقَالُ تَدْلِيْسٌ دَلَّسَ فِيهِ جَرِيرٌ . لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . وَتَفْسِيرُ الْخَرَجِ بِالضَّمَانِ هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيَسْتَفْلِيهِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ . فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي . لِأَنَّ الْعَبْدَ لَوْ هَلَكَ ، هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي . وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ ، يَكُونُ فِيهِ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ .

১২৮৯. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র.).....‘আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন, ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হিশাম ইবন উরওয়া-এর সনদ হিসাবে গারীব। ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, উমার ইবন আলী (র.)-এর রিওয়াযাত হিসাবে মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল এটিকে গারীব বলে মনে করেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি কি এটিকে তাদলীস মনে করেন? তিনি বললেন, না। মুসলিম ইবন খালিদ আয-যান্জী (র.) এ হাদীছটিকে হিশাম ইবন উরওয়া থেকে রিওয়াযাত করেছেন। জারীরও এটিকে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বলা হয় জারীরের রিওয়াযাতটিতে ‘তাদলীস’

বিদ্যমান। এতে জারীরই তাদলীস করেছেন। তিনি এটিকে সরাসরি হিশাম থেকে শুনে নি। **الْخَرَجُ** - ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয় - কথাটির ভাষ্য হলো যেমন, কেউ যদি গোলাম ক্রয় করে তাকে দৈনিক দেয় মজুরীর ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করে, এরপর তাতে দোষ পরিলক্ষিত হয়, তবে বিক্রেতার নিকট তা ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু (তৎসময়ে) গোলামের মাধ্যমে লব্ধ আয় হবে ক্রেতার। কারণ, (ক্ষতির ঝুঁকি ছিল ক্রেতার) তৎসময়ে গোলামটি যদি (কোন কারনে) ধ্বংস হত তবে ক্রেতার সম্পদ হিসাবে তা হত। এ ধরনের আরো মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে **الْخَرَجُ** কথাটি প্রযোজ্য। **بِالضُّمَّانِ**

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

অনুচ্ছেদ : ফল-উদ্যানের পাশ দিয়ে গমনকারীর জন্য উক্ত বাগানের ফল আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে।

১২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبَادِ بْنِ شُرْحَبِيلَ وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو وَعُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَأَنْعَرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ . وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبَّيْلِ فِي أَكْلِ الثَّمَارِ . وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ .

১২৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ-শাওয়ারিব (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন বাগানে প্রবেশ করে তবে সে তা থেকে (কিছু) আহার করতে পারে কিন্তু কোঁচড় ভর্তি যেন না করে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আববাদ ইব্ন শুরাহবীল, রাফি ইব্ন আমর, আবুল লাহ্মের মাওলা উমায়র ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কতক আলিম মুসাফিরের জন্য (পথের) বাগানের ফলাহারের অনুমতি দিয়েছেন। অপর কতক আলিম মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে এ ফল খাওয়া জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১২৯১. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أُرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ . فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَافِعُ ! لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْجُوعُ ، قَالَ لَا تَرْمِ . وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَكَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১২৯১. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আল-খুযাঈ (র.).....রাফি' ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আনসারীদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে বেড়াতাম। তাঁরা আমাকে ধরে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে রাফি', তুমি তাঁদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড় কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্ষুধা। তিনি বললেন, তুমি ঢিল ছুঁড়বে না, নীচে যা পড়বে তা-ই খেয়ে নিবে। আল্লাহ তোমার পেট ভরে দিন ও তোমাকে পরিতৃপ্ত করে দিন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

১২৯২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ . فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১২৯২. কুতায়বা (র.).....আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা, তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, কোঁচড় ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয় বরং কোন অভাবী যদি এ থেকে কিছু গ্রহণ করে তবে তাতে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثَّنْيَا

অনুচ্ছেদ : বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্দ্ধারিত পরিমাণ অংশ বাদ দেওয়া ।

১২৯৩. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثَّنْيَا ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ .

১২৯৩. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব বাগদাদী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন মুহাকলা অর্থাৎ ঘরে সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে ক্ষেত্রস্থ শস্য বিক্রি করা, মুযাবানা অর্থাৎ কর্তিত ফলের বিনিময়ে বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রি করা, মুখাবারা অর্থাৎ ভাগ-চাষ করা এবং ‘ছুনইয়া’ অর্থাৎ বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্দ্ধারিত অংশ বাদ দেওয়া । কিন্তু পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকলে তাতে দোষ নাই ।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইউনুস ইব্ন উবায়দ - আতা - জাবির (রা.) সূত্রে হাদীছটি গারীব ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

অনুচ্ছেদ : পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি নিষেধ ।

১২৯৪. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ ابْتِاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يَكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، مِمَّا لَا يُوَكَّلُ وَلَا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ . وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي الطَّعَامِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

১২৯৪. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি খাদ্য ক্রয় করে তবে হস্তগত করার পূর্বে যেন তা বিক্রি না করে। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমার ধারণা অন্যান্য সব জিনিসের বিধানই এরূপ।

এ বিষয়ে জাবির ও ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। অধিকাংশ আলিম এ হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত না করা পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা জায়েয নয় বলে তাঁরা মনে করেন।

কেউ যদি এমন দ্রব্য ক্রয় করে যা ওজন বা মাপপাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়না কিংবা আহার বা পান করা হয়না তবে সে সব জিনিসের ক্ষেত্রে হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করা সম্পর্কে কতক আলিম অনুমতি দিয়েছেন। আলিমগণের মতে এ বিষয়ে কঠোরতা হল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ : আপন (দ্বীনী) ভাইয়ের বিক্রির উপর বিক্রি প্রস্তাব প্রদান নিষেধ।

১২৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْوُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ .

১২৯৫. কুতায়বা (র.).....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} বলেছেন, তোমরা একজন অপরজনের বিক্রির উপর বিক্রয় প্রস্তাব দিবে না এবং একজন অপরজনের বিবাহ প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন 'উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একজন অপরজনের বিক্রয় প্রস্তাবের উপর বিক্রয় প্রস্তাব দিবে না। কোন কোন অলিম বলেন, এই (১২৯৫ নং) হাদীছটিতে **بيع** বা বিক্রয় শব্দ দ্বারা **سوم** বা বিক্রয় প্রস্তাবকে বুঝান হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : মদ বিক্রি করা এবং তৎ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা।

১২৯৬. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي . قَالَ أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَارَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

১২৯৬. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন বললেন, হে আল্লাহর নবী ^{সালাতু ওয়া সালাম} আমার তত্ত্বাবধানে লালিত কিছু ইয়াতীমের জন্য মদ কিনেছিলাম।

তিনি বললেন, মদ ঢেলে ফেলে দাও এবং এর মটকাগুলো ভেঙ্গে দাও।

এই বিষয়ে জাবির, 'আয়েশা, আবু সাঈদ, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন উমার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ছাওরী এ হাদীছটি সুদী - ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি লায়ছ বর্ণিত হাদীছ (১২৯৬ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ।

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَتَّخِذَ الْخَمْرُ خَلًا

অনুচ্ছেদ : মদ সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ।

১২৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّتَّخِذُ الْخَمْرُ خَلًا ؟ قَالَ لَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মদ কি সিরকায় রূপান্তরিত করা যাবে? তিনি বললেন, না।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১২৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بَشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكَلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . وَقَدْ رَوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৯৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ সম্পর্কে দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন - মদ প্রস্তুতকারী, যে মদ প্রস্তুত করতে বলে, তা পানকারী, তা বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, যে তা পান করায়, বিক্রয়কারী, এর মূল্য গ্রহণকারী, যে মদ ক্রয় করে, এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী এ হাদীছটি গারীব। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন উমার (রা.)-এর বরাতেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اخْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ

অনুচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ব্যতীত পশু পালের দুধ দোহন ।

১২৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا . فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ . فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالُوا إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ .

১২৯৯. আবু সালামা ইয়হইয়া ইব্ন খালাফ (র.).....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন পশুদলের কাছে আসবে সেখানে যদি এর মালিককে পাও তবে তার অনুমতি নিয়ে নিবে। সে অনুমতি দিলে তোমরা তা দোহন করতে পারবে, দুধ পান করতে পারবে। সেখানে যদি কেউ না থাকে তবে তিনবার আওয়াজ দিবে। কেউ যদি সাড়া দেয় তবে তার অনুমতি নিয়ে নিবে। আর কেউ যদি সাড়া না দেয় তবে তা দোহন করে দুধ পান করে নিবে। কিন্তু সঞ্চে নিবেনা।

এ বিষয়ে উমার ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে অভিমত দিয়েছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)-এর রিওয়ায়াত শ্রবণ সাহীহ। কোন কোন হাদীছ বিশারদ সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)-এর রিওয়ায়াতের

সমালোচনা মূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তিনি মূলত : সামুরা (রা.)-এর পান্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

অনুচ্ছেদ : মৃত জন্তুর চামড়া এবং মূর্তি বিক্রি করা।

১৩০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِیحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ . إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১৩০০. কুতায়বা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় তথায় আবস্থান কালে নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মূর্দা, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম করেছেন।

বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মূর্দার চর্বি কি আপনি বৈধ মনে করেন? এ দিয়ে তো জলযানে লেপ দেওয়া হয়, চামড়ায় তৈলাক্ত করা হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়। তিনি বললেন, না (আমি তা বৈধ মনে করিনা, বরং তা হারাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা গালিয়ে বিক্রি করেছে এবং এর মূল্য ভোগ করেছে।

এ বিষয়ে উমার, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ

অনুচ্ছেদ : হেবা প্রত্যাহার করা ঘণ্য।

১৩.১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ . الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةٌ فَيَرْجِعَ فِيهَا . إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ .

১৩০১. আহমাদ ইব্ন আব্দা যাব্বী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের মন্দ উদাহরণ স্থাপন করা সমীচীন নয়। যে হেবা করে তা প্রত্যাহার করে সে কুকুরের মত, যে কুকুর বমি করে তা পুনরায় খায়।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয়, সে ক্ষেত্র ব্যতীত কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে নেওয়া হালাল নয়।

১৩.২. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِدَيٍّ رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا . وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يَثْبُثْ مِنْهَا .

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .

১৩০২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ^{সালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর কোন কোন আলিমের এ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা বলেন, কেউ যদি তার রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয়দের কিছু হেবা করে তবে সে তার হেবা (কৃত বস্তু) প্রত্যাহার করতে পারবে না। আর রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয় ছাড়া অন্য কাউকে যদি কিছু হেবা করে তবে সে এর বদলায় কিছু না পেয়ে থাকলে তার হেবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], ছাওরী (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয় সে ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কারো জন্য হালাল নয় কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে আনা। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। নবী ^{সালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয় সে ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে নেওয়া হালাল নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : আরায়া ও এতদসম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে।

১৩.৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا . رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا

الْحَدِيثَ وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ .

১৩০৩. হান্নাদ (র.).....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুহাকলা (অর্থাৎ কর্তিত শস্যের বিনিময়ে ক্ষেতের বর্তমান শস্য অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করা), মুযাবানা (অর্থাৎ কর্তিত ফলের বিনিময়ে বৃক্ষে বিদ্যমান ফল অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করা) নিষেধ করেছেন। তবে তিনি আরায়া-এর অধিকারীকে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) এ হাদীছটিকে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) সূত্রে এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। আয্যুব. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার এবং মালিক ইব্ন আনাস (র.) ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণের (প্রায় সাতাশ মন) কমে ‘আরায়া’-এর অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর রিওয়ায়াতটি থেকে অধিকতর সাহীহ।

১৩. ৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَائِيَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ كَذَا . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَائِيَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

১. “আরায়া” হল, খেজুর বা অন্য কিছুর বাগানের অধিকারী কোন ব্যক্তি তার বাগানের একটা দুটা গাছের ফল কোন গরীব ব্যক্তিকে ভোগ করার জন্য দান করল। কিন্তু এ গরীব লোকটির বারবার বাগানে আসা তার অপছন্দনীয়। তাই সে বলল, উক্ত গাছসমূহের সম পরিমাণ ফল সে তাকে দিয়ে দিবে। এখানে যদিও অনুমানের ভিত্তিতে গাছের ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা হচ্ছে তবুও তা জায়েয। কেননা এটা আসলে ক্রয়-বিক্রয়ের আওতায় পড়েনা। কেননা মূলতঃ দানকারীই হচ্ছে এ খেজুরের মালিক। সে ইচ্ছা করলে গাছ থেকে ফল তুলেও দিতে পারে। ইচ্ছা করলে নিজের কাছ থেকেও সে তা দিতে পারে।

১৩০৪. আবু কুসায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে নবী ﷺ 'আরায়া' জাতীয় বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

কুতায়বা- মালিক- দাউদ ইব্ন হুসায়ন (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি মালিক (র.) থেকে একরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাক (বা বর্ণনাকারী বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কমে) আরায়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

১৩.৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَهَى عَنْ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ التَّوْسِيعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَّوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَأَنْجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا بِالثَّمَرِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرَوْهَا فَيَأْكُلُوهَا رُطْبًا .

১৩০৫. কুতায়বা (র.).....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "আরায়া" ক্ষেত্রে তদনুমান (অর্থাৎ গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে) বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিও (১৩০৪ নং) হাসান-সাহীহ।

শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) সহ কতক আলাম এতদনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ কর্তৃক মুহাকাল্লা ও মুযাবানা জাতীয় বিক্রি নিষিদ্ধ করা সম্বলিত নির্দেশ থেকে

“আরায়া” বিষয়টি ব্যতিক্রম। তারা এ বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি দলীলরূপে পেশ করেন। তাঁরা আরো বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ক্ষেত্রে তা ক্রয় করতে হবে।

কতক আলিমের মতে এই বিধানটির তাৎপর্য হলো নবী ﷺ এর মাধ্যমে গরীব সাহাবীদেরকে অবকাশ দিতে চেয়েছেন। কারণ, তারা তাঁর কাছে আবেদন করে বলেছিল, শুকনা খেজুর ছাড়া তাজা খেজুর কিনার বিনিময়ে দেওয়ার মত আমাদের কিছু নাই (অথচ তাজা খেজুর খেতেও আমাদের মন চায়)। তখন নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাকের কমে এ ভাবে (আরায়া ভিত্তিতে) তা ক্রয় করার অনুমতি দেন, তারা যাতে তাজা খেজুর আহার করতে পারে।

بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ।

১৩.৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ . وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَعَنْ كُلِّ تَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

১৩০৬. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ ও সাহল ইব্ন আবু হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “আরায়া”-এর বিনিময়কারী-রা ব্যতীত মুযাবানা -শুকনা খেজুরের বদলে বৃক্ষে বিদ্যমান তাজা খেজুর বিক্রি করা নিষেধ করেছেন, তিনি “আরায়া” বিষয়টির অবশ্য তাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি কিশমিশ (শুকনা আঙ্গুর)-এর বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রি করা এবং সব জাতীয় ফল তদনুমানে বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّجْشِ فِي الْبُيُوعِ

অনুচ্ছেদ : ‘নাজশ’ বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় কেবল মাত্র মূল্য-বাড়াবার উদ্দেশ্যে দর দাম করা জায়েয নয়।

১৩.৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا النَّجَشَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَالنَّجَشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَأْمُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسْوَى . وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ . إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا يَسْتَأْمُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالْنَّاجِشُ أَثَمٌ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ . لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ .

১৩০৭. কুতায়বা ও আহমদ ইব্ন মনী' (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা “নাজশ” (ক্রেতাকে প্রতারণিত করার উদ্দেশ্যে দর) করবে না।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা “নাজশ” জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, নাজশ হলো এক ব্যক্তি এসে ক্রেতার সম্মুখে পণ্য-মালিককে পণ্য দেখিয়ে তা সমমূল্যের অতিরিক্ত মূল্যের প্রস্তাব দেয়। তার উদ্দেশ্য হলো, এতে ক্রেতা যেন প্রতারণিত হয়। অথচ এই দর করার বেলায় তার নিজের ইচ্ছা নেই তা কিনার বরং তার উদ্দেশ্য হলো, তার মূল্য-প্রস্তাব শুনে ক্রেতা যেন ধোঁকায় পড়ে। এ বিষয়টিও হলো এক প্রকার প্রতারণা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নাজশ অবলম্বনকারী ব্যক্তি তার ক্রিয়া-কলাপের জন্য পাপী বলে গণ্য হবে তবে এ বিক্রি বৈধ হবে। কেননা, মূল বিক্রেতা তো নাজশকারী নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْحَانِ فِي الْوِزْنِ

অনুচ্ছেদ : ওজনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি দেওয়া।

٨. ١٣. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةٌ (مَخْرَفَةٌ) الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ . فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ . وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ .
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ سُؤَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الْوَزْنِ . وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ ، فَقَالَ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

১৩০৮. হান্নাদ ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....সুওয়ায়দ ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আবদী 'হাজার' থেকে কিছু কাপড় আমদানী করি। নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন এবং একটি পাজামা ক্রয়ের দর স্থির করলেন। আমার কাছে একজন ওজনকারী ছিল। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। নবী ﷺ এ ওজনকারীকে বললেন, (মূল্য) ওয়ন করো এবং বাড়িয়ে দাও। এ বিষয়ে জাবির ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, সুওয়ায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলিমগণ ওয়নে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

শু'বা এ হাদীছটিকে সিমাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ সনদে সিমাকের পর আবু সাফওয়ান' -এর উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ : অভাবগ্রস্থকে অবকাশ প্রদান এবং তার সঙ্গে নম্র আচরণ করা।

১৩.৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫৭৭

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ وَ أَبِي قَتَادَةَ وَ حُذَيْفَةَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَعُبَادَةَ وَ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، غَرِيبٌ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ .

১৩০৯. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন অভাবগস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা তার নিকট পাওনা মাফ করে দেয় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন- সে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

এ বিষয়ে আবুল যাসর, আবু কাতাদা, হুযায়ফা, ইব্ন মাসউদ ও 'উবাদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

১৩১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي
مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . فَلَمْ يُوْجَدْ
لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُؤْسِرًا . وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ .
وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ . فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ
أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ . تَجَاوَزُوا عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩১০. হানাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের জনৈক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হয়। কিন্তু তার কোন ভাল আমল পাওয়া গেল না। তবে সে ছিল একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি। সে মানুষের সঙ্গে লেন-দেন করত। আর সে অভাবীদের মাফ করে দিতে তার গোলামদের নির্দেশ দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, মাফ করার বিষয়ে তার চাইতে আমিই অধিক হকদার। সুতরাং একে মাফ করে দাও।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظَلَمٌ

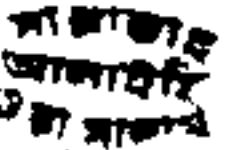
অনুচ্ছেদ : ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলম।

১৩১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ.

১৩১১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলম। তোমাদের মধ্যে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর যদি কিছু (হাওয়ালা করা) হয় তবে সে যেন তা গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার, শারীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১৩১২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ، فَاتَّبِعْهُ. وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِيَ الْمُحِيلُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوَى مَالٌ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا "لَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَى". قَالَ إِسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ "لَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَى" هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ. فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ، فَلَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَى.

১৩১২. ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল হারাবী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী  বলেছেন, ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলম। স্বচ্ছল অবস্থায় যখন তোমার উপর কিছু হাওয়ালা করা হবে তখন তুমি তা গ্রহণ করবে। আর এক বিকিকিনির মধ্যে দুই বিকিকিনি করবেনা।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাদীছটির মর্ম হলো, স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর (কারো ঋণ ইত্যাদি) হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা মেনে নেয়।

কতক আলিম বলেন, কোন ব্যক্তি যদি (ঋণ ইত্যাদি) কারো উপর হাওয়ালা করে আর সে ব্যক্তি তা মেনে নেয় তবে হাওয়ালাকারী ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এবং হাওয়ালা গ্রহিতা আর হাওয়ালাকারীর উপর তা প্রত্যাপন করতে পারবে না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

[ইমাম আবু হানীফা সহ] কতক আলিম বলেন, যদি যার উপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় তার মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তবে হাওয়ালা গ্রহিতা প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ হাওয়ালাকারীর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁরা উছমান (রা.) প্রমুখের এ বক্তব্য প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যে, “মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না।”

ইসহাক (র.) বলেন, “মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না” -এ বক্তব্যটির মর্ম হলো, কাউকে স্বচ্ছল মনে করে কেউ তার উপর কিছু হাওয়ালা করল, পরে দেখা গেল যে, সে নিঃস্ব, এমতাবস্থায় মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না (বরং হাওয়ালাকারীর নিজেরই তা আদায় করতে হবে)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

অনুচ্ছেদ : মুলামাসা ও মুনাবাযা।

১৩১৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى هَذَا

الْحَدِيثِ أَنَّ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .

وَالْمُلَامَسَةُ أَنَّ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى

مِنْهُ شَيْئًا . مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ
بُيُوتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

১৩১৩. আবু কুরায়ব ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতিতে বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ ও ইবন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ হাদীছটির মর্ম হলো, বিক্রেতা বলল, তোমার দিকে যখন এ জিনিষটি ছুড়ে মারব, তখন তোমার ও আমার মাঝে বিক্রয় কার্য অনিবার্যভাবে সম্পাদন হলো বলে গন্য হবে। একে বলা হয় 'মুনাবাযা'।

আর মুলামাসা হলো, বিক্রেতা বলল, যখন জিনিষটি ছুয়ে ফেলবে তখনই বিক্রয় কার্য অনিবার্য হয়ে যাবে। অথচ থলে বা এই জাতীয় কোন কিছুর ভিতরে বিক্রিত বস্তুটি থাকায় (বিক্রিত বস্তুর) কিছুই সে দেখে নাই, এগুলো ছিল জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়। তাই এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلْفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ : খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি আগাম বিক্রি করা।

١٣١٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى .
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَجَازُ وَالسَّلْفُ فِي الطَّعَامِ
وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ . وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلْمِ فِي
الْحَيَوَانِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ السَّلْمَ

فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامُ فِي الْحَيَوَانِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . أَبُو الْمِنْهَالِ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعِمٍ .

১৩১৪. আহমাদ ইবন মানী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায়ে হিজরত করে এলেন তখন মদীনাবাসীরা ফল আগাম বিক্রি (সালাফ) করত। তিনি বললেন, কেউ যদি আগাম বিক্রি করতে চায় তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ পাত্রে নির্ধারিত ওজন ও নির্ধারিত মেয়াদ হিসাবে তা করে।

এ বিষয়ে ইবন আবু আওফা ও আবদুর রহমান ইবন আব্বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে অমল করেছেন। তারা খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিসের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ধারণ করা যায় সে সমস্ত দ্রব্য ও জিনিসের আগাম (সালাফ) বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন, পণ্ডর ক্রয় বিক্রয়ে সালাফ পদ্ধতি (বা আগাম) আবলম্বন করার বিষয়ে তাদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিম পণ্ডর ক্ষেত্রেও আগাম বিক্রি বৈধ রাখেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কোন কোন ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিম পণ্ডর ক্ষেত্রে সালাফ বা আগাম বিক্রি করা না জায়েয বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ

অনুচ্ছেদ : শরীকানা ভূমির কোন শরীক যদি তার হিস্যা বিক্রি করতে চায়।

১৩১৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ فِي حَائِطٍ ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْضَاهُ عَلَى شَرِيكِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ

سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بَشِيرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ . وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا، أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا . وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا وَآتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرَوْهَا . يَقُولُ رَدَدْتُهَا .

১৩১৫. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, কোন বাগানে যদি কোন শরীক থাকে তবে শরীকের কাছে প্রস্তাব পেশ না করা পর্যন্ত সে যেন তার হিস্যা বিক্রি না করে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল নয়। মুহাম্মাদ আল বুখারী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর জীবদ্দশায়ই সুলায়মান ইয়াশকুরী মারা যান বলে বলা হয়। তাঁর নিকট থেকে কাতাদা এবং আবু বিশ্র কিছু শুনে নি। মুহাম্মাদ আরো বলেন, আমরা ইব্ন দীনার ছাড়া এঁরা কেউ সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী (র.) থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। আমরা ইব্ন দীনার (র.) হযত তাঁর নিকট থেকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর জীবদ্দশায়ই শুনে থাকবেন। কাতাদা (র.) মূলত সুলায়মান ইয়াশকুরী (র.)-এর পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেন। তাঁর নিকট জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি কিতাব ছিল।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু বাকর আত্তার (র.) আলী ইবনুল মাদীনী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ বলেছেন যে, সুলায়মান আত-তায়মী বলেছেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর পুস্তিকাটি নিয়ে তারা (হাদীছ বর্ণনাকারীরা) হাসান বাসরী-(র.)-এর কাছে গেলে তিনি তা গ্রহণ করেছেন ; তারা তা নিয়ে কাতাদা (র.)-এর কাছে গেলে তিনিও তা রিওয়ায়াত করেছেন, অন্তর তারা আমার কাছে এলো কিন্তু আমি তা রিওয়ায়াত করিনা।

ক্রয়-বক্রয়-অধ্যায়

৫৮৩

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

অনুচ্ছেদ : মুখাবারা ও মুআওয়ামা ।

১৩১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ . وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বশ্শার (রা.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মুহাকলা, মুযাবানা, মুখাবারা এবং মুআওয়ামা ১ থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। তবে 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইসা (রা.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ

অনুচ্ছেদ : তাসয়ীর ।

১৩১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ . وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعِيرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! سَعَّرَلَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَّاقُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বশ্শার (রা.).....অনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর যুগে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহই মূল্যের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, রিযিক সংকীর্ণকর্তা প্রশস্ত কর্তা, রিযিকদাতা। আমি আমার রবের সঙ্গে এভাবে সাক্ষাতের আশা রাখি যে, তোমাদের কারো যেন আমার বিরুদ্ধে রক্ত বা সম্পদ কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ দাবী না থাকে।

১. মুআওয়ামা- অংকুরিত হওয়ার পূর্বেই দু'বছর বা তিনবছর বা ততোধিক সময়ের জন্য বাগানের ফল বিক্রি করে দেওয়া। অন্যান্য শব্দগুলোর ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদান করা হয়েছে দেখুন হাদীছ নং ১২৯৭।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي الْبُيُوعِ

অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ানত ও প্রতারণা করা।

১২১৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا . فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ! مَا هَذَا ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الْحَمَرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بَنِ نِيَّارٍ وَحُذَيْفَةَ بَنِ الْيَمَانِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا الْغِشَّ ، وَقَالُوا الْغِشُّ حَرَامٌ .

১৩১৮. আলী ইব্ন হজর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার খাদ্যদ্রব্যের একটি স্তুপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে আর্দ্রতা অনুভব হলো, বললেন, হে খাদ্য বেপারী, একি? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতে বৃষ্টির পানি লেগেছিল।

তিনি বললেন, সমস্ত খাদ্যের উপরে তা রাখলে না কেন? তা হলে লোকে তা দেখতে পেত। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার, আবুল হামরা, ইব্ন আব্বাস, বুরায়দা, আবু বুরদা ইব্ন নিয়ার ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা প্রতারণা অপছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রতারণা করা হারাম।

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫৮৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوْ الشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوْ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ : উট বা অন্য কোন প্রাণী করজ হিসাবে গ্রহণ করা ।

১৩১৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًا . فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الْإِبِلِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ .

১৩১৯. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। অনন্তর তিনি তার উটটি থেকে আরও ভাল একটি উট আদায় করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে ভাল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।

এ বিষয়ে আবু রাফি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীস (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু' বা ও সুফইয়ান (র.) এটিকে সালামা (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের মতে নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ গ্রহণে অসুবিধা নাই। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ] কতক আলিম এটিকে অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ اشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ

৫৮৬

তিরমিযী শরীফ

يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ . فَإِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩২০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাগাদা দিতে গিয়ে খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করছিল। ফলে সাহাবীগণ তাকে কিছু শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও একে; কেননা, হকওয়ালার কথা বলার অধিকার আছে। আরো বললেন, তার জন্য একটি উট খরীদ করে নিয়ে আস এবং সেটি তাকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ তালাশ করেও লোকটির উটের চাইতে ভাল উট ছাড়া কিছু পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা-ই কিনে নিয়ে এস, এবং সেটিই তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মাঝে ভাল সেই যে পরিশোধের দ্ব্যাপারে উত্তম।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....সালামা ইবন কুহায়ল (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১৩২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا . فَجَاءَتْهُ ابِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطِهِ إِيَّاهُ . فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩২১. আবদ ইবন হুমায়দ (র.).....রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত দাস আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একটি জওয়ান উট ঋণ নিয়েছিলেন। অনন্তর তাঁর হাতে

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

৫৮৭

সাদাকার কিছু উট আসে। আবু রাফি' (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ব্যক্তির জওয়ান উটটি আদায় করে দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, এগুলির মাঝে ছয় বছর বয়সী পছন্দনীয় উট ছাড়া তাকে আদায় করার মত আর কোন উট তো পাচ্ছি না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা-ই তাকে দিয়ে দাও। কেননা, সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১৩২২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَحَ الْبَيْعِ، سَمَحَ الشِّرَاءِ. سَمَحَ الْقَضَاءِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

১৩২২. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিক্রয়ে উদারতা, ক্রয়ে উদারতা, তাগাদার ক্ষেত্রেও উদারতা ভালবাসেন।

ইমাম আবু ইসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এ হাদীছটিকে ইউনুস - সাঈদ আল মাকবুরী - আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৩২৩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ. أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ. كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ. سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى. سَهْلًا إِذَا أَقْتَضَى.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ. غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

১৩২৩. আব্বাস আদুদুরী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মাক্ষর করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল উদার-কোমল, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল উদার, তাগাদার ক্ষেত্রেও ছিল উদার।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি সাহীহ-হাসান। এ সূত্রে গারীব।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ।

১২২৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ . وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَارِدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ .

১৩২৪. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ব বলেন, তোমরা কাউকে যখন মসজিদে বেচতে বা কিনতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ তোমার এ তেজারত লাভজনক না করুন। কাউকে যখন দেখবে সে মসজিদে কোন জিনিস হারানোর ঘোষণা দিচ্ছে তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার জিনিসটি ফেরত না দিন'।

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবু হানীফা], আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৩য় খণ্ড সমাপ্ত